সহীহ মুসলিম

তৃতীয় খন্ড

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র)

সহীহ মুসলিম

[তৃতীয় খণ্ড]

Ç¿vU¥ dvb ev UÀve¥ j ¥U
eB WvDb¥ jvW Ki-b

অনুবাদ

মাওলানা মোজাম্মেল হক

মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা

মাওলানা আবু জাফর মকবুল আহমদ

মাওলানা আ.স.ম. নুরুজ্জামান

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা

মাওলানা মোজাম্মেল হক

صحيح مسلم

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৫০০৩৩২

ISBN 984-31-0930-9 set

প্রথম প্রকাশ
রবিউস সানী ১৪২১
শ্রাবণ ১৪০৭
জুলাই ২০০০

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় ঃ দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র।

Sahih Muslim Vol. III
Published by A K M Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus New Elephant Road Dhaka-1000 First Edition July 2000 Price : Tk. 240.00 only.

প্রকাশকের কথা

মুসলিম উম্মাহর সার্বিক দিক-নির্দেশনা লাভের প্রধান উৎস আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং রাসূলের (সা) সুন্নাহ। সহীহ হাদীস সংকলনসমূহ রাসূলের (সা) সুন্নাহর আকরগ্রন্থ। এইক্ষেত্রে সু-প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ 'সহীহ মুসলিম'-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক 'সহীহ মুসলিম' বাংলা অনুবাদের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এর অনুবাদ সহজ ও প্রাঞ্জল। উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থে মূল হাদীসটি পূর্ণ সনদ সহকারে মুদ্রিত হয়েছে। বাংলা অনুবাদে কেবল মূল রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম-এর অনুবাদ, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শ্রমকে আল্লাহ তাঁর দীনের খিদমাত হিসাবে কবুল করুন এবং বাংলাভাষী পাঠক মহলকে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সৌভাগ্যের অধিকারী হবার তাওফীক দান করুন!

কে কতটুকু অনুবাদ করেছেন

১. মাওলানা মোজাম্মেল হক	হাদীস নং ১৪৫০-১৭৮০
২. মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা	হাদীস নং ১৭৮১-১৯২০
৩. মাওলানা আবু জাফর মকবুল আহমদ	হাদীস নং ১৯২১-২১৩৪
৪. মাওলানা আ.স.ম নুরুজ্জামান	হাদীস নং ২১৩৫-২৩৬২

সূচীপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মুসাফিরের নামায ও কসর নামায

অনুচ্ছেদ

১ সফরকালীন নামায ১

২ বৃষ্টির দিনে বাড়ীতে নামায পড়া ১৩

৩ সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকনা কেন সফরে সওয়ারীর পিঠে বসে নফল নামায পড়া জায়েয ১৮

৪ সফরে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া জায়েয ২২

৫ নামায শেষে ডানে ও বামে উভয় দিকে মুখ ফিরানো ৩০

৬ নামাযের জামায়াতে ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানো উত্তম ৩২

৭ মুয়াযযিন যখন নামাযের ইকামাত বলবে তখন কোন নফল নামাযের নিয়ত করা মাকরূহ। এমনকি ফজর ও যোহরের সুন্নাত বা অনুরূপ কোন সুন্নাত হলেও ইকামতের সময় তাঁর নিয়ত করা যাবেনা। নিয়তকারী যদি বুঝতে পারে যে সে সুন্নাত শেষ করে ফরযের এক রাকআতে শামিল হতে পারবে তবুও না ৩২

৮ মসজিদে প্রবেশ করার সময় কি বলবে ৩৬

৯ (মসজিদে প্রবেশের পর) দুই রাকআত তাহিয়াতুল মসজিদ পড়া। যে কোন সময় এ দুই রাকআত নামায পড়া শরীয়তের বিধানসম্মত। মসজিদে প্রবেশের পর তাহিয়াতুল ওযুর দুই রাকআত নামায না পড়ে বসা মাকরূহ ৩৭

১০ কেউ সফর থেকে আসলে ফিরে আসার পর পরই মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়া উত্তম ৩৮

১১ সালাতুদ দোহা বা চাশতের নামায পড়া মুসতাহাব বা উত্তম। এ নামায কমপক্ষে দুই রাকআত, পূর্ণাঙ্গ আট রাকআত এবং মধ্যম পন্থায় চার রাকআত পড়ার বিধান। এ নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা এবং তাতে অভ্যস্ত হওয়া উত্তম ৪০

১২ ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়া, এজন্য উৎসাহিত করা বা হওয়া, এ দু' রাকআত নামায সংক্ষিপ্ত করে পড়া, এর প্রতি যত্নবান হয়ে সংরক্ষণ করা এবং এ নামাযের কিরাআতের মর্যাদা ৪৭

১৩ ফরয নামাযের পূর্বের ও পরের নিয়মিত সুন্নাত নামাযসমূহের মর্যাদা এবং তার সংখ্যা বা পরিমাণ ৫৩

১৪ নফল নামায দাঁড়িয়ে বা বসে উভয় অবস্থাতেই পড়া জায়েয। আবার নফল নামাযের কিছু অংশ (রাকআত) দাঁড়িয়ে এবং কিছু অংশ বসে পড়াও জায়েয ৫৬

১৫ রাতের বেলার নামায এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা যে কয় রাকআত নামায পড়তেন তার বর্ণনা। বেতের নামায এক রাক'আত এবং তা এক রাক'আতই সঠিক ৬৪

১৬ রমযান মাসের রাতের বেলা ইবাদত করা অর্থাৎ তারাবীহ্ নামায পড়ার উৎসাহ দান ৯৪

১৭ 'লাইলাতুল কদরে' বা কদরের রাতে নামায পড়া নফল হলেও তার প্রতি গুরুত্বারোপ এবং সাতাশ তারিখের রাত কদরের রাত হওয়ার প্রমাণ ৯৮

১৮ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায ও দু'আ সম্পর্কিত হাদীস ১০০

১৯ তাহাজ্জুদ নামাযে কিরায়াত দীর্ঘায়িত করা উত্তম ১২০

২০ তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উৎসাহিত করা এবং কম করে হলেও তাহাজ্জুদ নামায পড়া ১২৩

২১ নফল নামায নিয়মিত (সুন্নত) হোক বা অনিয়মিত বাড়ীতে পড়া উত্তম। মসজিদে পড়াও জায়েয। তবে ঈদ, সূর্য গ্রহণের নামায, ইসতিসকার নামায ও তারাবীর নামায যা প্রকাশ্যে পড়াই ইসলামের বিধান তা প্রকাশ্যেই পড়তে হবে। অনুরূপভাবে যেসব নফল নামায মসজিদের বাইরে পড়ার বিধান নেই তাও মসজিদে পড়তে হবে। যেমন ঃ তাহিয়াতুল মাসজিদ ও তাওয়াফের দুই রাকআত নামায ১২৫

২২ তাহাজ্জুদ নামায বা অন্যান্য ইবাদত ও বন্দেগী স্থায়ীভাবে করার মর্যাদা। ইবাদত করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা অর্থাৎ যতটুকু নফল ইবাদাত স্থায়ীভাবে করা যাবে ততটুকু ইবাদত করা এবং কেউ নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে তা স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা সম্পর্কে হাদীস ১২৮

২৩ নামাযরত অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে কুরআন পাঠ বা অন্য কিছু পড়তে অক্ষম হলে তার জন্য ঘুমানোর অনুমতি। তন্দ্রা কেটে গেলে আবার নামায পড়বে ১৩২

সপ্তম অধ্যায় ঃ আল-কুরআনের মর্যাদা

১ কুরআনের মর্যাদা ও আরো কিছু বিষয় ১৩৪

২ সুন্দর স্বরে কুরআন পাঠ করা উত্তম ১৩৭

৩ কুরআন পাঠ করার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি নাযিল হয় ১৪২

৪ কুরআন হিফযকারীর মর্যাদা ১৪৪

৫ মর্যাদাবান ও কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সামনে কুরআন পাঠ করা উত্তম। এক্ষেত্রে শ্রোতার চেয়ে পাঠকারী অধিক মর্যাদার অধিকারী হলেও কোন দোষ নেই ১৪৬

৬ কুরআন শোনা, কুরআনের হাফেজকে কিরাআত করতে বলা, কুরআন তিলাওয়াত শুনে কান্না করা এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা করার মর্যাদা ১৪৭

৭ কুরআন শরীফ পাঠ করা, শেখা ও নামাযে কুরআন পাঠ করার মর্যাদা ১৫০

৮ কুরআন মজীদ ও সূরা বাকারা পাঠ করার মর্যাদা ১৫১

৯ সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষাংশের মর্যাদা এবং সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠের জন্য উৎসাহিত করা ১৫৩

১০ সূরা কাহাফ ও আয়াতুল কুরসীর মর্যাদা ১৫৫

১১ কুল্ হুয়াল্লাহ্ বা সূরা ইখলাস পড়ার মর্যাদা ১৫৭

১২ মু'আউওয়াযাতাঈন বা সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার মর্যাদা ১৬০

১৩ যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী আমল করে এবং কুরআন শিক্ষা দেয় আর যে ব্যক্তি কুরআনের হুকুম-আহকাম ও জ্ঞান অর্জন করে, তদনুযায়ী আমল করে এবং তা অন্যদেরকে শেখায় তার মর্যাদা ১৬১

১৪ কুরআন সাত রকমের উচ্চারণসহ নাযিল হয়েছে– এ কথার অর্থ ও তার বর্ণনা ১৬৩

১৫ সুষ্ঠুভাবে কিরাআত পাঠ করতে হবে, তাড়াহুড়া করে দ্রুত গতিতে পাঠ বর্জন করবে এবং একই রাকআতে একাধিক সূরা পাঠ করা জায়েয ১৬৯

১৬ কিরাআতের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা ১৭৩
১৭ যে সকল ওয়াক্তে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে ১৭৬
১৮ মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়া মুস্তাহাব ১৮৬
১৯ সালাতুল খাওফ (শংকাকালীন নামায) ১৮৮

অষ্টম অধ্যায় ঃ জুমুআর নামায
১ জুমুআর দিন গোসল করা ১৯৫
২ জুমুআর দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা ১৯৮
৩ জুমুআর নামাযে আগেভাগে যাওয়ার ফযীলাত ১৯৯
৪ খুতবা চলাকালে নীরব থাকবে ২০১
৫ জুমুআর দিন বিশেষ একটি সময় আছে যখন দু'আ কবুল হয় ২০১
৬ জুমুআর দিনের ফযীলাত ২০৩
৭ জুমুআর দিনের সঠিক সন্ধান এই উম্মাতকে দান করা হয়েছে ২০৪
৮ জুমুআর নামাযে গুনাহ মাফ হয় ২০৮
৯ জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত ২০৯
১০ জুমুআর নামাযের খুতবা (ভাষণ) দেয়ার নিয়ম ২১১
১১ জুমুআর নামায ত্যাগকারীর প্রতি সতর্কবাণী ২১৪
১২ নামায ও খুতবা হবে নাতিদীর্ঘ ২১৪
১৩ মহানবী (সা) খুতবায় যে সূরা পড়তেন ২১৯
১৪ তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায ২২১
১৫ জুমুআর নামাযের কিরাআত ২২৪
১৬ জুমুআর নামাযের পরের সুন্নাত নামায ২২৮

নবম অধ্যায় ঃ ঈদের নামায ২৩০
দশম অধ্যায় ঃ ইস্‌তিস্‌কার নামায ২৪৫
একাদশ অধ্যায় ঃ সূর্য গ্রহণের বর্ণনা ২৫৪
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ জানাযার বিবরণ ২৭৬
ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ কিতাবুয যাকাত
১ যাকাতের বিবরণ ৩৪২
২ সদকায়ে ফিতর বা ফিতরার বর্ণনা ৩৪৮
৩ যাকাত আদায় না করার অপরাধ ৩৫৩
৪ যাকাত আদায়কারীকে সন্তুষ্ট করা ৩৬৩
৫ যারা যাকাত আদায় করবে না তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া ৩৬৩
৬ দানশীলতার ফযীলত ৩৭০
৭ পরিবার পরিজন ও অধীনস্থের ভরণ-পোষণের ফযীলত এবং তা না করার অপরাধ ৩৭১
৮ সর্বপ্রথম নিজের জন্য অতঃপর ঘরের লোকদের জন্য অতঃপর আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করা ৩৭৩
৯ পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করার ফযীলত– যদিও তারা মুশরিক হয় ৩৭৪

১০ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করে তার জন্য সওয়াব পৌছানো ৩৭৯
১১ সকল প্রকার সৎকাজই সদকা ৩৮০
১২ দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা বা ভাল কথা বলার মাহাত্ম্য ৩৮৯
১৩ খেটে খাওয়া লোকদেরও দান খয়রাত করা উচিত। দান পরিমাণে কম হলে খোঁটা দেয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ৩৯৪
১৪ দুগ্ধবতী জন্তু বিনামূল্যে দান করার ফযীলত ৩৯৫
১৫ দানশীল ব্যক্তি ও কৃপণ ব্যক্তির উদাহরণ ৩৯৬
১৬ সদকা যদি কোন ফাসিক বা অনুরূপ কোন অসৎ ব্যক্তির হাতে পড়ে তাহলেও দাতা এর সওয়াব পাবে ৩৯৮
১৭ আমানতদার কোষাধ্যক্ষ ও স্ত্রী লোকের সদকায় সওয়াব হওয়া সম্পর্কে। স্ত্রী স্বামীর প্রকাশ্য অনুমতি সাপেক্ষে অথবা প্রচলিত প্রথামত স্বামীর সম্পদ থেকে দান করলে সে তার সওয়াব পাবে ৩৯৯
১৮ দান খয়রাতের সাথে অন্যান্য সওয়াবের কাজও করা ৪০২
১৯ দান-খয়রাত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা; দান-খয়রাত করে তা গুণে গুণে রাখার কুফল ৪০৪
২০ দান-খয়রাত পরিমাণে যতই কম হোক না কেন তা অবজ্ঞা করা যাবে না ৪০৬
২১ গোপনে দান-খয়রাত করার ফযীলত ৪০৬
২২ সুস্থ ও স্বাবলম্বী অবস্থায় দান করার ফযীলত ৪০৭
২৩ নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। উপরের হাত অর্থে দানকারী এবং নীচের হাত অর্থে দান গ্রহণকারীকে বুঝানো হয়েছে ৪০৯
২৪ অন্যের কাছে হাত পাতার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ৪১১
২৫ ভিক্ষা করা কার জন্য জায়েয ৪১৭
২৬ চাওয়া অথবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই যদি পাওয়া যায়, তা গ্রহণ করা জায়েয ৪১৯
২৭ পার্থিব লোভ লালসার প্রতি অনীহা ও ঘৃণা পোষণ করা ৪২১
২৮ কানা'আত বা অল্পে পরিতুষ্ট থাকার ফযীলত এবং এজন্য উৎসাহ প্রদান করা ৪২৫
২৯ পার্থিব প্রাচুর্য, সৌন্দর্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়ে অহংকারে লিপ্ত হয়োনা ৪২৬
৩০ ধৈর্য, উদারতা ও অল্পে পরিতুষ্ট হওয়ার ফযীলাত এবং এজন্য উৎসাহ প্রদান ৪২৯
৩১ কোন ব্যক্তিকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য অথবা যে ব্যক্তিকে কিছু দান না করলে সে তার ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে অথবা কোন ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ অশোভনভাবে কিছু প্রার্থনা করার আশংকা থাকলে এদেরকে দান করা। খারেজীদের বর্ণনা এবং এদের সম্পর্কে নির্দেশ ৪৩১
৩২ নবী (সা) ও তাঁর বংশ পরিবারের জন্য সদকা যাকাত খাওয়া হারাম। এরা হচ্ছে বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব। এরা ছাড়া অন্য কারো জন্য যাকাত-সদকা খাওয়া হারাম নয় ৪৬৩
৩৩ নবী (সা) ও বনী হাশিমের জন্য হাদীয়া উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয ৪৬৯
৩৪ সদকা প্রদানকারীর জন্যে দু'আ করার বর্ণনা ৪৭২
৩৫ যাকাত আদায়কারীর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করার বর্ণনা ৪৭৩

بسم الله الرحمن الرحيم

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসাফিরের নামায এবং কসর নামায পড়ার বর্ণনা

كتاب صلاة المسافرين وقصرها

অনুচ্ছেদ ঃ ১

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ

১৪৫০। নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বাড়ীতে কিংবা সফরে যে কোন অবস্থায় প্রথমে নামায দুই দুই রাকআত করে ফরয করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সফরের নামায দুই রাকআত ঠিক রাখা হলেও বাড়ীতে অবস্থানকালীন নামাযের রাকআত সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى

১৪৫১। নবী (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নামায ফরয করার সময় আল্লাহ তাআলা দুই রাকআত করে ফরয করেছিলেন। তবে পরে বাড়ীতে অবস্থানকালীন নামায বৃদ্ধি করে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে এবং সফরকালীন নামায পূর্বের মত দুই রাকআতই রাখা হয়েছে।

وحدثني علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر قال إنها تأولت كما تأول عثمان

১৪৫২। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) প্রথমে নামায ফরয হয়েছিল দুই রাকআত করে। পরবর্তী সময়ে সফরকালীন নামায দুই রাকআত ঠিক রাখা হয়েছে। কিন্তু বাড়ীতে অবস্থানকালীন নামায পূর্ণাঙ্গ (অর্থাৎ চার রাকআত) করা হয়েছে। বর্ণনাকারী যুহরী বলেছেন ঃ আমি উরওয়াকে জিজ্ঞেস করলাম– তাহলে কি কারণে আয়েশা সফরকালীন নামায পুরো পড়তেন? জবাবে উরওয়া বললেন ঃ 'আয়েশা উসমানের ব্যাখ্যার মত এ হাদীস্‌টির ব্যাখ্যা করেছেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم قال إسحق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر ابن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

১৪৫৩। ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি 'উমার ইবনে খাত্তাবকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "লাইসা আলাইকুম জুনাহুন 'আন তাকছুরু মিনাস সালাতি ইন খিফতুম আঁই ইয়াফতিনাকুমুল্লাযীনা কাফারু" অর্থাৎ কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে এই আশংকা থাকলে নামায কসর করে পড়াতে তোমাদের কোন দোষ হবেনা।" কিন্তু এখন তো লোকেরা নিরাপত্তা লাভ করেছে। (সুতরাং এখন কসর নামায পড়ার প্রয়োজন কি?) একথা শুনে উমার ইবনুল খাত্তাব বললেন ঃ তুমি যে কারণে বিস্মিত হয়েছো আমিও ঠিক একই কারণে বিস্মিত হয়েছিলাম

(অর্থাৎ আমিও কসর নামায পড়ার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছিলাম না)। তাই উক্ত বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এটি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাদকা বা দান। সুতরাং তোমরা তার দেয়া সাদকা গ্রহণ করো।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ

১৪৫৪। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর মুকাদ্দামী ইয়াহ্ইয়া, ইবনে জুরাইজ, আবদুর রাহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আম্মার, আবদুল্লাহ ইবনে বাবাইহ্র মাধ্যমে ইয়ালা ইবনে উমাইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইয়ালা ইবনে উমাইয়া) বলেছেন– আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে জিজ্ঞেস করলাম। এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর তিনি ’আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً

১৪৫৫। ’আবদুল্লাহ ইবনে ’আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের নবীর জবানীতে আল্লাহ তাআলা বাড়ীতে অবস্থানকালীন নামায চার রাকআত, সফরের নামায দু’ রাকআত এবং ভীতিকর অবস্থানকালীন নামায এক রাকআত ফরয করেছেন।

টীকা ঃ হাদীসটির ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করলে যা দাঁড়ায় তা হলো হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত উসমান (রা) উভয়েই সফরকালীন পূর্ণ নামায পড়া জায়েয মনে করতেন।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ

مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً

১৪৫৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ তোমাদের নবীর জবানীতে মুসাফিরের নামায দুই রাকআত 'মুকীম বা বাড়ীতে অবস্থানকালীন নামায চার রাকআত এবং ভীতিকর অবস্থার নামায এক রাকআত ফরজ করেছেন।

টীকা ঃ কোথাও শত্রুর মোকাবিলারত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের ময়দানে নামাযের সময় উপস্থিত হলে তখন নামায পড়ার যে নিয়ম-পদ্ধতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বাতলে দিয়েছেন সে নিয়মে নামায পড়াকে "সালাতুল খাউফ" বা ভীতিকর অবস্থার নামায বলে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ

قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّى اِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ اِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْاِمَامِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৪৫৭। মূসা ইবনে সালাম হুজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি মক্কায় অবস্থানকালে যদি ইমামের পিছনে নামায আদায় না করি তাহলে কিভাবে নামায আদায় করবো। জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস বললেন, দুই রাকআত নামায পড়বে। এটি আবুল কাসেম (সা)-এর সুন্নাত।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِى جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ

১৪৫৭(ক)। মুহাম্মাদ ইবনে মিনহাল আদদারীর ইয়াযীদ ইবনে যুরায়ি ও সাঈদ ইবনে আবু আরুবা থেকে এবং মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না ও মুআয ইবনে হিশাম তার পিতা হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে (সাঈদ ইবনে আবু আরুবা ও হিশাম) আবার কাতাদা থেকে একই সনদে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عِيسَى
ابْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ
فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ
الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ. قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ
مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ
عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ
فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ
وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

১৪৫৮। ঈসা ইবনে হাফ্‌স্ ইবনে 'আসেম ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব তার পিতা হাফ্‌স্ ইবনে আসেম ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি মক্কার কোন একটি পথে আসেম ইবনে উমারের সাথে চলছিলাম। এই সময় তিনি আমাদের সাথে করে যোহরের নামায পড়লেন এবং মাত্র দু' রাকআত পড়লেন। তারপর তিনি তার কাফেলার মধ্যে ফিরে আসলেন। আমরাও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। তিনি সেখানে বসে পড়লে আমরাও তাঁর সাথে বসলাম। এই সময় যে স্থানে তিনি নামায পড়েছিলেন সে স্থানে তার দৃষ্টি পড়লে কিছুসংখ্যক লোককে সেখানে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা ওখানে কি করছে? আমি বললাম, তারা সুন্নাত পড়ছে। তিনি একথা শুনে বললেন ঃ ভাতিজা, আমাকে যদি সুন্নাত পড়তে হতো তাহলে আমি ফরয নামাযও পূর্ণ পড়তাম। আমি সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে থেকে দেখেছি আমৃত্যু তিনি দুই রাকআতের অধিক পড়েননি। আমি সফরে আবু বকরের সাথে থেকে দেখেছি আল্লাহ তাকে ওফাত দান না করা পর্যন্ত তিনি দুই রাকআত নামাযই পড়েছেন। আমি সফরে 'উমারের সাথে থেকে দেখেছি তিনি দু' রাকআত নামায পড়েছেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেছেন। আমি সফরে উসমানের সাথে থেকেও দেখেছি আল্লাহ তাআলা তাকেও মৃত্যু দান না করা পর্যন্ত দুই রাকআত নামায পড়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ আল্লাহর রাসূলের জীবনে তোমাদের অনুসরণের উত্তম নমুনা রয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِي قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

১৪৫৯। হাফস ইবনে আসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একবার আমি সাংঘাতিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লাম। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার আমাকে দেখতে আসলেন। সে সময় আমি তাঁকে সফরে সুন্নাত নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– আমি সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগী হয়েছি। কিন্তু তাঁকে কখনো নফল পড়তে দেখিনি। আর আমি যদি সফরে সুন্নাত নামায পড়তাম তাহলে ফরয নামাযও পূর্ণ করে পড়তাম। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ আল্লাহর রাসূলের জীবনে তোমাদের অনুসরণের জন্য উত্তম নীতিমালা রয়েছে।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে সফরে সুন্নাত নামায পড়ার কোন বিধান নেই। কারণ নবী (সা) কখনো সফরে নফল নামায পড়েননি। খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম তিন খলীফাও কোন দিন সফরে সুন্নাত নামায পড়েননি।

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

১৪৬০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বিদায় হজ্জের সফরে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা থেকে যোহরের নামায চার রাকআত পড়ে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং যুল-হুলাইফাতে পৌঁছে আসরের নামায দু' রাকআত পড়েছিলেন।

টীকা ঃ যুল-হুলাইফা মদীনা থেকে অল্প দূরে অবস্থিত। সুতরাং মদীনা থেকে যুল-হুলাইফা পর্যন্ত যাওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে কোন অবস্থাতেই কছর নামায পড়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি বিদায় হজ্জের সময়কার।

নবী (সা) মক্কার উদ্দেশে মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন। এ সময় তিনি ছিলেন মুসাফির। তাই যুল-হুলাইফাতে পৌছে তিনি কছর নামায পড়েছিলেন।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

১৪৬১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বিদায় হজ্জের সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মদীনায় যোহরের নামায চার রাকআত পড়ে বের হয়েছি এবং যুল-হুলাইফাতে পৌঁছে তাঁর সাথে আসরের নামায মাত্র দু' রাকআত পড়েছি।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ «شُعْبَةُ الشَّاكُّ» صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

১৪৬২। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াযীদ আল-হানায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আনাস ইবনে মালিককে সফররত অবস্থায় নামাযে কসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তিন মাইল অথবা তিন ফারসাখ দূরত্বের সফরে বের হতেন তখনই দু' রাকআত নামায পড়তেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াযীদ আল-হানায়ী তিন মাইল দূরত্বের কথা বলেছেন ঃ না তিন ফারসাখ দূরত্বের কথা বলেছেন তাতে শু'বার সন্দেহ রয়েছে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ الَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ انَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

১৪৬৩। যুবাইর ইবনে নুফায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি শুরাহ্বীল ইবনে সিমতের সাথে সতের অথবা আঠার মাইল দূরবর্তী এক গ্রামে গেলাম। তিনি সেখানে (চার রাকআতের পরিবর্তে) দুই রাকআত নামায পড়লেন। আমি তাঁকে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যা করতে দেখেছি তাই করে থাকি।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الاسْنَادِ وَقَالَ عَنِ ابْنِ السِّمْطِ وَلَمْ يُسَمِّ شُرَحْبِيلَ وَقَالَ انَّهُ أَتَى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا دُومِينُ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً

১৪৬৪। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না মুহাম্মাদ ইবনে জাফরের মাধ্যমে শুবা থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে শুবা শুরাহবীল ইবনে সিমত নামটি উল্লেখ না করে ইবনুস সিমত্ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার বর্ণিত হাদীসে এতটুকু কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হিসমের আঠার মাইল দূরবর্তী রাউমীন নামে পরিচিত একটি স্থানে উপনীত হলেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ الَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قُلْتُ كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا

১৪৬৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (বিদায় হজ্জের সফরে) আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কার দিকে বের হলাম। (এই সফরে) রাসূলুল্লাহ (সা) সব ওয়াক্তের নামাযই দুই রাকআত করে পড়েছেন এবং মদীনায়

ফিরে এসেছেন। বর্ণনাকারী ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন– আমি আনাস ইবনে মালককে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি মক্কায় ক'দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। জবাবে আনাস ইবনে মালিক বললেন ঃ দশ দিন।

وحدثناه قتيبة حدثنا أبو عوانة ح وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم

১৪৬৬। কুতাইবা আবু আওয়ামার মাধ্যমে এবং আবু কুরাইব ইবনে উলাইয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে আবার ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু ইসহাক ও আনাস ইবনে মালিকের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে হুশাইম বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحق قال سمعت انس بن مالك يقول خرجنا من المدينة الى الحج ثم ذكر مثله

১৪৬৭। উবাইদুল্লাহ ইবনে মুআয তার পিতা মুআয, শু'বা ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক বলেছেন ঃ আমি আনাস ইবনে মালিককে বলতে শুনেছি, আমরা মদীনা থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম...। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج

১৪৬৮। ইবনে নুমায়ের তার পিতা নুমায়ের থেকে এবং আবু কুরাইব আবু উসামা থেকে উভয়ে আবার সাওরী, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু ইসহাক ও আনাস ইবনে মালিকের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এতে তিনি হজ্জের কথা উল্লেখ করেননি।

وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة

الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا

১৪৬৯। সালেম ইবনে 'আবদুল্লাহ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমারের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এইমর্মে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মিনা এবং অন্যান্য স্থানে মুসাফিরের মত দুই রাকআত করে নামায পড়েছিলেন। আর আবু বকর, উমার তাদের খিলাফত যুগে এবং উসমান তাঁর খিলাফতের প্রথমদিকে সফরকালের নামায দুই রাকআত করে পড়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে পূর্ণ চার রাকআত পড়েছেন।

وحَدَّثَنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ بِمِنًى وَلَمْ يَقُلْ وَغَيْرِهِ

১৪৭০। যুহাইর ইবনে হারব্ ওয়ালীদ ইবনে মুসলিমের মাধ্যমে আওযায়ী থেকে এবং ইসহাক ও আব্দ ইবনে হুমায়েদ আবদুর রাযযাকের মাধ্যমে মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে আবার একই সনদে যুহ্‌রী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে 'মিনাতে' কথাটি উল্লেখ করেছেন। তবে 'অন্যান্য স্থানে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

১৪৭১। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (বিদায় হজ্জের সময়) রাসূলুল্লাহ (সা) মিনাতে (ফরয নামায চার রাক'আতের পরিবর্তে) দুই রাক'আত পড়েছেন। পরে আবু বকরও তাঁর খিলাফতকালে তাই করেছেন। আবু বকরের পর উমারও তাই করেছেন। তবে উসমান তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে দুই রাক'আত পড়েছেন। কিন্তু পরে চার রাক'আত পড়েছেন। সুতরাং 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইমামের পিছনে নামায পড়লে চার রাকআত পড়তেন। কিন্তু যখন তিনি একাকী নামায পড়তেন তখন দুই রাকআত পড়তেন।

وحدثناه ابن المثنى

وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثناه أبو كريب أخبرنا ابن

أبي زائدة ح وحدثناه ابن نمير حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه

১৪৭২। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইয়াহ্ইয়া কাত্তান থেকে, আবু কুরাইব ইবনে আবু যায়েদা থেকে এবং ইবনে নুমায়ের উকবা ইবনে খালিদ থেকে এবং সবাই আবার একই সনদে উবায়দুল্লাহ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص

ابن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر

وعمر وعثمان ثماني سنين أو قال ست سنين قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى

ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت

الصلاة

১৪৭৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) হজ্জের সময় মিনাতে অবস্থানকালে মুসাফিরের ন্যায় (দুই রাকআত) নামায পড়েছেন। অতঃপর আবু বকর, উমার এবং উসমানও তাঁদের খিলাফতকালে আট বছর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) ছয় বছর যাবত তাই করেছেন। হাফস বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার মিনাতে অবস্থানকালে নামায দুই রাকআত পড়তেন এবং পরে তার বিছানায় চলে আসলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, চাচা, আপনি আরও দুই রাকাত নামায পড়লে ভাল হতো। তিনি বললেন ঃ আমাকে যদি এরূপ করতে হতো তাহলে আমি ফরয নামায পূর্ণাঙ্গ করে (চার রাক'আত) পড়তাম।

وحدثناه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح وحدثنا ابن المثنى

قال حدثني عبد الصمد قالا حدثنا شعبة بهذا الاسناد ولم يقولا في الحديث بمنى ولكن

قالا صلى في السفر

১৪৭৪। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাবীব খালিদ ইবনে হারিস থেকে, মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না আবদুস সামাদ থেকে এবং উভয়ে শু'বা থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তারা তাদের বর্ণিত হাদীসে মিনাতে অবস্থানকালে কথাটি উল্লেখ করেননি। বরং বলেছেন– নবী (সা) সফরে এভাবে নামায পড়েছেন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذٰلِكَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ

১৪৭৫। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উসমান মিনাতে অবস্থানকালে আমাদের সাথে নিয়ে ফরয নামায চার রাকআত পড়লেন। বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে অবহিত করা হলে তিনি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন পড়লেন। পরে তিনি বললেন ঃ আমি মিনাতে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে দুই রাক'আত নামায পড়েছি। আমি মিনাতে অবস্থানকালে আবু বকর সিদ্দীকের সাথেও দুই রাক'আত নামায পড়েছি। আমি মিনাতে অবস্থানকালে 'উমার ইবনে খাত্তাবের সাথেও দুই রাকআত নামায পড়েছি। চার রাকআতের পরিবর্তে দুই রাক'আত নামাযই যদি আমার জন্য মকবুল হতো তাহলে কতই না ভাল হতো!

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

১৪৭৬। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ও আবু কুরাইব আবু মু'আবিয়া থেকে। উসমান ইবনে আবু শায়বা জারীর থেকে এবং ইসহাক ও ইবনে খাশরাম ঈসা থেকে এবং সবাই আমাশ থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

و حدثنا

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ

১৪৭৭। হারিসা ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মিনাতে অবস্থানকালে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই রাক'আত নামায পড়েছি। অথচ লোকজন নিরাপদ ও আতংকহীন ছিল।

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ « قَالَ مُسْلِمٌ » حَارِثَةُ ابْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ هُوَ أَخُو عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِأُمِّهِ

১৪৭৮। হারিসা ইবনে ওয়াহাব আল-খুযায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি বিদায় হজ্জের সময় মিনাতে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি তখন দুই রাক'আত নামায পড়েছিলেন। তখন তাঁর পিছনে বহু সংখ্যক লোক ছিল। ইমাম মুসলিম বলেছেন ঃ হারিসা ইবনে ওয়াহাব খুযায়ী উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্তাবের ভাই। তারা একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

বৃষ্টির দিনে বাড়ীতে নামায পড়া।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

১৪৭৯। নাফে ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) একদিন ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ শীতের রাতে আবদুল্লাহ ইবনে উমার নামাযের আযান দিলেন। আযানে তিনি বললেন ঃ তোমরা যার যার বাড়ীতে নামায পড়ে নাও। পরে তিনি বললেন যে, শীতের রাত অথবা বাদলা রাত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) মুয়ায্যিনকে একথা ঘোষণা করতে আদেশ দিতেন ঃ 'তোমরা বাড়ীতে নামায আদায় করো।'

حدثنا محمد بن عبد الله

ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم

১৪৭৯(ক)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শীত ও ঝড়-বৃষ্টি কবলিত এক রাতে নামাযের আযান দিলেন। তিনি তার আযান শেষে উচ্চস্বরে বলেন, শোন! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানস্থলে নামায পড়ে নাও। শোন! তোমরা অবস্থানস্থলে নামায পড়ে নাও। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফররত অবস্থায় শীত বা বর্ষণমুখর রাতে মুআয্যিনকে নির্দেশ দিতেন, সে যেন বলে, শোন! তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও।

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا

عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضجنان ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر

১৪৮০। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা, আবু উসামা ও উবায়দুল্লাহর মাধ্যমে নাফে' ইবনে 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন (তিনি বলেছেন) একবার 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার দাজনাম নামক স্থানে নামাযের আযান দিলেন। এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর তিনি উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। তবে এতটুকু কথা অধিক বর্ণনা করলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার বললেন ঃ তোমাদের যার যার অবস্থানস্থলেই নামায

পড়ে নাও। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের কথা "তোমরা যার যার অবস্থানস্থলেই নামায পড়ে নাও" কথাটি দ্বিতীয়বার বললেন না।

حدثنا يحيى بن

يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصل من شاء منكم في رحله

১৪৮১। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া আবু খায়সামা ও আবুয্ যুবায়েরের মাধ্যমে যাবির থেকে এবং আহমাদ ইবনে ইউনুস যুহাইর ও আবুয যুবাইরের মাধ্যমে জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (জাবির ইবনে আবদুল্লাহ) বলেছেন ঃ আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগী ছিলাম। ইতোমধ্যে বৃষ্টি হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা কেউ চাইলে নিজের জায়গাতে অবস্থান করে সেখানেই নামায পড়ে নিতে পারো।

وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا اسماعيل عن

عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني ان الجمعة عزمة واني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض.

১৪৮২। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, এক বৃষ্টিঝরা দিনে তিনি মুয়ায্যিনকে বললেন ঃ আজকের আযানে যখন তুমি 'আশ্হাদু আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ বলে শেষ করবে তার পরে কিন্তু হাইয়া 'আলাস-সালাহ্ বলবেনা। বরং বলবে 'সাল্লু ফী রিহালিকুম অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই নামায পড়ে নাও। হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে হারিস বলেছেন ঃ এরূপ করা লোকজন পছন্দ করলোনা বলে মনে হলো। তা দেখে

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন ঃ তোমরা এ কাজকে আজগুবি মনে করছো? অথচ যিনি আমার চেয়ে উত্তম তিনি এরূপ করেছেন। জুম'আর নামায পড়া ওয়াজিব। কিন্তু তোমরা কাদাযুক্ত পিচ্ছিল পথে কষ্ট করে চলবে তা আমি পছন্দ করিনি।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ وَقَالَ قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ .

১৪৮৩। আবু কামেল জাহ্দারী হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও আবদুল হামিদের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে হারিস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এক বৃষ্টিঝরা দিনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমাদের সামনে বক্তৃতা করলেন। এতটুকু বর্ণনা করে তিনি পূর্বোক্ত ইবনে উলাইয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। তবে তিনি জুম'আর দিনের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন ঃ যিনি আমার চেয়ে উত্তম অর্থাৎ নবী (সা) এরূপ করেছেন। আবু কামেল বলেছেন ঃ হাম্মাদ আসেমের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে হারিস থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করছেন।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ « هُوَ الزَّهْرَانِيُّ » حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৪৮৪। আবুর রাবী' আল-ইতকী আয-যাহরানী হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও আইয়ুবের মাধ্যমে আসেম আল-আহ্ওয়াল থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের 'নবী (সা)' কথাটি উল্লেখ করেননি।

وحدثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَقَالَ وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدَّحْضِ وَالزَّلَلِ

১৪৮৫। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক বৃষ্টিঝরা জুম'আর দিনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মুআয্যিন আযান দিলেন। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি ইবনে উলাইয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণনা করলেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) বললেন ঃ তোমরা কর্দমময় ও পিচ্ছিল পথে চলবে তা আমার পছন্দ হয়নি।

وحدثناه عبد بن حميد حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم

১৪৮৬। 'আবদ ইবনে হুমায়েদ সাঈদ ইবনে 'আমেরের মাধ্যমে শু'বা থেকে এবং আবদ ইবনে হুমায়েদ আবদুর রাযযাকের মাধ্যমে মা'মার থেকে তারা উভয়ে আবার আসেম আল-আহওয়াকের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁর মুয়াযযিনকে আদেশ করলেন। মা'মার বর্ণিত হাদীসে আছে কোন বৃষ্টিঝরা জুমআর দিনে। মা'মার বর্ণিত হাদীসে একথাও আছে যে, যিনি আমার চেয়ে উত্তম অর্থাৎ নবী (সা) এরূপ করেছেন।

وحدثناه عبد بن حميد حدثنا أحمد بن إسحق الحضرمي حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم

১৪৮৭। আব্দ ইবনে হুমায়েদ আহমাদ ইবনে ইসহাক আর হাদমামী, ওয়াহাইব আইয়ূব ও আবদুল্লাহ ইবনে হারিসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। ওয়াহাইব বর্ণনা করেছেন যে তিনি এ হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে হারিস থেকে শুনেননি। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হারিস বলেছেন। এক জুম'আর দিনে এবং এক বাদলা দিনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তার মুয়াযযিনকে আদেশ করলেন। এভাবে তিনি অন্য বর্ণনাকারীদের অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকনা কেন সফরে সওয়ারীর পিঠে বসে নফল নামায পড়া জায়েয।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ

১৪৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকনা কেন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সওয়ারীর পিঠে বসে নফল নামায পড়তেন।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

১৪৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) উটের মুখ যে দিকেই থাকুক না কেন রাসূলুল্লাহ তাঁর উটের পিঠে বসেই নফল নামায পড়তেন।

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ قَالَ وَفِيهِ نَزَلَتْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

১৪৯০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় থেকে মদীনায় আসার পথে যেদিকেই তাঁর মুখ হোক না কেন সওয়ারীতে বসে নামায পড়তেন। এ ব্যাপারেই আয়াত 'ফা আয়নামা তুওয়াল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ' "অর্থাৎ তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাবে সেটিই আল্লাহর দিক" নাযিল হয়।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهٰذَا

الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِى حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ
وَقَالَ فِى هٰذَا نَزَلَتْ

১৪৯১। আবু কুরাইব ইবনুল মুবারাকের মাধ্যমে ইবনে আবু যায়েদা থেকে এবং ইবনে নুমায়ের তার পিতা নুমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে আবার একই সনদে 'আবদুল মালিক থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনুল মুবারাক ও ইবনে আবু যায়েদা বর্ণিত হাদীসে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, হাদীসটি বর্ণনার পর আবদুল্লাহ ইবনে উমার 'ফা আয়নামা তুওয়াল্লু ফা সাম্মা ওয়াজহুল্লাহ' "অর্থাৎ তোমরা যেদিকেই মুখ করোনা কেন সবই আল্লাহর দিক" এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এ আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجَّهٌ إِلَى خَيْبَرَ

১৪৯২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে খায়বারের দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেছি।

টীকা ঃ খায়বার মদীনার উত্তরে অবস্থিত। অথচ কা'বা শরীফ মদীনার দক্ষিণে অবস্থিত। সুতরাং এ হাদীস থেকে জানা যায় যখন নবী (সা)-এর মুখ কাবার দিকে ছিলনা।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ
ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِي
ابْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

১৪৯৩। সাঈদ ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের সাথে মক্কার পথ ধরে চলতেছিলাম। ভোর হয়ে যাচ্ছে মনে করে একসময় আমি সওয়ারী থেকে নেমে বেতের নামায পড়লাম এবং পরে তার কাছে গিয়ে পৌছলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি বললাম ফজরের সময় হয়ে যাচ্ছে দেখে সওয়ারী থেকে নেমে বেতের নামায পড়লাম। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার বললেন ঃ আল্লাহর রাসূলের জীবনে কি তোমার অনুসরণের জন্য উত্তম আদর্শ নেই। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ, তা অবশ্যই আছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর রাসূল (সা) উটের পিঠে বসেই বেতের নামায পড়তেন।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় সফররত অবস্থায় যানবাহনের উপর বসেই নফল নামায পড়া জায়েয। এক্ষেত্রে সওয়ারীর মুখ যে দিকেই থাক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে শর্ত হলো সফর যেন কোন গোনাহর কাজের জন্য না হয়। কোন গোনাহর কাজ করে কিংবা গোনাহর কাজের উদ্দেশ্যে সফর করলে তার জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে এসব সুবিধা লাভের কোন সুযোগ নেই।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

১৪৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সওয়ারীর মুখ যে দিকেই থাক না কেন রাসূলুল্লাহ (সা) (সফরে) সওয়ারীর পিঠে নামায পড়তেন। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমারও এরূপ করতেন। (অর্থাৎ সফরে তিনি সওয়ারীর পিঠে আরোহণরত অবস্থায় নফল নামায পড়তেন। সওয়ারী কোন দিকে মুখ করে চলছে তাতে কোন দোষ আছে বলে মনে করতেন না।)

وحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

১৪৯৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সওয়ারীর ওপর বসেই বেতের নামায পড়তেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, সফরে এবং অন্যান্য অবস্থায় নফল নামাযের যে বিধান বা হুকুম বেতের নামাযেরও ঠিক একই বিধান বা হুকুম। এক্ষেত্রে নফল ও বেতেরের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখা হয়নি।

وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنى
يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسبح على الراحلة قبل أى وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة

১৪৯৬। সালেম ইবনে 'আবদুল্লাহ তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ সওয়ারী যে দিকেই মুখ করে চলুক না কেন রাসূলুল্লাহ (সা) সওয়ারীর ওপর বসে নফল নামায পড়তেন এবং সওয়ারীর ওপরেই তিনি বেতের নামায পড়তেন। তবে তিনি সওয়ারীর ওপর ফরয নামায পড়তেন না।

টীকা ঃ হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় কিবলামুখী হওয়া ছাড়া ফরয় নামায আদায় হয়না এবং কোন সওয়ারীর ওপরেও ফরয় নামায আদায় হয়না। এ ব্যাপারে সব উলামা একমত। তবে ভয়ানক ভীতিকর অবস্থা হলে সওয়ারীর ওপর এবং কিবলামুখী হওয়া ছাড়াও ফরয নামায আদায় হবে।

وحدثنا عمرو بن سواد وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن
عبد الله ابن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى
السبحة بالليل فى السفر على ظهر راحلته حيث توجهت

১৪৯৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমের ইবনে রাবীআ বলেছেন, তার পিতা 'আমের ইবনে রাবী'আ তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি সফররত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রাতের বেলা নফল নামায সওয়ারীর পিঠে বসে যে দিকে সওয়ারীর মুখ ছিল সে দিকে মুখ করে পড়তে দেখেছেন।

وحدثنى محمد بن حاتم حدثنا عفان
ابن مسلم حدثنا همام حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام
فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلى على حمار ووجهه ذلك الجانب « وأومأ همام عن يسار القبلة »
فقلت له رأيتك تصلى لغير القبلة قال لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يفعله لم أفعله

১৪৯৮। আনাস ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আনাস ইবনে মালিক যখন শাম থেকে (অথবা শামে) আসলেন, তখন আমরা তাঁর সাথে আইনুত্ তামার নামক স্থানে সাক্ষাত করলাম। তখন দেখলাম তিনি একটি গাধার পিঠে বসে ঐ দিকে মুখ করে নামায পড়ছেন। বর্ণনাকারী হুমাম কিবলার বাম দিকে ইশারা করে দেখালেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখলাম যে! তিনি বললেন ঃ যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ করতে না দেখতাম তাহলে আমিও এরূপ করতাম না।

টীকা ঃ এ হাদীসটি থেকেও প্রমাণিত হয় যে সফরে নফল নামায পড়াকালে কিবলার দিকে মুখ থাকা জরুরী নয়। বিশেষ করে কোন সওয়ারীর ওপর নামায পড়লে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

সফরে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া জায়েয।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

১৪৯৯। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন সফরে দ্রুত চলতে হলে রাসূলুল্লাহ (সা) মাগরিব এবং এশার নামায একসাথে পড়তেন।

টীকা ঃ দীর্ঘ সফরে ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ উলামার মতে যোহর এবং আসরের নামায সুবিধামত এ দু' ওয়াক্তের যে কোন ওয়াক্তে এবং মাগরিব ও ইশার নামায এ দু' ওয়াক্তের যেকোন ওয়াক্তে একত্রিত করে পড়া জায়েয। সফরের নানা প্রতিকূল অবস্থাকে সামনে রেখে শরীয়ত সফরকারীর জন্য এ ব্যবস্থা রেখেছে। তবে সংক্ষিপ্ত দূরত্বের সফরে এ ব্যবস্থা জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা (র)-র মতে, সফর, বৃষ্টি, রোগব্যাধি বা অনুরূপ অন্য কোন কারণে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া জায়েয নয়। তবে তাঁর মতেও আরাফাতে অবস্থানের দিন যোহর এবং আসর এবং মুযদালিফায় অবস্থানের সময় মাগরিব এবং 'ইশার নামায অন্যান্য শরয়ী বিধি বিধান ঠিকমত আদায় করার সুবিধার জন্য একত্রে পড়া জায়েয। বুখারী, মুসলিম, সুনানে আবু দাউদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এর সপক্ষে যথেষ্ট সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য উলামার মতে, রোগীদের দুই ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়া জায়েয নয়। তবে ইমাম শাফেয়ীর অনুসারী কিছু উলামা এবং ইমাম আহমাদ (র) রোগীদের জন্য এটা জায়েয বলে গণ্য করেছেন। এর সপক্ষে অত্যন্ত মজবুত দলীল প্রমাণও বিদ্যমান আছে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَقُولُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

১৫০০। নাফে' ইবনে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) কোন সফরে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারকে দ্রুত পথ চলতে হলে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর তিনি মাগরিব এবং 'ইশার নামায একত্র করে পড়তেন। এ ব্যাপারে তিনি বলতেন ঃ সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন দ্রুত চলতে হতো তখন তিনি মাগরিব এবং ইশার নামায একসাথে পড়তেন।

وحدثنا محمد بن مثنى قال نا يحى عن عبيدالله قال اخبرنى نافع اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ وَيَقُوْلُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ -

১৫০১। নাফে' ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সফরে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারকে কোন সময় দ্রুত পথ চলতে হলে তিনি সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তের রক্তিম আভা অন্তর্হিত হওয়ার পর মাগরিব এবং 'ইশার নামায একসাথে পড়তেন। (এ কাজের পক্ষে যুক্তি হিসেবে) তিনি বলতেন ঃ সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দ্রুত পথ চলতে হলে তিনি মাগরিব এবং ইশার নামায একসাথে পড়তেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير

১৫০২। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া, কুতাইবা ইবনে সাঈদ, আবু বকর ইবনে আবু শায়বা এবং আমরুন নাকিদ ইবনে 'উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন। 'আমরুন নাকিদ সুফিয়ান, যুহরী, সালেম ইবনে 'আবদুল্লাহর মাধ্যমে তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ('আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার) বলেছেন ঃ আমি দেখেছি সফরে দ্রুত পথ চলার প্রয়োজন হলে রাসূলুল্লাহ (সা) মাগরিব এবং ইশার নামায একসাথে পড়ে নিতেন।

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أعجله السير في السفر يؤخر

صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّىٰ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

১৫০৩। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ('আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার) বলেছেন ঃ আমি দেখেছি সফরে কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দ্রুত চলতে হলে দেরী করে মাগরিব এবং ইশার নামায একসাথে পড়তেন।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ

يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

১৫০৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পূর্বেই যদি তিনি সফরে রওয়ানা হতেন তাহলে আসরের নামাযের সময় পর্যন্ত দেরী করতেন এবং তারপর কোথাও থেমে যোহর ও আসরের নামায একসাথে পড়তেন। কিন্তু রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই যদি সূর্য ঢলে পড়তো তাহলে তিনি যোহরের নামায পড়ে তারপর যাত্রা করতেন।

وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

১৫০৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) সফরে থাকাকালীন দুই ওয়াক্ত নামায একসাথে পড়তে মনস্থ করলে যোহর নামায পড়তে বিলম্ব করতেন। পরে আসরের ওয়াক্ত শুরু হলে তিনি যোহর ও আসরের নামায একসাথে পড়তেন।

وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد

قالا أخبرنا ابن وهب حدثني جابر بن اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق

১৫০৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) সফররত অবস্থায় কোন সময় নবী (সা)-কে তাড়াহুড়ো করতে হলে তিনি আসরের সময় পর্যন্ত যোহরের নামায পড়তে দেরী করতেন এবং আসরের প্রাথমিক সময়ে যোহর ও আসরের নামায একসাথে পড়তেন। আর এ অবস্থায় তিনি মাগরিবের নামাযও দেরী করে পশ্চিম আকাশে রক্তিম আভা অন্তর্হিত হওয়ার সময় মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়তেন।

টীকা ঃ সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পর পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা বা রক্তিম আভা দেখা যায় তাকে 'শাফাক' বলা হয়। এই রক্তিম আভা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময় থাকে। এটা অন্তর্হিত হলে মাগরিবের নামাযের সময়ও শেষ হয়ে যায়।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر

১৫০৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ভীতিকর অবস্থা কিংবা সফররত অবস্থা ছাড়াই যোহর এবং আসরের নামায একসাথে এবং মাগরিব ও 'ইশার নামায একসাথে পড়েছেন।

টীকা ঃ কোন ওজর ছাড়াই যোহর ও আসরের নামায এবং মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়া সম্পর্কে আয়েম্মা, মুজতাহিদ ও উলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে এক্ষেত্রে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, কাজী হুসাইন, খাত্তাবী ও মুতাওয়াল্লীর মত যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য। তাদের মতে রোগব্যাধি বা অন্য কোন কারণে কেউ এরূপ করলে তা যদি দৈনন্দিন অভ্যাস না হয় তাহলে তা জায়েয। আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসের আমল এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র সম্মতি থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু এটা অভ্যাসে পরিণত হলে জায়েয হবেনা।

وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ جَمِيعًا عَنْ زُهَيْرٍ

قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.

১৫০৮। আহমাদ ইবনে ইউনুস 'আউন ইবনে সাল্লাম যুহায়ের ইবনে ইউনুস, যুহায়ের, আবুয যুবায়ের ও সাঈদ ইবনে যুবায়েরের মাধ্যমে 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস) বলেছেন ঃ সফররত বা ভীতিকর অবস্থা ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় অবস্থানকালে যোহর এবং আসরের নামায একসাথে পড়েছেন। আবুয যুবায়ের বলেছেন ঃ (এ হাদীস শুনে) আমি সাঈদ ইবনে যুবায়েরকে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ কেন করেছেন? তিনি বললেন ঃ তুমি যেমন আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমিও তেমনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (বিষয়টি) জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি আমাকে বলেছিলেন, এ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইচ্ছা ছিল তাঁর উম্মাতের মনে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ

حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

১৫০৯। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) তাবুক যুদ্ধকালে কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সা) (একাধিক) নামায একসাথে পড়েছিলেন। সুতরাং তিনি যোহর এবং আসর আর মাগরিব ও ইশার নামায একত্র করে পড়েছিলেন। সাঈদ ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তিনি কি কারণে এরূপ করেছিলেন। জবাবে সাঈদ ইবনে যুবায়ের বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উম্মাতকে বাধ্য করতে বা কষ্ট দিতে চাননি।

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا

১৫১০। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা তাবুক অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। (এই সফরে) তিনি যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে একই ওয়াক্তে পড়তেন।

حدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ أَبُو الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

১৫১১। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তাবুক অভিযানকালে রাসূলুল্লাহ (সা) যোহর ও আসরের নামায এবং মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে পড়েছেন। আবুত তুফায়েল বর্ণনা করেছেন ঃ আমি মু'আয ইবনে জাবালকে জিজ্ঞেস করলাম, কি কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছেন? জবাবে মু'আয ইবনে জাবাল বললেন– তিনি তাঁর উম্মাতকে বাধ্য-বাধকতার মধ্যে ফেলতে বা কষ্ট দিতে চাননি (এ কারণেই তিনি এরূপ করেছেন)।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ «فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ» قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَلَ

ذٰلِكَ قَالَ كَىْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ وَفِى حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذٰلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ

১৫১২। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মদীনায় অবস্থানরত অবস্থায় কোন ভীতিকর পরিস্থিতি কিংবা বৃষ্টি-বাদল ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (সা) যোহর, আসর, মাগরিব এবং 'ইশার নামায একসাথে পড়েছেন। ওয়াকী' বর্ণিত হাদীসে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, সাঈদ ইবনে জুবায়ের বলেছেন– আমি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ কেন করেছেন? জবাবে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ করেছেন এজন্যে যাতে তাঁর উম্মাতের কোন কষ্ট না হয়। তবে আবু মু'আবিয়া বর্ণিত হাদীসে আছে যে 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসকে বলা হলো– রাসূলুল্লাহ (সা) কি উদ্দেশ্যে এরূপ করেছেন? জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন ঃ তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) চেয়েছেন তাঁর উম্মাতের যেন কোন কষ্ট না হয়।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا قُلْتُ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَأَنَا أَظُنُّ ذَاكَ

১৫১৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী (সা)-এর পিছনে একত্রে আট রাকআত (ফরয) নামায এবং একত্রে সাত রাকআত নামায পড়েছি। এতে আমি বললাম ঃ হে আবুশ্ শা'সা, আমার মনে হয় নবী (সা) যোহরের নামায দেরী করে শেষ ওয়াক্তে এবং 'আসরের নামায প্রাথমিক ওয়াক্তে পড়েছেন। আর তেমনি মাগরিবের নামায দেরী করে এবং 'ইশার নামায প্রথম ওয়াক্তে আগেভাগে পড়েছেন। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ আমিও তাই মনে করি।

টীকা ঃ যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে পড়া সম্পর্কে আয়েম্মা মুজতাহিদ ও 'উলামা কেরামের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে যেহেতু বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কোন সময় এরূপ করেছেন সুতরাং এর কোন ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা না করেও বলা যায় যে, প্রয়োজনবশতঃ এরূপ করাতে কোন দোষ নেই। তবে যেহেতু বিভিন্ন হাদীসে এ নির্দেশও প্রমাণ করা হয়েছে যে, সময় মত নামায আদায় করতে হবে– অতএব ঠিক ওয়াক্ত মত নামায আদায় করার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী এবং একসাথে একাধিক নামায পড়ার আভ্যাস গড়ে তোলা যাবেনা।

حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

১৫১৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) মদীনায় অবস্থানরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) সাত রাকআত ও আট রাকআত নামায একত্রে পড়েছেন। অর্থাৎ যোহর ও 'আসরের আট রাক'আত একসাথে এবং মাগরিব ও 'ইশার সাত রাকআত একসাথে পড়েছেন।

وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته

১৫১৫। 'আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন আসরের নামাযের পর 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস আমাদের সামনে বক্তব্য পেশ করতে থাকলেন। এই অবস্থায় সূর্য ডুবে গেল এবং তারকারাজি দৃষ্টিগোচর হতে থাকলো। তখন লোকজন বলতে শুরু করলো, নামায! নামায! (অর্থাৎ নামাযের সময় চলে যাচ্ছে, নামায পড়ুন) 'আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক বলেন ঃ এই সময় বনু তামীম গোত্রের একজন লোক তার কাছে আসলো এবং শান্ত ও বিরত না হয়ে বারবার আস্-সালাত, আস্-সালাত (নামায! নামায!) বলে চললো। তা দেখে আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস বললেন ঃ তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি আমাকে সুন্নাত (রাসূলের পদ্ধতি) শিখাচ্ছ? পরে তিনি বললেন ঃ আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সা) যোহর ও 'আসরের নামায এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্র করে পড়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক বলেন, একথা শুনে আমার মনে কিছু প্রশ্ন

জাগলো। তাই আমি' আবু হুরায়রার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসের কথার সত্যতা স্বীকার করলেন।

وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيع

حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

১৫১৬। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক আল-উকাইলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন একব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসকে বললো– নামাযের সময় হয়েছে, নামায পড়ুন। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। সে আবার বললো– নামায পড়ুন। তিনি এবারও চুপ করে থাকলেন। লোকটি পুনরায় বললো– নামাযের সময় হয়েছে নামায পড়ুন। এবার 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ তুমি আমাকে নামায সম্পর্কিত ব্যাপারে শিখাচ্ছ? আমরা তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে দুই ওয়াক্ত নামায একসাথে পড়তাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

নামায শেষে ডানে ও বামে উভয় দিকে মুখ ফিরানো।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله

১৫১৭। 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য হতে কেউ যেন তার পক্ষ থেকে শয়তানের জন্য কোন অংশ নির্ধারণ না করে। অর্থাৎ সে যেন এরূপ মনে না করে যে নামায শেষে ডান দিকে ছাড়া অন্য কোন দিকে মুখ ফিরানো যাবেনা। কেননা আমি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাম দিকে মুখ ফিরাতে দেখেছি।

টীকা ঃ উল্লেখিত হাদীসটি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি অধিকাংশ সময় নবী (সা)-কে নামায শেষে বাঁ দিক থেকে প্রথমে সালাম ফিরাতে দেখেছি। পক্ষান্তরে হযরত আনাস ইবনে মালিক বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, তিনি অধিকাংশ সময় নবী (সা)-কে নামায শেষে ডান দিকে প্রথম সালাম ফিরাতে দেখেছেন। এর অর্থ হলো নবী (সা) কখনো ডানে এবং কখনো বামে সালাম ফিরেয়েছেন। কিন্তু সাহাবাদের যিনি যেদিকে বেশী দেখেছেন তার ধারণা হয়েছে যে, নবী (সা) সেদিকেই বেশীর ভাগ সালাম ফিরেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে ডানে ও বামে উভয়দিকে সালাম ফিরানো জায়েষ। কোন নির্দিষ্ট দিকে সব সময় সালাম ফিরাতে হবে কেউ এমন বিশ্বাস পোষণ করলে সেদিকেই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস শয়তানের অংশ বলেছেন।

حدثنا اسحق بن ابراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس ح وحدثناه على بن خشرم أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الاسناد مثله

১৫১৮। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম জারীরের মাধ্যমে ঈসা ইবনে ইউনুস থেকে এবং আলী ইবনে খাশরাম ঈসা থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে আমাশের মাধ্যমে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا قتيبة بن سعيد

حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف اذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه

১৫১৯। সুদ্দী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, আমি নামায শেষ করে কোন দিকে প্রথমে মুখ ফিরাবো– ডাইনে না বাঁয়ে? তিনি বললেন ঃ আমি দেখেছি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) (নামায শেষ করে) প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরাতেন।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه

১৫২০। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ও যুহায়ের ইবনে হারব ওয়াকী, সুফিয়ান ও সুদ্দীর মাধ্যমে আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন ঃ নামায শেষে নবী (সা) প্রথমে ডানদিকে ফিরতেন। (অর্থাৎ ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে সালাম বলতেন না।

টীকা ঃ যদিও বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে ডান ও বাঁ উভয় দিকে মুখ ফিরানো জায়েয। তথাপিও

বিভিন্ন হাদীসের ভাষ্যে এবং নবী (সা)-এর বিভিন্ন কাজ থেকে প্রমাণিত হয় যে ডান দিকে মুখ ফিরানো উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

নামাযের জামায়াতে ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানো উত্তম।

وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك

১৫২১। বারা' ইবনে 'আযিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে নামায পড়তাম তখন পিছনে তাঁর ডান দিকে দাঁড়ানো পছন্দ করতাম যাতে তিনি ঘুরে বসলে আমাদের দিকে মুখ করে বসেন। বারা ইবনে 'আযিব বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, "রাব্বী ফিনী 'আযাবাকা ইয়াওমা তুবআসু আও তার্জমায়ু ইবাদাকা" অর্থাৎ হে আমার রব, যেদিন তুমি তোমার বান্দাহদেরকে পুনরায় জীবিত করবে অথবা বলেছেন একত্রিত করবে সেদিনের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো।

وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الاسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه

১৫২২। আবু কুরাইব ও যুহায়ের ইবনে হার্‌ব্ ওয়াকী'র মাধ্যমে মিসআর থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন– তবে এ সনদে বর্ণিত হাদীসটিতে তিনি ইউক্‌বিলু 'আলাইনা বি ওয়াজহিহি অর্থাৎ "আমাদের দিকে ঘুরে বসেন" কথাটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

মুয়াযযিন যখন নামাযের ইকামাত বলবে তখন কোন নফল নামাযের নিয়ত করা মাকরূহ। এমনকি ফজর ও যোহরের সুন্নাত বা অনুরূপ কোন সুন্নাত হলেও ইকামতের সময় তাঁর নিয়ত করা যাবেনা। নিয়তকারী যদি বুঝতে পারে যে সে সুন্নাত শেষ করে ফরযের এক রাকআতে শামিল হতে পারবে তবুও না।

وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو

ابْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ .

১৫২৩। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ নামাযের ইকামাত দেয়া হলে ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামাযের নিয়ত করা যাবে না।

টীকা ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের জন্য ইকামাত দেয়া হলে নফল, সুন্নাত বা অন্য কোন নামাযের নিয়ত করা জায়েয নয়। এটা ইমাম শাফেয়ী (র) ও অধিকাংশ উলামার মত। ইমাম আবু হানিফার মতে, ফজরের সুন্নাত পড়ে না থাকলে এবং জামায়াতে ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাক'আত ছুটে যাওয়ার আশংকা না থাকলে ইকামাতের পরও ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ে নেয়াতে কোন দোষ হবেনা। ইমাম সাউরী (র)-র মতে, প্রথম রাকআত ছুটে যাওয়ার আশংকা না থাকলে সুন্নাত পড়ে নেবে। অন্য কিছু সংখ্যক উলামার মতে, ইকামাতের পর মসজিদের বাইরে ফজরের সুন্নাত পড়তে পারবে। মসজিদে পড়তে পারবেনা।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ

১৫২৩(ক)। মুহাম্মাদ ইবনে হাতিম ও ইবনে রাফে-শাবাব-ওয়ারাকা (র) সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

১৫২৩(খ)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফরয নামাযের ইকামত দেয়া হলে তখন উক্ত ফরয ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া যাবে না।

وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

১৫২৪। 'আব্‌দ ইবনে হুমায়েদ 'আবদুর রাযযাকের মাধ্যমে যাকারিয়া ইবনে ইসহাক থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

১৫২৫। হাসান আল-হুল্ওয়ানী ইয়াযীদ ইবনে হারূন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, আইয়ূব, 'আমর ইবনে দীনার, 'আতা ইবনে ইয়াসার ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন– অতঃপর আমি উমার ইবনে খাত্তাবের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনালেন। তবে তিনি হাদীসটি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেননি।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِي يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ ، وَقَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ خَطَأٌ

১৫২৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন ফজরের নামাযের ইকামাত দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযরত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে কিছু বললেন যা আমরা বুঝতে পারলাম না। নামায শেষে আমরা তাকে ঘিরে ধরলাম। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে কি বললেন? সে বললো, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন ঃ হয়তো তোমাদের কেউ ফজরের নামায চার রাক'আত পড়বে। কা'নাবী বর্ণনা করেছেন– 'আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা তার পিতা বুহাইনা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম বলেছেন যে 'আবদুল্লাহ ইবনে মালিক তার পিতা বুহাইনা থেকে বর্ণনা করেন কা'নাবীর এই উক্তি ভুল।

টীকা ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনে মালিক (রা) ইবনে বুহাইনা তার পিতা বুহাইনা থেকে বর্ণনা করেন। কা'নাবীর এই উক্তি ভুল হওয়ার কারণ হলো হাদীসটি নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনুল কিশ্‌র। বুহাইনা হলো 'আবদুল্লাহর মা। সুতরাং তার নিকট থেকে 'আবদুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন একথা ঠিক নয়।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا

১৫২৭। ইবনে বুহাইনা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন ফজরের নামাযের ইকামাত দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, মুয়াযযিন ইকামাত দিচ্ছে আর সেই লোকটি নামায পড়ছে। তখন তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি কি ফজরের (ফরয) নামায চার রাকআত পড়বে?

حدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا

১৫২৮। আবদুল্লাহ ইবনে সারজাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি মসজিদে আসলো। রাসূলুল্লাহ (সা) সে সময় ফজরের নামায পড়ছিলেন। লোকটি মসজিদের একপাশে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামাযে শামিল হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফেরার পর তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে অমুক, তুমি কোন দুই রাকআত নামাযকে ফরয নামাযরূপে গণ্য করলে? একাকী যে দুই রাকআত পড়লে সেই দুই রাকআতকে না আমাদের সাথে যে দুই রাকআত পড়লে সেই দুই রাকআতকে?

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযের ইকামাত দেয়ার পর অন্য কোন নামায পড়া জায়েয নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

মসজিদে প্রবেশ করার সময় কি বলবে।

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك . قال مسلم . سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد

১৫২৯। আবু উসায়েদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বলবে, "আল্লাহুম্মাফ্তাহলী আবওয়াবা রাহ্মাতিকা" অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও। আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন বলবে "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিকা" অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি। ইমাম মুসলিম বলেছেন ঃ আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়াকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– আমি সুলায়মান ইবনে হিলালের একখানা গ্রন্থ থেকে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছি। তিনি আরো বলেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া আল্-হামাদী আবু উসায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

১৫৩০। হামিদ ইবনে 'উমার আল বাকরাবী বাশার ইবনে মুফাদ্দাস 'আমারা ইবনে গাযিয়া, রাবী'আ ইবনে আবু 'আবদুর রহমান, 'আবদুল মালিক ইবনে সাঈদ ইবনে সুওয়াইদ আল-আনসারী এবং আবু হামিদ অথবা আবু উসায়েদের মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ এই দু'আ পড়া উত্তম। তবে এছাড়া অন্যান্য দু'আও এক্ষেত্রে পড়া যেতে পারে। সুনানে আবু দাউদ

গ্রন্থের আখবার অধ্যায়ের প্রথমাংশে এরূপ দু'আ উল্লেখিত হয়েছে। দু'আগুলো এরূপ ঃ আউযুবিল্লাহিল আযীম, ওয়া বি ওয়াজহিহিল কারীম ও সুলতানিহিল কাদীম মিনাশ শায়তানির রাজীম, বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি, আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়াসাল্লামা আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনুবী, ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

(মসজিদে প্রবেশের পর) দুই রাকআত তাহিয়াতুল মসজিদ পড়া। যে কোন সময় এ দুই রাকআত নামায পড়া শরীয়তের বিধানসম্মত। মসজিদে প্রবেশের পর তাহিয়াতুল ওযুর দুই রাকআত নামায না পড়ে বসা মাকরূহ।

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

১৫৩১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বর্ণনা করেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগেই সে যেন দুই রাকআত নামায পড়ে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

১৫৩২। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবা আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ (সা) লোকজনের মধ্যে

বসে আছেন। সুতরাং আমিও গিয়ে সেখানে বসে পড়লাম। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন ঃ বসার আগে দুই রাকআত নামায পড়তে তোমার কি অসুবিধা ছিল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি দেখলাম আপনি বসে আছেন এবং আরো অনেক লোক বসে আছে (তাই আমিও বসে পড়েছি)। তিনি বললেন ঃ তোমরা কেউ কোন সময় মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকআত নামায না পড়ে বসবেনা।

টীকা ঃ এ হাদীসটি থেকে যা প্রমাণিত হয় তা হলো মসজিদে প্রবেশের পর তাহিয়াতুল ওযুর দুই রাকআত নামায পড়া উত্তম বা মুস্তাহাব। কেউ কেউ এ নামাযকে ওয়াজিবও বলেছেন। মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাক'আত নামায না পড়ে বসা মাকরূহ তাও এ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত। এ নামাযের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। বরং যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই এ দুই রাক'আত নামায পড়বে। তবে ইমাম আবু হানীফা, আওযায়ী ও লাইস (র)-এর মতে নামাযের নিষিদ্ধ সময়ে এ নামায পড়া যাবেনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

কেউ সফর থেকে আসলে ফিরে আসার পর পরই মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়া উত্তম।

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي صَلِّ رَكْعَتَيْنِ

১৫৩৩। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা)-এর কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি আমাকে তা পরিশোধ করে দিলেন এবং অধিক পরিমাণেই দিলেন। আমি একদিন মসজিদে তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাকে বললেন ঃ দুই রাকআত নামায পড়ে নাও।

حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

১৫৩৪। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট থেকে একটি উট কিনেছিলেন। অতঃপর তিনি মদীনায় আগমন করলে আমাকে মসজিদে এসে দুই রাকআত নামায পড়তে বললেন।

টীকা ঃ এই হাদীসটির মত আরো কিছু হাদীস থেকে জানা যায় যে, কেউ সফর থেকে ফিরে আসলে প্রথমে

মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়া উত্তম। তবে এই নামাযকে তাহিয়াতুল মাসজিদ বলা যাবে না। বরং সহিহ সালামতে সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমেই আল্লাহকে স্মরণ করাই এর উদ্দেশ্য।

وحدثني محمد ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيي ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت

১৫৩৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে গিয়েছিলাম। (ফিরে আসার সময়) আমার উটটি বেশ দেরী করলো। সেটি বেশ ক্লান্ত-শ্রান্তও হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার আগেই এসে পৌঁছেছিলেন। আর আমি পরদিন সকালে পৌঁছলাম। আমি মসজিদে গেলাম এবং সেখানে মসজিদের দরজায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি এখন এসে পৌঁছলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ এখন উটটি রেখে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়ে নাও। জাবির ইবনে 'আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ এরপর আমি মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে আসলাম।

حدثني محمد بن المثنى

حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم ح وحدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه

১৫৩৬। কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) দিবাভাগে বেশ কিছু বেলা করে ছাড়া সফর থেকে ফিরে আসতেন না। সফর থেকে ফিরে

তিনি প্রথমেই মসজিদে যেতেন এবং সেখানে দু রাকআত নামায পড়তেন। তারপর সেখানে কিছুক্ষণ বসতেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সফর থেকে দিনের প্রথম ভাগে ফিরে আসা মুস্তাহাব।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

সালাতুদ দোহা বা চাশতের নামায পড়া মুসতাহাব বা উত্তম। এ নামায কমপক্ষে দুই রাকআত, পূর্ণাঙ্গ আট রাকআত এবং মধ্যম পন্থায় চার রাকআত পড়ার বিধান। এ নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করা এবং তাতে অভ্যস্ত হওয়া উত্তম।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله ابن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه

১৫৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি 'আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী (সা) কি চাশতের নামায পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ না, তিনি চাশতের নামায পড়তেন না। তবে যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন পড়তেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি সফর থেকে ফিরে এসে এমন কোন প্রকাশ্য স্থানে বসবেন যেখানে লোকজন তাঁর সাক্ষাত করে সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারে। এরূপ স্থান মসজিদও হতে পারে।

وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه

১৫৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি 'আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সা) কি দোহা বা চাশতের নামায পড়তেন। তিনি বললেন ঃ না। তবে তিনি যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন পড়তেন।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن

ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم

১৫৩৯। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'দোহা' বা চাশতের নামায পড়তে দেখিনি। তবে আমি নিজে চাশতের নামায পড়ে থাকি। অনেক কাজ রাসূলুল্লাহ (সা) পছন্দ করা সত্ত্বেও এ আশংকায় তা করতেন না যে লোকজন সে অনুযায়ী কাজ করলে তা ফরয করে দেয়া হতে পারে।

حدثنا شيبان

ابن فروخ حدثنا عبد الوارث حدثنا يزيد «يعني الرشك» حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء

১৫৪০। মুআযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 'দোহা' বা চাশতের নামায কয় রাকআত পড়তেন? জবাবে 'আয়েশা বললেন ঃ তিনি 'দোহা' বা চাশতের নামায সাধারণতঃ চার রাকআত পড়তেন এবং অনেক সময় ইচ্ছামত আরো বেশী পড়তেন।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله وقال يزيد ما شاء الله

১৫৪১। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না ও ইবনে বাশশার মুহাম্মাদ ইবনে জাফর ও শুবার মাধ্যমে ইয়াযীদ থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইয়াযীদ তার বর্ণনায় "মা শাআ'র স্থানে 'মা শাআল্লাহ" কথাটি উল্লেখ করেছেন।

وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد حدثنا قتادة أن معاذة

الْعَدَوِيَّةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَاشَاءَ اللهُ

১৫৪২। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) 'দোহা' বা চাশতের নামায চার রাকআত পড়তেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা হলে বেশীও পড়তেন।

وحدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ

১৫৪৩। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও ইবনে বাশশার মু'আযা ইবনে হিশাম ও মুআযা ইবনে হিশামের পিতা হিশামের মাধ্যমে আবু কাতাদা থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَاأَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمُّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مَارَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَهُ قَطُّ

১৫৪৪। 'আবদুর রাহমান ইবনে আবু লায়লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একমাত্র উম্মে হানী ছাড়া আর কেউ-ই আমাকে এ কথা বলেনি যে, সে নবী (সা)-কে দোহা বা চাশতের নামায পড়তে দেখেছে। উম্মে হানী বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) তাঁর ঘরে গিয়ে আট রাকআত নামায পড়েছেন। (তিনি একথাও বলেছেন যে) আমি নবী (সা)-কে আর কখনো এত সংক্ষিপ্ত করে নামায পড়তে দেখিনি। তবে তিনি রুকূ ও সিজদাগুলো পূর্ণরূপে আদায় করছিলেন। ইবনে বাশশার তার বর্ণিত হাদীসে 'কাততু' বা 'কখনো' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قالا أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني

১৫৪৫। 'আবদুল্লাহ ইবনে হারিস তার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে নাওফাল থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এমন কোন লোকের সন্ধান পেতে আমি খুবই আকাঙ্ক্ষী ছিলাম এবং এ ব্যাপারে লোকদের জিজ্ঞেসও করতাম যে লোক আমাকে এই মর্মে জ্ঞাত করতে পারবে যে রাসূলুল্লাহ (সা) 'সালাতুদ দোহা' বা চাশতের নামায পড়েছেন। তবে একমাত্র আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী ছাড়া আর কাউকেই এমন পাইনি যে আমাকে এ ব্যাপারে কিছু অবহিত করতে পেরেছে। তিনি (উম্মে হানী) আমাকে জানিয়েছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন সূর্যোদয়ের পর বেলা কিছু বাড়লে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর (বাড়ীতে) তাঁর কাছে আসলেন। একখানা কাপড় আনা হলো এবং তা দিয়ে পর্দা করে দিলে তিনি গোসল করলেন। তারপর নামাযে দাঁড়ালেন এবং আট রাকআত নামায পড়লেন। উম্মে হানী বলেছেন– এই নামাযে তাঁর কিয়াম দীর্ঘতর ছিল না রুকূ দীর্ঘতর ছিল না সিজদা দীর্ঘতর ছিল তা আমি জানিনা। তবে কিয়াম, রুকূ ও সিজদা সবগুলোই মনে হয় এক রকমের দীর্ঘ ছিল। উম্মে হানী বলেছেন ঃ এর আগে কিংবা পরে আর কখনও আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'সালাতুত-দোহা' বা চাশতের নামায পড়তে দেখিনি। হাদীসটির বর্ণনাকারী মুয়াদী এটি ইউনুসের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'আখবারানী' অর্থাৎ 'ইউনুস আমাকে বলেছেন' কথাটি উল্লেখ করেননি।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فُلَانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذٰلِكَ ضُحًى

১৫৪৬। উম্মে হানী বিনতে আবু তালিবের আযাদকৃত দাস আবু মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানীকে বলতে শুনেছেন। (তিনি বলেছেন) মক্কা বিজয়ের বছরে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি গোসল করছেন আর তাঁর কন্যা ফাতিমা একখানা কাপড় দিয়ে, তাঁকে পর্দা করে রেখেছেন। উম্মে হানী বলেন– আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তখন তিনি জানতে চাইলেন– কে? আমি বললাম ঃ আমি আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী। তিনি (খুশীতে) বললেন ঃ উম্মে হানীকে স্বাগতম। অতঃপর গোসল শেষ করে তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং একখানি মাত্র কাপড় গায়ে জড়িয়ে আট রাক'আত নামায পড়লেন। নামায শেষ হলে আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার ভাই 'আলী ইবনে আবু তালিব বলেছেন ঃ তিনি হুবায়রার পুত্র অমুককে হত্যা করে ছাড়বেন অথচ আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। সব শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হে উম্মে হানী, তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছো। আমিও তাকে নিরাপত্তা দান করেছি। উম্মে হানী বর্ণনা করেছেন ঃ এ ঘটনা ছিল দোহা বা চাশতের সময়ের।

وحدثني حجاج بن الشاعر

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عُقَيْلٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

১৫৪৭। আকীলের আযাদকৃত দাস আবু মুররা উম্মে হানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উম্মে হানী) বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ঘরে একখানা কাপড়

গায়ে জড়িয়ে তার দুই প্রান্ত দুই দিকে উঠিয়ে আট রাকআত নামায পড়েছেন।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা হলো ঃ দোহা বা চাশতের নামায কমপক্ষে দুই রাকআত এবং বেশী হলে আট রাকআত পড়ার বিধান। তবে একেবারে আবশ্যকীয় করে নেয়া বিদআতের পর্যায়ে পড়ে। সব সময় মসজিদে পড়াও ঠিক নয়।

حدثنا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

১৫৪৮। আবু যার (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী (সা) বলেছেন ঃ প্রতিটি দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অস্থি-বন্ধনী ও গিঁটের উপর সাদকা ওয়াজিব হয়। সুতরাং প্রতিটি তাসবীহ অর্থাৎ 'সুবহানাল্লাহ' বলা সাদকা হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি তাহমীদ অর্থাৎ 'আল হামদুলিল্লাহ' বলা তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি তাহলীল অর্থাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হয়। 'আমর বিল মারূফ' অর্থাৎ ভাল কজের আদেশ দান তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হয় এবং 'নাহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ খারাব কাজ থেকে বিরত রাখার প্রতিটি প্রয়াসও তার জন্য অনুরূপ সাদকা বলে গণ্য হয়। তবে 'দোহা' বা চাশতের মাত্র দুই রাকআত নামায যদি সে পড়ে তাহলে তা এ সসবগুলির সমকক্ষ হতে পারে।

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ

১৫৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার বন্ধু (অর্থাৎ

রাসূলুল্লাহ সা.) আমাকে তিনটি কাজ করতে আদেশ করেছেন। সেগুলো হলো– প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখতে, 'দোহা' বা চাশতের দুই রাকআত নামায পড়তে এবং ঘুমানোর পূর্বে বেতের নামায পড়তে।

টীকা ঃ যাদের নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার আভ্যাস আছে তাদের তাহাজ্জুদের পরে বেতের পড়াতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যারা তাহাজ্জুদ পড়েন না বা পড়লেও নিয়মিত পড়েন না তাদের ঘুমানোর পূর্বেই 'বেতের' পড়ে নেয়া কর্তব্য। অন্যথায় বেতের কাযা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قالا سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

১৫৫০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবনে বাশশার মুহাম্মাদ ইবনে জাফর, শুবা, আব্বাস আল-জুরাইরী ও আবু শামের আদ্‌দুবায়ী আবু উসমান নাহদী ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثني سليمان بن معبد حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة

১৫৫১। সুলাইমান ইবনে মাবাদ, মুআল্লা ইবনে আসাদ, আবদুল আযীয ইবনে মুখতার, আবদুল্লাহ আদ দানাজের মাধ্যমে আবু রাফে আস সায়েম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমার বন্ধু আবুল কাসেম (সা) আমাকে তিনটি কাজ করতে আদেশ করেছেন। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি আবু হুরায়রা থেকে আবু উসমান নাহদী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثني هرون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ

১৫৫২। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার প্রিয়তম বন্ধু আমাকে তিনটি কাজ করতে আদেশ করেছেন। আমার জীবদ্দশায় কখনো তা পরিত্যাগ করবো না। (তিনি আমাকে আদেশ করেছেন) প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখতে, 'দোহা' বা চাশতের নামায পড়তে আর বেতের নামায পড়ার আগে না ঘুমাতে।

টীকা ঃ হাদীসটির ভাষ্যে প্রমাণিত হয় যে 'দোহা' বা চাশতের নামায খুবই গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ। চাশতের নামায সর্বনিম্ন দুই রাকআত পড়া যেতে পারে তাও হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়েন না তাদের জন্য বেতের নামায নিদ্রার পূর্বে পড়ার কথা বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়া, এজন্য উৎসাহিত করা বা হওয়া, এ দু' রাকআত নামায সংক্ষিপ্ত করে পড়া, এর প্রতি যত্নবান হয়ে সংরক্ষণ করা এবং এ নামাযের কিরাআতের মর্যাদা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ

১৫৫৩। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) উম্মুল মু'মিনীন হাফসা তাকে বলেছেন যে, ফজরের নামাযের আযানের পর মুয়াযযিন যখন থেমে যেতো এবং ভোরের আলো প্রকাশ পেতো তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ফরয নামাযের ইকামাত দেয়ার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত নামায পড়তেন।

টীকা ঃ ভোরের আলো প্রকাশ পেলে অর্থাৎ সকাল হয়ে গেলে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায সংক্ষিপ্তভাবে পড়া সুন্নাত।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ

وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا

يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ

১৫৫৪। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া, কুতাইবা ও ইবনে রুম্হের মাধ্যমে লাইস ইবনে সাদ থেকে, যুহায়ের ইবনে হারব ও উবায়দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইয়াহইয়ার মাধ্যমে উবায়দুল্লাহ থেকে এবং যুহায়ের ইবনে হারব ইসমাঈলের মাধ্যমে আইয়ুব থেকে এবং সবাই আবার নাফের মাধ্যমে একই সনদে মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثني أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

১৫৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার বোন হাফসা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ফজরের সময় হলে রাসূলুল্লাহ (সা) সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকআত নামায পড়তেন মাত্র।

وحدثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

১৫৫৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম নাদারের মাধ্যমে শুবা থেকে একই সনদে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

১৫৫৭। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমার) বলেছেন ঃ হাফসা আমাকে জানিয়েছেন যে ভোরের আলো যখন স্পষ্ট হয়ে উঠতো তখন নবী (সা) দুই রাকআত নামায পড়তেন।

حدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا .

১৫৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আযান শোনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের দুই রাকআত নামায পড়তেন আর তা সংক্ষিপ্তভাবে পড়তেন।

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ

يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ

وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا

الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ

১৫৫৯। 'আলী ইবনে হাজার আলী ইবনে মিসহার থেকে, আবু কুরাইব আবু উসামা থেকে, আবু বকর ও আবু কুরাইব ইবনে নুমায়েরের মাধ্যমে 'আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়ের থেকে এবং আমর আন-নাকিদ ওয়াকী থেকে এদের সবাই আবার হিশামের মাধ্যমে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আবু উসামা বর্ণিত হাদীসে "ইযা ত্বালা'আল্ ফাজরু" অর্থাৎ ফজরের সময় হলে কথাটি উল্লেখ আছে।

وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

১৫৬০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী (সা) ফজরের নামাযের আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাক'আত নামায পড়তেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ ফজরের আযানের পর ফজরের সুন্নাত পড়তে হবে এ হাদীস থেকে তাই প্রমাণিত হয়।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ

تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

১৫৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায এত সংক্ষিপ্তভাবে পড়তেন যে আমি বলতাম, তিনি কি নামাযের দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন?

টীকা ঃ এ আধ্যায়ের হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের আযানের পূর্বে নবী (সা) ফজরের সুন্নাত পড়তেন না। তবে ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও অধিকাংশ উলামার সিদ্ধান্ত হলো– ফজরের প্রথম ওয়াক্তেই তা পড়া যেতে পারে আর তা সংক্ষিপ্ত করে পড়তে হবে। এটা প্রমাণিত যে, ফজরের সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা) কিরাআত করতেন। তিনি সূরা কাফিরুন ও কুলু আমান্না বিল্লাহি পড়তেন।

حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَقُولُ هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

১৫৬২। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ফজরের সময় অর্থাৎ ভোর হলে রাসূলুল্লাহ (সা) দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন। নামায দুই রাকআত এত সংক্ষিপ্ত হতো যে, আমার মনে প্রশ্ন জাগতো– তিনি কি এ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েছেন?

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ

১৫৬৩। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার প্রতি যত কঠোরভাবে খেয়াল রাখতেন অন্য কোন নফল নামাযের প্রতি ততখানি রাখতেন না।

টীকা ঃ এ হাদীসটিতে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের মর্যাদা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ

عَطاء عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

১৫৬৪। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ফজরের দুই রাকআত নফল নামাযের জন্য আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যত ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে দেখেছি অন্য কোন নফল নামাযের জন্য ততটা ব্যগ্রতা প্রকাশ করতে দেখিনি।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

১৫৬৫। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায দুনিয়া ও তার সবকিছু থেকে উত্তম।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا

১৫৬৬। 'আয়েশা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সা.) ফজরের দুই রাকআত নামায সম্পর্কে বলেছেন যে, ঐ দুই রাকআত নামায আমার কাছে সারা দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়।

حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

১৫৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের দুই রাকআত নামাযে 'কুল ইয়া আইইউহাল কাফিরুন" ও "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" পড়েছেন।

টীকা ঃ অন্য একটি বর্ণনাতে আছে, এই দুই রাকআত নামাযে নবী (সা) 'কুলু আমান্না বিল্লাহি' আয়াতটি এবং 'কুল ইয়া আহলাল কিতাবি তাআলাও' আয়াতটি পড়েছেন।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفزاري يعني
مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا
آمنا بالله وما أنزل الينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون

১৫৬৮। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা বাকারার ‘কূলু আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলাইনা’ আয়াতটি এবং দ্বিতীয় রাকআতে ‘আমান্না বিল্লাহি ওয়াশহাদ্ বি আন্না মুসলিমূন’ আয়াতটি পড়তেন।

টীকা ঃ শেষে উল্লেখিত আয়াতটি শুরু করতেন ‘কুল ইয়া আহলাল কিতাবি তাআলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়ায়িম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম আল-লা না'বুদ ইল্লাল্লাহ...’ থেকে এবং ‘বি আন্না মুসলিমুন’ পর্যন্ত গিয়ে শেষ করতেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد
ابن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا
آمنا بالله وما أنزل الينا والتي في آل عمران تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم

১৫৬৯। 'আবদুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযে (সূরা বাকারার আয়াত) কূলু আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলাইনা এবং সূরা আলে-ইমরানের আয়াত ‘তা‘আলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়ায়িম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম’ পড়তেন।

وحدثني علي ابن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث
مروان الفزاري

১৫৭০। ‘আলী ইবনে খাশরাম ‘ঈসা ইবনে ইউনুসের মাধ্যমে উসমান ইবনে হাকীম থেকে একই সনদে মারওয়ান আল-ফাযারী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

ফরয নামাযের পূর্বের ও পরের নিয়মিত সুন্নাত নামাযসমূহের মর্যাদা এবং তার সংখ্যা বা পরিমাণ।

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس

১৫৭১। 'আমর ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে রোগে আমবাসা ইবনে আবু সুফিয়ান মৃত্যুবরণ করেছেন সেই রোগ শয্যায় থাকাকালে তিনি আমার কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা খুবই খুশীর বা আনন্দের। তিনি বলেছেন ঃ আমি উম্মে হাবীবাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, দিন ও রাতে যে ব্যক্তি মোট বারো রাকআত সুন্নাত (নামায) পড়ে তার বিনিময়ে বেহেশতে ওই ব্যক্তির জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। উম্মে হাবীবা বলেছেন ঃ আমি যে সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এই নামায সম্পর্কে শুনেছি তখন থেকে আর কখনো তা পড়া পরিত্যাগ করিনি। 'আম্বাসা ইবনে আবু সুফিয়ান বলেছেন ঃ এই নামায সম্পর্কে যখন আমি উম্মে হাবীবার কাছে শুনেছি। তখন থেকে আর ঐ নামাযগুলো কখনো পরিত্যাগ করিনি। 'আমর ইবনে আওস বলেছেন ঃ যে সময় এই নামায সম্পর্কে আমি 'আমবাসা ইবনে আবু সুফিয়ানের নিকট থেকে শুনেছি সে সময় থেকে আর কখনো তা পরিত্যাগ করি নাই। নু'মান ইবনে সালেম বলেছেন ঃ যে সময় আমি এ হাদীসটি আমর ইবনে আওসের নিকট থেকে শুনেছি তখন থেকে কখনো আর তা পরিত্যাগ করিনি।

টীকা ঃ হযরত 'আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে এই বারো রাকআত নফল বা সুন্নাত নামাযের বর্ণনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত। মাগরিবের ফরয

নামাযের পর দুই রাকআত এবং অনুরূপভাবে 'ইশার ফরয নামাযের পরেও দুই রাক'আত। ৩৬আর ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত। এই মোট বারো রাকআত নামাযের কথা এ হাদীসটিতে বলা হয়েছে। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হযরত আলী (রা) নবী (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটিতে উল্লেখিত আছে যে, নবী (সা) আসরের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নফল পড়তেন। অবশ্য 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'আসরের নামাযের পূর্বে চার রাক'আত নফল পড়ে আল্লাহ যেন তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। এ হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

১৫৭২। আবু গাস্‌সান মিস্‌মায়ী বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল ও দাউদের মাধ্যমে নুমান ইবনে সালেম থেকে একই সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (হাদীসটি হলো) যে ব্যক্তি দিনে বারো রাকআত নফল (সুন্নাত) নামায পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ وَقَالَ عَمْرٌو مَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ وَقَالَ النُّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ

১৫৭৩। নবী (সা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন। (তিনি বলেছেন) কোন মুসলমান বান্দাহ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে প্রতিদিন ফরয ছাড়াও আরো বার রাক'আত নফল নামায পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়। উম্মে হাবীবা বর্ণনা করেছেন ঃ এরপর আর কখনো আমি এই নামাযসমূহ পড়তে বিরত থাকিনি। আর 'আমর ইবনে আওস বলেছেন ঃ পরবর্তী সময়ে কখনো আমি এই নামায পড়তে বিরত হইনি। নুমান ইবনে সালেমও অনুরূপ কথাই বলেছেন।

وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قالا حدثنا بهز حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو ابن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله

১৫৭৪। উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান বান্দাহ যদি উত্তমরূপে ওযু করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিদিন নামায পড়ে– এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحي وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته

১৫৭৫। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যোহরের পূর্বে দুই রাকআত, পরে দুই রাকআত, মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকআত, ইশার নামাযের পরে দুই রাকআত এবং জুমআর নামাযের পরে দুই রাকআত নামায পড়েছি। তবে মাগরিব, ইশা ও জুমআর নামাযের পরের দুই রাকআত নামায নবী (সা)-এর সাথে তাঁর বাড়ীতে পড়েছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

নফল নামায দাঁড়িয়ে বা বসে উভয় অবস্থাতেই পড়া জায়েয। আবার নফল নামাযের কিছু অংশ (রাকআত) দাঁড়িয়ে এবং কিছু অংশ বসে পড়াও জায়েয।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

১৫৭৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নফল নামায সম্পর্কে 'আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে আমার ঘরে চার রাকআত নফল পড়তেন। তারপর গিয়ে মসজিদে লোকদের সাথে নামায পড়তেন। পরে ঘরে এসে আবার দুই রাকআত নফল পড়তেন। অতঃপর লোকজনের সাথে মাগরিবের নামায পড়তেন এবং ঘরে এসে দুই রাকআত নফল পড়তেন। আবার ইশার নামায লোকজনের সাথে পড়ে আমার ঘরে এসে দুই রাকআত নফল পড়তেন। আর রাতের বেলা বেতেরসহ নয় রাকআত নামায পড়তেন। তিনি রাতের বেলা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়তেন, আবার দীর্ঘ সময় বসে বসেও নফল নামায পড়তেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়তেন তখন দাঁড়িয়েই রুকূ ও সিজদা করতেন। আবার যখন বসে কিরায়াত করতেন তখন রুকূ ও সিজদা বসেই করতেন। আর ফজরের সময় বা ভোর হলেও দুই রাকআত নফল পড়তেন।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَأَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا

طَوِيلًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

১৫৭৭। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা দীর্ঘ সময় নামায পড়তেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন তখন দাঁড়িয়েই রুকূ করতেন। আর যখন বসে নামায পড়তেন তখন বসেই রুকূ করতেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ فَكُنْتُ أُصَلِّي قَاعِدًا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

১৫৭৮। 'আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি পারস্যে অবস্থানকালীন সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তখন আমি বসে বসে নামায পড়তাম। পরে আমি আয়েশাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নামায পড়তেন। এরপর তিনি উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ওজর থাক বা না থাক নিয়মিত বা অনিয়মিত সব রকমের নফল নামায বসে পড়া জায়েয। রাতের বেলার নফল নামায বাড়ীতে পড়া এবং দিবাভাগের নফল নামায মসজিদে পড়া উত্তম। তবে একটি হাদীস থেকে জানা যায়, সব রকমের নফল নামায বাড়ীতে পড়া উত্তম। কেননা একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ ফরয নামায ছাড়া কোন ব্যক্তির উত্তম নামায হলো বাড়ীতে পড়া নামায। অর্থাৎ নফল নামায বাড়ীতে পড়া উত্তম– এতে সওয়াব বেশী হয়।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ

ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

১৫৭৯। 'আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক আল-উকাইলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি 'আয়েশাকে রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিকালীন নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে এবং দীর্ঘ সময় বসে নামায পড়তেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরা'আত পড়তেন তখন দাঁড়িয়েই রুকূ' করতেন এবং যখন বসে কিরা'আত পড়তেন তখন বসেই রুকূ' করতেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألنا عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا.

১৫৮০। 'আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক আল-উকাইলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (নফল) নামায সম্পর্কে 'আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ নামাযই দাঁড়িয়ে এবং বসে পড়তেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতেন তখন দাঁড়িয়েই রুকূ করতেন। আর যখন বসে নামায শুরু করতেন তখন বসেই রুকূ করতেন।

টীকা ঃ বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে নফল নামাযের কিছু অংশ বসে এবং কিছু অংশ দাঁড়িয়ে পড়া যায়। এমনকি ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আবু হানিফা (রা)-র মতে, নফল নামাযের একই রাকআতের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে এবং কিছু অংশ বসে পড়া যায়। অর্থাৎ প্রথমে দাঁড়িয়ে তারপরে বসে কিংবা প্রথমে বসে তারপরে দাঁড়িয়ে পড়া জায়েয। কেউ প্রথমে দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করে পরে বসতে ইচ্ছা করলে ইমাম শাফেয়ী, অধিকাংশ উলামা ও ইমাম ইবনে কাইয়েম (র)-র মতে তাও জায়েয। এসব হাদীস থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, নফল নামায দীর্ঘায়িত করে পড়া জায়েয এবং উত্তম।

وحدثني أبو الربيع الزهراني أخبرنا حماد يعني ابن زيد ح قال وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا مهدي بن ميمون ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروة ح وحدثني زهير ابن حرب «واللفظ له» قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا

حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ

১৫৮১। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রাতের নামাযে বসে কিছু পড়তে (কিরাআত করতে) দেখিনি। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়লে বসে বসেই কিরাআত করতেন এবং শেষের সূরার ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াত যখন অবশিষ্ট থাকতো তখন দাঁড়িয়ে ঐ আয়াতগুলো পড়তেন এবং রুকূ করতেন।

টীকা ঃ ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

১৫৮২। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নফল নামায বসে পড়তেন তখন বসে বসেই কিরাআত পড়তেন। এভাবে যখন আনুমানিক ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত পর্যন্ত পড়তে অবশিষ্ট থাকতো তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিরায়াত করতেন। অতঃপর রুকূ ও সিজদা করতেন। পরে দ্বিতীয় রাকআতে পুনরায় অনুরূপ করতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً

১৫৮৩। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নফল নামাযে বসে কিরায়াত পড়তেন। অতঃপর রুকূ করতে মনস্থ করলে উঠে এতটুকু সময় পর্যন্ত দাঁড়তেন যে সময়ের মধ্যে একজন লোক চল্লিশ আয়াত পর্যন্ত পড়তে পারে।

وحدثنا ابن نمير حدثنا محمد ابن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس قالت كان يقرأ فيهما فاذا أراد أن يركع قام فركع

১৫৮৪। 'আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি 'আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর রাতের বেলার দুই রাকআত নামায বসে কিভাবে পড়তেন। জবাবে 'আয়েশা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এ দুই রাকআত নামাযে কিরাআত পড়তেন। তার রুকূ করার সময় উঠে দাঁড়িয়ে রুকূ করতেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت نعم بعد ما حطمه الناس

১৫৮৫। 'আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি 'আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সা) কি বসে নামায পড়তেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ, লোকজন তাকে বৃদ্ধ করে দেয়ার পর পড়তেন।

টীকা ঃ حطمة শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন শুষ্ক জিনিসকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা। বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া অর্থেও আরবরা শব্দটা ব্যবহার করে থাকে। যেমন ঃ কেউ যদি বলে 'হাতামা ফুলানান আহলুহু' তখন এর অর্থ হয় তাদের নিজেদের দায়দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এখানে হাদীসটিতে যে 'বাদা মা হাতামাহুন নাস' কথাটি বলা হয়েছে তার দ্বারা– গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট লোকজনকে সৎ ও সঠিক পথে আনার জন্য নবী (সা) যে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন, দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন আর এ কাজ করতে করতেই যে তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন– সে কথাই বুঝানো হয়েছে।

وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت

لِعَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১৫৮৬। 'আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি 'আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি নবী (সা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ

১৫৮৭। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) বেশীর ভাগ নামায যখন বসে বসে পড়তে শুরু করেছেন কেবল তখনই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا

১৫৮৮। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-র বয়স যখন বেশী হয়ে শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিল তখন তিনি অধিকাংশ নামায বসে বসে পড়তেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ

قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا

১৫৮৯। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আইলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো বসে নফল নামায পড়তে দেখিনি। পরবর্তী সময়ে তাঁর ওফাতের এক বছর পূর্বে তাঁকে বসে নফল নামায পড়তে দেখেছি। তিনি অতি উত্তমরূপে স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে সূরা পড়তেন। এ কারণে তার নামায দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যেতো।

وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ

১৫৯০। আবুত্ তাহের ও হারমালা ইবনে ওয়াহাবের মাধ্যমে ইউনুস থেকে এবং ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও আবদ ইবনে হুমায়েদ 'আবদুর রাযযাকের মাধ্যমে মা'মার থেকে এবং সবাই আবার যোহরী থেকে এই একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তারা উভয়ে (ইবনে ইউনুস ও মা'মার) 'এক বছর অথবা দুই বছর পূর্বে' কথাটি উল্লেখ করেছেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا

১৫৯১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে নামায না পড়ে (অর্থাৎ বসে নামায পড়ার মত বাধক্যে পৌছার পূর্বে) মৃত্যুবরণ করেননি।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ

صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاَةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلْ وَلٰكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ

১৫৯২। 'আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছিলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ বসে নামায পড়লে তা অর্ধেক নামাযের সমকক্ষ। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর বর্ণনা করেছেন এরপর একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি বসে নামায পড়ছেন। আমি তাঁর মাথার ওপর আমার হাত রাখলাম। তিনি বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর, কি ব্যাপার? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে আপনি বলেছেন ঃ কেউ বসে নামায পড়লে তা অর্ধেক নামাযের সমান হয়। কিন্তু এখন দেখছি আপনি নিজেই বসে নামায পড়ছেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, তবে আমি তোমাদের কারো মত নই।

টীকা ঃ অর্থাৎ বসে যে, ব্যক্তি নফল নামায পড়বে তার নামায আদায় হবে ঠিকই কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লে যে সওয়াব হতো এক্ষেত্রে সে তার অর্ধেক সওয়াব মাত্র লাভ করবে। এটা হবে দাঁড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে পড়লে। আর কোন ওজরের কারণে বসে পড়লে সে ক্ষেত্রে সওয়াবের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য হবে না। অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে যে সওয়াব লাভ করতো এ ক্ষেত্রে সেই সওয়াবই লাভ করবে। তবে ফরয নামাযের ক্ষেত্রে বিধান হলো দাঁড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় যদি কেউ বসে পড়ে তাহলে সে গোনাহগার হবে। ইমাম শাফেয়ী (র)-র মতে ফরয নামায বসে পড়া হালাল মনে করলে কুফরী করা হবে। তবে রোগ-ব্যাধি বা অন্য কোন ওজরের কারণে যদি কেউ ফরয নামায বসে পড়ে তবে তা জায়েয হবে। এক্ষেত্রে গোনাহগার হবে না বা সওয়াবও কম হবে না। বরং দাঁড়িয়ে পড়লে যে সওয়াব হতো সেই সওয়াবই হবে। এমনকি ওজরের কারণে প্রয়োজনে শুয়ে কিংবা ইশারা করেও পড়া যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তির কোন ওজর আছে তাকে ফরয নামায বসে পড়ার অবকাশ দান করা হয়েছে।

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَعْرَجِ

১৫৯৩। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা, ইবনে মুসান্না ও ইবনে বাশশার মুহাম্মাদ ইবনে জাফরের মাধ্যমে শুবা থেকে এবং মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের মাধ্যমে সুফিয়ান থেকে এবং উভয়ে আবার মানসূর থেকে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে শুবা আবু ইয়াহ্ইয়া আ'রাজ থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

রাতের বেলার নামায এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা যে কয় রাকআত নামায পড়তেন তার বর্ণনা। বেতের নামায এক রাক'আত এবং তা এক রাক'আতই সঠিক।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

১৫৯৪। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা ('ইশার) এগার রাকআত নামায পড়তেন। তার মধ্যে এক রাক'আত বেতের পড়তেন। নামায শেষ করে তিনি ডান পাশে ফিরে শুতেন। অতঃপর ভোরে মুআযযিন আসলে তিনি (উঠে) সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাক'আত নামায পড়তেন।

টীকা ঃ এ হাদীসে থেকে প্রমাণিত হয় যে নামাযের সময় হলে মুয়াযযিন ইমামকে ডাকা এবং অবহিত করা জায়েয।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ.

১৫৯৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইশার নামায ও ফজরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এগার রাক'আত নামায পড়তেন। এর মধ্যে এক রাক'আত বেতের পড়তেন এবং প্রতি দুই রাকআতে সালাম ফিরাতেন। 'ইশার নামাযকে লোকজন ঐ সময়ে 'আতামা' বলতো। মুয়ায্যিন আযান দিয়ে শেষ করলে এবং ফজকেরর সময় স্পষ্ট

হয়ে উঠলে মুয়াযযিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতো। তখন তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত নামায পড়তেন। এরপর ডান পাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন। পরে মুয়াযযিন পুনরায় ইকামাতের জন্য আসতো (তখন উঠে তিনি নামায পড়তেন)।

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِقَامَةَ وَسَائِرُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرٍو سَوَاءً

১৫৯৬। হারমালা ইবনে ওয়াহাব ও ইউনুসের মধ্যে ইবনে শিহাব থেকে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসে তিনি "ওয়া তাবাইয়ানা লাহুল ফাজ্‌রু ওয়া জায়াহুল মুয়ায্‌যিনু" অর্থাৎ ফজরের সময় স্পষ্ট হয়ে উঠলে মুয়ায্‌যিন তাঁর কাছে আসতো। কথাটি উল্লেখ করেননি। আর তিনি ইকামাতের কথাও উল্লেখ করেননি। এছাড়া হাদীসের অবশিষ্ট অংশ তিনি 'আমার ইবনে হারিস বর্ণিত হাদীসের মতো হুবহু বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا

১৫৯৭। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তের রাক'আত নামায পড়তেন। এর মধ্যে পাঁচ রাক'আত পড়তেন বেতের এবং এতে একেবারে শেষে ছাড়া কোন বৈঠক করতেন না।

টীকা ঃ পূর্বে বর্ণিত হাদীস এবং এ হাদীসটি থেকে যা জানা যায় তা হলো ঃ নফল নামাযে প্রতি দুই রাক'আত পর সালম ফিরানো উত্তম। আর এ হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রতি দুই রাকআতে সালাম না ফিরিয়ে শেষে সালাম ফিরানো জায়েয। এসব হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, বেতের নামায সর্বনিম্ন এক রাকআত পর্যন্ত পড়া জায়েয। আর এ হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বেতের নামায সর্বোচ্চ পাঁচ রাক'আত পর্যন্ত পড়াও জায়েয।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان ح وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الاسناد

১৫৯৮। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা আব্‌দা ইবনে সুলায়মান থেকে এবং আবু কুরাইব তারা উভয়ে আবার ওয়াকী ও আবু উসামা থেকে, সবাই আবার হিশাম থেকে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر

১৫৯৯। উরওয়া ইবনে যুবায়ের আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতসহ দশ রাকআত নামায পড়তেন।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يارسول الله أتنام قبل أن توتر فقال ياعائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي

১৬০০। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রমযান মাসের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে কিংবা

অন্য কোন সময়ে রাতের বেলা এগার রাকআতের বেশী নামায পড়তেন না। প্রথম চার রাকআতে তিনি এমনভাবে পড়তেন যে তার স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য সম্পর্কে আর কি জিজ্ঞেস করবে? তারপর আরো চার রাকআত পড়তেন। তার স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য সম্পর্কে আর কি জিজ্ঞেস করবে? এরপর তিনি আরো তিন রাকআত নামায পড়তেন। আয়েশা বলেন– একথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল. আপনি কি ঘুমানোর পূর্বেই বেতের নামায পড়েন? জবাবে তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা, আমার চোখ দুটি ঘুমায় কিন্তু আমার হৃদয়-মন ঘুমায় না।

টীকা ঃ যারা বেশী বেশী রুকূ এবং সিজদা করার চেয়ে দীর্ঘ কিরায়াত করাকে উত্তম বলে উল্লেখ করেন এই হাদীসটি এবং পরবর্তী হাদীসটি তাদের জন্য দলীল। একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, দীর্ঘ কিরায়াত করার চেয়ে অধিক রুকূ' ও সিজদা করা উত্তম। তবে অন্য একদলের মতে, রাতের নামাযে দীর্ঘ কিরায়াত এবং দিনের নামাযে বেশী বেশী রুকূ সিজদা করা উত্তম।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح

১৬০১। আবু সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের বেলার নফল নামায সম্পর্কে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম (রাতের বেলায় নফল নামায) তের রাকআত পড়তেন। প্রথমে তিনি আট রাকআত নামায পড়তেন। তারপর বেতের পড়তেন সবশেষে বসে বসে আরো দুই রাকআত নামায পড়তেন। পরে রুকূ' করার সময় উঠে দাঁড়িয়ে রুকু করতেন। অতঃপর ফজরের নামাযের আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে ও দুই রাকআত নামায পড়তেন।

টীকা ঃ হাদীসটি থেকে বেতের নামাযের পরে বসে বসে আরো দুই রাকআত নামায পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম মালেক (র) বেতেরের পরে আরো দুই রাকআত নামায পড়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন ঃ আমি নিজে এ নামায পড়িনা এবং অন্য কাউকে পড়তে নিষেধও করিনা। ইমাম আওযায়ী ও আহমদের মতে, বেতেরের পরে বসে দুই রাকআত নফল নামায পড়াতে কোন দোষ নেই।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين ابن محمد حدثنا شيبان عن يحي قال سمعت أبا سلمة ح وحدثني يحي بن بشر الحريرى حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحي بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهما تسع ركعات قائما يوتر منهن

১৬০২। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আবু সালামা (রা) আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এতটুকু বর্ণনা করার পর হাদীসের অবশিষ্টাংশটুকু তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তবে তাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীসে দাঁড়িয়ে নয় রাকআত নামায পড়ার কথা উল্লেখ আছে এবং তার মধ্যে বেতেরের নামাযও অন্তর্ভুক্ত আছে।

وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة فقلت أى أمه أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل منها ركعتا الفجر

১৬০৩। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) আমি আয়েশা (রা)-র কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আম্মাজান, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন তো। তিনি বললেন ঃ রমযান ও অন্যান্য মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকআত নামাযসহ রাতের বেলা মোট তের রাকআত নামায পড়তেন।

حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة

১৬০৪। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ রাকআত নামায পড়তেন। আর এক রাকআত বেতের এবং দুই রাকআত ফজরের সুন্নাতসহ মোট তের রাকআত নামায পড়তেন।

وحدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ «قَالَتْ» وَثَبَ «وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ قَامَ» فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ «وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتِ اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ

১৬০৫। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে আয়েশা (রা) আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে জাগতেন। এই সময় যদি স্ত্রীদের সাহচর্য লাভের প্রয়োজন হতো তাহলে তা পূরণ করতেন এবং এরপর আবার ঘুমাতেন। ফজরের আযানের সময় (প্রথম ওয়াক্তে) তিনি ধড়মড়িয়ে উঠতেন। আল্লাহর শপথ! তিনি [আয়েশা (রা)] বলেননি যে, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালভাবে পানি ঢালতেন। আল্লাহর শপথ, তিনি একথাও বলেননি যে তিনি গোসল করতেন। তার উদ্দেশ্য-আকাঙ্ক্ষা আমি ভাল করেই জানতাম। তিনি নাপাক না হয়ে থাকলে কোন লোক শুধু নামাযের জন্য যেভাবে ওযু করে থাকে সেভাবে অযু করতেন এবং তারপর ফজরের দুই রাকআত নামায পড়তেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায ও অন্যান্য ইবাদাত বন্দেগীর প্রতি কতখানি যত্নবান ছিলেন। আযানের শব্দ শোনার পর নামাযের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِ الْوِتْرَ

১৬০৬। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা যে নামায পড়তেন তাতে সর্বশেষে পড়তেন বেতের নামায।

حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ قَالَ قُلْتُ أَيَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي فَقَالَتْ كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى

১৬০৭। মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'আমল' সম্পর্কে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত আমলকে পছন্দ করতেন। মাসরূক বলেন, আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি নামায পড়তেন কোন সময়? আয়েশা (রা) বললেন ঃ তিনি যখন মোরগের বাঁক শুনতেন তখন উঠে নামায পড়তেন।

টীকা ঃ হাদীসটি থেকে জানা যায় যতটুকু আমল প্রত্যহ নিয়মিত করা যায় ততটুকু নফল আমল করাই উত্তম ও পছন্দনীয়। যে আমল নিয়মিত করা সম্ভব নয় তা ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। হাদীসটিতে যে سارخ সারেখ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে অধিকাংশ উলামার মতে তার অর্থ মোরগ।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا أَلْفَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحَرُ الْأَعْلَى فِي بَيْتِي أَوْ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا

১৬০৮। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার ঘরে অথবা আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সবসময় 'সুবহে কাযেব' এর সময় হয়ে গিয়েছে।

টীকা ঃ শেষরাতে পূবের আকাশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠার আগে প্রথমে যে আলোকপ্রভা দেখা এবং তারপর আবার কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার হয়ে যায়। প্রথমবারের আলোকপ্রভা বিকশিত হওয়ার সময়কে 'সুবহে কাযেব' বলা হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ

১৬০৯। আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ফজরের দুই রাকআত নফল (নামায) পড়ার পর আমি জাগ্রত থাকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন। অন্যথায় শুয়ে পড়তেন।

টীকা ঃ ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও কিছু সংখ্যক আলেমের মতে, এ হাদীস থেকে ফজরের, সুন্নাতের পর কথাবার্তা বলা জায়েয বলে প্রমাণিত হয়। তবে সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়টুকু যেহেতু ইসতিগফারের সময় সে জন্য আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতে এ সময় কোন প্রকার কথাবার্তা বলা মাকরূহ। তবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যেহেতু শরীয়ত প্রণেতা সেজন্য আল্লাহর রাসূলের কথাবার্তার উপর কিয়াস করে এ সময়ে অন্যদের জন্যও কথাবার্তা বলা জায়েয করে নেয়া ঠিক নয়।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১৬১০। ইবনে আবু 'উমার সুফিয়ান, যিয়াদ ইবনে সা'দ, ইবনে আবু আত্তাব, আবু সালামা ও আয়েশার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ

১৬১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নামায পড়তেন। তাঁর বেতের পড়া হয়ে গেলে তিনি আয়েশাকে (রা) লক্ষ্য করে বলতেন ঃ হে আয়েশা, ওঠো এবং বেতের পড়।

وحدثني هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ

১৬১২। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতের বেলা নামায পড়তেন তখন আয়েশা (রা) তাঁর সামনে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতেন। নামায শেষে যখন তাঁর শুধুমাত্র বেতের পড়া বাকি থাকতো তখন তিনি আয়েশাকে জাগিয়ে দিতেন। আর আয়েশা তিনি (আয়েশা রা.) তখন উঠে বেতের পড়তেন।

টীকা ঃ কেউ তাহাজ্জুত পড়ুক আর নাই পড়ুক বেতেরের নামায শেষ রাত পর্যন্ত দেরী করে পড়া যায় তা এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। অবশ্য নিজে শেষ রাতে জাগতে পারবে বা অন্য কেউ জাগিয়ে দিবে এমন নিশ্চয়তা থাকলে তবেই এরূপ করা যাবে। অন্যথায়, 'ইশার নামাযের পরপরই কিংবা ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে পড়ে নেবে।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ وَاسْمُهُ وَاقِدٌ وَلَقَبُهُ وَقْدَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ كِلَاهُمَا عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

১৬১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সারা রাতের যে কোন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের পড়েছেন। এমনকি কোন কোন সময় রাতের শেষভাগেও তিনি বেতের নামায পড়েছেন।

টীকা ঃ এ হাদীসটি থেকে রাতের যে কোন অংশে বেতেরের নামায পড়া জায়েজ বলে প্রমাণিত হয়। অবশ্য বেতেরের প্রথম সময় সম্পর্কে ইমাম ও ওলামাদের মধ্যে কিছু মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (রা)-র মতে 'ইশার নামায পড়া শেষ হলেই বেতেরের সময় উপস্থিত হয় এবং 'সুবহে সাদেক' পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকে। ওলামায়ে কেরামের আরো একটি মত হলো 'ইশার ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে বেতেরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং ফজরের নামায বা সূর্যোদয় পর্যন্ত তা থাকে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

১৬১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সারা রাতের যে কোন অংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের নামায পড়েছেন। তিনি রাতের প্রথম ভাগে, মধ্যভাগে, শেষভাগে এবং এমনকি ভোরেও বেতের পড়েছেন।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ قَاضِي كِرْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ

১৬১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সারা রাতের মধ্যে যে কোন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতেরের নামায পড়েছেন। এমনকি তিনি শেষ রাতেও বেতের পড়েছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ عَائِشَةُ فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا ثُمَّ ائْتِنِي فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِبِهَا لِأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلَّا مُضِيًّا قَالَ فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا فَأَذِنَتْ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَحَكِيمٌ فَعَرَفَتْهُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ مَنْ مَعَكَ

قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَيْرًا ، قَالَ قَتَادَةُ
وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
الْقُرْآنَ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ أَنْبِئِينِي
عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ
فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هٰذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا وَأَمْسَكَ اللّٰهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتَّى أَنْزَلَ اللّٰهُ فِي آخِرِ هٰذِهِ
السُّورَةِ التَّخْفِيفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ
رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ
مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ
وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ
وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ
إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ
فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى
صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ
عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا صَلَّى لَيْلَةً
إِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا

فَقَالَ صَدَقْتَ لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لَأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي بِهِ قَالَ قُلْتُ لَوْ عَلِمْتُ

أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثَهَا

১৫১৬। যুরারা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) সাদ ইবনে হিশাম ইবনে 'আমের আল্লাহর পথে (আজীবন) লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাই তিনি মদীনায় আগমন করলেন। তিনি চাচ্ছিলেন এ উদ্দেশ্যে তিনি তার জমি-জমা বিক্রি করে তা দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের ঘোড়া কিনবেন এবং রোমান অর্থাৎ খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু জিহাদ করবেন। তাই মদীনায় এসে তিনি মদীনাবাসী কিছুলোকের সাথে সাক্ষাত করলে তারা তাঁকে ঐরূপ করতে নিষেধ করলেন। তারা তাকে একথাও জানালেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লামের জীবদ্দশায় ছয়জন লোকের একটি দল একই কাজ করতে মনস্থ করেছিলো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করে বলেছিলেন ঃ আমার জীবন ও কর্মে কি তোমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ নেই? তারা (মদীনাবাসী) যখন তাকে এ কথাটি শুনালেন তখন তিনি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেন (রুজআত করলেন) এবং কিছু লোককে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখলেন। কেননা এ কাজের (জিহাদের) জন্য তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছিলেন। এরপর তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে এসে তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেতের নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাকে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেতের নামায সম্পর্কে পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জানে আমি এমন একজন লোকের সন্ধান কি তোমাকে দিব না? তিনি (সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে 'আমের) বললেন ঃ তিনি কে? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন ঃ তিনি হলেন আয়েশা (রা)। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে বিষয়টি জেনে নাও। তিনি যে জবাব দিবেন পরে আমার কাছে এসে আমাকেও তা জানাবে। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে 'আমের বলেন– আমি তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলাম। প্রথমে আমি হাকীম ইবনে আফলাহ-র কাছে গেলাম। আমি তাকে আমার সাথে তাঁর (আয়েশার) কাছে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন ঃ আমি তাঁর কাছে যেতে পারবোনা। কারণ আমি তাকে (আয়েশা) এই দুই দলের ব্যাপারে কোন কিছু বলতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা না শুনে একটি পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের বলেছেন ঃ তখন আমি তাঁকে কসম দিয়ে যেতে বললাম। তাই তিনি যেতে রাজি হলেন। আমরা আয়েশার কাছে গিয়ে তাঁকে অবহিত করলে তিনি আমাদেরকে অনুমতি দান করলেন। আমরা তাঁর কাছে গেলে তিনি হাকীম ইবনে আফলাহ্‌কে চিনতে পারলেন। তাই বললেন ঃ আরে, এ যে হাকীমকে দেখছি? তিনি (হাকীম ইবনে আফলাহ) বললেন ঃ হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার সাথে কে আছে? তিনি বললেন ঃ সা'দ ইবনে হিশাম (ইবনে আমের)। তিনি

প্রশ্ন করলেন। কোন হিশাম? হাকীম ইবনে আফলাহ্ বললেন ঃ আমেরের পুত্র হিশাম। একথা শুনে তিনি তার প্রতি খুব স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠলেন এবং তার ব্যাপারে ভাল মন্তব্য করলেন ও মঙ্গল কামনা করলেন। কাতাদা বর্ণনা করেছেন ঃ আফলাহ্ উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এরপর আমি বললাম ঃ হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক সম্পর্কে আমাকে কিছু অবহিত করুন। একথা শুনে তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কি কুরআন্ শরীফ পড়না? আমি বললাম– হাঁ, পড়ি। তিনি বললেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক তো ছিল কুরআন। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে 'আমের বলেছেন ঃ আমি তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম উঠে চলে আসি। এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যাপারে আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করি। কিন্তু আমার মনে আবার একটি নতুন ধারণা জাগলো। তাই আমি বললাম : আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের ইবাদত (কিয়ামুল লাইল) সম্পর্কে কিছু অবহিত করুন। তিনি এবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সূরা 'ইয়া আইয়ুহাল মুয্যাম্মিলু' পড়না? আমি বললাম– হাঁ পড়ি। তিনি বললেন ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ এই সূরার প্রথমভাগে 'কিয়ামূল্ লাইল' বা রাতের ইবাদত বন্দেগী ফরয করে দিয়েছেন। তাই এক বছর পর্যন্ত নবী (সা) ও তাঁর সাহাবাগণ রাতের বেলা ইবাদত করেছেন। মহান আল্লাহও বার মাস পর্যন্ত এই সূরার শেষাংশ আসমানে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। (অর্থাৎ বার মাস পর্যন্ত এই সূরার শেষাংশ নাযিল করেননি।) অবশেষে (বার মাস পরে) এই সূরার শেষে আল্লাহ তা'আলা রাতের ইবাদতের হুকুম লঘু করে আয়াত নাযিল করলেন। আর এ কারণে রাত জেগে 'ইবাদত' যেখানে ফরয ছিল সেখানে তা নফল বা ঐচ্ছিক হয়ে গেল। সা'দ ইবনে হিশাম বলেন ঃ আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেতের নামায সম্পর্কে আমাকে কিছু অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ আমরা তাঁর জন্য মিসওয়াক এবং ওযুর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। অতঃপর রাতের বেলা মহান আল্লাহ যখন চাইতেন তখন তাকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন। ওযু করতেন এবং নয় রাকআত নামায পড়তেন। এতে অষ্টম রাকআত ছাড়া বসতেন না। এই বৈঠকে তিনি আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করতেন। এরপর সালাম না ফিরিয়েই উঠে দাঁড়াতেন এবং নবম রাকআত পড়ে আবার বসতেন। এবারও আল্লাহকে স্মরণ করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তার কাছে প্রার্থনা করতেন। অতঃপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে আমরা তা শুনতে পেতাম। এবার সালাম ফিরানোর পর বসে বসেই তিনি দুই রাকআত নামায পড়তেন। তারপর বললেন ঃ হে বেটা, এই এগার রাকআত নামায তিনি রাতে পড়তেন। পরবর্তী সময়ে যখন নবী (সা)-এর বয়স বেড়ে গিয়েছিলো এবং শরীরও কিছুটা মাংসল হয়ে গিয়েছিলো তখন তিনি সাত রাকআত বেতের পড়তেন। এক্ষেত্রেও তিনি শেষের দুই রাকআত নামায পূর্বের মত করেই পড়তেন। হে বেটা, এভাবে তিনি নয় রাকআত নামায পড়তেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নামায পড়লে তা সর্বদা নিয়মিত পড়া পছন্দ করতেন। যখন ঘুমের প্রাবল্য বা ব্যথা-বেদনার কারণে তিনি রাতে ইবাদাত (নামায) করতে পারতেন না তখন দিনের বেলা বার রাকআত নামায পড়তেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে পুরো কুরআন মজীদ পড়েছেন বা সকাল পর্যন্ত সারা রাত নামায পড়েছেন কিংবা রমযান মাস ছাড়া সারা মাস রোযা রেখেছেন এমনটি আমি কখনো দেখিনি। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন পরে আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে এসে আয়েশার (রা) বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ তিনি সঠিক বলেছেন। আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম বা তাঁর কাছে যেতাম তাহলে নিজে তাঁর মুখ থেকে হাদীসটি শুনতে পেতাম। সা'দ ইবনে হিশাম বললেন ঃ আমার যদি জানা থাকতো যে আপনি তাঁর কাছে যাননা তাহলে আপনাকে আমি তাঁর কথা বলতাম না।

টীকা ঃ 'আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে এ দু'টি দল সম্পর্কে কিছু বলতে নিষেধ করেছিলাম'– এ দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হযরত উসমান (রা)-র শাহাদাতের পর মুসলমানদের দু'টি স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হয়ে পড়ার প্রতি ইংগিত করেছেন। তাঁর এই মন্তব্য থেকে মুসলমানদের মধ্যকার মতানৈক্য সম্পর্কে তাঁর রায় বা মতামতও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। সম্ভবতঃ তিনি এ ব্যাপারে চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه

১৬১৭। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না মু'আয ইবনে হিশাম তার পিতা হিশাম থেকে কাতাদা ও যুরারা ইবনে 'আওফার মাধ্যমে সা'দ ইবনে হিশাম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নিজের জমিজমা বিক্রি করার জন্য মদীনায় আসলেন। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি হাদীসটি পূর্বোক্ত হাদীসের মত বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام قلت ابن عامر قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد

১৬১৮। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা মুহাম্মাদ ইবনে বিশর, সাঈদ ইবনে আবু 'আরূবা, কাতাদা ও যুরারা ইবনে আবু আওফার মাধ্যমে সা'দ ইবনে হিশাম থেকে বর্ণনা

করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর তিনি হাদীসটি হুবহু পূর্বে বর্ণিত হাদীসের মত বর্ণনা করলেন। তবে এতে তিনি অতিরিক্ত একথাও বর্ণনা করেছেন যে আয়েশা (রা) বললেন ঃ কোন্ হিশাম? তখন আমি বললাম 'আমেরের পুত্র হিশাম। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ আমের কত উত্তম মানুষ ছিলেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছিলেন।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد ابن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد وفيه قالت من هشام قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها

১৬১৯। যুরারা ইবনে আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে 'আমের (রা) ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী। তিনি যুরারাকে জানিয়েছেন যে তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি সাঈ'দ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করলেন যাতে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন হিশামের কথা বলছো? তখন হাকীম ইবনে আফলাহ বললেন ঃ 'আমেরের পুত্র হিশামের কথা বলছি। একথা শুনেই আয়েশা বলে উঠলেন– আমের কত ভাল লোক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উহুদ যুদ্ধে শরীক হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। এ হাদীসে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হাকীম ইবনে আফলাহ্ বললেন ঃ যদি আমার জানা থাকতো যে আপনি আয়েশার (রা) সাথে সাক্ষাত করেন না তাহলে আমি আপনাকে তার সম্পর্কে বলতাম না।

حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة

১৬২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) ব্যথা-বেদনা বা অন্য কোন কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত্রিকালীন কোন নামায কাযা হয়ে গেলে দিনের বেলা তিনি বার রাকআত নামায পড়ে নিতেন।

وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان

১৬২১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন আমল বা কাজ করলে তা সর্বদা অর্থাৎ নিয়মিতভাবে করতেন। আর রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়লে বা অসুস্থ হলে পরিবর্তে দিনের বেলা বার রাকআত নামায পড়ে নিতেন। আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো ভোর পর্যন্ত সারয়ারাত জেগে ইবাদত করতে এবং রমযান মাস ছাড়া এক নাগারে পুরো মাস রোযা রাখতে দেখিনি।

حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل

১৬২২। উমার ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ তার (রাতের বেলার) অযীফা বা করণীয় কাজ কিংবা তার কিছু অংশ করতে ভুলে গেলে তা যদি সে ফজর ও যোহরের নামাযের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে পড়ে নেয় তাহলে তা এমনভাবে তার জন্য লিখে নেয়া হবে যেন সে তা রাতের বেলায়ই সম্পন্ন করেছে।

وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنَ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

১৬২৩। কাসেম আল-শায়বানী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) একদল লোককে 'দোহা' বা চাশতের নামায পড়তে দেখে বললেন ঃ এখন তো লোকজন জেনে নিয়েছে যে এই সময় ব্যতীত অন্য সময় নামায পড়া উত্তম বা সর্বাধিক মর্যাদার। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সালাতুল আওয়াবীন বা আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী বান্দাহদের নামাযের সময় হলো তখন যখন সূর্যতাপে উটের বাচ্চাগুলোর পা গরম হয়ে যায়।

টীকা ঃ হাদীসটি থেকে জানা যায় যে চাশতের নামায সারাদিনই পড়া যায়। তবে সূর্যোদয়ের পরে যে সময় সূর্যের তাপে বালু গরম হয়ে উঠে এবং উটের বাচ্চা গরমের কারণে মাটিতে পা রাখতে পারেনা তখনই এই নামাযের উত্তম সময়। এ নামাযকে সালাতুল আওয়াবীনও বলা হয়। কারণ যেসব বান্দা আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করে তারাই এসব নামায পড়ে থাকে।

حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ

১৬২৪। যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবাবাসীদের এলাকায় গেলেন। সে সময় তারা নামায পড়ছিলো। এ দেখে তিনি বললেন ঃ 'সালাতুল আউওয়াবীন' বা চাশতের নামাযের উত্তম সময় হলো যখন সূর্যতাপে বালু গরম হওয়ার কারণে উটের বাচ্চাগুলোর পা জ্বলতে শুরু করে।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

১৬২৫। আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাকআত করে পড়বে। যখন ভোর হওয়ার সম্ভাবনা দেখবে তখন এক রাকআত নামায পড়ে নেবে। যে নামায সে পড়েছে এভাবে তা বেতেরে পরিণত হবে।

টীকা ঃ বুখারী ও মুসলিমে হাদীসটি এভাবেই উল্লেখিত হয়েছে। তবে আবু দাউদ ও তিরমিযী সহীহ সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে উল্লেখিত আছে রাত ও দিনের (নফল) নামায দুই রা'আত করে। অর্থাৎ নফল নামায রাতের হোক বা দিনের হোক দুই রাকআত পড়ার পর সালাম ফিরাতে হবে। অবশ্য একসাথে দুই রাকআতের অধিক পড়ে সালাম ফিরানোও জায়েয। এমনকি ইমাম শাফেয়ীর মতে, এক রাকআত পড়লেও জায়েয হবে। এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, বেতের নামায রাতের সর্বশেষ নামায। ফজরের সময় হলেই বেতেরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ

১৬২৬। (উপরোক্ত তিনটি সনদে) সালেমের মাধ্যমে তার পিতা (আবদুল্লা ইবনে উমার) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের (নফল) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– রাতের নামায দুই দুই রাকআত করে পড়বে। তবে ভোর হয়ে আসছে দেখলে এক রাকআত বেতের পড়ে নেবে।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحُمَيْدَ بْنَ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَاذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

১৬২৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (একদিন) একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো– হে আল্লাহর রাসূল, রাতের নামায কিভাবে পড়তে হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ রাতের নামায দুই দুই রাকআত করে পড়বে। অতঃপর যখন ভোর হয়ে আসছে বলে মনে করবে তখন এক রাকআত বেতের পড়বে।

وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَاذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَأَنَا بِذٰلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي هُوَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ

১৬২৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) একদিন এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, রাতের নামায কিভাবে পড়তে হবে? আমি সেই সময় প্রশ্নকারী ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে (দাঁড়িয়ে) ছিলাম। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দুই রাকআত দুই রাকআত করে পড়বে। তবে যখন আশংকা করবে যে ভোর হয়ে যাচ্ছে তখন আরো এক রাকআত নামায পড়বে। আর বেতের পড়ে তোমার নামায শেষ করবে। (আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেন) এক বছর পর এক ব্যক্তি তাকে একই প্রশ্ন করলো। আমি জানিনা এই ব্যক্তি পূর্বের প্রশ্নকারী সেই ব্যক্তি না অন্য আরেক ব্যক্তি। এবারও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে একই স্থানে ছিলাম। তিনি তাকে পূর্বের মতই জবাব দিলেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَمَا بَعْدَهُ

১৬২৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো। এতটুকু বর্ণনা করার পর উভয়ে (আবু কামেল ও মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দুল গুযারী) পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। তবে তাদের বর্ণিত হাদীসে 'অতঃপর একবছর পরে তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো' এবং এর পরের কথাগুলোর উল্লেখ নেই।

وحدثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ

وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ هَرُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي

عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا

الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ

১৬৩০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভোর হওয়ার পূর্বেই বেতের পড়।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

قَالَ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَأْمُرُ بِذَٰلِكَ

১৬৩১। নাফে' ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলায় নফল নামায পড়বে সে যেন বেতের নামায সর্বশেষে পড়ে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই নামায পড়তে আদেশ করতেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا

ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

১৬৩২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের রাতের নামায বেতের দিয়ে শেষ করো।

وحدثني هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ

১৬৩৩। নাফে ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) আবদুল্লাহ ইবনে উমার বলতেন ঃ কেউ রাতের বেলা নামায পড়লে সে যেন ফজরের পূর্বে শেষ নামায হিসেবে বেতের পড়ে নেয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এভাবে (নামায পড়তে) আদেশ করতেন।

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

১৬৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ রাত বেতের নামাযের সময়। আর বেতের নামায এক রাকআত মাত্র। (অথবা শেষ রাতে বেতেরের নামায এক রাকআত পড়বে।)

وحدثنا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

১৬৩৫। আবু মিজলায থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ বেতের নামায রাতের শেষাংশে এক রাকআত মাত্র পড়তে হয়।

وحدثنى زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبى مجلز قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل وسألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل

১৬৩৬। আবু মিজলায থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বেতেরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এক রাকআত নামায রাতের শেষ ভাগে পড়তে হবে। তিনি (আবু মিজলায) আরো বলেছেন ঃ আমি একইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমারকেও বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনিও বলেছিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি বেতের নামায এক রাকআত (নামায) রাতের শেষ ভাগে পড়তে হবে।

وحدثنا أبو كريب وهرون بن عبد الله قالا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد فقال يارسول الله كيف أوتر صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصل مثنى مثنى فان أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر

১৬৩৭। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উচ্চস্বরে ডাকলো। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। সে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি রাতের নামায কিভাবে বেতের বা বেজোড়া নামায করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ কেউ রাতে (নফল) নামায পড়লে দুই রাকআত দুই রাকআত করে পড়বে। অতঃপর ভোর হওয়ার আভাস পেলে

এক রাকআত নামায পড়ে নেবে। এই এক রাকআত নামাযই সে যত নামায পড়েছে সেগুলোকে বেতের বা বেজোড় করে দেবে। আবু কুরাইব তার বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে উমারের নাম উল্লেখ না করে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহর নাম উল্লেখ করেছেন।

حدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُأُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ قَالَ إِنَّكَ لَضَخْمٌ أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ قَالَ خَلَفٌ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ صَلَاةِ

১৬৩৮। আনাস ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ফজরের নামাযের পূর্বের দুই রাকআত নামাযে আমি কিরায়াত দীর্ঘায়িত করে থাকি– এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নফল নামায দুই দুই রাকআত করে পড়তেন এবং এক রাকআত বেতের বা বেজোড় পড়তেন। আনাস ইবনে সিরীন বলেন– এই সময় আমি বললাম ঃ আমি তো আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিনা। (আমার একথা বলার পর) তিনি বললেন ঃ তুমি তো মোটা বুদ্ধির লোক দেখছি! তুমি কি আমাকে হাদীসটা (পুরো) বলতে দেবেনা! "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নফল নামায দুই দুই রাকআত করে পড়তেন এবং পরে এক রাকআত বেতের বা বেজোড় পড়তেন। আর ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নফল এমন সময় পড়তেন যেন তিনি 'ইকামাত' বা তাকবীর শুনতে পাচ্ছেন। খালফ ইবনে হিশাম তাঁর বর্ণনাতে "আরাইতার রাকআতাইনে কাবলাল গাদাতি" অর্থাৎ "ফজরের পূর্বের দুই রাকআত নামায সম্পর্কে আপনার মতামত কি" কথাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি 'সালাত' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

وحدثنا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَفِيهِ فَقَالَ بَهْ بَهْ إِنَّكَ لَضَخْمٌ

১৬৩৯। ইবনে মুসান্না ও ইবনে বাশ্‌শার মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর ও শু'বার মাধ্যমে আনাস ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "আমি 'আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে জিজ্ঞেস করলাম" বলে পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। তবে তার বর্ণনাতে তিনি এতটুকু কথা অধিক বলেছেন যে, আর তিনি রাতের শেষভাগে এক রাকআত বেতের পড়তেন। তাঁর বর্ণনাতে একথাও উল্লেখ আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার বললেন ঃ আরে থামো! তুমি তো মোটা বুদ্ধির লোক দেখছি।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَاذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا مَثْنَى مَثْنَى قَالَ أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

১৬৪০। উকবা ইবনে হুরাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে এই মর্মে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের নামায (নফল নামায দুই দুই রাকআত করে পড়বে। তবে যখন দেখবে যে সকাল হয়ে যাচ্ছে তখন এক রাকআত বেতের পড়বে। আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে জিজ্ঞেস করা হলো– দুই দুই রাকআত কিভাবে পড়তে হবে? তিনি বললেন ঃ প্রতি দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাবে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا

১৬৪১। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের ওয়াক্তের পূর্বেই বেতের পড়ে নাও।

وحدثني إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ

১৬৪২। আবু নাদরা আল-আওয়াকী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাদেরকে জানিয়েছেন যে তাঁরা (আবু সাঈদ খুদরী রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেছিলেন ঃ ফজরের পূর্বেই বেতের পড়ে নেবে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَحْضُورَةٌ

১৬৪৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ রাতে জাগতে পারবেনা বলে কারো আশংকা হলে সে যেন রাতের প্রথমভাগেই ('ইশার নামাযের পর) বেতের পড়ে নেয়। আর কেউ যদি শেষ রাতে জাগতে আগ্রহী থাকে (অর্থাৎ শেষ রাতে জাগতে পারবে বলে নিশ্চিত হতে পারে) তাহলে সে যেন শেষভাগে বেতের পড়ে নেয়। কেননা শেষ রাতের নামাযে (ফেরেশতাদের) উপস্থিতি থাকে। আর এটাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। হাদীসটি বর্ণাকারী আবু মুআবিয়া 'মাশহুদাতুন' শব্দের পরিবর্তে 'মাহদূরাতুন' শব্দ উল্লেখ করেছেন।

وحدثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

১৬৪৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি শেষ রাতে জাগতে পারবে বলে ভরসা না পায় তাহলে সে বেতের নামায পড়ে ঘুমাবে। আর যার শেষরাতে জাগতে পারার আত্মবিশ্বাস বা নিশ্চয়তা আছে সে শেষ রাতে বেতের পড়বে। কেননা শেষ রাতের কোরআন পাঠে ফেরেশতারা উপস্থিত থাকে। আর এটা সর্বাপেক্ষা উত্তমও বটে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

১৬৪৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কিরায়াত পড়া হয় সে নামাযই সর্বোত্তম নামায।

টীকা ঃ হাদীসে দীর্ঘক্ষণ কুনূত করার কথা বলা হয়েছে। ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য হলো এক্ষেত্রে কুনূত অর্থ দাঁড়ানো। অর্থাৎ দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কিরায়াত করে যে নামায পড়া হয় সে নামায সবচাইতে উত্তম নামায।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

১৬৪৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো ঃ কোন্ নামায সবচেয়ে উত্তম? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে যে নামায পড়া হয় সেই নামায সবচেয়ে উত্তম। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা বলেছেন যে, হাদীসটি আবু মুআবিয়া 'আমাশের নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

১৬৪৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সারা রাতের মধ্যে এমন একটি বিশেষ সময় আছে যে সময়ে কোন মুসলমান আল্লাহর কাছে দুনিয়া এবং আখেরাতের কোন কল্যাণ

প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন। আর ঐ বিশেষ সময়টি প্রত্যেক রাতেই থাকে।

وحدثنى سلمة بن شبيب

حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه

১৬৪৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের মধ্যে একটি বিশেষ সময় আছে, সেই সময়ে কোন মুসলমান বান্দাহ যদি আল্লাহর কাছে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করে তাহলে তিনি তাকে তা দান করেন।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبى عبد الله الأغر وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له ومن يسألنى فأعطيه ومن يستغفرنى فأغفر له

১৬৪৯। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক রাতে যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের প্রভু মহান ও কল্যাণময় আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকে ঃ কে এমন আছ যে এখন আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সারা দেব। এখন কে এমন আছ যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে। আমি তাকে দান করবো। আর কে এমন আছ যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا

يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارى عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل

الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ

১৬৫০। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক রাতে যখন রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন– আমিই একমাত্র বাদশাহ; আমিই একমাত্র বাদশাহ! কে এমন আছো আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সারা দেব? কে এমন আছো আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দান করবো? কে এমন আছো যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করবো? ফজরের আলো ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এরূপ বলতে থাকেন।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ

১৬৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের অর্ধেক অথবা দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রম হলে মহান ও বরকতময় আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন ঃ কোন প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে দেয়া হবে? কোন অহ্বানকারী আছে কি যার আহ্বানে সাড়া দেয়া হবে? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে ক্ষমা করা হবে? আল্লাহ তা'আলা ভোরের আলো প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ বলতে থাকেন।

حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُوَرِّعِ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ

فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ . قَالَ مُسْلِمٌ ، ابْنُ مَرْجَانَةَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَرْجَانَةُ أُمُّهُ

১৬৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের অর্ধেকের সময় অথবা শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন ঃ কে আছো আহ্বানকারী? (আহ্বান করো) আমি তার আহ্বানে সারা দান করবো। কে আছো প্রার্থনাকারী? (প্রার্থনা করো) আমি দান করবো। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলতে থাকেন :এমন সত্তাকে কে কর্জ দেবে যিনি কখনো ফকির বা দরিদ্র হবেন না বা জুলুম করতে পারেন না? ইমাম মুসলিম বলেছেন ঃ ইবনে মারজানা হলেন সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ। মারজানা তার মায়ের নাম।

حَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلَا ظَلُومٍ

১৬৫৩। হারূন ইবনে সাঈদ আল আয়লী ইবনে ওয়াহাব ও সুলাইমান ইবনে বিলালের মাধ্যমে সা'দ ইবনে সাঈদ থেকে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর মহান ও বরকতময় আল্লাহ নিজের দু'হাত প্রসারিত করে বলেন ঃ যিনি কখনো দরিদ্র হবেন না কিংবা জুলুম করেন না এমন সত্তাকে কর্জ দেয়ার জন্য কে আছো?

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ

وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، وَاللَّفْظُ لِابْنَيْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ

১৬৫৪। আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দেন বা দেরী করেন। এভাবে যখন রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ অতিক্রম হয়ে যায় তখন তিনি দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে বলতে থাকেন ঃ কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি (যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আর আমি তাকে ক্ষমা করবো)? কোন তওবাকারী আছে কি (যে তওবা করবে আর আমি তার তওবা কবুল করবো)? কোন প্রার্থনাকারী আছে কি (যে প্রার্থনা করবে আর আমি তার প্রার্থনা কবুল করবো)? কোন আহ্বানকারী আছে কি (আমি যার আহ্বানে সাড়া দান করবো)? এভাবে ফজরের ওয়াক্ত পর্যন্ত তিনি বলতে থাকেন।

وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحق
بهذا الإسناد غير أن حديث منصور أتم وأكثر

১৬৫৫। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না ও ইবনে বাশ্শার মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর ও শু'বার মাধ্যমে আবু ইসহাক থেকে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মনসূর বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ ও বেশী স্পষ্ট।

টীকা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক রাতে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন। এখানে হাদীসে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে হুবহু সেইভাবে বিশ্বাস করা আমাদের ঈমানের দাবী। আর কোন ব্যাখ্যা না করে আমাদের অনুরূপ আকীদা পোষণ করা প্রকৃত মুসলমানের কাজ। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতা অবতরণ করেন বা তাঁর রহমত নাযিল হয় ইত্যাকার ব্যাখ্যা প্রদান করা মোটেই যুক্তি সংগত নয়। কেননা সে ক্ষেত্রে "আমি ক্ষমা করবো, আমি দান করবো, আমি তওবা কবুল করবো" এরূপ কথার কোন অর্থ থাকেনা। খোদ আল্লাহ তা'আলার পক্ষেই এরূপ কথা বলা সম্ভব। কুরআন মজীদে এবং বিভিন্ন হাদীসে মহান আল্লাহর হাসা, অবতরণ করা, উঠা, হাত স্থাপন করা এবং এরূপ আরো যেসব কথা বলা হয়েছে আক্ষরিক অর্থে তার প্রতি ঈমান পোষণ করা সাহাবা, তাবেয়ীন, আয়েম্মায়ে দ্বীন এবং মুহাদ্দিসদের মতে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী। এর প্রকৃত অবস্থা কি তা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া কর্তব্য। মানুষের জ্ঞানের পরিধি সীমিত হওয়ার কারণে প্রকৃত অবস্থা মানুষের বোধগম্য নয়। তাই মানুষের বোধগম্যতার সীমার মধ্যে সর্বাধিক উপযুক্ত ভাষায় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি একটা জ্ঞান দান করতে চেয়েছেন। অন্যথায় একথা মেনে নিতে হয় যে আল্লাহ তা'আলা কোন নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান করেন এবং সেখান থেকে অবতরণ করে বা নেমে এসে দুনিয়ার নিকটবর্তী আরেকটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করেন। এ ধরনের আকীদা বিশ্বাস পোষণ করা কোন অবস্থাতেই ঠিক নয়।

হাদীসগুলোর কোনটিতে আল্লাহ তা'আলার দুনিয়ার আসমানে অবতরণের কথা রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আবার কোনটিতে অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আবার কোনটিতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ নিজ নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে কোরআন ও হাদীসের আলোকে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে হাদীসের সার্বিক ভাষ্য এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও আলেমের মতে, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে আসেন বলে দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়। সুতরাং এটিই দু'আ কবুল হওয়ার সময়। এ সময় কেউ মহান আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তা কবুল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

রমযান মাসের রাতের বেলা ইবাদত করা অর্থাৎ তারাবীহ্ নামায পড়ার উৎসাহ দান।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

১৬৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসে ইমান ও ইহতিসাবসহ নামায পড়ে তার পূর্ববর্তী গোনাসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।

টীকা ঃ মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মতে এক্ষেত্রে ঈমানের অর্থ হলো একথা বিশ্বাস করা যে রমযানের রাতে তারাবীহ পড়া হক ও সত্য। মহান আল্লাহর কাছে এর অনেক মর্যাদা। আর ইহ্তিসাবের অর্থ হলো ঃ রমযান মাসের এই ইবাদত দ্বারা সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। মানুষকে দেখানো বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে এটা করবে না। অর্থাৎ ইসলাম বা মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার পরিপন্থী কোন উদ্দেশ্য বা মনোবৃত্তি নিয়ে রমযানের রাতে নামায পড়া বা ইবাদত বন্দেগী করবেনা– এটাই ইহ্তিসাব।

মুহাদ্দিসদের মতে, 'কিয়ামুল্ লায়ল ফি রামাদান' এর অর্থ তারাবীহর নামায। তবে তারাবীহর নামায একাকী বাড়ীতে পড়াই উত্তম না জামায়াতের সাথে মসজিদে পড়াই উত্তম এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম ও আয়েম্মাগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ইবনে হাম্বল, শাফেয়ী ও তাঁর অধিকাংশ অনুসারী এবং ইমাম মালিক (র)-এর অনুসারী কোন কোন আলেমের মত হলো ঃ মসজিদে জামায়াত করে পড়াই উত্তম– যা হযরত উমার ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) করেছিলেন। তবে ইমাম মালিক ও আবু ইউসুফ (র) এবং ইমাম শাফেয়ীর অনুসারী কোন কোন আলেমের মতে, একাকী বাড়ীতে পড়াই উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নামায বাড়ীতে পড়া যে কোন ব্যক্তির জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম নামায।

হাদীসটিতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবসহ রমযান মাসে নামায পড়ে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। ফকীহদের মতে, একথার অর্থ হলো ঃ সেই ব্যক্তির সগীরা বা ছোট ছোট গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়– কবীরা গুনাহ মাফ করা হয় না। তবে তার কোন সগীরা গুনাহ না থাকলে কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ হালকা করে দেয়া হয়।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ

مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَٰلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَٰلِكَ

১৬৫৭। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ় বা কঠোরভাবে নির্দেশ না দিয়ে রমযান মাসের তারাবীহ পড়তে উৎসাহিত করে বলতেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহ্তিসাবসহ রমযান মাসের তারাবীহ পড়লো তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করলেন। তখনও এই অবস্থা চলছিলো। (অর্থাৎ মানুষকে তারাবীহ পড়তে নির্দেশ না দিয়ে শুধু উৎসাহিত করা হতো।) আবু বকর (রা)-র খিলাফতকালে এবং উমার (রা)-র খিলাফতের প্রথম দিকেও এই নীতি কার্যকর ছিলো।

টীকা ঃ অর্থাৎ হযরত উমার (রা) পরবর্তী সময়ে মসজিদে জামায়াত করে তারাবীহ পড়ার নিয়ম চালু করেন। কোন সাহাবা তাঁর এ কাজে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেননি। ফলে তাঁর এই নীতি সাহাবা কিরাম (রা)-এর ইজমা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত উমার (রা)-র খিলাফত যুগে তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'বকে তারাবীহর জামায়াতের ইমাম নিয়োগ করেন। এভাবে সর্বপ্রথম তারাবীহর নামায জামায়াতবদ্ধভাবে পড়া শুরু হয়। হযরত উমার (রা)-র এই কাজ সম্পর্কে সহীহ বুখারী শরীফের সিয়াম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোকজন নিজ নিজ বাড়ীতে একা একা তারাবীহর নামায পড়তো। কারণ সবাই এ ব্যাপারে একমত যে তারাবীহর নামায ফরয নয় বরং সুন্নাত।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

১৬৫৮। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান (রা), আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু হুরায়রা রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমান ও ইহ্তিসাবসহ রোযা রাখবে তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমান ও ইহ্তিসাবসহ নামায পড়বে তারও পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليلة القدر فيوافقها «أراه قال» إيمانا واحتسابا غفر له

১৬৫৯। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কদরের রাতে নামায পড়লো এবং ঐ রাতকে কদরের রাত বলে জানলো তাকে মাফ করে দেয়া হবে। আমার মনে হয় তিনি 'ঈমান ও ইহ্তিসাবসহ' কথাটিও বলেছিলেন।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان

১৬৬০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নামায পড়লেন। তাঁর সাথে সেই দিন কিছু সংখ্যক লোকও নামায পড়লো। পরের দিনও তিনি মসজিদে নামায পড়লেন। একদিন লোকজন সংখ্যায় অনেক জড়ো হয়ে গেল। অতঃপর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাতেও অনেক লোক এসে একত্র হলো। কিন্তু সেইদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে যোগ দিলেন না। সকাল বেলা তিনি সবাইকে বললেন ঃ (গত রাতে) তোমরা যা করেছো তা আমি দেখেছি। তবে শুধু এই আশংকায়ই আমি তোমাদের সাথে যোগদান করিনি যে তোমাদের ওপর তা ফরয করে দেয়া হতে পারে। তিনি বলেছেন ঃ ঘটনাটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من

جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذٰلِكَ فَاجْتَمَعَ
أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ
النَّاسُ يَذْكُرُونَ ذٰلِكَ فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ فَلَمَّا
كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ
رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ الصَّلاَةَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ
لِصَلاَةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ
شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلٰكِنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

১৬৬১। উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ী থেকে মসজিদে গিয়ে নামায পড়লেন, অনেক লোকও তার সাথে নামায পড়লো। পরদিন লোকজন এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলো। সুতরাং ঐ দিন রাতে আরো বেশী লোক (মসজিদে) জমায়েত হলো। এই দ্বিতীয় রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে তাদের মাঝে উপস্থিত হলেন। সবাই তাঁর সাথে নামায পড়লো। পরদিনও লোকজন এ ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করলো। সুতরাং তৃতীয় রাতে লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। ঐদিনও তিনি মসজিদে তাদের মাঝে গেলেন। লোকজন তাঁর সাথে নামায পড়লো। কিন্তু চতুর্থ রাতে লোকসংখ্যা এতো বেশী হলো যে মসজিদে জায়গা সংকুলান হলো না। কিন্তু ঐদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসলেন না। তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক নামায নামায বলে ডাকতে শুরু করলো। কিন্তু তিনি ঐ দিন আর বের হলেন না। বরং ফজরের ওয়াক্তে বের হলেন। ফজরের নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ঘুরলেন, তাশাহ্হুদ পড়লেন। তারপর 'আম্মাবাদ' (অতঃপর) বলে শুরু করলেন। তিনি বললেন ঃ গতরাতে তোমাদের ব্যাপারটা আমার অজানা নয়। কিন্তু আমি আশংকা করেছিলাম যে রাতের এই নামাযটি তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হতে পারে। আর তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়বে।

টীকা ঃ এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে তারাবীর নামায জামায়াতের সাথে আদায় করা হতো না। এমনকি খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সাথে কয়েকদিনের বেশী তারাবীহর নামায পড়েননি। কারণ তিনি আশংকা করেছিলেন যে যদি তিনি সাহাবাদের সাথে নিয়মিত তারাবীহর নামায পড়েন তাহলে তাঁর উম্মাতের জন্য তা ফরয করে দেয়া হতে পারে। আর এমতাবস্থায় তা আদায় করা তাঁর উম্মাতের জন্য কঠিন হবে। এজন্য চতুর্থ দিনে তারাবীহ পড়ার জন্য

মসজিদে অনেক লোকের সমাগম হলেও তিনি সেই জামায়াতে হাজির হননি।

হযরত আবু বকর (রা)-র পুরো খিলাফত যুগ এবং হযরত উমার (রা)-র খিলাফতের প্রথম দিকে কয়েক বছর পর্যন্ত তারাবীহ নামায জামায়াতের সাথে পড়ার ব্যবস্থা ছিলো না। বরং সবাই মসজিদে অথবা বাড়ীতে একা একা এই নামায আদায় করতো। পরবর্তী সময়ে হযরত উমার (রা) জামায়াতের সাথে তারাবীহ আদায় করার ব্যবস্থা করেন। তখন থেকেই তা মসজিদে জামায়াতসহ আদায় করা হয়ে থাকে এবং আজ পর্যন্তও এভাবেই আদায় হয়ে আসছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য সাহাবা জীবিত ছিলেন। কেউ তাঁর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

'লাইলাতুল কদরে' বা কদরের রাতে নামায পড়া নফল হলেও তার প্রতি গুরুত্বারোপ এবং সাতাশ তারিখের রাত কদরের রাত হওয়ার প্রমাণ।

حدثنا محمد

ابن مهران الرازى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى حدثنى عبدة عن زر قال سمعت أبى بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبى والله الذى لا إله إلا هو إنها لفى رمضان، يحلف ما يستثنى، ووالله إنى لأعلم أى ليلة هى هى الليلة التى أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هى ليلة صبيحة سبع وعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها

১৬৬২। যের (ইবনে হুবায়েশ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি উবাই ইবনে কাবকে বলতে শুনেছি। তাকে বলা হলো যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন– যে ব্যক্তি সারা বছর রাত জেগে নামায পড়বে সে কদরের রাত প্রাপ্ত হবে। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কাব বললেন ঃ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই সেই মহান আল্লাহর কসম! নিশ্চিতভাবে লাইলাতুর কদর রমযান মাসে। এ কথা বলতে তিনি কসম করলেন কিন্তু ইনশাআল্লাহ বললেন না। (অর্থাৎ তিনি নিশ্চিতভাবেই বুঝালেন যে রমযান মাসের মধ্যেই 'লাইলাতুল কাদর' আছে)। এরপর তিনি আবার বললেন ঃ আল্লাহর কসম! কোন্ রাতটি কদরের রাত তাও আমি জানি। সেটি হলো এ রাত যে রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়তে আদেশ করেছেন। সাতাশ তারিখের সকালের পূর্বের রাতটিই সেই রাত। আর ঐ রাতের আলামত বা লক্ষণ হলো– সেই রাত শেষে সকালে সূর্য উদিত হবে তা উজ্জ্বল হবে কিন্তু সেই সময় (উদয়ের সময়) তার কোন আলোক রশ্মি থাকবে না (অর্থাৎ অন্যদিনের চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী হবে)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ ابْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ أُبَيٌّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهَا وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ

১৬৬৩। যের ইবনে হুবায়েশ উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উবাই ইবনে কা'ব) 'লাইলাতুল কাদর' বা কাদরের রাত সম্পর্কে বলেছেন : আল্লাহর কসম! আমি রাতটি সম্পর্কে জানি এবং এ ব্যাপারে আমিই সর্বাপেক্ষা বেশী জানি। যে রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়তে আদেশ করেছেন সেটিই অর্থাৎ সাতাশ তারিখের রাতই কাদরের রাত। হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী শু'বা 'যে রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়তে আদেশ করেছেন সেটিই কাদরের রাত' এ কথাটির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। শু'বা বলেছেন ঃ আমার এক বন্ধু আযদাহ ইবনে আবু লুবাবা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ وَمَا بَعْدَهُ

১৬৬৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'আয তার পিতা মা'আয থেকে এবং তিনি শুবা থেকে এই একই সনদে হাদীসটি অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনাতে তিনি (শুবা) সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং এর পরের কথাগুলো উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ 'লাইলাতুল কাদর' বা কাদরের রাত কোনটি সে সম্পর্কে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। উপরে বর্ণিত হাদীস থেকেও তা স্পষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতে সারা বছরের কোন একটি রাত কাদরের রাত। সুতরাং তা পেতে হলে সারা বছর রাত জেগে নামায বা ইবাদত বন্দেগী করতে হবে। আর উবাই ইবনে কা'বের মতে নিশ্চিতভাবেই তা রমযানের সাতাশ তারিখের রাত। অনেকগুলো মতের মধ্যে একটি দৃঢ় মত হলো রমযান মাসের শেষ দশকের যে কোন একটি রাত কদরের রাত। এর মধ্যে বেজোড় রাতগুলি এবং বেজোড় রাতগুলির মধ্যে আবার যথাক্রমে সাতাশ, তেইশ ও একুশের রাত্রির সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা বেশী। অধিকাংশ উলামা এ মতটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। এদের মধ্যে কিছু উলামার মতে রাতটি

পরিবর্তনশীল নয়। অর্থাৎ তাঁদের মতে একটি নির্দিষ্ট তারিখের রাত-ই কদরের রাত। তবে কিছু সংখ্যক উলামার মতে রাতটি পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ কোন বছরে সাতাশ তারিখের রাত কোন বছরে তেইশ তারিখের রাত আবার কোন বছরে একুশ তারিখের রাত কদরের রাত হয়ে থাকে। তারা মনে করেন এ মতটি স্বীকার করে নিলেই বিভিন্ন হাদীসের বক্তব্যের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তার একটা সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়। তবে বিভিন্ন হাদীস ও মতামত পর্যালোচনা করলে সাতাশ তারিখের নির্দিষ্ট রাতটি কদরের রাত বলে প্রত্যয় জন্মে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের রাতের নামায ও দু'আ সম্পর্কিত হাদীস।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ وَلَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَعَظِّمْ لِي نُورًا قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ

১৬৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি একরাত আমার খালা মায়মুনার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী) ঘরে কাটালাম। (আমি দেখলাম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা উঠলেন এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে এসে মুখমণ্ডল এবং দুই হাত ধুলেন। এরপর তিনি ঘুমালেন।

পরে পুনরায় উঠে মশকের পাশে গেলেন এবং এর বন্ধন খুলে ওযু করলেন। ওযুতে তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করলেন (অর্থাৎ ওযু করতে খুব যত্নও নিলেন না আবার একেবারে খুব হালকাভাবেও ওযু করলেন না)। তিনি বেশী পানি ব্যবহার করলেন না। তবে পূর্ণাঙ্গ ওযু করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। আমি সেই সময় উঠলাম এবং তাঁর কাজকর্ম দেখার জন্য জেগে ছিলাম। বা সতর্কভাবে তা লক্ষ্য করছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা যেন না ভেবে বসেন তাই আড়মোড়া ভাঙ্গলাম। এবার আমি ওযু করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে দাঁড়ালে আমিও তাঁর বাঁ পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায তের রাকআতে শেষ হলো। এরপর তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি (ঘুমের মধ্যে তাঁর) নাক ডাকতে শুরু করতো। তিনি স্বভাবতঃ যখনই ঘুমাতেন তখন নাক ডাকতো। পরে বেলাল (রা) এসে তাঁকে নামাযের কথা বলে গেলেন। তিনি উঠলেন এবং নতুন ওযু না করেই নামায পড়লেন। এরপর দু'আ করলেন। দো'আতে তিনি বললেন ঃ আল্লাহুমাজ্‌য়াল ফী কালবী নূরাও ওয়া ফী বাছারী নূরাও, ওয়া ফী সাময়ী নূরাও ওয়া 'আন ইয়ামিনী নূরাও ওয়া আন ইয়াসারী নূরাও ওয়া ফাওকী নূরাও, ওয়া তাহ্‌তী নূরাও, ওয়া আমামী নূরাও, ওয়া খালফী নূরাও ওয়া আয্‌যেমলী নূরান' অর্থাৎ, হে আল্লাহ তুমি আমার হৃদয়ে আলো দান করো, আমার চোখে আলো দান করো, আমার কানে বা শ্রবণশক্তিতে আলো দান করো। আমার ডান দিকে আলো দান করো, আমার বাঁ দিকে আলো দান করো, আমার উপর দিকে আলো দান করো, আমার নীচের দিকে আলো দান করো, আমার সামনে আলো দান করো, আমার পিছনে আলো দান করো এবং আমর আলোকে বিশাল করে দাও। বর্ণনাকারী কুরাইব বলেছেন ঃ তিনি এরূপ আরো সাতটি কথা বলেছিলেন যা আমি ভুলে গিয়েছি। হাদীসের বর্ণনাকারী সালামা ইবনে কুহাইল বলেন– এরপর আমি 'আব্বাস (রা)-র এক পুত্রের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি ঐগুলো (অবশিষ্ট সাতটি) আমার কাছে বর্ণনা করলেন। তাতে তিনি উল্লেখ করলেন ঃ আমার স্নায়ুতন্ত্রীসমূহে, আমার শরীরের মাংসে, আমার রক্তে, আমার চুলে এবং আমার গাত্রচর্মে আলো দান করো। এছাড়াও তিনি আরো দুটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন ঃ এ দুটিতেও তিনি আলো চেয়েছেন।

টীকা ঃ উল্লেখিত হাদীসটিতে দেখা যায় নবী সাল্লাল্লাহু অনেকগুলো বিষয়ে নূর বা আলো চেয়েছেন। উলামা ও মুহাদ্দিসদের মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সব অংগ প্রত্যংগে এবং সব দিকে যে নূর বা আলো চেয়েছেন তার অর্থ হলো সত্য ও তার জ্যোতি এবং এই সত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ। সুতরাং তিনি সব অংগ প্রত্যংগে, সব কাজকর্মে, উঠাবসায় চলাফেরায়, নড়াচড়ায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহর তরফ থেকে পথ নির্দেশনা চেয়েছেন যাতে একটি মুহূর্তের জন্যও তিনি সঠিক পথ থেকে সামান্যতম দূরেও সরে না যান। কারণ সবকিছু আল্লাহর দেয়া। সুতরাং এগুলোকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য তাঁরই সাহায্য কামনা করা সত্যিকার বান্দার কাজ। অন্য একটি হাদীসে এ কথাটি তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ হে আল্লাহ, আমাদের মন, আমাদের কপালের ওপরের কেশগুচ্ছ এবং আমাদের সব অংগ প্রত্যঙ্গ তোমারই মালিকানাধীন। তুমিই আমাদেরকে এর কোনটারই মালিক করোনি। অবস্থা যখন এই তখন তুমিই আমাদের অভিভাবক হয়ে থাকো। আর সরল সহজ পথের দিকে আমাদের চালাও।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ
ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ
أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ
بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ
بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا
فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ
خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

১৬৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত ক্রীতদাস কুরাইব থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি একদিন উম্মুল মুমিনীন মায়মূনার (রা) ঘরে রাত কটালেন। মায়মূনা (রা) ছিলেন তাঁর খালা। তিনি বলেছেন, আমি বিছানাতে আড়াআড়িভাবে শুলাম। আর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর স্ত্রী মায়মূনা (আমার খালা) বিছানায় লম্বালম্বিভাবে শুলেন। এরপরে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতের অর্ধেকের কিছুপূর্বে অথবা অর্ধেকের কিছু পরে তিনি জেগে উঠলেন এবং মুখমণ্ডলের ওপর হাত রগড়িয়ে ঘুমের আলস্য দূর করতে থাকলেন। এরপর সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশটি আয়াত পাঠ করলেন এবং (ঘরে) ঝুলানো একটি মশকের পাশে গিয়ে উত্তমরূপে ওযু করলেন। অতঃপর তিনি উঠে নামায পড়লেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন ঃ তখন আমিও উঠে দাঁড়ালাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যা যা করেছিলেন তাই করলাম। তারপর তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাঁর ডান হাত আমার মাথার ওপর রাখলেন আর আমার ডান কান ধরে মোচড়াতে থাকলেন। তিনি দুই রাকআত নামায পড়লেন। তারপর আরো দুই রাকআত নামায পড়লেন। পরে

আরো দুই রাকআত এরপর আরো দুই রাকআত এবং পরে আরো দুই রাকআত নামায পড়লেন। আর সর্বশেষে বেতের পড়লেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুয়াযযিন এসে নামায সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি উঠে সংক্ষেপে দুই রাকআত নামায পড়লেন এবং তারপর বাড়ী থেকে (মসজিদে) গিয়ে ফজরের নামায পড়লেন।

وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض ابن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الاسناد وزاد ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا ثم حركني فقمت وسائر الحديث نحو حديث مالك

১৬৬৭। মুহাম্মাদ ইবনে সালামা আল-মুরাদী আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব ও আইয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ফিহরীর মাধ্যমে মাখরামা ইবনে সুলায়মান থেকে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনাতে তিনি এতটুকু অধিক বলেছেন যে, এরপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি পুরানো মশকের কাছে গেলেন এবং মিসওয়াক করে ওযু করলেন। তিনি বেশী পানি খরচ না করেই উত্তমরূপে ওযু করলেন তারপর আমাকে ঝাঁকুনি দিলেন। তখন আমি উঠলাম। এরপর তিনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশটুকু মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

حدثني هرون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال عمرو فحدثت به بكير بن الأشج فقال حدثني كريب بذلك

১৬৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত ক্রীতদাস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের খালা) মায়মূনার ঘরে আমি একদিন রাত্রি যাপন করলাম। উক্ত রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর ঘরে রাত্রি যাপন করলেন। রাতে তিনি ওযু করে নামায পড়তে দাঁড়ালে আমিও তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। ঐ রাতে তিনি তের রাকআত নামায পড়লেন এবং তারপর ঘুমালেন। ঘুমের মধ্যে তিনি নাক ডাকালেন। আর তিনি যখনই ঘুমাতেন নাক ডাকতো। পরে মুয়াযযিন তাঁর কাছে আসলে তিনি (মসজিদে) চলে গেলেন এবং নতুন ওযু না করেই নামায পড়লেন। হাদীসের বর্ণনাকারী 'আমর বলেছেন, আমি বুকাইর ইবনে আল-আশাজের কাছে এই হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আমার কাছেও তিনি হাদীসটি অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ

أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقُلْتُ لَهَا إِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْقِظِينِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي قَالَ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

১৬৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাতে আমি আমার খালা মায়মূনা বিনতে হারেসের ঘরে রাত্রি যাপন করলাম। আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাতে) যখন উঠবেন তখন আপনি আমাকে জাগিয়ে দিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠলে আমিও উঠলাম এবং তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার হাত ধরে তাঁর ডান পাশে নিলেন। পরে যখনই আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। তখন তিনি আমার কানের নিম্নভাগ ধরে টান দিচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন– তিনি এগার রাকআত নামায পড়লেন। এরপর তিনি শুয়ে থাকলেন। আমি তাঁর নাক ডাকানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। অতঃপর ফজরের সময় স্পষ্ট হয়ে গেলে তিনি সংক্ষিপ্তাকারে দুই রাকআত নামায পড়লেন।

حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو
ابْنِ دِينَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا ، قَالَ وَصَفَ
وُضُوءَهُ وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ
حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ

১৬৭০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন যে) তিনি তাঁর খালা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী) মায়মূনার ঘরে রাত্রি যাপন করলেন। রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে ঝুলিয়ে রাখা একটি পুরনো মশখ থেকে পানি নিয়ে হালকাভাবে ওযু করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত ক্রীতদাস কুরাইব বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এ বলে তাঁর ওযুর বর্ণনা দিলেন যে তিনি খুব কম পানি খরচ করে হালকা ওযু করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, তখন আমিও উঠলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা যা করেছিলেন আমিও তাই করলাম এবং পরে গিয়ে তার বাম পাশে দাঁড়ালাম। কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর পিছন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। এরপর নামায পড়ে তিনি শয্যাগ্রহণ করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি নাকও ডাকালেন। পরে বেলাল এসে তাঁকে নামাযের সময়ের কথা জানালে তিনি গিয়ে ফজরের নাামায পড়লেন। কিন্তু নতুন ওযু করলেন না। হাদীসের বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেছেন, এ ব্যবস্থা শুধু (ঘুমানোর পর নতুন ওযু না করে নামায পড়া) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট। কেননা আমরা একথা জানি যে তাঁর চোখ দুটি ঘুমায় কিন্তু হৃদয়-মন ঘুমায় না।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ

فِى الْجَفْنَةِ أَوِ الْقَصْعَةِ فَأَكَبَّهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَأَخَذَنِى فَأَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ فَتَكَامَلَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكُنَّا نَعْرِفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْخِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى فَجَعَلَ يَقُولُ فِى صَلاَتِهِ أَوْ فِى سُجُودِهِ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِى قَلْبِى نُورًا وَفِى سَمْعِى نُورًا وَفِى بَصَرِى نُورًا وَعَنْ يَمِينِى نُورًا وَعَنْ شِمَالِى نُورًا وَأَمَامِى نُورًا وَخَلْفِى نُورًا وَفَوْقِى نُورًا وَتَحْتِى نُورًا وَاجْعَلْ لِى نُورًا أَوْ قَالَ وَاجْعَلْنِى نُورًا

১৬৭১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদা আমার খালা মায়মূনার ঘরে রাত্রিযাপন করলাম আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায পড়েন তার প্রতি লক্ষ্য রাখলাম। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) বলেছেন ঃ (রাতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে পেশাব করলেন এবং মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর এ সময়ে আবার উঠে মশকের পাশে গেলেন, এর বাঁধন খুললেন এবং বড় থালা বা কাষ্ঠনির্মিত প্লেটে পানি ঢাললেন। পরে হাত দিয়ে তা নীচু করলেন এবং দুই ওযুর মাঝামাঝি উত্তম ওযু করলেন। (অর্থাৎ অত্যধিক যত্নের সাথে ওযু করলেন না) অতঃপর তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালে আমিও উঠে গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মোট তের রাকআত নামায দ্বারা তাঁর নামায শেষ হলো। এরপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন নাক ডাকতে শুরু করলো। আমরা নাক ডাকানোর আওয়াজ শুনে তাঁর ঘুমানো বুঝতে পারতাম। তারপর নামাযের জন্য (মসজিদে) চলে গেলেন এবং নামায পড়লেন। নামাযের মধ্যে অথবা সিজদায় গিয়ে তিনি এই বলে দু'আ করতে থাকলেন ঃ আল্লাহুম্মাজয়াল ফী কালবী নূরাও ওয়া ফী সাময়ী নূরাও ওয়া ফী বাছারী নূরাও ওয়া আন ইয়ামিনী নূরাও ওয়া আন শিমালী নূরাও ওয়া আমামী নূরাও ওয়া খালফী নূরাও ওয়া ফাওকী নূরাও ওয়া তাহ্তী নূরাও ওয়াজয়ালনী নূরান। অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমার হৃদয়-মনে আলো দান করো, আমার শ্রবণ শক্তিতে আলো দান করো, আমার দৃষ্টি শক্তিতে আলো দান করো, আমার ডান দিকে আলো দান করো, আমর বাম দিকে আলো দান করো, আমার উপর দিকে আলো দান করো, আমার নীচের দিকে আলো দান করো এবং আমার জন্য আলো সৃষ্টি করো। অথবা তিনি বললেন ঃ আমাকে আলো বানিয়ে দাও।

وحدثني إسحٰق بن منصور حدثنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس قال سلمة فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال واجعلني نورا ولم يشك

১৬৭২। ইসহাক ইবনে মানসূর নাদ্‌র ইবনে শুমাইল, শু'বা, সালামা ইবনে কুহাইল, বুকাইর ও কুরাইবের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সালামা ইবনে কুহাইল তাঁর বর্ণনাতে বলেছেন, আমি কুরাইবের সংগে দেখা করলে তিনি বললেন– আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন ঃ আমি আমার খালা মায়মূনার কাছে ছিলাম। সেই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসলেন। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি গুনদার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু উল্লেখ করলেন। এতে তিনি ওয়াজয়ালনী নূরান অর্থাৎ আমাকে আলো বানিয়ে দাও কথাটি বলতে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করলেন না।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قالا حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء وقال أعظم لي نورا ولم يذكر واجعلني نورا

১৬৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত ক্রীতদাস আবু রিশদাইন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ এতটুকু বলার পর তিনি পূর্ববর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তবে তিনি মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি ধোয়ার কথা উল্লেখ করেননি। বর্ণনাতে তিনি বলেছেন ঃ পরে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মশকের পাশে গেলেন, এটির বাঁধন খুললেন এবং দুই ওযুর মধ্যবর্তী ওযু করলেন। এরপর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর আবার উঠে মশকের পাশে গিয়ে ওটির বন্ধন খুললেন এবং ওযু যেমনটি হওয়া দরকার তেমনি করলেন। তিনি বললেন (হে আল্লাহ) আমার আলোকে বড় করে দাও। তবে এতে তিনি

'ওয়াজয়ালনী নূরান' অর্থাৎ, 'আমাকে নূর বা আলো বানিয়ে দাও' কথাটি উল্লেখ করেননি।

وحدثنى أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجرى عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر فى الوضوء وساق الحديث وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذ تسع عشرة كلمة قال سلمة حدثنيها كريب فحفظت منها ثنتى عشرة ونسيت مابقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لى فى قلبى نورا وفى لسانى نورا وفى سمعى نورا وفى بصرى نورا ومن فوقى نورا ومن تحتى نورا وعن يمينى نورا وعن شمالى نورا ومن بين يدى نورا ومن خلفى نورا واجعل فى نفسى نورا وأعظم لى نورا

১৬৭৪। কুরাইব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (তাঁর ঘরে) রাত্রিযাপন করলেন। তিনি বলেছেন ঃ রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে একটি মশকের পাশে গেলেন এবং তা থেকে পানি ঢেলে ওযু করলেন। এতে তিনি অধিক পানি ব্যবহার করলেন না বা ওযু সংক্ষিপ্তও করলেন না। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তবে এতে তিনি একথাও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রাতে উনিশটি কথা বলে দু'আ করলেন। সালামা ইবনে কুহাইল বলেছেন– কুরাইব ঐ কথাগুলো সব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আমি তার বারটি মাত্র মনে রাখতে পেরেছি আর অবশিষ্টগুলো ভুলে গিয়েছি। তিনি তাঁর দু'আয় বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহুম্মাজয়াললী ফী কালবী নূরাও ওয়া ফী লিসানী নূরাও ওয়া ফী সাময়ী নূরাও ওয়া ফী বাছারী নূরাও ওয়া মিন ফাওকী নূরাও ওয়া মিন তাহতী নূরাও ওয়া আন ইয়ামিনী নূরাও ওয়া আন শিমালী নূরাও ওয়া মিন বায়না ইয়াদাইয়া নূরাও ওয়া মিন খালফী নূরাও ওয়াজয়াল ফী নাফসী নূরাও ওয়আ আযিম লী নূরা' অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি আমার জন্য আমার হৃদয় মনে আলো দান করো, আমার জিহ্বা বা বাকশক্তিতে আলো দান করো। আমার শ্রবণশক্তিতে আলো দান করো, আমার দৃষ্টিশক্তিতে আলো দান করো, আমার উপর দিকে আলো দান করো, আমার নীচের দিকে

আলো দান করো, আমার ডান দিকে আলো দান করো, আমার বাঁ দিকে আরো দান করো, আমার সামনে আলো দান করো, আমার পিছন দিকে আলো দান করো, আমার নিজের মধ্যে আলো সৃষ্টি করে দাও এবং আমার আলোকে বিশালতা দান করো।

وحدثني أبو بكر بن إسحق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني شريك ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس أنه قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستن

১৬৭৫। আবু বকর ইবনে ইসহাক ইবনে আবু মারইয়াম, মুহাম্মাদ ইবনে জাফর, শুরাইক ইবনে আবু নামার ও কুরাইবের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি একরাতে (আমার খালা– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী) মায়মূনার ঘরে ঘুমালাম। উক্ত রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে কিভাবে নামায পড়েন তা দেখা ছিল আমার উদ্দেশ্য। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন এবং তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন।... এতটুকু বলার পর পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তবে এতে এতটুকু কথা অধিক আছে যে তিনি উঠে ওযু ও মিসওয়াক করলেন।

حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا

وَفِى لِسَانِى نُورًا وَاجْعَلْ فِى سَمْعِى نُورًا وَاجْعَلْ فِى بَصَرِى نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِى نُورًا وَمِنْ أَمَامِى نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِى نُورًا وَمِنْ تَحْتِى نُورًا اللَّهُمَّ أَعْطِنِى نُورًا

১৬৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। একদিন রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (তাঁর ঘরে) ঘুমালেন। রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠে মিসওয়াক ও ওযু করলেন। এই সময় তিনি (কুরআন মজীদের এই আয়াতগুলো) পড়ছিলেন ঃ ইন্না ফী খালকিস সামওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহারে লা-আয়াতিল লি উলীল আলবাব.... অর্থাৎ ঃ আসমান ও যমীনের সৃষ্টি কৌশলে এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে আগমন নির্গমনে সুধী ও জ্ঞানীজনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে– এভাবে তিনি সূরার শেষ পর্যন্ত পড়লেন। এরপর উটে দুই রাকআত নামায পড়লেন। এতে তিনি কিয়াম রুকূ ও সিজদা দীর্ঘায়িত করলেন এবং শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি নাক ডাকিয়ে ঘুমালেন। তিনবার তিনি এরূপ করলেন এবং এভাবে ছয় রাকআত নামায পড়লেন। প্রত্যেক বার তিনি মিসওয়াক করলেন, ওযু করলেন এবং এই আয়াতগুলো পড়লেন। সবশেষে তিন রাকআত বেতের পড়লেন। অতঃপর মুয়াযযিন আযান দিলে তিনি নামাযের জন্য (মসজিদে) চলে গেলেন। তখন তিনি এই বলে দু'আ করছিলেন ঃ আল্লাহুম্মাজয়াল ফী কালবী নূরাও ওয়া ফী লিসানী নূরাও ওয়াজয়াল ফী সাময়ী নূরাও ওয়াজয়াল ফী বাছারী নূরাও ওয়াজয়াল মিন খালফী নূরাও ওয়াজয়াল মিন ফাওকী নূরাও ওয়া মিন তাহ্তী নূরা আল্লাহুম্মাআতিনী নূরা অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার হৃদয়-মনে আলো (নূর) সৃষ্টি করে দাও, আমার বাকশক্তিতে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার শ্রবণশক্তিতে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার দৃষ্টিশক্তিতে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার পিছন দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার সামনের দিকে আলো সৃষ্টি করে দাও, আমার উপর দিক থেকে আলো সৃষ্টি করে দাও এবং আমার নীচের দিক থেকেও আলো সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ, আমাকে নূর বা আলো দান করো।

وحدثنى محمد بن حاتم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذٰلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ ثُمَّ

قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ قُلْتُ أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ

১৬৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একরাতে আমি আমার খালা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী) মায়মূনার কছে (তাঁর ঘরে) রাত্রি যাপন করলাম। রাতের বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামায পড়তে উঠলেন। তিনি মশকের পাশে গিয়ে ওযু করলেন এবং তারপর নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তাঁকে এরূপ করতে দেখে আমিও উঠে মশকের পানি দিয়ে ওযু করলাম। তারপর তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি তাঁর পিঠের দিক থেকে আমার হাত ধরে সোজা তাঁর পিঠের দিক দিয়ে নিয়ে ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হাদীসের বর্ণনাকারী আতা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনি নফল নামায পড়াকালে এরূপ করেছিলেন? জবাবে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) বললেন ঃ হাঁ।

وحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ

১৬৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন আমার পিতা আব্বাস আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। সেদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খালা মায়মূনার ঘরে ছিলেন। উক্ত রাত আমি তাঁর সাথে কাটালাম। রাতে তিনি নামায পড়তে উঠলে আমিও উঠলাম এবং গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর পিছন দিক নিয়ে ঘুরিয়ে গিয়ে ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ

১৬৭৯। ইবনে নুমায়ের তার পিতা নুমায়ের আবদুল মালিক ও আতার মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি একদিন আমার খালা মায়মূনার ঘরে রাত্রিযাপন করলাম। এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজও কাইস ইবনে সাদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة

১৬৮০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তের রাকআত নামায পড়তেন।

وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة

১৬৮১। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন বললেন, আজ রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায দেখবো। রাতের বেলা প্রথমে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত নামায পড়লেন। তারপর অনেক অনেক দীর্ঘায়িত করে দুই রাকআত নামায পড়লেন। তারপর দুই রাকআত নামায পড়লেন যা পূর্বের দুই রাকআত থেকে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর দুই রাকআত পড়লেন যা এর পূর্বের দুই রাকআত থেকে কম দীর্ঘায়িত ছিল। এরপর দুই রাকআত পড়লেন যা পূর্বের দুই রাকআত থেকে কম দীর্ঘায়িত ছিল। পরে আরো দুই রাকআত পড়লেন যা পূর্বের দুই

রাকআত থেকেও কম দীর্ঘায়িত ছিল। এরপর বেতের অর্থাৎ এক রাকআত নামায পড়লেন এবং এভাবে মোট তের রাকআত নামায হলো।

وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال ألا تشرع يا جابر قلت بلى قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه

১৬৮২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এক সময়ে আমরা এক (পানির কিনারে) ঘাটে গিয়ে পৌছলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ জাবির, তুমি কি ঘাট পার হবে না? আমি বললাম, হাঁ। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর পারে গিয়ে অবতরণ করলে আমিও পার হলাম। (জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে) এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গেলেন আর আমি তাঁর ওযুর পানি প্রস্তুত করে রাখলাম। (তিনি বর্ণনা করেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ওযু করলেন এবং একখানা মাত্র কাপড় গায়ে জড়িয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। কাপড়খানার আঁচল বিপরীত দিকের দুই কাঁধে দিলেন। তখন আমি গিয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। কিন্তু তিনি আমাকে কান ধরে নিয়ে তার ডান পাশে খাড়া করে দিলেন।

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال أبو بكر حدثنا هشيم أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين

১৬৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তে উঠলে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত নামায পড়ে নামায শুরু করতেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين

১৬৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ রাতে নামায পড়তে শুরু করলে সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকআত নামায পড়ে শুরু করে।

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت

১৬৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়তে উঠতেন তখন এই বলে দু'আ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দু আনতা নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্‌ ওয়া লাকাল হাম্‌দু আনতা কাইয়ামুস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দ্‌ ওয়া লাকাল হাম্‌দু আন্‌তা রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মান ফীহিন্না আন্‌তাল হাক্কু ওয়া ওয়াদুকাল হাক্কু ওয়া কাওলুকাল হাক্কু ওয়া লিকাউকা হাক্কুন ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন ওয়ান্‌ নারু হাক্কুন ওয়াস সাআতু হাক্কুন আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্‌কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়া বিকা খাসামতু ওয়া ইলাইকা হাকামতু ফাগ্‌ফির লী মা কাদ্দাম্‌তু ওয়া মা আখখ্‌রতু ওয়া আসরারতু ওয়া আ'লানতু আনতা ইলাহী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা" অর্থাৎ হে আল্লাহ, তোমার জন্যই সব প্রশংসা। তুমি আসমান ও যমীনের নূর বা আলো। তোমার জন্যই সব প্রশংসা তুমিই আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপক। তোমার জন্যই সব প্রশংসা তুমিই আসমান ও যমীনের এবং এ

সবের মধ্যে অবস্থিত সবকিছুর রব। তুমিই হক বা সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সব বাণী সত্য। তোমার সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি সত্য। জান্নাত সত্য, জাহান্নামও সত্য এবং কিয়ামতও সত্য। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার উপরই তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করেছি, তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করেছি, তোমারই জন্য অন্যদের সাথে বিবাদ করেছি এবং তোমার কাছেই ফয়সালা চেয়েছি। তাই তুমি আমার আগের ও পরের এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে কৃত সব গুনাহ মাফ করে দাও। একমাত্র তুমিই আমার ইলাহ। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

টীকা ঃ এই হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে দু'আ উল্লেখিত হয়েছে তাতে আল্লাহ ও তার বান্দাহর মধ্যকার সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আল্লাহর সত্যিকার বান্দাহ তাঁকে কিভাবে বিশ্বাস করে এবং তাঁর প্রতি কিভাবে আত্মসমর্পণ করে তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। দু'আটিতে ইসলামের অনেকগুলো মৌলিক বিষয় উল্লেখ করে তার প্রতি অবিচল বিশ্বাস ও আস্থার কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

'লাকা আসলামতু' অর্থাৎ তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। অর্থাৎ তুমি যা পালন করতে বলেছো তা আমার পছন্দ অপছন্দের তোয়াক্কা না করে পালন করেছি। আর তুমি যা বর্জন বা পরিত্যাগ করতে বলেছো তা আমার পছন্দ অপছন্দের তোয়াক্কা না কর বর্জন করেছি। তোমার দেয়া সবকিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করে তোমার আনুগত্য করে যাচ্ছি। যারা তোমার দেয়া সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলেছে আমি বিনা দ্বিধায় তাদের মোকাবিলা করছি। কেউ কোন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বা সন্দেহ সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেলে আমি দ্বিধাহীন চিত্তে তোমার ফয়সালা গ্রহণ করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ দিয়ে একথা বের হওয়ার অর্থ হলো সব মুসলমানকে অনুরূপ কর্ম ও বিশ্বাসের অনুসারী হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكٍ لَمْ يَخْتَلِفَا إِلَّا فِي حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ مَكَانَ قَيَّامُ قَيِّمُ وَقَالَ وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَيُخَالِفُ مَالِكًا وَابْنَ جُرَيْجٍ فِي أَحْرُفٍ

১৬৮৬। আমরুন নাকিদ, ইবনে নুমায়ের ও ইবনে আবু উমার সুফিয়ান থেকে এবং মুহাম্মাদ ইবনে রাফে আবদুর রায্যাক ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে (সুফিয়ান ও ইবনে জুরাইজ) আবার সুলায়মান আল-আহওয়াল, তাউস ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে শুধু দুইটি শব্দ ছাড়া ইবনে জুরাইজ বর্ণিত হাদীসের শব্দসমূহ মালিক বর্ণিত হাদীসের শব্দসমূহের অনুরূপ। দুটি স্থানের একটি ইবনে জুরাইজ 'কাইয়াম'

শব্দের পরিবর্তে 'কাইয়েম' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আর অপর স্থানটিতে শুধু 'ওয়া মা আসরারতু' কথাটি উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে উয়াইনা বর্ণিত হাদীসটিতে কিছু অতিরিক্ত শব্দ আছে এবং অনেকগুলি শব্দের ব্যাপারে তিনি মালিকের সাথে পার্থক্য করেছেন।

وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مهدى وهو ابن ميمون حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث واللفظ قريب من ألفاظهم

১৬৮৭। শায়বান ইবনে ফাররুখ মাহদী ইবনে মায়মূন, ইমরান আল কাসীর, কায়েস ইবনে সা'দ, তাউস ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে এই একই সনদে হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের শব্দ উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

১৬৮৮। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা যখন নামায পড়তেন তখন কিভাবে তাঁর নামায শুরু করতেন? জবাবে আয়েশা বললেন ঃ রাতে যখন তিনি নামায পড়তে উঠতেন তখন এ দু'আটি পড়ে নামায শুরু করতেন ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা জিবরীলা ওয়া মিকাঈলা ওয়া

ইসরাফীলা, ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ আলিমাল গায়বে ওয়াশ্ শাহাদাতি আনতা তাহ্কুমু বায়না ইবাদিকা ফীমা কানূ ফীহে ইয়াখতালিফূন, ইহ্দিনী লিমা উখতুলিফা ফীহি মিনাল হাককি বি-ইয়নিকা ইন্নাকা তাহ্দী মান তাশায়ূ ইলা সিরাতিম মুসতাকীম। অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের রব, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী। তোমার বান্দারা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করে তুমিই সেগুলির ফয়সালা করবে। সত্য ও ন্যায়ের যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে পথ দেখাও। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা সরল-সহজ পথ দেখিয়ে থাকো।

টীকা ঃ হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আয় মহান আল্লাহকে জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের 'রব' এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ তিনি সৃষ্টি জগতের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। কুরআন ও হাদীসে যেখানেই আল্লাহ তা'আলাকে 'রব' ও স্রষ্টা বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই সাধারণতঃ বড় বড় সৃষ্টির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে বর্ণনা করার পর ছোটখাট সৃষ্টির কথা আর উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে না। হক ও ন্যায়ের যেসব বিষয়ে মতানৈক্য করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে তুমি আমাকে সরল-সহজ পথ প্রদর্শন করো। একথার অর্থ হলো– যা হক ও সত্য তার ওপরে টিকে থাকার এবং তার পক্ষে কাজ করার তাওফীক দান করো। কারণ এ পথ পাওয়া যেমন কঠিন ব্যাপার। তেমনি এর ওপর অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে টিকে থাকাও কঠিন ব্যাপার। তাই এক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা ছাড়া বান্দার কোন উপায় থাকে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআর মাধ্যমে এ সত্যটিই স্পষ্ট হয়েছে।

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يوسف الماجشون حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَإِذَا رَفَعَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

১৬৮৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন এই বলে শুরু করতেন ঃ ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। লা-শারীকালাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা আনতাল মালিকু লা-ইলাহা ইল্লা আনতা আনতা রাব্বী ওয়া আনা আরদুকা যালামতু নাফসী ওয়া তারাফতু বি যামবী ফাগফির লী যুনূবী জামীআ, ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা ওয়াহ্দিনী লি আহ্সানিল আখলাক, লা-ইয়াহ্দী লি আহসানিহা ইল্লা আনতা ওয়াছ্রিফ আন্নী সাইয়েরাহা, লা ইয়াছরিফু আন্নী সাইয়েরাহা ইল্লা আনতা, লাব্বায়কা ওয়া সাদাইকা, ওয়াল খায়রু কুল্লুহু ফী ইয়াদাইকা ওয়াশ শাররু লাইসা ইলাইকা, আনা বিকা ওয়া ইলাইকা, তাবারাকতা ওয়া তাআলাইতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা ঃ অর্থাৎ আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার মুখ সেই মহান সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিলাম যিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার নামায, আমার কোরবানী আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহর জন্য যিনি সারা বিশ্ব জাহানের রব। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এ জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। আমি তো মুসলমান বা আত্মসমর্পণকারী। হে আল্লাহ তুমিই সার্বভৌম বাদশাহ। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমি আমার রব আর আমি তোমার বান্দা। আমি নিজে আমার প্রতি যুলুম করেছি। আমি আমার গুনাহ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সব গুনাহ মাফ করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। আমাকে সর্বোত্তম আখলাক বা নৈতিকতার পথ দেখাও। তুমি ছাড়া এ পথ আর কেউ দেখাতে সক্ষম নয়।

আর আখলাক বা নৈতিকতার মন্দ দিকগুলো আমার থেকে দূরে রাখো। তুমি ছাড়া আর কেউ এই মন্দগুলোকে দূরে রাখতে সক্ষম নয়। আমি তোমার সামনে হাজির আছি– তোমার আনুগত্য করতে প্রস্তুত আছি। সব রকম কল্যাণের মালিক তুমিই। অকল্যাণের দায়দায়িত্ব তোমার নয়। আমার সব কামনা-বাসনা তোমার কাছেই কাম্য। আমার শক্তি-সামর্থ্য ও তোমারই দেয়া। তুমি কল্যাণময়। তুমি মহান। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছেই তওবা করছি। আর রুকূ' করার সময় বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা লাকা রাকাতু ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া লাকা আসলামতু, খাশাআ লাকা সাময়ী ওয়া বাছারী, ওয়া মুখখী, ওয়া আযমী ওয়া আসরী" অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ, তোমার উদ্দেশ্যেই আমি রুকূ' করলাম অর্থাৎ নত হলাম। তোমার প্রতি ঈমান আনলাম, তোমার উদ্দেশ্যেই আত্মসমর্পণ করলাম। আমার কান, চোখ, মগজ, হাড় এবং সব স্নায়ুতন্ত্রী তোমার কাছে আনত ও বশীভূত হলো। আর রুকূ থেকে উঠে বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ মিলয়াস সামাওয়াতি ওয়া মিলয়াল আরদি ও মিলয়া মা বায়নাহুমা ওয়া মিলয়া মা শিতা মিন শাইয়েন বাদু অর্থাৎ হে আল্লাহ, হে আমার রব, সব প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। আসমান ভর্তি প্রশংসা, যমীন ভর্তি প্রশংসা, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান ভর্তি প্রশংসা এবং এরপর তুমি আর যা চাও তার সবটা ভর্তি প্রশংসা একমাত্র তোমারই প্রাপ্য। আর যখন সিজদায় যেতেন তখন বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু, ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু, সাজাদা, ওয়াজহী লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সাওওয়ারাহু ওয়া শাক্কা সামআহু ওয়া বাছারাহু তাবারাকাল্লাহু আহসানাল খালিকীন ঃ অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ তোমারই উদ্দেশ্যে আমি সিজদা করলাম। তোমারই প্রতি আমি ঈমান পোষণ করেছি। তোমারই উদ্দেশ্যে আমি আত্মসমর্পণ করেছি। আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তার উদ্দেশ্যে সিজদা করলো যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি দান করেছেন। আর কান ও চোখ ফেড়ে শোনা ও দেখার উপযোগী করে তৈরী করেছেন। মহা কল্যাণময় আল্লাহ, তিনি কতইনা উত্তম সৃষ্টিকারী। অতঃপর সবশেষে তাশাহ্হুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি বলতেন ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখ্খারতু ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু ওয়া মা আসরাফ্তু ওয়া মা আনতা আ'লামু বিহি মিন্নী আনতাল্ মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখখিরু লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা" অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি আমার পূর্বের ও পরের গোপনে এবং প্রকাশ্যে কৃত গুনাহ মাফ করে দাও। আর যেসব ব্যাপারে আমি বাড়াবাড়ি করেছি তাও মাফ করে দাও। আমারকৃত যে সব গুনাহ সম্পর্কে তুমি আমার চাইতে বেশী জানো তাও মাফ করে দাও। তুমিই আদি এবং তুমিই অন্ত তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

টীকা ঃ ফরয ও নফল সব রকমের নামযে শুরু করতে মাসনূন দোআ পড়া উত্তম এ হাদীস থেকে তা প্রমাণিত হয়। তবে এই দু'আ পড়ার কারণে নামায দীর্ঘায়িত হলে মুক্তাদীদের অসুবিধা হবে জানলে ইমামের জন্য না পড়াই যুক্তিযুক্ত হবে। এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে রুকূ, সিজদা, ই'তিদাল এবং সালামের পূর্বে হাদীসে উল্লেখিত দু'আ পড়াও মুস্তাহাব।

وحدثناه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا أبو النضر قالا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصورة فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث ولم يقل بين التشهد والتسليم

১৬৯০। যুহাইর ইবনে হারব আবদুর রাহমান ইবনে মাহ্দী থেকে এবং ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আবুন নাদর থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়েই (আবদুর রাহমান ইবনে মাহ্দী এবং আবুন নাদর) আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু সালামা, তার চাচা আল মাজেশুন ইবনে আবু সালামার মাধ্যমে আরাজ থেকে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি বলেছেন ঃ নামায শুরু করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলতেন এবং তারপরে ওয়াজজাহ্তু ওয়াজহিয়া বলতেন। এরপর শেষের দিকে ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন বলতেন। এ হাদীসে তিনি আরো বলেছেন ঃ যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন ঃ 'সামিয়াল্লাহু নিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনেন। হে আমাদের রব, সব প্রশংসা তোমারই জন্য। এতে আরো বলেছেন ঃ 'ওয়া সাওয়ারাহু ফা আহসানা সুওয়ারাহু'– আর তিনি আকৃতি দান করেছেন এবং উত্তম আকৃতি দান করেছেন। এ বর্ণনাতে আরো আছে, আর তিনি যখন সালাম ফিরাতেন তখন 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মা কাদ্দামতু' কথাটি থেকে শুরু করে পূর্বোক্ত হাদীসের শেষ পর্যন্ত বলতেন। তবে এতে তিনি 'বাইনাত্ তাশাহহুদি ওয়াত্ তাসলীমি' কথাটি বলেননি।

টীকা ঃ 'ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন ঃ আমিই প্রথম মুসলমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথাটির অর্থ হলো এ উম্মতের মধ্যে আমিই প্রথম মুসলমান।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

তাহাজ্জুদ নামাযে কিরায়াত দীর্ঘায়িত করা উত্তম।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش ح وحدثنا ابن نمير

وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ
ابْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ
يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ
فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ
بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ
نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ
رَبِّيَ الأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ «قَالَ» وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ مِنَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

১৬৯১। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাহাজ্জুদের নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাকারা পড়তে শুরু করলে আমি ভাবলাম তিনি হয়তো একশ' আয়াত পড়ে রুকূ করবেন। কিন্তু এর পরেও তিনি পড়ে চললেন। তখন আমি চিন্তা করলাম তিনি এর (সূরা বাকারা) দ্বারা পুরো দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাবেন। কিন্তু তিনি এরপরেও পড়তে থাকলে আমি ভাবলাম সূরাটি শেষ করে তিনি রুকূ করবেন। কিন্তু এরপর তিনি সূরা নিসা পড়তে শুরু করলেন এবং শেষ করে সূরা আলে-ইমরান শুরু করলেন। এ সূরাটিও তিনি পড়ে শেষ করলেন। তিনি এ সূরাটি থেমে থেমে ধীরে ধীরে পড়ছিলেন। তাসবীহ্‌র উল্লেখ আছে এমন কোন আয়াত যখন তিনি পড়ছিলেন তখন তাসবীহ পড়ছিলেন। যখন আশ্রয় প্রার্থনা করার কোন আয়াত পড়ছিলেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। আবার যখন কোন কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করার আয়াত পড়ছিলেন তখন প্রার্থনা করছিলেন। এভাবে সূরাটি শেষ করে তিনি রুকূ করলেন। রুকূতে তিনি বলতে থাকলেন 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' আমার মহান প্রভু পবিত্র। আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তাঁর রুকূ কিয়ামের মতই দীর্ঘ ছিল। এরপর 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' অর্থাৎ আল্লাহ শুনে থাকেন যে তার প্রশংসা করে বললেন ঃ এরপর যতক্ষণ সময় রুকূ করেছিলেন প্রায় ততক্ষণ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর সিজদা করলেন। সিজদাতে তিনি বললেন ঃ সুবহানা রাব্বিয়াল 'আলা অর্থাৎ ঃ মহান সুউচ্চ সত্তা আমার প্রভু পবিত্র। আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তাঁর এই সিজদাও প্রায় কিয়ামের সময়ের মত দীর্ঘায়িত হলো। হাদীসটির

বর্ণনাকারী বলেন যে জারীর বর্ণিত হাদীসে এতটুকু কথা অধিক আছে ঃ তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ থেকে উঠে) বললেন ঃ 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বনা ওয়া লাকাল হাম্‌দ্' অর্থাৎ আল্লাহ শুনেন যে ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করে। হে আমাদের রব, তোমার জন্যই সব প্রশংসা।

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء قال قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه

১৬৯২। আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। এই নামাযে তিনি কিরায়াত এতো দীর্ঘায়িত করলেন যে আমি একটি খারাপ কাজ করার সংকল্প করে বসলাম। আবু ওয়াইল বলেছেন ঃ তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কি ধরনের খারাপ কাজ করার সংকল্প করেছিলেন? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি বসে পড়ার এবং তার পিছনে এই নামায পরিত্যাগ করার সংকল্প করেছিলাম।

وحدثناه اسمعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله

১৬৯৩। ইসমাঈল ইবনুল খালীল ও সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ আলী ইবনে মিসহারের মাধ্যমে আমাশ থেকে এই একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ হযরত হুযাইফা (রা) বর্ণিত হাদীসটি থেকে অনেকগুলো বিষয় প্রমাণিত হয়। কাজী আবু বকর বাকেল্লানীর মতে কুরআন মজীদের বর্তমান নোসখাগুলোতে সূরাসমূহ যেভাবে সাজানো আছে সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কুরআন শরীফ লেখা বা নামাযে তিলাওয়াত করা ওয়াজিব নয়। কারণ এই হাদীস থেকে জানা যায় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে প্রথমে সূরা নিসা এবং তারপর আলে-ইমরান পড়লেন।

এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, নামাযে বা নামাযের বাইরে কোরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম।

রুকূতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলা এবং একাধিকবার বলা এবং সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলা এবং একাধিক বার বলা এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। রুকূ থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। যদিও এরূপ করলে কারো কারো মতে নামায বাতিল হয়ে যায়। তবে তাদের মতের স্বপক্ষে তেমন কোন দলীল নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উৎসাহিত করা এবং কম করে হলেও তাহাজ্জুদ নামায পড়া।

حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتّٰى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنِهِ .

১৬৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলা হলো যে সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায় (অর্থাৎ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে না)। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ ঐ লোকটিকে শয়তান নষ্ট করে ফেলেছে।

টীকা ঃ হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'বালাশ্ শায়তানু ফি উযুনিহি', অর্থাৎ শয়তান তার কানে পেশাব করেছে। কোন কিছুর প্রভাবে কোন জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে তাকে আরবী ভাষায় এভাবে বর্ণনা করা হয়। এ কথাটির অর্থ হয় শয়তান তাকে নষ্ট করে ফেলেছে, সে শয়তানের অনুগত হয়ে গেছে।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ أَلَا تُصَلُّونَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

১৬৯৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রাতের বেলা তাঁর ও ফাতিমার (রা) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি (তাহাজ্জুদের) নামায পড় না। তখন আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল, আমরা সবাই তো আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের জাগিয়ে দিতে পারেনা। (হযরত আলী রা. বলেছেন) আমি এ কথা বললে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে গেলেন। যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন, আমি শুনলাম তখন

তিনি উরুর উপর সজোরে হাত চাপড়ে বলছেন ঃ মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিতর্ক করতে অভ্যস্ত।

টীকা ঃ হাদীসটি থেকে তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামাযকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন বলেই রাতের বেলা হযরত আলী ও ফাতেমা (রা)-র কাছে তাদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ও জানতে গিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আলী (রা) যে জওয়াব দিয়েছিলেন তা তাঁর পছন্দ হয়নি। তাই তিনি আফসোস প্রকাশ করতে করতে ফিরে আসলেন।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِ فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

১৬৯৬। আবু হুরায়রা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নিদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার শেষ প্রান্তে অর্থাৎ ঘাড়ে তিনটা গিরা দেয়। প্রত্যেকটা গিরাতেই সে ফুঁ দিয়ে বলে, এখনো অনেক রাত আছে (ঘুমিয়ে থাকো)। তাই যখন সে ঘুম থেকে জেগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তখন একটি গিরা খুলে যায়। এরপর সে ওযু করলে আরো একটি গিরাসহ মোট দুইটি গিরা খুলে যায়। আর যখন সে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে তখন সবগুলো গিরা খুলে যায়। এভাবে সে কর্মতৎপর ও প্রফুল্ল মনের অধিকারী হয়ে সকালে জেগে উঠে। অন্যথায় মানুষভরা অলস মন নিয়ে জেগে উঠে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

নফল নামায নিয়মিত (সুন্নত) হোক বা অনিয়মিত বাড়ীতে পড়া উত্তম। মসজিদে পড়াও জায়েয। তবে ঈদ, সূর্য গ্রহণের নামায, ইসতিসকার নামায ও তারাবীর নামায যা প্রকাশ্যে পড়াই ইসলামের বিধান তা প্রকাশ্যেই পড়তে হবে। অনুরূপভাবে যেসব নফল নামায মসজিদের বাইরে পড়ার বিধান নেই তাও মসজিদে পড়তে হবে। যেমন ঃ তাহিয়াতুল মাসজিদ ও তাওয়াফের দুই রাকআত নামায।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

১৬৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কিছু কিছু নামায বাড়ীতে পড়বে। (বাড়ীতে কোন নামায না পড়ে) বাড়ীকে তোমরা কবর সদৃশ করে রেখোনো।

টীকা ঃ হাদীসটির অর্থ হলো বাড়ীকে কবরের ন্যায় পরিত্যক্ত করে রেখোনা। বরং নফল নামাযগুলো বাড়ীতেই পড়ো। কাজী আয়াজের মতে হাদীসটিতে কিছু কিছু ফরয নামায বাড়ীতে পড়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ এতে যারা মসজিদে যেতে পারে না তারাও জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগ পাবে। বিশেষ করে অক্ষম মহিলা ও শিশুরা এতে জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগ পাবে।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

১৬৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা বাড়ীতেও নামায পড়ো। বাড়ীগুলোকে কবর সদৃশ করে রেখোনা।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا

১৬৯৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে নামায পড়বে তখন সে যেন বাড়ীতে পড়ার জন্যও তার নামাযের কিছু অংশ রেখে দেয়। কেননা তার নামাযের কারণে আল্লাহ তাআলা তার বাড়ীতে বরকত ও কল্যাণ দান করে থাকেন।

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ

قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

১৭০০। আবু মূসা আশআরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় আর যে ঘরে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না এরূপ দু'টি ঘরের তুলনা করা যায় জীবিত ও মৃতের সঙ্গে।

টীকা ঃ বাড়ীতে আল্লাহর নাম স্মরণ থেকে বিরত থাকা উচিত নয় বরং বাড়ীতেও আল্লাহর নাম নিতে হবে এ হাদীস থেকে তাই প্রমাণিত হয়।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ

يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

১৭০১। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরসমূহকে কবর সদৃশ করে রেখোনা (অর্থাৎ নফল নামাযসমূহ বাড়ীতে পড়বে)। কারণ যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ

سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَيْرَةً بِخَصَفَةٍ أَوْ

حَصِيرٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيهَا قَالَ فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاؤُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ قَالَ ثُمَّ جَاءُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ قَالَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

১৭০২। যায়েদ ইবনে সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ খেজুর পাতা অথবা চাটাই দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট কামরা তৈরী করে তাতে নামায পড়তে গেলেন। এ দেখে কিছু সংখ্যক লোক এসে তাঁর সাথে নামায পড়লেন। যায়েদ ইবনে সাবিত বলেছেন ঃ অন্য এক রাতেও লোকজন এসে জমা হলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সে রাতে) দেরী করলেন এবং এমনকি তিনি সে রাতে আসলেন না। তাই লোকজন উচ্চস্বরে তাঁকে ডাকাডাকি করলো এবং বাড়ীর দরজায় (ছোট ছোট) পাথর ছুড়তে শুরু করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে তাদের মাঝে এসে বললেন ঃ তোমরা যখন ক্রমাগত এরূপ করছিলে তখন আমার ধারণা হলো যে এ নামায হয়তো তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হবে। অতএব তোমরা বাড়ীতেই (নফল) পড়বে। কেননা ফরয নামায ছাড়া অন্যসব নামায বাড়ীতে পড়া কোন ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম নামায।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে নফল নামায জামায়াতে পড়া যায় বলে প্রমাণিত হয়।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ

১৭০৩। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাই দ্বারা ঘিরে মসজিদের মধ্যে একটি কামরা বানালেন এবং কয়েকরাত পর্যন্ত সেখানে নামায পড়লেন। তা দেখে কিছু সংখ্যক লোক সেখানে সমবেত হলো। এতটুকু বর্ণনা করার পর বর্ণনাকারী উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। এ বর্ণনাতে এতটুকু অধিক বর্ণিত হয়েছে যে এ নামায যদি তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হতো তাহলে তোমরা তা আদায় করতে সক্ষম হতে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

তাহাজ্জুদ নামায বা অন্যান্য ইবাদত ও বন্দেগী স্থায়ীভাবে করার মর্যাদা। ইবাদত করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা অর্থাৎ যতটুকু নফল ইবাদাত স্থায়ীভাবে করা যাবে ততটুকু ইবাদত করা এবং কেউ নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে তা স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা সম্পর্কে হাদীস।

وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه

১৭০৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একখানা চাটাই ছিল। রাতের বেলা তিনি এই চাটাই দিয়ে একটি কামরা বানাতেন এবং তার মধ্যে নামায পড়তেন। লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এই নামায পড়তো এবং দিনের বেলা বিছিয়ে নিতো। এক রাতে লোকজন বেশী ভিড় করলে তিনি লোকজনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে লোকজন যতটা আমল তোমরা স্থায়ীভাবে করতে সক্ষম হবে ততটা আমল করবে। কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদের ইবাদতের সওয়াব দিতে ক্লান্ত হবে না। বরং তোমরাই ইবাদত-বন্দেগী করতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়বে। আর কম হলেও আল্লাহর কাছে স্থায়ী আমল

সর্বাপেক্ষা বেশী পছন্দনীয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী ও বংশধরগণ যে আমল করতেন তা স্থায়ীভাবে সর্বদাই করতেন।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ

১৭০৫। আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মর্মে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলার কাছে কোন ধরনের আমল সবচাইতে বেশী প্রিয়? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ কম হলেও যে আমল স্থায়ী (সেই আমল আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচাইতে বেশী প্রিয়)।

وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ

১৭০৬। আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম। বললাম ঃ হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল কেমন ছিল। তিনি কি কোন নির্দিষ্ট ইবাদাতের জন্য কোন বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করে নিতেন? জবাবে আয়েশা বললেন না। তবে তাঁর আমল ছিল স্থায়ী প্রকৃতির। আর তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে রাসূলুল্লাহ যে কাজ করতে পারেন সেও সেই কাজ করতে পারবে।

وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ

১৭০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে এমন আমল সবচেয়ে প্রিয় যা কম হলেও স্থায়ী (ভাবে করা হয়)। হাদীসের বর্ণনাকারী কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বলেছেন ঃ আয়েশা (রা) কোন আমল শুরু করলে তা স্থায়ী ও অবশ্য করণীয় করে নিতেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد وفي حديث زهير فليقعد

১৭০৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন মসজিদের দুটি খুঁটির মাঝে রশি বেঁধে টানানো আছে। এ দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কিসের জন্যে? সবাই বললো ঃ এটা যায়নাবের রশি। তিনি নামায পড়তে পড়তে যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েন তখন এই রশিটা ধরেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটি খুলে ফেলো। তোমরা সানন্দ আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে নামায পড়বে। নামায পড়তে পড়তে কেউ যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়বে তখন বসে পড়বে। যুহাইর বর্ণিত হাদীসে فليقعد শব্দ আছে যার অর্থ হলো তখন তাকে বসতে হবে।

وحدثناه شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

১৭০৯। শায়বান ইবনে ফাররুখ আবদুল ওয়ারেস, আবদুল আযীয ও আনাস ইবনে মালিকের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قالا حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هٰذِهِ الْحَوْلاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ وَزَعَمُوا أَنَّهَا لاَ تَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللّٰهِ لاَ يَسْأَمُ اللّٰهُ حَتّٰى تَسْأَمُوا

১৭১০। উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন যে, হাওলা বিনতে তুওয়াইত ইবনে হাবীব ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উযযা একদিন তাঁর কাছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর কাছে ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি বললাম : এ হলো হাওলা বিনতে তুওয়াইত। লোকজন বলে থাকে যে সে রাতে ঘুমায় না। অর্থাৎ সারারাত ইবাদত-বন্দেগী করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথায় বিস্মিত হয়ে বললেন ঃ সে রাতে ঘুমায় না! তোমরা নফল আমল ততটুকু করো যতটুকু তোমাদের সাধ্য আছে। আল্লাহর কসম, তিনি পুরস্কার দিতে ক্লান্ত হবেন না। বরং তোমরাই (ইবাদতে) ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিস্মিত হওয়ার কারণ হলো– তিনি হাওলা বিনতে তুওয়াইতের সারারাত জেগে নামায পড়া পছন্দ করেননি। কারণ এভাবে সে নিজে নিজের প্রতি যুলুম করছে। ইমাম মালিক (র)-র মুয়াত্তা গ্রন্থে এ কথাটিই একটি হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ কাজকে পছন্দ করলেন না। বরং এতে তাঁর চোখে মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠলো। একদল আলেমের অভিমত হলো, সারারাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী তথা নামায পড়া মাকরূহ। আরেক দল উলামার অভিমত হলো, ফজরের নামায কাযা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে কোন দোষ নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ امْرَأَةٌ لاَتَنَامُ تُصَلِّي قَالَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللّٰهِ لاَ يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ

১৭১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় আমার কাছে আসলেন যখন আমার কাছে একজন মহিলা উপস্থিত ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? আমি বললাম, এ সেই মহিলা যে রাতের বেলা না ঘুমিয়ে নামায পড়ে। (একথা শুনে) তিনি বললেন ঃ তোমরা ততটুকু

পরিমাণ আমল করবে যা স্থায়ীভাবে করতে পারবে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ তা'আলা (তোমাদের আমলের) সওয়াব বা পুরস্কার দিতে অক্ষম হবেন না। বরং তোমরাই আমল করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দ্বীনের ততটুকু আমল অত্যধিক পছন্দনীয় ছিল আমলকারী যা স্থায়ীভাবে করতে পারবে। আবু উসামা বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত আছে, উক্ত মহিলা ছিলেন বনী আসাদ গোত্রের একজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

নামাযরত অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে কুরআন পাঠ বা অন্য কিছু পড়তে অক্ষম হলে তার জন্য ঘুমানোর অনুমতি। তন্দ্রা কেটে গেলে আবার নামায পড়বে।

حدثنا

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

১৭১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়াকালে তন্দ্রাচ্ছন্না হয়ে পড়লে শুয়ে ঘুমিয়ে নেবে এবং তন্দ্রা বা ঘুম দূর হলে পরে আবার নামায পড়বে। কারণ, তোমরা কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নামায পড়লে সে যেন দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করছে এবং নিজেকে ভৎর্সনা করছে।

টীকা ঃ নামায পড়াকালে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে হৃদয়ের একাগ্রতা, সানন্দ-আগ্রহ ও বিনয়ী মনোভাব নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে একদল বিশেষজ্ঞের মত হলো ফরয, সুন্নাত ও নফল সব নামাযের জন্যই এই হুকুম। অর্থাৎ তন্দ্রা আসতে থাকলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে তন্দ্রা দূর করে নেয়া। তবে ফরয নামাযের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে না যায়। কাজী আয়াদ, ইমাম মালিক ও কিছু সংখ্যক উলামার মত হলো, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে তন্দ্রা দূর করে নেয়ার ব্যবস্থা রাতের নফলের জন্য প্রযোজ্য। কারণ, তন্দ্রার প্রভাব সাধারণতঃ এই সময়ই হয়ে থাকে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ

الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ

১৭১৩। ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আবু হুরায়রা (রা) আমার কাছে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার মধ্যে থেকে কেউ যদি রাতে নামায পড়তে ওঠে আর (ঘুমের প্রভাবে) তার কোরআন তিলাওয়াতে আড়ষ্টতা আসে অর্থাৎ সে কি বলছে সে সম্পর্কে তার কোন চেতনা না থাকে তাহলে যেন সে শুয়ে (ঘুমিয়ে) পড়ে।

অষ্টম অধ্যায়
আল-কুরআনের মর্যাদা ও অনুরূপ আরো কিছু বিষয়

অনুচ্ছেদ ঃ ১

কুরআনের মর্যাদা ও আরো কিছু বিষয়।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا

১৭১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ পাঠ করতে শুনে বললেন ঃ আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا

১৭১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এক ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলেন। (তাঁর তিলাওয়াত শুনে) তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। সে আমাকে এমন একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমার স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছিলো।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ

১৭১৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআন হিফযকারীর দৃষ্টান্ত হলো পা বাঁধা উট। যদি এর মালিক এটির প্রতি লক্ষ্য রাখে তাহলে ধরে রাখতে পারে। আর যদি তার বাঁধন খুলে দেয় তাহলে সেটি ছাড়া পেয়ে চলে যায়।

حدثنا

زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ

১৭১৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মালেক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মূসা ইবনে উকবা বর্ণিত হাদীসে এতটুকু অধিক বর্ণনা করা হয়েছে যে, "কুরআনের হাফেজ যদি রাতে ও দিনে কুরআন শরীফ পড়ে তাহলে তা স্মরণে রাখে। অন্যথায় ভুলে যায়।"

وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَمَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا

১৭১৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেউ এভাবে বলে যে আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি তাহলে তা তার জন্য খুবই খারাপ। বরং তাকে তো ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা কুরআনকে স্মরণ রাখো। কারণ কুরআন মানুষের হৃদয় থেকে পা বাঁধা পলায়নপর চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধিক পলায়নপর। ছাড়া পেলেই পালিয়ে যায় অর্থাৎ স্মরণ রাখার

চেষ্টা না করলেই ভুল হয়ে যায়।

টীকা ঃ হাদীসটিতে কুরআন হিফয করে তা স্মরণ রাখা এবং তিলাওয়াত করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং ভুলে যাওয়ার প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ وَرُبَّمَا قَالَ الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ

১৭১৯। শাকীক থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ এই মাসহাফের আবার কখনো বলেছেন এই কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণ করো। কেননা মানুষের মন থেকে তা এক পা বাঁধা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও (অধিক বেগে) পলায়নপর। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আরো বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেউ যেন একথা না বলো যে আমি (কুরআন মজীদের) অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি। বরং তার থেকে আয়াতগুলো বিস্মৃত হয়ে গিয়েছে (এরূপ বলা উত্তম)।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ

১৭২০। শাকীক ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কথা বলা খুবই খারাপ যে, সে অমুক অমুক সূরা বা অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছে। বরং বলবে যে ঐগুলো (সূরা বা আয়াত) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

টীকা ঃ অর্থাৎ আমি অমুক অমুক সূরা বা আয়াত ভুলে গিয়েছি না বলে আমাকে অমুক অমুক সূরা বা আয়াত ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে বলতে হবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاهَدُوا هٰذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِابْنِ بَرَّادٍ

১৭২১। আবু মূসা আশআরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা কুরআনের হিফ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখো। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আমি সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, কুরআনের মুখস্থ সূরা বা আয়াতসমূহ মানুষের মন থেকে একপা বাঁধা উটের চেয়েও অধিক পলায়নপর। (অর্থাৎ কুরআন মজীদের মুখস্থ সূরা বা আয়াত তাড়াতাড়ি ভুল হয়ে যায়।)

টীকা ঃ এই হাদীসটির বর্ণনার ভাষা বাররাদ কর্তৃক বর্ণিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

সুন্দর স্বরে কুরআন পাঠ করা উত্তম।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

১৭২২। আবু হুরায়রা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ নবীর উত্তম ও মিষ্ট স্বরে কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ তা'আলা যেভাবে শুনে থাকেন অন্য কোন জিনিস সেভাবে শুনেন না।

টীকা ঃ হাদীসটিতে আল্লাহ তা'আলার শোনার যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বড় পুরস্কার বা সওয়াব দান করা। 'ইয়াতাগান্না বিল কুরআন' ইমাম শাফেয়ী (র), তাঁর অনুসারীগণ, অধিকাংশ উলামা ও বিশেষজ্ঞগণের মতে এর অর্থ হলো উত্তম তথা সুমিষ্ট স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার মতে এ কথাটির অর্থ হলো সে কুরআনকে যথেষ্ট মনে করে এবং কোন মানুষের মুখাপেক্ষী হয়না। কাজী আয়াদ এ বিষয়ে ইবনে উয়াইনার দুটি স্বতন্ত্র মত উল্লেখ করেছেন। একটি হলো কুরআনকে যথেষ্ট মনে করা এবং অপরটি কিরায়াতকে সুন্দর করা। শেষোক্ত মতটির সমর্থনে তারা হাদীসও পেশ করে থাকেন। যেমন নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাইয়েনুল কুরআনা বিআসওয়াতিকুম' অর্থাৎ তোমরা উত্তম স্বরে তিলাওয়াত করে কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করো। হারবী বলেছেন ঃ এর অর্থ স্পষ্ট করে পড়া। তবে কুরআনকে যথেষ্ট মনে করার অর্থ ইমাম আবু জা'ফর তাবারী অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন ঃ ভাষাগত দিক থেকে এ অর্থ ত্রুটিপূর্ণ। এর সঠিক অর্থ যে উত্তম ও সুমিষ্ট স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা তার সপক্ষে বহু হাদীস রয়েছে। যেমন ঃ লাইসা মিন্না মাল্লাম ইয়াতাগান্না বিল কুরআনা" অর্থাৎ যে ব্যক্তি উত্তম স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করেনা সে আমার উম্মাত নয়।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

১৭২৩। হারমালা ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে ওয়াহাবের মাধ্যমে ইউনুস থেকে এবং ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা ইবনে ওয়াহাবের মাধ্যমে আমর থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়েই (ইউনুস ও আমর) আবার ইবনে শিহাব থেকে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে তিনি শেষ কথাটুকু এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ কামা ইয়াযানু লি নাবিইইন ইয়াতাগান্না বিল কুরআন অর্থাৎ যেমন তিনি (আল্লাহ) সুমিষ্ট ও সুস্পষ্ট স্বরে কুরআন তিলাওয়াতকারী কোন নবীর তিলাওয়াত শুনে থাকেন (এমনটি আর কিছুই শুনেন না।)

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ

১৭২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে মহান আল্লাহ সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী নবীর উচ্চস্বরে সুমিষ্ট আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত যেভাবে শুনেন তেমনটি আর কিছুই শুনেন না।

وحَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَحَيْوَةُ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعَ

১৭২৫। আমার ভাতিজা ইবনে ওয়াহাব তার চাচা আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব, 'উমার ইবনে মালিক এবং হায়ওয়াহ্ ইবনে শুরাইহ মাধ্যমে ইবনুল হাদ থেকে এই একই সনদে হুবহু অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এই হাদীসে তিনি ইন্না রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি উল্লেখ করেছেন এবং 'সামিআ' কথাটি উল্লেখ করেননি।

وحدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به

১৭২৬। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নবী কর্তৃক সুমিষ্ট কণ্ঠে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা আল্লাহ তা'আলা যেভাবে শুনেন অন্য কিছুই আর সেভাবে শুনেন না।

وحدثنا يحي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحي بن أبي كثير غير أن ابن أيوب قال في روايته كأذنه

১৭২৭। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ুব কুতাইবা ইবনে সাঈদ ও ইবনে হাজার ইসমাঈল ইবনে জা'ফর, মুহাম্মাদ ইবনে আমর, আবু সালামা ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে পার্থক্য এতটুকু যে ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব তার বর্ণনাতে কা ইযনিহ্ (كأذنه) শব্দটা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود

১৭২৮। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তার পিতা বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস অথবা বলেছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আশ'আরীকে দাউদের মত মিষ্ট কণ্ঠ দান করা হয়েছে।

টীকা ঃ উলামায়ে কিরামের মতে এখানে 'মিযমার' শব্দের অর্থ হলো, সুন্দর ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। শব্দের মূল অর্থ হলো গান। 'আলে-দাউদ' বলে এখানে খোদ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। আরবী ভাষায় এটা একটা স্বীকৃত নিয়ম। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম অত্যন্ত সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের সুমিষ্ট কণ্ঠকে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কণ্ঠের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

وحدثنا داود بن رشيد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود

১৭২৯। আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মূসা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ গতরাতে আমি যখন তোমার কুরআন পাঠ শুনছিলাম তখন যদি তুমি আমাকে দেখতে তাহলে খুব খুশী হতে। তোমাকে তো দাউদের মত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর দেয়া হয়েছে।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع على الناس لحكيت لكم قراءته

১৭৩০। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল আল-মাযানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের বছরে সফরকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সওয়ারীতে বসে সূরা 'ফাত্হ্' পড়ছিলেন। আর কিরায়াতে তিনি 'তারজী' করছিলেন। মু'আবিয়া ইবনে কারা বলেছেন– আমি যদি আমার পাশে অধিক মাত্রায় লোকজনের জমায়েত হওয়ার আশংকা না করতাম তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কিরায়াত করেছিলেন সেইভাবে কিরায়াত করে তোমাদেরকে শুনাতাম।

টীকা ঃ তারজী হলো প্রতিটি হরফ যথাস্থান থেকে সুললিত কণ্ঠে উচ্চারণ করে কুরআন পাঠ করা এবং বারবার এরূপ করা।

وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح

قَالَ فَقَرَأَ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ لَا النَّاسُ لَأَخَذْتُ لَكُمْ بِذٰلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৭৩১। মুআবিয়া ইবনে কারা আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটনীর পিঠে বসে সূরা 'ফাত্হ' পাঠ করছেন। মুআবিয়া ইবনে কারা বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল 'তারজী'সহ (সূরা ফাত্হ্) পাঠ করে শুনালেন। মুআবিয়া ইবনে কারা বলেছেন, লোকজন জমায়েত হওয়ার আশংকা না থাকলে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের অনুকরণ করে যেভাবে (সূরাটি পাঠ করে) শুনিয়েছেন আমিও সেভাবে শুনাতাম।

وحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ عَلَى رَاحِلَةٍ يَسِيرُ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ

১৭৩২। ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাবীব আল হারেসী খালেদ ইবনুল হারেসের মাধ্যমে এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে মু'আয তার পিতা মু'আযের মাধ্যমে শু'বা থেকে এই একই সনদে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে খালিদ ইবনে হারিস বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সওয়ারীতে বসে সূরা 'ফাত্হ্' পড়তে পড়তে পথ অতিক্রম করছিলেন।

টীকা ঃ কাজী আয়াদ বলেছেন, সুমিষ্ট স্বরে তারতীল সহকারে কুরআন পাঠ করা উত্তম– এ ব্যাপারে সব উলামা একমত পোষণ করেছেন। আবু উবাইদ বলেছেন যে, উল্লেখিত হাদীসগুলোই এর প্রমাণ। তবে ইলহান বা সুর করে কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম মালিক (রা) ও অধিকাংশ উলামা এটাকে মাকরূহ মনে করেন। কারণ এতে মুখস্থ' বা বিনয়ী ভাব এবং কুরআন বুঝার দিকে বেশি মনোযোগ থাকেনা। অথচ কুরআনের উদ্দেশ্য তা বুঝে পড়ে আমল করা, এ উদ্দেশ্য এতে ব্যর্থ হয়ে যায়। তবে ইমাম আবু হানীফা ও একদল প্রবীণ উলামা ইলহান ও সুর করে কুরআন তিলাওয়াত করা মুবাহ্ বলে মনে করেন। কেননা এ বিষয়ে কিছু হাদীসের সমর্থন আছে। আর এভাবে মানুষের মন নরম হয়। হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার হয় এবং কুরআন শোনার আগ্রহ বাড়ে। ইমাম নববী (র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন– কোন কোন ক্ষেত্রে সুর করে বা ইলহান করে কুরআন শরীফ পড়া আমি অপছন্দ করি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অপছন্দ করিনা। উলামা ও বিশেষজ্ঞদের মতে যে ক্ষেত্রে ইলহাম করে তিলাওয়াত করলে বিকৃতি ঘটে সেক্ষেত্রে তিনি তা অপছন্দ করেছেন। আর যে ক্ষেত্রে তা হয় না সেক্ষেত্রে অপছন্দ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

কুরআন পাঠ করার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি নাযিল হয়।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن

১৭৩৩। বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি সূরা 'কাহাফ' পড়ছিলো। সেই সময়ে তার কাছে মজবুত লম্বা দুটি রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিলো। এই সময় একখণ্ড মেঘ তার মাথার উপরে এসে হাজির হলো। মেঘ খণ্ডটি ঘুরছিলো এবং নিকটবর্তী হচ্ছিলো। এ দেখে তার ঘোড়াটি ছুটে পালাচ্ছিলো। সকাল বেলা সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঐ বিষয়টি বর্ণনা করলো। এসব কথা শুনে তিনি বললেন ঃ এটি ছিল (আল্লাহর তরফ থেকে) রহমত বা প্রশান্তি যা কুরআন পাঠের কারণে নাযিল হয়েছিলো।

وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن

১৭৩৪। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি বারা ইবনে আযিবকে বলতে শুনেছি যে এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ পড়ছিলো। এই সময়ে বাড়ীতে একটি গবাদী পশু বাঁধা ছিল। সেটি ছুটে পালাতে শুরু করলো। তখন লোকটি তাকিয়ে দেখতে পেলো একখণ্ড মেঘ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে। বারা ইবনে আযিব বর্ণনা করেছেন যে লোকটি বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ হে অমুক, তুমি সূরাটি পড়তে থাকো। কারণ এটি ছিল আল্লাহর রহমত বা প্রশান্তি যা কুরআন তিলাওয়াতের কাছে বা কুরআন তিলাওয়াতের জন্য নাযিল হয়েছিলো।

وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحق قال سمعت البراء يقول فذكرا نحوه غير أنهما قالا تنقز

১৭৩৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আবদুর রাহমান ইবনে মাহদী ও আবু দাউদ শু'বার মাধ্যমে আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি বারা ইবনে আযিবকে বলতে শুনেছি। এতটুকু বর্ণনা করার পর উভয়েই পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তারা تنفر শব্দটির স্থানে تنقز শব্দ উল্লেখ করেছেন।

وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم

১৭৩৬। আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একরাতে উসাইদ ইবনে হুদায়ের তার ঘোড়ার আস্তাবলে কুরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। এমন সময় তার

ঘোড়া লাফঝাঁপ দিতে শুরু করলো। তিনি (কিছুক্ষণ পরে) পুনরায় পাঠ করতে থাকলে ঘোড়াটিও পুনরায় লাফঝাঁপ দিতে শুরু করলো। (কিছুক্ষণ পরে) তিনি আবার পাঠ করলেন এবারও ঘোড়াটি লাফ দিলো। উসাইদ ইবনে হুদায়ের বলেন– এতে আমি আশংকা করলাম যে ঘোড়াটি ইয়াহইয়াকে পদপিষ্ট করতে পারে। তাই আমি উঠে তার কাছে গেলাম। হঠাৎ আমার মাথার ওপর মেঘের মত কিছু দেখতে পেলাম। তার ভিতরে অনেকগুলো প্রদীপের মত জিনিস আলোকিত করে আছে। অতঃপর এগুলো উপরের দিকে শূন্যে উঠে গেল এবং আমি আর তা দেখতে পেলাম না। তিনি বলেছেন ঃ পরদিন সকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, গতকাল রাতে আমি আমার ঘোড়ার আস্তাবলে কুরআন শরীফ পাঠ করছিলাম। এমতাবস্থায় আমার ঘোড়াটি হঠাৎ লাফঝাঁপ দিতে শুরু করলো। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে ইবনে হুদায়ের তুমি কুরআন পাঠ করতে থাকো। আমি পুনরায় পাঠ করলাম। ঘোড়াটিও পুনরায় লাফঝাঁপ শুরু করলো। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে ইবনে হুদায়ের, তুমি পাঠ করতে থাকো। আমি পাঠ করে শেষ করলাম। ইয়াহ্ইয়া ঘোড়াটির পাশেই ছিল। তাই ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করে ফেলতে পারে বলে আমি আশংকা করলাম (এবং এগিয়ে গেলাম)। তখন আমি মেঘপুঞ্জের মত কিছু দেখতে পেলাম যার মধ্যে প্রদীপের মত কোন জিনিস আলো দিচ্ছিলো। এটি উপর দিকে উঠে গেল এমনকি তা আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ এসব শুনে বললেন ঃ ওসব ছিলো ফেরেশতা। তারা তোমার কুরআন শুনছিলো; তুমি যদি পড়তে থাকতে তাহলে ভোর পর্যন্ত তারা থাকতো। আর লোকজন তাদেরকে দেখতে পেতো। তারা লোকজনের দৃষ্টির আড়াল হতোনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

কুরআন হিফযকারীর মর্যাদা।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

১৭৩৭। আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মু'মিন কুরআন শরীফ পাঠ করে তার উদাহরণ হলো আপেল ফল। যা স্বাদে ও গন্ধে উত্তম। আর যে মু'মিন কুরআন শরীফ পাঠ করেনা তার উদাহরণ হলো খেজুর যার সুগন্ধ না থাকলেও স্বাদে মিষ্ট। আর যে মুনাফিক কুরআন শরীফ পাঠ করে তার উদাহরণ হলো ফুল যার সুগন্ধি আছে এবং স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন শরীফ পাঠ করেনা তার উদাহরণ হলো হানযালাহ যার কোন সুগন্ধি নেই এবং স্বাদও খুব তিক্ত।

وحدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ بَدَلَ الْمُنَافِقِ الْفَاجِرِ

১৭৩৮। হাদ্দাব ইবনে খালিদ হাম্মামের মাধ্যমে এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের মাধ্যমে শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে (হাম্মাম ও শুবা) কাতাদার মাধ্যমে এই একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে হাম্মাম বর্ণিত হাদীসে 'মুনাফিক' শব্দটির পরিবর্তে 'ফাজের' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

حدثنا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ

১৭৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতাদের সাথে থাকবে যারা আল্লাহর অনুগত, মর্যাদাবান এবং লিখক। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তার জন্য কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও বারবার পড়ে সে ব্যক্তির জন্য দুটি পুরস্কার নির্দিষ্ট আছে।

টীকা ঃ দুটি পুরস্কারের একটি দেয়া হবে কুরআন পাঠের জন্য। আর অন্যটি দেয়া হবে কুরআন পাঠ করা তার জন্য কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও বার বার চেষ্টা করার জন্য।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ

১৭৪০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ইবনে আবু আদীর মাধ্যমে সাঈদ থেকে এবং আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ওয়াকীর মাধ্যমে হিশাম আদ্-দাসতাওয়ায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে (সাঈদ ও হিশাম আদ-দাসতাওয়ায়ী) কাতাদা থেকে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী বর্ণিত হাদীসে এ কথাটি আছে "আর সে ব্যক্তি তার জন্য কঠোর ও কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও কুরআন শরীফ পাঠ করে তার জন্য দুটি পুরস্কার নির্দিষ্ট আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

মর্যাদাবান ও কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সামনে কুরআন পাঠ করা উত্তম। এক্ষেত্রে শ্রোতার চেয়ে পাঠকারী অধিক মর্যাদার অধিকারী হলেও কোন দোষ নেই।

حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك قال آلله سماني لك قال الله سماك لي قال فجعل أبي يبكي

১৮৪১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে ইবনে কা'বকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাকে তোমার সামনে কুরআন শরীফ স্পষ্ট করতে আদেশ করেছেন। (একথা শুনে) উবাই ইবনে কা'ব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– হাঁ, আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে তোমার নাম উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী আনাস ইবনে মালিক বলেন, একথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব কানতে শুরু করলেন।

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني لك قال نعم قال فبكى

১৭৪২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'বকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ মহান আল্লাহ তোমার

সামনে আমাকে (সূরা) 'লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ মিন আহলিল কিতাবি' পড়ার জন্য আদেশ করেছেন। (একথা শুনে) উবাই ইবনে কা'ব বললেন ঃ তিনি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করে বলেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি (হাদীসের বর্ণনাকারী আনাস ইবনে মালিক) বলেন, একথা শুনে তিনি (উবাই ইবনে কা'ব) কেঁদে ফেললেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيٍّ بِمِثْلِهِ

১৭৪৩। ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব আল-হারেসী খালিদ ইবনুল হারিস ও শু'বার মাধ্যমে কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'বকে লক্ষ্য করে বললেন... এতটুকু বর্ণনা করার পর পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

কুরআন শোনা, কুরআনের হাফেজকে কিরাআত করতে বলা, কুরআন তিলাওয়াত শুনে কান্না করা এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা করার মর্যাদা।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا رَفَعْتُ رَأْسِي أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ

১৭৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি আমাকে কুরআন শরীফ পাঠ করে শোনাও। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে কুরআন শরীফ পাঠ করে শোনাবো? কুরআন তো আপনার প্রতিই নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন ঃ অন্যের নিকট থেকে কুরআন শুনতে আমার ভাল লাগে। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ

বলেন– তাই এরপর আমি সূরা নিসা পাঠ করলাম। যখন আমি এই আয়াত "ফা কাইফা ইযা জি-না মিন কুল্লি উম্মাতিন বি শাহীদিন ওয়া জি-না বিকা আ'লা হা-উলায়ি শাহীদা– অর্থাৎ হে নবী, একটু চিন্তা করুন তো সেই সময় এরা কি করবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করবো, আর এসব লোকের জন্য আপনাকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করবো"– পড়লাম তখন মাথা উঠালাম অথবা কেউ আমার পার্শ্বদেশ স্পর্শ করে ইংগিত দিলে আমি মাথা উঠালাম এবং দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (চোখ থেকে) অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

টীকা ঃ হাদীসটিতে কুরআনের যে আয়াতটি উল্লেখিত হয়েছে তার অর্থ হলো কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে প্রত্যেক যুগের নবী ও রাসূলগণ (আ) সেই যুগের উম্মাতদের ব্যাপারে এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, হে খোদা, জীবনে চলার যে সরল-সহজ পথ এবং চিন্তা ও কর্মের যে সঠিক পদ্ধতি আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন তা আমি হুবহু এসব লোকের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর যুগের লোকদের সম্পর্কে এই একই সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আর এই যুগ হবে তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত।

حدثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَلِيِّ
ابْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ هَنَّادٌ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اقْرَأْ عَلَيَّ

১৭৪৫। হান্নাদ ইবনুস্ সারী ও মিনজাব ইবনুল হারিস আত্-তামীমী আলী ইবনে মিসহারের মাধ্যমে আ'মাশ থেকে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে হান্নাদ তার বর্ণনাতে এতটুকু কথা অধিক উল্লেখ করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) আমাকে (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বললেন ঃ তুমি আমাকে কুরআন শরীফ পাঠ করে শোনাও। সেই সময় তিনি মিম্বরের উপর ছিলেন না।"

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
حَدَّثَنِي مِسْعَرٌ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ
أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ
أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا فَبَكَى قَالَ مِسْعَرٌ فَحَدَّثَنِي مَعْنٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو

ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَادُمْتُ فِيهِمْ أَوْ مَا كُنْتُ فِيهِمْ «شَكَّ مِسْعَرٌ»

১৭৪৬। ইবরাহীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বললেন ঃ তুমি আমাকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে শোনাও। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বললেন– আমি আপনাকে কুরআন শরীফ পড়ে শোনাব? অথচ কুরআন শরীফ তো আপনার প্রতিই নাযিল হয়েছে! তিনি বললেন ঃ আমি অন্যের মুখ থেকে কুরআন পাঠ শুনতে ভালবাসি। হাদীস বর্ণনাকারী ইবরাহীম বলেন ঃ অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) সূরা নিসার প্রথম থেকে "ফা কাইফা ইযা জি-না মিন কুল্লি উম্মাতিম বিশাহীদিন ওয়া জি-না বিকা 'আলা হাউলায়ি শাহীদা অর্থাৎ হে নবী, একটু ভেবে দেখুন তো সেই সময় এরা কি করবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করবো, আর এসব লোকের জন্য আপনাকে সাক্ষী হিসেবে জাহির করবো"– এই আয়াত পর্যন্ত তাঁকে পড়ে শোনালেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন। বর্ণনাকারী মিসআর বলেছেন ঃ মাআন আমার কাছে হাদীসটি জা'ফর ইবনে আমর ইবনে হুরাইস তার পিতা হুরাইসের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত পাঠের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি যতক্ষণ তাদের মধ্যে আছি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জন্য সাক্ষী। আমর ইবনে মুররা নবী (সা)-এর কথা হিসেবে 'মা দুমতু ফীহিম' কথাটি উল্লেখ করেছিলেন না 'মা কুন্‌তু ফীহিম' কথাটি উল্লেখ করেছিলেন সে বিষয়ে বর্ণনাকারী মিস'আর নিশ্চিত নন।

حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ بِحِمْصَ فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ اقْرَأْ عَلَيْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاللّٰهِ مَا هٰكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ قُلْتُ وَيْحَكَ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَحْسَنْتَ فَبَيْنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ قَالَ فَقُلْتُ أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى أَجْلِدَكَ قَالَ فَجَلَدْتُهُ الْحَدَّ

১৭৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (এক সময়ে) আমি হিমসে ছিলাম। (একদিন) কিছুসংখ্যক লোক আমাকে বললো, আমাদেরকে

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে শোনান। আমি তাদেরকে সূরা ইউসুফ আলাইহিস সালাম পাঠ করে শুনালাম। এমন সময় সবার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলো ঃ আল্লাহর শপথ, সূরাটি এরূপ নাযিল হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ আমি তাকে বললাম– তোমার জন্য দুঃখ। আল্লাহর শপথ, এ সূরাটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন ঃ 'খুব সুন্দর পড়েছ।' এভাবে তখনও আমি তার সাথে কথা বলছিলাম। এই অবস্থায় আমি তাঁর মুখ থেকে শরাবের গন্ধ পেলাম। আমি তাকে বললাম– তুমি শরাব পান করো আর আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চাও? আমার হাতে কোঁড়া না খেয়ে তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না। অতঃপর আমি তাকে কোঁড়া মেরে শরাব পানের শাস্তি দিলাম।

وحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِي أَحْسَنْتَ

১৭৪৮। ইসহাক ও আলী ইবনে খাশরাম ঈশা ইবনে ইউনুস থেকে এবং আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ও আবু কুরাইব আবু মু'আবিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে (ঈসা ইবনে ইউনুস ও আবু মু'আবিয়া) আবার আ'মাশের মাধ্যমে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আবু মুআবিয়া বর্ণিত হাদীসে 'ফাকালা লী আহ্সানতা– তিনি (নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন ঃ 'খুব সুন্দর পড়েছ' কথাটির উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

কুরআন শরীফ পাঠ করা, শেখা ও নামাযে কুরআন পাঠ করার মর্যাদা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ

১৭৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেউ কি চাও যে যখন বাড়ী ফিরবে তখন বাড়ীতে গিয়ে তিনটি বড়

বড় মোটামোটা গাভীন উটনী দেখতে পাবে? আমরা বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা কেউ নামাযে তিনটি আয়াত পড়লে তা তার জন্য তিনটি মোটাসোটা গাভীন উটনীর চেয়ে উত্তম।

টীকা ঃ হাদীসটি দ্বারা নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের মর্যাদার কথা বিশেষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। অর্থাৎ নামাযে কুরআন মজীদের যতটুকু অংশ তিলাওয়াত করা হয় তার মর্যাদা অত্যধিক।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ

أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُحِبُّ

ذَلِكَ قَالَ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ

مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ

১৭৫০। 'উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। তখন আমরা সুফ্ফা বা মসজিদের চবুতরায় অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি কেউ চাও যে প্রতিদিন 'বুত্হান' বা আকীকের বাজারে যাবে এবং সেখান থেকে কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়াই বড় কুঁজ বা চুঁট বিশিষ্ট দুটি উঠ নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা এরূপ চাই। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তোমরা কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত শিক্ষা দেবেনা কিংবা পাঠ করবে না? এটা তার জন্য ঐরূপ দুটি উটের চেয়েও উত্তম। এরূপ তিনটি আয়াত তিনটি উটের চেয়ে উত্তম এবং চারটি আয়াত চারটি উটের চেয়ে উত্তম। আর অনুরূপ সমসংখ্যক উটের চেয়ে কম সংখ্যক আয়াত উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

কুরআন মজীদ ও সূরা বাকারা পাঠ করার মর্যাদা।

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ

يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ

১৭৫১। আবু উমামা আল-বাহেলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফায়াতকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দু'টি উজ্জ্বল সূরা অর্থাৎ সূরা বাকারা এবং সূরা আলে-ইমরান পড়ো কিয়ামতের দিন এ দুটি সূরা এমনভাবে আসবে যেন তা দু'খণ্ড মেঘ অথবা দু'টি ছায়াদানকারী অথবা দুই ঝাঁক উড়ন্ত পাখি যা তার পাঠকারীর পক্ষ হয়ে কথা বলবে। আর তোমরা সূরা বাকারা পাঠ করো। এ সূরাটিকে গ্রহণ করা বরকতের কাজ এবং পরিত্যাগ করা পরিতাপের কাজ। আর বাতিলের অনুসারীগণ এর মোকাবিলা করতে পারেনা। হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু মু'আবিয়া বলেছেন– আমি জানতে পেরেছি যে বাতিলের অনুসারী বলে যাদুকরদের কথা বলা হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَأَنَّهُمَا فِي كِلَيْهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةَ بَلَغَنِي

১৭৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান দারেমী ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাসসানের মাধ্যমে আবু মুআবিয়া থেকে এই একই সনদে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনাতে كانهما فى كليهما কথাটি উল্লেখ আছে। আর এতে আবু মুআবিয়ার কথা 'বালাগানী' শব্দটির উল্লেখ নেই।

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ

ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ

بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَانَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا

১৭৫৩। নাওয়াস ইবনে সাম'আন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি কিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন অনুযায়ী যারা আমল করতো তাদেরকে আনা হবে। সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান অগ্রভাগে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা দু'টি সম্পর্কে তিনটি উদাহরণ দিয়েছিলেন যা আমি কখনো ভুলি নাই। তিনি বলেছিলেন ঃ এই সূরা দু'টি দু'খণ্ড ছায়াদানকারী মেঘের আকারে অথবা দু'টি কালো চাদরের মত ছায়াদানকারী হিসেবে আসবে যার মধ্যখানে থাকে আলোর ঝলকানি অথবা সারিবদ্ধ দু' ঝাঁক পাখীর আকারে আসবে এবং পাঠকারীদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিতে থাকবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষাংশের মর্যাদা এবং সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠের জন্য উৎসাহিত করা।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِ ابْنِ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ

১৭৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলেন। সেই সময় তিনি উপর দিক থেকে দরজা খোলার একটা প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ এটি আসমানের একটি দরজা। আজকেই এটি খোলা হলো–

ইতিপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। আর এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে নেমে আসলেন। আজকের এই দিনের আগে আর কখনো তিনি পৃথিবীতে আসেননি। তারপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন ঃ আপনি আপনাকে দেয়া দু'টি নূর বা আলোর সু-সংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে তা দেয়া হয়নি। আর ঐ দুইটি নূর হলো ফাতিহাতুল কিতাব বা সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। এর যে কোন হরফ আপনি পড়বেন। তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেয়া হবে।

وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة فقال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه

১৭৫৫। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি বায়তুল্লাহর পাশে আবু মাসউদের সাথে সাক্ষাত পেয়ে তাকে বললাম সূরা বাকারার দুটি আয়াত সম্পর্কে আপনার বর্ণিত একটি হাদীস আমি জানতে পেয়েছি। আসলে সেটা হাদীস কিনা? তিনি বললেন ঃ হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত এমন যে, যে ব্যক্তি কোন রাতে ঐ দু'টি পড়বে তা তার সেই রাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

وحدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد

১৭৫৬। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম জারীরের মাধ্যমে এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবনে বাশশার মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর ও শু'বার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে (জারীর ও শু'বা) আবার মনসুর থেকে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

حدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة

كَفَتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৭৫৭। আবু মাস'উদ আনসারী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রাতে সূরা বাকারার শেষের এ দু'টি আয়াত পড়বে সেই রাতের তা ঐ ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হবে। এ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আবদুর রাহ্মান ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন, একদিন আবু মাসউদ বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করছিলেন এমন সময় আমি তাঁকে এ হাদীসটির বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করে শোনালেন ।

وحدثني عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১৭৫৮। আলী ইবনে খাশরাম 'ঈসা ইবনে ইউনুসের মাধ্যমে এবং আবু বকর ইবনে আবু শায়বা আবদুল্লাহ ইবনে নুমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে আবার আমাশ, ইবরাহীম, ও আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

১৭৫৯। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা হাফ্স, আবু মুআবিয়া, আ'মাশ, ইবরাহীম, আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ ও আবু মাসউদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

সূরা কাহাফ ও আয়াতুল কুরসীর মর্যাদা।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ

أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

১৭৬০। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ وَقَالَ هَمَّامٌ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ كَمَا قَالَ هِشَامٌ

১৭৬১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইবনে বাশশার মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফরের মাধ্যমে শু'বা থেকে এবং যুহাইর ইবনে হারব আবদুর রাহমান ইবনে মাহদীর মাধ্যমে হাম্মাম থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয়ে (শু'বা ও হাম্মাম) আবার কাতাদা থেকে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা বলেছেন, সূরা কাহাফের শেষ থেকে (কয়েকটি আয়াত) আর হাম্মাম হিশামের মত 'সূরা কাহাফের প্রথম থেকে' কয়েকটি আয়াতের কথা বলেছেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ وَاللّٰهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ

১৭৬২। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আবুল মুনযিরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে আবুল মুনযির আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ? আবুল মুনযির বলেন, জবাবে আমি বললাম ঃ এ বিষয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার বললেন ঃ হে আবুল মুনযির, আল্লাহর কিতাবের কোন্ আয়াতটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ? তখন আমি বললাম, 'আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইয়ূম' (এই আয়াতটি আমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ)। একথা শুনে তিনি আমার বুকের উপর হাত মেরে বললেন ঃ হে আবুল মুনযির, তোমার জ্ঞানকে স্বাগতম।

টীকা ঃ ইমাম নববী (র) বলেছেন ঃ এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে কুরআন মজীদের কোন কোন আয়াত অন্যসব আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম। আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহর নাম ও সিফাতের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহর একত্ব, প্রভুত্ব, জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা, চিরঞ্জীব হওয়া এবং সবকিছুর মালিক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। গোটা কুরআন মজীদের বক্তব্য এসব মৌলিক বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল। আর আয়াতুল কুরসীতে এগুলোই বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আয়াতুল কুরসী গোটা কুরআনের উত্তম অংশ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

কুল্ হুয়াল্লাহ্ বা সূরা ইখলাস পড়ার মর্যাদা।

وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن

১৭৬৩। আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। (একদিন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে অক্ষম? সবাই জিজ্ঞেস করলেন, এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ কিভাবে পড়বো? তিনি বললেন ঃ 'কুল্ হুয়াল্লাহু আহাদ' সূরাটি কুরআন মজীদের এক তৃতীয়াংশের সমান।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان

الْعَطَّارُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ

১৭৬৪। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম মুহাম্মাদ ইবনে বকর ও সাঈদ ইবনে আবু আরূবার মাধ্যমে এবং আবু বকর ইবনে আবু শায়বা আফ্‌ফান ও আবান আল-আত্তারের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে আবার কাতাদার মাধ্যমে এই একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার এই অংশটুকু উল্লেখ আছে যে তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র কুরআন মজীদকে তিনটি অংশে ভাগ করেছেন আর 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস)-কে একটি অংশ বলে নির্দিষ্ট করেছেন।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

ابْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْشُدُوا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِنِّي أُرَى هٰذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أَلاَ إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

১৭৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সবাইকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ তোমরা এক জায়গায় জমায়েত হও। কারণ আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদেরকে কুরআন মজীদের এক তৃতীয়াংশ পড়ে শোনাব। সুতরাং যাদের জমায়েত হওয়ার তারা জমায়েত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে আসলেন এবং 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' সূরাটি পড়লেন। তারপর তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তখন আমরা একে অপরকে বলতে থাকলাম, আমার মনে হয় আসমান থেকে কোন খবর এসেছে আর সে জন্যই তিনি ভিতরে প্রবেশ করেছেন। পরে তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেরিয়ে এসে বললেন ঃ আমি তোমাদের বলেছিলাম যে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তোমাদেরকে কুরআন মজীদের এক

তৃতীয়াংশ পাঠ করে শোনাব। জেনে রাখো এটি (কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সূরা) কুরআন মজীদের এক তৃতীয়াংশের সমান।

وحدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها

১৭৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন, একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ে শুনাচ্ছি। তারপর তিনি কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ। সূরাটি শেষ পর্যন্ত পড়ে শোনালেন।

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه

১৭৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক যুদ্ধে এক ব্যক্তিকে সেনাদলের নেতা করে পাঠালেন। সে নামাযে তার অনুসারীদের ইমামতি করতে গিয়ে কুরআন পড়তো এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) পড়ে শেষ করতো। সেনাদল ফিরে আসলে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি বললেন। তিনি বললেন ঃ তাকেই জিজ্ঞেস করো যে, সে কেন এরূপ করে থাকে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, যেহেতু এই সূরাতে মহান দয়ালু আল্লাহর গুণাবলীর উল্লেখ আছে, তাই আমি ঐ সূরাটি পাঠ করতে ভালবাসি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

মু'আউওয়াযাতাঈন বা সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ার মর্যাদা।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

১৭৬৮। 'উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আজ রাতে যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো কি দেখেছো? এ আয়াতগুলোর মত আয়াত আমি আর কখনো দেখি নাই। আয়াতগুলো হলো– সূরা কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং সূরা কুল আউযু বিরাব্বিন্ নাস-এর আয়াত।

টীকা ঃ জানা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ মুআউওয়াযাতাঈন অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাসকে কুরআন মজীদের অংশ বলে মনে করতেন না। কিন্তু এই হাদীস থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সেই ধারণা খণ্ডন হয়ে যায় এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ দুটি সূরা কুরআনেরই অংশ।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

১৭৬৯। 'উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) আমাকে বললেন ঃ আমার প্রতি এমন কয়েকটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে যার অনুরূপ আর কখনো দেখা যায়নি। আর সেগুলো হলো মুআউওয়াযাতাঈন বা সূরা ফালাক ও নাস-এর আয়াতসমূহ।

وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৭৭০। আবু বকর ইবনে আবু শায়বা ওয়াকী থেকে এবং মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' আবু উসামা থেকে উভয়ে আবার ইসমাঈল থেকে এই একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু উসামার অন্য একটি বর্ণনাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সাহাবা 'উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী আমল করে এবং কুরআন শিক্ষা দেয় আর যে ব্যক্তি কুরআনের হুকুম-আহকাম ও জ্ঞান অর্জন করে, তদনুযায়ী আমল করে এবং তা অন্যদেরকে শেখায় তার মর্যাদা।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

১৭৭১। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতা আবদুল্লাহর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

তিনি (নবী সা.) বলেছেন ঃ দু'টি ব্যাপারে ছাড়া ঈর্ষা পোষণ করা যায় না। একটি হলো– এমন ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন। সে তদনুযায়ী রাত-দিন আমল করে। আরেক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা অর্থ-সম্পদ দান করেছেন। সে রাত-দিন তা (আল্লাহর পথে) খরচ করে। (এ দু'ব্যক্তির সাথে ঈর্ষা পোষণ করা যায়। অর্থাৎ এদের সাথে আমল ও দানের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়)।

মুহাদ্দিসগণ নিম্নরূপভাবে হাদীসটির ব্যাখ্যা করেছেন। হিংসা দুই প্রকার। এক প্রকার হলো– কোন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ যে নিয়ামত দান করেছেন তার অবসান কামনা করা। আর অপর প্রকার হলো অবসান কামনা না করে নিজের জন্যও অনুরূপ নিয়ামত কামনা করা। প্রথম প্রকারের হিংসা হারাম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের হিংসা জায়েয।

وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ

وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

১৭৭২। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুটি ব্যাপারে ছাড়া ঈর্ষা পোষণ জায়েয নয়। একটি হলো– যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবের (কুরআন) জ্ঞান দিয়েছেন এবং সে তদনুযায়ী দিন-রাত আমল করে; এ ক্ষেত্রে ঈর্ষা পোষণ করার অর্থ তার চেয়ে বেশী করার চেষ্টা করা। আর অপরটি হলো– যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অর্থ-সম্পদ দান করেছেন আর সে রাত-দিন তা থেকে সাদকা করে (এই ব্যক্তির সাথে এই অর্থে ঈর্ষা পোষণ করা যে, তার চেয়ে বেশী দান করবে)।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

১৭৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই প্রকারের লোক ছাড়া আর কারো সাথে ঈর্ষা পোষণ করা যায় না। এক প্রকারের লোক হলো– যাকে আল্লাহ অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন এবং হক পথে তা ব্যয় করার তাওফীকও তাকে দিয়েছে। আর অন্য ব্যক্তি হলো যাকে আল্লাহ তাআলা 'হিকমত' বা জ্ঞান দান করেছেন। সে তদনুযায়ী কাজ করে এবং তা অন্যদেরও শিক্ষা দেয়।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ

ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ ابْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى قَالَ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ

مَوْلًى قَالَ إِنَّهُ قَارِىءٌ لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

১৭৭৪। আমের ইবনে ওয়াসিলা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নাফে ইবনে আবদুল হারিস উসফান নামক স্থানে 'উমার (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলেন। উমার (রা) তাকে মক্কায় কাজে নিয়োগ (রাজস্ব আদায়কারী) করলেন। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি প্রান্তরবাসীদের জন্য কাকে কাজে নিয়োগ করেছো? সে বললো– ইবনে আবযাকে। উমার (রা) বললেন ঃ ইবনে আবযা কে? সে বললো, আমদের আযাদকৃত ক্রীতদাসদের একজন। উমার (রা) বললেন ঃ তুমি তাদের উপর একজন আযাদকৃত ক্রীতদাসকে নিয়োগ করেছো? সে বললো– যে (ক্রীতদাসটি) মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবের একজন ভাল ক্বারী বা আলেম। আর সে ফারায়েজ শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ। তখন উমার (রা) বললেন ঃ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই কিতাব দ্বারা কিছুসংখ্যক লোককে মর্যাদায় উন্নীত করেন আর অন্যদের অবনত করেন।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

১৭৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রাহমান আদ্‌-দারেমী ও আবু বকর ইবনে ইসহাক আবুল ইয়ামান, শুআইব ও যুহরীর মাধ্যমে আমের ইবনে ওয়াসিলা আল্‌-লাইসী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আবদুল হারিস আল-খুযায়ী উসফান নামক স্থানে উমার ইবনুল খাত্তাবের সাথে সাক্ষাত করলেন... এভাবে তিনি যুহরী থেকে ইবরাহীম ইবনে সা'দ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

কুরআন সাত রকমের উচ্চারণসহ নাযিল হয়েছে– এ কথার অর্থ ও তার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ

حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلْهُ اقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي اقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هٰكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

১৭৭৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিশামকে এমনভাবে সূরা ফুরকান পড়তে শুনলাম যেভাবে লোকজন তা পড়েনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরাটি আমাকে পড়িয়েছিলেন। তাই আমি তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাকে পড়ে শেষ করার অবকাশ দিলাম। তারপর তাকে গলায় চাদর জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে যেভাবে সূরা ফুরকান পড়তে শিখিয়েছিলেন এ লোকটিকে তার থেকে ভিন্ন রকম করে সূরাটি পড়তে শুনেছি। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। তারপর তাকে লক্ষ্য করে বললেন– তুমি পড়। তখন সে আবার সেইভাবে পড়লো যেভাবে আমি তাকে পড়তে শুনেছিলাম। তার পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটি এভাবেই নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি পড়। সুতরাং আমি পড়লেও তিনি বললেন ঃ এভাবেই এটি নাযিল হয়েছে। এ কুরআন সাত রকমের বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণ রীতিতে নাযিল হয়েছে। এর মধ্যে যেটি তোমাদের কাছে সহজ সেভাবেই পড়।

টীকা ঃ একই বাংলা ভাষা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে যেমন বিভিন্ন এলাকা ও জেলার কথ্য-ভাষার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, আরবের বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রের বাচন-ভঙ্গির মধ্যেও তেমন পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। যদিও তাদের সবারই ভাষা ছিল আরবী। মক্কার কুরাইশ গোত্রের মধ্যে প্রচলিত আরবী ভাষার বাচন-ভঙ্গিতে কুরআন নাযিল হলেও প্রথম দিকে বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রের লোকদেরকে তাদের নিজস্ব উচ্চারণ রীতি ও বাচন-ভঙ্গিতে কুরআন পাঠ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কারণ এতে উচ্চারণে তারতম্য হলেও অর্থের কোন হেরফের বা বিকৃতি ঘটেনা। পক্ষান্তরে স্থানীয় লোকদের জন্য তা সহজ হয়ে ওঠে। এজন্য যে ক'টি আঞ্চলিক ভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ পাঠের অনুমতি দেয়া হয়েছিল তার সংখ্যা ছিল সাত। আর এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে যে সাতটি ভাষায় অর্থাৎ আরবী ভাষার সাতটি আঞ্চলিক উচ্চারণ রীতি বা কথ্যরূপে কুরআন নাযিল হয়েছে।

সাতটি আঞ্চলিক উচ্চারণ রীতিতে বা কথ্যরূপে কুরআন মজীদের নাযিল হওয়া বা পাঠ করার অনুমতি

দানের বিষয়টি ছিল নিতান্তই সাময়িক। তাই পরবর্তীকালে আরবের বাইরে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লে এবং বিভিন্ন এলাকার লোকজন তাদের আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে কুরআন মজীদ পাঠ করতে থাকলে ফিতনা সৃষ্টির আশংকায় এবং কুরআনকে সঠিকভাবে সংরক্ষণের তাগীদে কুরাইশদের ভাষায় কুরআন লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেভাবেই আজ পর্যন্ত টিকে আছে।

মুহাদ্দেসীনদের কেউ কেউ অবশ্য কুরআনের বক্তব্যকে সাতভাগে বিভক্ত করে বলেছেন যে, সাত ভাষায় কুরআন নাযিল হওয়ার অর্থ এটিই। সেগুলি হলো, ওয়াদা, ওয়া'ঈদ, মুহ্কাম, মুতাশাবিহ, হালাল, হারাম, কাসাস, আমসাল, আমর ও নাহী। কেউ কেউ তিলাওয়াতের ধরন, বাচনভঙ্গি, ইদগাম ও ইজহার ইত্যাদি বিষয়কে হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ

১৭৭৭। হারমালা ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে ওয়াহাব, ইউনুস, ইবনে শিহাব ও উরওয়া ইবনুয্ যুবাইরের মাধ্যমে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রাহমান ইবনে আবদুল কারী থেকে এবং তারা উভয়ে আবার উমার ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হিশাম ইবনে হাকীম (ইবনে হিযাম)-কে সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি। এতটুকু বর্ণনা করার পর তিনি পরের অংশটুকু পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তবে এতে এতটুকু কথা অতিরিক্ত আছে যে আমি তাকে নামাযের মধ্যেই বাধা দিতে যাচ্ছিলাম। অবশেষে সালাম ফিরানো পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করলাম।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةِ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ

১৭৭৮। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ও 'আবদ ইবনে হুমায়েদ আবদুর রায্যাক ও মা'মারের মাধ্যমে যুহ্রী থেকে সনদসহ ইউনুসের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام

১৭৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে একটি রীতিতে কুরআন মজীদ পড়ালে আমি তা পড়ে নিলাম। আমি তার কাছে অতিরিক্ত চাইলে তিনি অতিরিক্ত বা অন্য রীতিতে পড়ে শুনাতেন। এভাবে তিনি সাত সাতটি রীতি বা আঞ্চলিক ভাষায় আমাকে কুরআন মজীদ পড়ে শুনিয়েছেন। ইবনে শিহাব বলেছেন ঃ আমি এই মর্মে অবহিত হয়েছি যে, এই সাতটি পদ্ধতি, রীতি বা আঞ্চলিক ভাষাতে কুরআন শরীফ পড়ার কারণে হালাল বা হারামের ব্যাপারে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয়না বরং তা একই থাকে।

وحدثناه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد

১৭৮০। ইমাম মুসলিম (র) বলেছেন ঃ উপরোক্ত সনদে আব্‌দ্ ইবনে হুমায়েদ, আবদুর রায্‌যাক, মা'মার ও যুহরীর মাধ্যমে হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرآ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت

فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاقَدْ غَشِيَنِى ضَرَبَ فِى صَدْرِى فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا فَقَالَ لِى يَاأُبَىُّ أُرْسِلَ إِلَىَّ أَنْ اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ اِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِى فَرَدَّ إِلَىَّ الثَّانِيَةَ اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُ اِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِى فَرَدَّ إِلَىَّ الثَّالِثَةَ اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِى اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِى وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَىَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৭৮১। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করে নামায শুরু করলো। সে এমন এক (পদ্ধতিতে) কিরাআত পড়লো যা আমার নিকট অভিনব মনে হলো। অতঃপর আরেক ব্যক্তি প্রবেশ করে আগের ব্যক্তির থেকে ভিন্নতর (পদ্ধতিতে) কিরাআত পড়লো। আমরা নামায শেষ করে সকলে নবী (সা)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। আমি বললাম, এই ব্যক্তি এমন (পদ্ধতিতে) কিরাআত পড়েছে যা আমার নিকট অভিনব মনে হয়েছে। অতঃপর আরেকজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী জনের থেকে ভিন্নতর (পদ্ধতিতে) কিরাআত পড়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের উভয়ের কিরাআত সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করলেন। এতে আমার মনে মিথ্যা অবিশ্বাসের উদ্রেক হলো, এমনকি জাহিলী যুগেও ততো তীব্র অবিশ্বাসের উদ্রেক হয়নি। আমাকে যে চিন্তা আচ্ছন্ন করেছিলো, রাসূলুল্লাহ (সা) তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আমার বক্ষস্থলে আঘাত করলেন। এতে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে পড়লাম। যেন আমি ভীত-বিহ্বল হয়ে মহামহিম আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে উবাই! আমার নিকট বার্তা পাঠানো হয়েছে যে, আমি যেন এক হরফে (উচ্চারণ পদ্ধতিতে) কুরআন পড়ি। আমি অনুরোধ করে বললাম, আমার উম্মাতের প্রতি সহজসাধ্য করুন। আমাকে প্রতিউত্তরে বলা হলো, তা দুই হরফে (পদ্ধতিতে) পড়ুন। আমি তাকে পুনরায় অনুরোধ করলাম যে, আমার উম্মাতের প্রতি সহজসাধ্য করুন। তৃতীয়বারে আমাকে বলা হলো, তা সাত হরফে (পদ্ধতিতে) পাঠ করুন এবং আমার এই সাতবারের প্রতিবার প্রতিউত্তরের পরিবর্তে আপনার জন্য একটি করে কিছু আমার নিকট প্রার্থনা করতে পারেন (যা আমি কবুল করবো)। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। আর তৃতীয় প্রার্থনাটি আমি সেই দিনের জন্য স্থগিত করে রেখেছি, যেদিন সমগ্র সৃষ্টি, এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত আমার প্রতি আগ্রহান্বিত হবেন।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَرَأَ قِرَاءَةً وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

১৭৮২। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উবাই ইবনে কাব (রা) অবহিত করেছেন যে, তিনি মসজিদে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ করে নামায পড়লো। তিনি এমন এক পদ্ধতিতে কিরাআত পড়লেন... রাবী সংক্ষেপে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ قَالَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا

১৭৮৩। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) গিফার গোত্রের জলাশয়ের (কূপের) নিকট ছিলেন। তখন জিবরীল (আ) তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার উম্মাতকে এক হরফে (পদ্ধতিতে) কুরআন পড়ান। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা

প্রার্থনা করি। নিশ্চয়ই আমার উম্মাত এতে সমর্থ হবে না। তিনি পুনর্বার তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার উম্মাতকে দুই হরফে (পদ্ধতিতে) কুরআন পড়ান। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট তাঁর উদারতা ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিশ্চয় আমার উম্মাত এতে সমর্থ হবে না। জিবরীল (আ) তৃতীয়বার এসে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার উম্মাতকে তিন হরফে (পদ্ধতিতে) কুরআন পড়ান। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আমার উম্মাত এতে সমর্থ হবে না। আমি আল্লাহর নিকট তাঁর উদারতা ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। জিবরীল (আ) চতুর্থ বার তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার উম্মাতকে সাত হরফে (পদ্ধতিতে) কুরআন শিক্ষা দেন। তারা এর যে কোন পদ্ধতিতে পাঠ করলে তা যথার্থ হবে।

وحدثناه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

১৭৮৪। এই সনদেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

সুষ্ঠুভাবে কিরাআত পাঠ করতে হবে, তাড়াহুড়া করে দ্রুত গতিতে পাঠ বর্জন করবে এবং একই রাকআতে একাধিক সূরা পাঠ করা জায়েয।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ أَلِفًا تَجِدُهُ أَمْ يَاءً مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ أَوْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا قَالَ إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللهِ فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ فِي إِثْرِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرَنِي بِهَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ وَلَمْ يَقُلْ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ

১৭৮৫। আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নুহাইক ইবনে সিনান নামে কথিত এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট এসে বলেন, হে আবদুর রহমানের পিতা! নিম্নোক্ত শব্দটি আপনি কিভাবে পড়েন, আলিফ সহযোগে না ইয়া সহযোগে, অর্থাৎ 'মিম মাইন গাইরি আসিনিন' অথবা 'ইয়াসিনিন'? রাবী বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বললেন, এ শব্দটি ছাড়া তুমি কি কুরআনের সবটুকু আয়ত্ত করে ফেলেছ? সে বললো, আমি তো মুফাস্‌সাল সূরা এক রাকআতেই পড়ি।* আবদুল্লাহ (রা) বলেন, দ্রুত গতিতে অর্থাৎ কবিতা পড়ার ন্যায় দ্রুত গতিতে? কোন কোন লোক কুরআন পড়ে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। বরং (সুষ্ঠুভাবে পড়লে) তা যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন তা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং উপকারে আসে। নামাযের মধ্যে রুকূ-সিজদা হলো সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা) যে নজীর রেখে গেছেন তা আমি অবশ্যই জানি। তিনি প্রতি রাকআতে দু'টি সূরা মিলিয়ে পড়তেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) উঠে দাঁড়ান, আলকামা (র)-ও তার পিছনে পিছনে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে এসে বলেন, আবদুল্লাহ (রা) এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেছেন। ইবনে নুমাইরের রিওয়ায়াতে আছে ঃ বাজীলা গোত্রের এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট এলো। তার এই বর্ণনায় "নাহীক ইবনে সিনান" নাম উল্লেখ করেননি।

وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ سَلْهُ عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ

১৭৮৬। আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাহীক ইবনে সিনান নামে কথিত এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট এলো... ওয়াকী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে ঃ আলকামা (র) তার নিকট প্রবেশের জন্য এলেন। আমরা তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি রাকআতে যে সূরা পড়তেন তার নজির সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি তার নিকট প্রবেশ করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর আমাদের নিকট বের হয়ে এসে বলেন, আবদুল্লাহ (রা)-র কুরআন সংকলনে তা হলো বিশটি মুফাসসাল সূরা।

---

* সূরা হুজুরাত থেকে পরবর্তী সূরাসমূহকে মুফাস্‌সাল সূরা বলে (অনুবাদক)।

وحدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما وقال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعة عشرين سورة في عشر ركعات

১৭৮৭। আমাশ (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে আরো আছে, আমি অবশ্যই সেই নজিরগুলো জানি যা রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে পড়তেন। প্রতি রাকআতে দু'টি করে সূরা, এভাবে দশ রাকআতে বিশটি সূরা।

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعد ما صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، فقال مهدي وأحسبه قال، ولم يهلكنا بذنوبنا قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله قال فقال عبد الله هذا كهذ الشعر إنا لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم

১৭৮৮। আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা ফজরের নামায পড়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র নিকট গেলাম। আমরা দরজার নিকট এসে

সালাম করলে তিনি আমাদেরকে (ভেতরে প্রবেশের) অনুমতি দিলেন। আমরা কিছুক্ষণ দরজায় থেমে থাকলাম। তখন বাঁদী বের হয়ে এসে বললো, আপনারা প্রবেশ করছেন না কেন? আমরা ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম তিনি তাসবীহ পড়ছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, অনুমতি দেয়ার পরও তোমাদের প্রবেশে কি বাধা ছিল? আমরা বললাম, না তেমন কোন বাধা ছিল না, তবে আমরা ভাবলাম, হয়ত ঘরের মধ্যে কেউ ঘুমিয়ে আছে। তিনি বললেন, তুমি উম্মু আবদের পুত্রের পরিবার সম্পর্কে অলসতার ধারণা করলে! রাবী বললেন, অতঃপর তিনি তাসবীহ পাঠে রত হলেন, শেষে যখন ভাবলেন যে, সূর্য উদিত হয়েছে তখন বললেন, হে বাঁদী! দেখো, সূর্য উদিত হলো কি না। রাবী বলেন, সে তাকিয়ে দেখলো সূর্য উদিত হয়নি। তিনি আবার তাসবীহ পাঠে রত হলেন। শেষে তিনি যখন ভাবলেন, সূর্য উদিত হয়েছে তখন বললেন, হে বাঁদী! দেখো তো সূর্য উদিত হয়েছে কি না। সে তাকিয়ে দেখলো যে, সূর্য উদিত হয়েছে। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের এই দিনটি আমাদের ফেরত দিয়েছেন। অধস্তন রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন ঃ "এবং আমাদের অপরাধের কারণে আমাদের ধ্বংস করেননি"। রাবী বলেন, উপস্থিত লোকদের একজন বললো, গত রাতে আমি (নামাযে) মুফাস্‌সাল সূরা সম্পূর্ণটা পড়েছি। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কবিতা পাঠের মত দ্রুত? আমরা অবশ্যই কুরআনের সূরাসমূহের পাঠ শুনেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব সূরা (নামাযে) পড়তেন আমি সেসব সূরা মুখস্থ করে রেখেছি ঃ মুফাস্‌সাল সূরাসমূহ থেকে আঠারো সূরা এবং হা-মীম পরিবারের দুইটি সূরা।*

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

১৭৮৯। শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাজীলা গোত্রের নাহীক ইবনে সিনান নামীয় এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট এসে বললো, আমি এক রাকআতেই মুফাস্‌সাল সূরা পড়ে থাকি। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কবিতা আবৃত্তির মত দ্রুত গতিতে? রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে যেসব সূরা পড়তেন তার নজিরসমূহ আমার জানা আছে। তিনি প্রতি রাকআতে দু'টি সূরা পড়তেন।

* যেসব সূরা হা-মীম দ্বারা শুরু হয়েছে সেগুলো হলো হা-মীম পরিবারভুক্ত সূরা (অনুবাদক)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

১৭৯০। আমর ইবনে মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ওয়াইল (র)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি ইবনে মাসউদ (রা)-র নিকট এসে বললো, আমি আজ রাতে সমস্ত মুফাস্‌সাল সূরা নামাযের এক রাকআতেই পড়েছি। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কবিতা আবৃত্তির ন্যায় দ্রুত গতিতে! আবদুল্লাহ (রা) আরো বলেন, আমি অবশ্যই সেইসব নজির অবহিত আছি, রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব সূরা একত্রে মিলিয়ে পড়তেন। রাবী বলেন, তিনি মুফাস্‌সাল সূরাগুলো থেকে বিশটি সূরার উল্লেখ করলেন, যার দু'টি করে সূরা প্রতি রাকআতে পড়া হতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

কিরাআতের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ أَدَالًا أَمْ ذَالًا قَالَ بَلْ دَالًا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُدَّكِرٍ دَالًا

১৭৯১। আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসওয়াদ ইবনে ইযায়ীদ (র) মসজিদের মধ্যে কুরআন শিক্ষাদানরত অবস্থায় আমি এক ব্যক্তিকে তার নিকট জিজ্ঞেস করতে দেখলাম, সে বললো, আপনি "ফাহাল মিন মুদ্দাকির" আয়াত কিভাবে পড়েন– 'দাল' হরফ সহযোগে অথবা 'যাল' হরফ সহযোগে? তিনি বলেন, বরং 'দাল' হরফ সহযোগে। আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ "মুদ্দাকির" 'দাল' সহযোগে।

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر

১৭৯২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) "ফাহাল মিন মুদ্দাকির" শব্দ পাঠ করতেন।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب «واللفظ لأبي بكر» قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله فقلت نعم أنا قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم

১৭৯৩। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সিরিয়ায় পৌঁছে আবু দারদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কিরাআত পড়ে? আমি বললাম, হাঁ, আমি। তিনি বলেন, তুমি আবদুল্লাহ (রা)-কে এই আয়াত কিভাবে পড়তে শুনেছ ঃ "ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা"? তিনি বললেন, আমি তাকে উক্ত আয়াত এভাবে পড়তে শুনেছি ঃ "ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা ওয়ায-যাকারি ওয়াল-উনছা"। আবু দারদা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আয়াতটি এভাবেই পড়তে শুনেছি। কিন্তু এরা চায়, আমি যেন "ওয়ামা খালাকা" সহযোগে পড়ি। আমি তাদের অনুসরণ করবো না।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها قال فجاء رجل

فَعَرَفْتُ فِيهِ تَحَوُّشَ الْقَوْمِ وَهَيْئَتَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي ثُمَّ قَالَ أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

১৭৯৪। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা (র) সিরিয়ায় এলেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লেন, অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে একটি পাঠচক্রে গিয়ে বসলেন। আলকামা (র) বলেন, এক ব্যক্তি এলে আমি লোকদের মধ্যে তার প্রতি সপ্রতিভ সংকোচবোধ লক্ষ্য করলাম। তিনি আমার পাশে বসলেন, অতঃপর (আমাকে) বললেন, আবদুল্লাহ (রা) যেভাবে পড়তেন, তুমি কি সেভাবে সংরক্ষণ করেছ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ أَيِّهِمْ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ هَلْ تَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاقْرَأْ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى قَالَ فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا

১৭৯৫। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু দারদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি আমাকে বলেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ? আমি বললাম, ইরাকবাসী। তিনি বলেন, কোন্ এলাকার? আমি বললাম, কুফা এলাকার। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কিরাআত পড়তে পারো? আমি বললাম, হাঁ তিনি বলেন, তাহলে "ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগশা" সূরাটি পড়ো। আমি পড়লাম, "ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগশা ওয়ান-নাহারি ইযা তাজাল্লা ওয়ায-যাকারি ওয়াল-উনছা"। তিনি বলেন, আবু দারদা (রা) হেসে দিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সূরাটি এভাবে পড়তে শুনেছি।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ

১৭৯৬। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌঁছে আবু দারদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলাম।... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা ইবনে উলাইয়া (র)-র বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

যে সকল ওয়াক্তে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

১৭৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত-এবং ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ دَاوُدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

১৭৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একাধিক সাহাবীর নিকট শুনেছি, যাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও অন্তর্ভুক্ত, রাসূলুল্লাহ (সা) আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য না ডোবা পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ

هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ

১৭৯৯। কাতাদা (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে সাঈদ ও হিশাম (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ "ফজরের নামাযের পর সূর্য আলোকোজ্জ্বল না হওয়া পর্যন্ত"।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

১৮০০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নাই এবং ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا

১৮০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কেউ যেন সূর্যোদয়কালে এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় নামায পড়ার সংকল্প না করে।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ

১৮০২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় তোমাদের নামাযের সংকল্প করো না। কারণ তা শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয়।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز واذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب

১৮০৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সূর্যগোলক উদিত হওয়া শুরু হলে তা সম্পূর্ণ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা নামায বিলম্বিত করো। আবার সূর্যগোলক অস্ত যাওয়া শুরু হলে তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা নামায বিলম্বিত করো।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد «والشاهد النجم»

১৮০৪। আবু বাসরা আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুখাম্মাস নামক স্থানে আমাদের নিয়ে আসরের নামায পড়লেন। তিনি বললেন ঃ এই নামায তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিকট পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নামায ধ্বংস করে দিল। যে ব্যক্তি এই নামাযের প্রতি যত্নবান হবে তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। এই নামাযের পর শাহেদ অর্থাৎ তারকা উদিত না হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن

عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَئِي « وَكَانَ ثِقَةً » عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ

১৮০৫। আবু বাসরা আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে আসরের নামায পড়লেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

১৮০৬। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তিনটি সময়ে আমাদেরকে নামায পড়তে এবং আমাদের মৃতদেরকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন ঃ সূর্য যখন আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উদয় হতে থাকে তখন থেকে তা পরিষ্কারভাবে উপরে না উঠা পর্যন্ত, সূর্য যখন ঠিক মধ্যাকাশে থাকে তখন থেকে তা (পশ্চিমাকাশে) ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং সূর্য ক্ষীণ আলোক হওয়া থেকে তা সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَبُو عَمَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ عِكْرِمَةُ وَلَقِيَ شَدَّادٌ أَبَا أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ وَصَحِبَ أَنَسًا إِلَى الشَّامِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَضْلًا وَخَيْرًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيًا جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ

مَا أَنْتَ قَالَ أَنَا نَبِيٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ قَالَ أَرْسَلَنِي اللّٰهُ فَقُلْتُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ قَالَ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللّٰهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هٰذَا قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ « قَالَ وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ » فَقُلْتُ إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذٰلِكَ يَوْمَكَ هٰذَا أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ وَلٰكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَالُوا النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذٰلِكَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَتَعْرِفُنِي قَالَ نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ بَلَى فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ وَأَجْهَلُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ

شَعْرِه مَعَ الْمَـاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَـاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلّٰهِ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هٰذَا الرَّجُلُ فَقَالَ عَمْرٌو يَا أَبَا أُمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا «حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ» مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَدًا وَلٰكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ

১৮০৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। ইকরিমা (র) বলেন, শাদ্দাদ (র) আবু উমামা (রা) ও ওয়াসিলা (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং সিরিয়ায় আনাস (রা)-র সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও গুণগান করেছেন। আবু উমামা (রা) বলেন, আমর ইবনে আবাসা আস-সুলামী (রা) বলেছেন, আমি জাহিলী যুগে ধারণা করতাম যে, সব লোকই পথভ্রষ্ট এবং তাদের কোন ধর্ম নাই। তারা দেব-দেবীর পূজা করতো। এই অবস্থায় আমি শুনতে পেলাম যে, মক্কায় এক ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করছেন। আমি আমার বাহনে উপবিষ্ট হয়ে তার নিকট এসে পৌছে দেখলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি আত্মগোপন করে থাকেন, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে অত্যাচার-নির্যাতন করে। আমি কৌশলে মক্কায় তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম।

আমি তাঁকে বললাম, আপনি কে? তিনি বলেন ঃ আমি একজন নবী। আমি বললাম, নবী কী? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি বললাম, তিনি আপনাকে কোন জিনিস দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ তিনি আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতে, মূর্তিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে, আল্লাহ্ এক বলে ঘোষণা করতে এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক না করতে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, এই ব্যাপারে আপনার সাথে কারা আছে? তিনি বলেন ঃ স্বাধীন ও দাসেরা। রাবী বলেন, সেকালে তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী হযরত আবু বাক্‌র (রা), বিলাল (রা) প্রমুখ। আমি বললাম, আমিও আপনার অনুসারী হতে চাই। তিনি বলেন ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে তুমি তাতে সক্ষম হবে না। তুমি কি আমার অবস্থা এবং (ঈমান আনয়নকারী) অন্যদের অবস্থা দেখছো না? বরং তুমি তোমার পরিবারে ফিরে যাও, যখন তুমি শুনতে পাবে যে, আমি

বিজয়ী হয়েছি তখন আমার নিকট এসো। রাবী বলেন, তাই আমি আমার পরিবারে ফিরে এলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করলেন, আমি তখন আমার পরিবারের সাথে ছিলাম। তিনি মদীনায় আসার পর থেকে আমি খবরাখবর নিতে থাকলাম এবং লোকজনের নিকট জিজ্ঞেস করতে থাকলাম। শেষে আমার নিকট ইয়াসরিবের একদল লোক অর্থাৎ একদল মদীনাবাসী এলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, যে ব্যক্তি মদীনায় এসেছেন তিনি কি করেন? তারা বলেন, লোকজন অতি দ্রুত তাঁর অনুসারী হচ্ছে, অথচ তাঁর জাতি তাঁকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হয়নি।

অতএব, আমি মদীনায় এসে তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তুমি তো মক্কায় আমার সাথে সাক্ষাত করেছিলে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ। আমি আরো বললাম, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন এবং যে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ তা আমাকে শিক্ষা দিন, আমাকে নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি ফজরের নামায পড়ো, অতঃপর সূর্য উদিত হয়ে উপরে না উঠা পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকো। কারণ সূর্য উদিত হওয়ার সময় শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয় এবং তখন কাফেররা সূর্যকে সিজদা করে। অতঃপর তীরের ছায়া তার সমান না হওয়া পর্যন্ত তুমি নামায পড়ো, কারণ এই নামাযে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। অতঃপর নামায থেকে বিরত থাকো, কারণ তখন দোযখকে উত্তপ্ত করা হয়। অতঃপর সূর্য যখন ঢলে যায় তখন থেকে নামায পড়ো এবং আসরের নামায পড়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকেন। অতঃপর সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকো। কারণ তা শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে অস্ত যায় এবং তখন কাফেররা সূর্যকে সিজদা করে।

রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! উযু সম্পর্কে আমাকে বলুন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের যে কোন ব্যক্তির নিকট উযুর পানি পেশ করা হলে সে যেন কুলকুচা করে, নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করে, এতে তার মুখমণ্ডলের ও নাক গহ্বরের সমস্ত গুনাহ্ ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে আল্লাহর নির্দেশমত মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন পানির সাথে তার মুখমণ্ডল থেকে, এমনকি দাঁড়ির আশপাশের সমস্ত গুনাহ্ ঝরে যায়। অতঃপর তার দুই হাত কনুই সমেত ধোয়ার সাথে সাথে তার আঙ্গুলসমূহ থেকে পানির সাথে গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে তার মাথা মাসেহ করলে তার চুলের অগ্রভাগ দিয়ে পানির সাথে গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার পদদ্বয় ধৌত করে তখন তার আঙ্গুলসমূহ দিয়ে তার গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে, তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা বর্ণনা করে এবং আল্লাহর জন্য নিজের অন্তরকে পৃথক করে নেয় তাহলে সে তার জন্মদিনের মত গুনাহমুক্ত হয়ে যায়।

আমর ইবনে আবাসা (রা) এ হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহচর আবু উমামা (রা)-র নিকট বর্ণনা করলে তিনি তাকে বলেন, হে আমর ইবনে আবাসা ! লক্ষ্য করুন আপনি

বলছেন, এক স্থানেই লোকটিকে এতো সওয়াব দেয়া হবে! আমর (রা) বলেন, হে আবু উমামা ! আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছি, আমার হাড়গোড় দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মৃত্যু সন্নিকটে। এই অবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপে আমার কী ফায়দা। আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ হাদীস একবার, দুইবার, তিনবার (অপর বর্ণনায় সাতবার) শুনতাম তাহলে কখনো তা বর্ণনা করতাম না, কিন্তু এর অধিক সংখ্যক বার তাঁর নিকট শুনেছি।

حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها

১৮০৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

وحدثنا حسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن عائشة أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك

১৮০৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আসরের নামাযের পর দুই রাকআত (নফল) নামায (পড়া) ত্যাগ করেননি। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপেক্ষায় থেকো না যে, তখন নামায পড়বে।

حدثني حرملة بن يحيى التجيبي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام

مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَصْرِفُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَنْهَا
قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ
فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا
فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ
الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ
الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ قَالَ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ
فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي
نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا
هَاتَانِ

১৮১০। ইবনে আব্বাস (র)-র মুক্তদাস কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে আযহার ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) প্রমুখ তাকে মহানবী (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-র নিকট পাঠালেন। তারা বললেন, তুমি আসরের নামাযের পর দুই রাক্‌আত (নফল) নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে যে, আমাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, আপনি সেই দুই রাকআত পড়েন, অথচ আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তা পড়তে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমিও উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথে লোকজনকে এই নামায থেকে বিরত রাখতাম। আবু কুরাইব (র) বলেন, তারা আমাকে যে বিষয়সহ পাঠিয়েছিলেন, আমি তার ঘরে প্রবেশ করে তা তাকে পৌঁছে দিলাম। তিনি বলেন, তুমি উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করো। আমি বের হয়ে তাদের নিকট এসে আয়েশা (রা)-র কথা তাদেরকে অবহিত করলাম। অতঃপর তারা আমাকে যে বিষয়সহ আয়েশা (রা)-র নিকট পাঠিয়েছিলেন, সেই একই বিষয়সহ উম্মু সালামা (রা)-র নিকট পাঠালেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সেই নামায পড়তে নিষেধ করতে শুনেছি, তা

সত্ত্বেও পরে আমি তাঁকে তা পড়তে দেখেছি। তিনি যখন এই নামায পড়েছেন তার বিবরণ এই যে, তিনি আসরের নামায পড়লেন, অতঃপর আমার নিকট প্রবেশ করলেন, তখন আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত বনু হারাম-এর কতক মহিলা আমার নিকট উপস্থিত ছিলো। তিনি দুই রাকআত নামায পড়লেন। আমি এক দাসীকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে বললাম, তুমি গিয়ে তাঁর এক পাশে দাঁড়াবে, তারপর তাঁকে বলবে, উম্মু সালামা (রা) বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দুই রাকআত নামায পড়তে আপনি নিষেধ করেছেন তা আমি শুনেছি, আর এখন দেখছি, আপনি তা পড়ছেন! তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করলে তুমি তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে। রাবী বলেন, দাসী তাই করলো। তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করলে সে তাঁর জন্য অপেক্ষায় থাকে। তিনি নামায থেকে অবসর হয়ে বলেন ঃ হে আবু উমাইয়্যার কন্যা! তুমি আসরের নামাযের পর দুই রাকআত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো। তার বিবরণ এই যে, আবদুল কায়েস গোত্রের কতক লোক স্বগোত্রের পক্ষ থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসে। (তাদের নিয়ে) ব্যস্ত থাকার কারণে আমি যোহরের নামাযের পরবর্তী দুই রাকআত নামায পড়তে পারিনি। এ হলো সেই দুই রাকআত ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا «قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا»

১৮১১। আবু সালামা (রা) আয়েশা (রা)-র নিকট দুই রাকআত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যা রাসূলুল্লাহ (সা) আসর নামাযের পর পড়েছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আসর নামাযের আগে ঐ দুই রাকআত নামায পড়তেন। অতঃপর ব্যস্ততার কারণে অথবা ভুলে গিয়ে তিনি তা পড়েননি। সেই দুই রাকআতই তিনি আসর নামাযের পর পড়েছেন, অতঃপর তা নিয়মিত পড়তে থাকেন। তিনি কোন নামায পড়লে তা নিয়মিত পড়তেন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ

১৮১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট (অবস্থানকালে) আসর নামাযের পরের দুই রাকআত কখনো ত্যাগ করেননি।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

১৮১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে অবস্থানকালে দুইটি নামায প্রকাশ্যে বা গোপনে কখনো ত্যাগ করেননি ঃ ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাক্আত এবং আসর নামাযের পর দুই রাক্আত।

وحدثنا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالَا نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

১৮১৪। আসওয়াদ ও মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা আয়েশা (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পালার দিন আমার ঘরে অবস্থানকালে আসর নামাযের পর অবশ্যই দুই রাকআত নামায পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়া মুস্তাহাব।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ

فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِى عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّى عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا

১৮১৫। মুখতার ইবনে ফুলফুল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-র নিকট আসর নামাযের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেন, উমার (রা) আসর নামাযের পর নামায পড়ার অপরাধে লোকদের হাতে আঘাত করতেন। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত নামায পড়তাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলূল্লাহ (সা) কি তা পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি আমাদেরকে এ নামায পড়তে দেখতেন, কিন্তু তিনি তা পড়তে আমাদের নির্দেশও দিতেন না এবং নিষেধও করতেন না।

وحدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا

১৮১৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। মুয়ায্যিন মাগরিবের নামাযের আযান দিলে তারা তাড়াহুড়া করে স্তম্ভের নিকট গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়তেন। এমনকি কোন আগন্তুক মসজিদে প্রবেশ করলে অধিক সংখ্যক নামাযীর কারণে তার মনে হতো যে, (ফরয) নামায শেষ হয়ে গেছে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ

১৮১৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ প্রতি দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে। তিনি কথাটি তিনবার বলেন। তৃতীয়বারে তিনি বলেন ঃ যে তা পড়তে চায় তার জন্য।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن الجريرى عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا أنه قال في الرابعة لمن شاء

১৮১৮। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আছে, তিনি চতুর্থবারে বলেন ঃ যে চায় তার জন্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

সালাতুল খাওফ (শংকাকালীন নামায)।

حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف باحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وحدثنيه أبو الربيع الزهرانى

১৮১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দুই দলের একদলের সাথে এক রাকআত সালাতুল খাওফ আদায় করেন, তখন অপর দলটি শত্রুবাহিনীর মোকাবিলায় রত ছিল। অতঃপর প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলের স্থানে গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে এবং শেষোক্ত দলটি আসলে নবী (সা) তাদের সাথে এক রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরান। অতঃপর উভয় দল পৃথক পৃথকভাবে এক রাক্আত করে নামায পড়ে।

حدثنا فليح عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى

১৮২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সালাতুল খাওফ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এই নামায পড়েছি... পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً

১৮২১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক যুদ্ধে সালাতুল খাওফ (শঙ্কাকালীন নামায) পড়লেন। সামরিক বাহিনীর একাংশ তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়ালো এবং অপরাংশ শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিল। তিনি তাঁর সঙ্গের দলটিকে নিয়ে এক রাকআত নামায পড়লেন। অতঃপর তারা চলে গেলে এবং অপর দলটি আসার পর তিনি তাদের নিয়ে আরেক রাকআত নামায পড়লেন। অতঃপর উভয় দল স্বতন্ত্রভাবে এক রাকআত করে নামায পড়ে নিল। ইবনে উমার (রা) বলেন, ভয়ভীতি বা বিপদাশংকা অধিক বৃদ্ধি পেলে আরোহিত অবস্থায় বা দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা ইশারায় নামায পড়বে।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ

১৮২২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়েছি। তিনি আমাদেরকে দুই দলে বিভক্ত করলেন। একদল ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে আর শত্রুবাহিনী ছিল আমাদের ও কিবলার মাঝখানে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকবীরে তাহরীমা বললে আমরাও সকলে তাকবীরে তাহরীমা বললাম। তিনি রুকূ করলে আমরা সকলেও রুকূ করলাম অতঃপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠালে আমরা সকলেও মাথা উঠালাম। অতঃপর তিনি সিজদায় গেলেন এবং তাঁর নিকটস্থ কাতারের লোকজনও, আর খানিক দূরের কাতারটি শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলো। নবী (সা) যখন সিজদা সমাপ্ত করলেন এবং তাঁর নিকটস্থ কাতারও দাঁড়িয়ে গেল, তখন খানিক দূরের কাতারটি সিজদায় গেল। আর এরা দাঁড়িয়ে থাকলো। অতঃপর পেছনের দলটি সামনে আসলো এবং সামনের দলটি পেছনে সরে গেল। অতঃপর নবী (সা) রুকূ করলে আমরা সকলেও রুকূ করলাম। অতঃপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠালে আমরাও সকলে মাথা উঠালাম। অতঃপর তিনি সিজদায় গেলেন এবং তাঁর নিকটবর্তী দলটি যারা প্রথম রাকআতে পেছনে ছিল, তারাও। আর খানিক দূরের দলটি শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলো। নবী (সা) তাঁর নিকটবর্তী দলটিসহ সিজদা সমাপ্ত করার পর খানিক দূরের দলটি সিজদায় গেল এবং এভাবে সিজদা আদায় করলো। অতঃপর নবী (সা) সালাম ফিরালে আমরাও সকলে সালাম ফিরালাম। জাবির (রা) বলেন, যেমন তোমাদের প্রহরীগণ তাদের আমীরগণকে পাহারা দেয়।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَاتَلُونَا قِتَالًا شَدِيدًا فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالُوا إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَادِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَالَ صَفَّنَا صَفَّيْنِ وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي فَقَامُوا مَقَامَ الْأَوَّلِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَقَامَ الثَّانِي فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هٰؤُلَاءِ

১৮২৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জুহাইনা গোত্রের একদল লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম। তারা আমাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলো। আমরা যখন যোহরের নামায পড়লাম তখন মুশরিকরা বললো, আমরা যদি একযোগে আক্রমণ করতাম তাহলে মুসলমানদেরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতাম। জিবরীল (আ) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করলে তিনিও তা আমাদের অবহিত করেন। তিনি বলেন ঃ মুশরিকরা আরো বলেছে যে, মুসলমানদের নিকট শীঘ্রই এমন একটি নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হচ্ছে যা তাদের নিকট তাদের সন্তানদের চেয়েও অধিক প্রিয়। অতঃপর রাবী বলেন, আসর নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে তিনি আমাদের দুই কাতারে বিভক্ত করেন। আর মুশরিকরা আমাদের ও কিবলার মধ্যখানে অবস্থানরত ছিল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকবীরে তাহরীমা বললে আমরাও তাকবীর বললাম এবং তিনি রুকূ করলে আমরাও রুকূ করলাম। অতঃপর তিনি সিজদা করলে প্রথম কাতারটি সিজদায় গেল। অতঃপর প্রথম কাতার পেছনে সরে গেল এবং পেছনের কাতার সামনে এগিয়ে এসে প্রথম কাতারের স্থানে দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকবীর দিলে আমরাও তাকবীর দিলাম এবং তিনি রুকূ করলে আমরাও রুকূ করলাম। অতঃপর প্রথম কাতার তাঁর সাথে সিজদায় গেল এবং দ্বিতীয় কাতার দাঁড়িয়ে থাকলো। দ্বিতীয় কাতার সিজদা করার পর সকলে বসে গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন। আবুয যুবাইর (র) বলেন, এরপর জাবির (রা) বিশেষভাবে বলেন, যেমন তোমাদের বর্তমান কালের শাসকগণ নামায পড়েন।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ

১৮২৪। সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সহচরদের নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায়ের উদ্দেশ্যে তাদেরকে তাঁর পিছনে দুই কাতারে কাতারবন্দী করেন। তাঁর নিকটবর্তী কাতারের সাথে তিনি এক রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর দাঁড়ালেন। তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন যাবত না তাঁর পেছনের কাতার এক রাকআত নামায পড়লো, অতঃপর সামনে এগিয়ে আসলো এবং তাঁর নিকটবর্তী দল পেছনে সরে গেল। অতঃপর তিনি এদের নিয়ে আরেক রাকআত নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি বসে থাকলেন যাবত না পিছনে সরে যাওয়া কাতার এক রাকআত নামায পড়লো। অতঃপর তিনি সালাম ফিরান।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وُجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ

১৮২৫। সালেহ ইবনে খাওয়্যাত (র) থেকে যাতুর রিকা যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায়কারী এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। একটি দল কাতারবন্দী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়লো এবং অপর দল শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকলো। তাঁর সাথের দলটিকে নিয়ে তিনি এক রাকআত নামায

পড়লেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং তারা নিজস্বভাবে আরেক রাকআত পড়লো। অতঃপর তারা সরে গিয়ে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। অতঃপর পরবর্তী দলটি এগিয়ে আসলে তিনি তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট এক রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর বসে থাকলেন এবং তারা নিজস্বভাবে আরো এক রাকআত পড়লো, অতঃপর তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরান।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَخَافُنِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ

১৮২৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে রওয়ানা হয়ে যাতুর রিকা নামক স্থানে পৌঁছে গেলাম। রাবী বলেন, আমরা কোন ছায়াদার গাছের নিকট পৌঁছলে তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য ত্যাগ করতাম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরবারিখানা একটি গাছের সাথে ঝুলন্ত থাকা অবস্থায় এক মুশরিক ব্যক্তি এসে তাঁর তরবারিখানা হস্তগত করে তা কোষমুক্ত করলো। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললো, তুমি কি আমাকে ভয় কর? তিনি বলেন ঃ না। সে বললো, কে তোমাকে আমার (আক্রমণ) থেকে রক্ষা করবে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ আমাকে তোমার থেকে রক্ষা করবেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ লোকটিকে হুমকি দিলে সে তরবারিখানা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখলো। রাবী বলেন, অতঃপর নামাযের জন্য আযান দেয়া হলে তিনি একদলের সাথে দুই রাকআত নামায পড়লেন। অতঃপর এই দলটি পেছনে সরে গেল এবং তিনি অপর দলের সাথে আরো দুই রাকআত নামায পড়েন। রাবী বলেন, তাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হলো চার রাকআত এবং লোকদের হলো দুই রাকআত।

وحدثنا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

১৮২৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দুই দলের একটির সাথে দুই রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর অপর দলের সাথে দুই রাকআত পড়লেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ (সা) পড়লেন চার রাকআত এবং অন্য সকলে পড়লেন দুই রাকআত।

নবম অধ্যায়
জুমুআর নামায

অনুচ্ছেদ : ১

জুমুআর দিন গোসল করা।*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

১৮২৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ জুমুআর নামাযে আসতে মনস্থ করলে সে যেন গোসল করে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

১৮২৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বারের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযে যায় সে যেন গোসল করে।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১৮৩০। এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ

---

* অনুচ্ছেদ শিরোনামগুলো অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

১৮৩১। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ

১৮৩২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জুমুআর দিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জনগণের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যকার এক ব্যক্তি প্রবেশ করলে উমার (রা) তাকে ডেকে বলেন, এটা কোন সময়? তিনি বলেন, আমি আজ খুব ব্যস্ত ছিলাম এবং বাড়ীতে যাওয়ার অবসর পাইনি। এমতাবস্থায় আযান শুনতে পেলাম। তাই আমি উযুর অতিরিক্ত কিছুই করতে পারিনি। উমার (রা) বলেন, শুধু উযুই করলে, অথচ তুমি জানো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) গোসল করার নির্দেশ দিতেন!

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ فَقَالَ عُثْمَانُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

১৮৩৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা জুমুআর দিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন উসমান ইবনে আফফান (রা) প্রবেশ করেন। উমার (রা) তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, লোকদের কি হলো যে, তারা আযানের পরও (মসজিদে আসতে) বিলম্ব করে। উসমান (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আযান শোনার পর উযু করা ছাড়া অতিরিক্ত আর কিছু করিনি, অতঃপর এসে পৌঁছেছি। উমার (রা) বলেন, কেবলমাত্র উযু! আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শোনেননি, তোমাদের কেউ যখন জুমুআর নামাযে আসে সে যেন গোসল করে?

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

১৮৩৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিন গোসল করা অপরিহার্য।

حَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا

১৮৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন তাদের বাড়িঘর থেকে এবং মদীনার উপকণ্ঠ থেকে জুমুআর নামায পড়তে আসতো। তারা আবা (এক প্রকার ঢিলা পোশাক) পরিধান করে আসতো এবং তাতে ময়লা লেগে যেত। এতে তাদের দেহ নির্গত ঘাম থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতো। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট থাকা অবস্থায় তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি এলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা যদি তোমাদের দিনটিতে অধিক পবিত্রতা অর্জন করতে, তোমাদের এই দিনে পবিত্রতা অর্জন করতে!

وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة

১৮৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন ছিল শ্রমজীবী। তাদের কাজের জন্য বিকল্প কোন লোক ছিল না। তাদের (ঘর্মাক্ত) দেহে উকুন হয়ে যেত। তাই তাদের বলা হলো, তোমরা যদি জুমুআর দিন গোসল করতে!

অনুচ্ছেদ ঃ ২

জুমুআর দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা।

وحدثنا عمرو بن سواد العامرى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ماقدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال فى الطيب ولو من طيب المرأة

১৮৩৭। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জুমুআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির গোসল ও দাতন করা কর্তব্য এবং সামর্থ্য থাকলে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার করে। অধস্তন রাবী বুকাইর (র) আবদুর রহমানের উল্লেখ করেননি এবং সুগন্ধির ব্যাপারে তার বর্ণনায় আছে ঃ "এমনকি স্ত্রীর সুগন্ধি থেকে হলেও"।

حدثنا حسن الحلوانى حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج ح وحدثنى محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الغسل يوم الجمعة قال طاوس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلمه

১৮৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জুমুআর দিন গোসল সম্পর্কে নবী (সা)-এর বাণী উল্লেখ করেছেন। তাউস (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম, সে সুগন্ধি ব্যবহার করবে, না তৈল ব্যবহার করবে, যদি তা তার স্ত্রীর নিকট থাকে? তিনি বলেন, আমি তা জানি না।

وحدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر ح وحدثنا هرون بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الاسناد

১৮৩৯। ইবনে জুরাইজ (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده

১৮৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহর অধিকার এই যে, সে প্রতি সাত দিন অন্তর গোসল করবে, মাথা ও দেহ ধৌত করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

জুমুআর নামাযে আগেভাগে যাওয়ার ফযীলাত।

وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة

فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

১৮৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন জানাবতের (সঙ্গমজনিত) গোসল করলো, অতঃপর দিনের প্রথমভাগে মসজিদে এলো, সে যেন একটি উট কোরবানী করলো। অতঃপর যে ব্যক্তি আসলো সে যেন একটি গরু কোরবানী করলো; অতঃপর যে ব্যক্তি আসলো সে যেন একটি ভেড়া কোরবানী করলো, অতঃপর যে ব্যাক্তি আসলো সে যেন একটি মুরগী কোরবানী করলো, অতঃপর যে ব্যক্তি আসলো সে যেন একটি ডিম কোরবানী করলো। অতঃপর ইমাম যখন খুতবা দিতে বের হন তখন ফেরেশতাগণ খুতবা শোনার জন্য উপস্থিত হন।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

১৮৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ইমামের খুতবাদানরত অবস্থায় তুমি যদি তোমার সাথীকে বলো, 'চুপ করো' তবে তুমি অনর্থক কাজ করলে।

وحدثنى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ .

১৮৪৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا فِى هٰذَا الْحَدِيثِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ

১৮৪৪। ইবনে শিহাব (র) থেকে উভয় সনদসূত্রে এই হাদীস পূর্বোক্ত সনদে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে ইবনে জুরাইজ (র) 'ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কারেয' বলেছেন (আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে কারেয স্থলে)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

খুতবা চলাকালে নীরব থাকবে।

وحدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَيْتَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هُوَ فَقَدْ لَغَوْتَ

১৮৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ জুমুআর দিন ইমামের খুতবা চলাকালে তুমি তোমার সাথীকে যদি বলো 'চুপ করো' তবে তুমি অনর্থক কাজ করলে। আয়ু যিনাদ (র) বলেন, 'লাগীতা' আবু হুরায়রা (রা)-র গোত্রের ভাষা, আসলে তা হবে 'লাগাওতা'।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

জুমুআর দিন বিশেষ একটি সময় আছে যখন দু'আ কবুল হয়।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

১৮৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআর দিন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তাতে এমন একটি মুহূর্ত আছে যখন কোন মুসলমান বান্দা নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করলে অবশ্যই তিনি তাকে তা দান করেন। কুতায়বা (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনি তাঁর হাত দ্বারা মুহূর্তটির স্বল্পতার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا

১৮৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম (সা) বলেছেন : জুমুআর মধ্যে অবশ্যই এমন একটি মুহূর্ত আছে যখন কোন মুসলমান নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করলে তিনি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করেন। তিনি তাঁর হাত দ্বারা সেই মুহূর্তটির স্বল্পতার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১৮৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম (সা) বলেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১৮৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম (সা) বলেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ

১৮৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, জুমুআর দিনের মধ্যে অবশ্যই এমন একটি মুহূর্ত আছে যখন কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই তিনি তাকে তা দান করেন। তিনি বলেন : সেই মুহূর্তটি অতি স্বল্প।

وحدثناه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة

১৮৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, এই সনদসূত্রে "সেই মুহূর্তটি অতি স্বল্প" কথাটুকু উল্লেখ নাই।

وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قالا أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير ح وحدثنا هرون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة

১৮৫২। আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে জুমুআর দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছো? রাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ। আমি তাকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ ইমামের বসা থেকে নামায শেষ করার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সেই মুহূর্তটি নিহিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

জুমুআর দিনের ফযীলাত।

وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها

১৮৫৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন সর্বোত্তম। এই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাকে বেহেশতে দাখিল করা হয়েছে এবং এই দিন তাকে বেহেশত থেকে বের করে দেয়া হয়।

و حدّثنا

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

১৮৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন সর্বোত্তম। এই দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিন তা থেকে তাকে বের করে দেয়া হয়েছে, জুমুআর দিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

জুমুআর দিনের সঠিক সন্ধান এই উম্মাতকে দান করা হয়েছে।

وحدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللّٰهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ

১৮৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমরা সর্বশেষ উম্মাত, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা হবো অগ্রগামী। সকল উম্মাতকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে, কিন্তু আমাদের কিতাব দেয়া হয়েছে সকল উম্মাতের শেষে। অতঃপর যে দিনটি আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, সেই দিন সম্পর্কে তিনি আমাদের হেদায়াত দান করেছেন। সে দিনের ব্যাপারে অন্যরা আমাদের পেছনে রয়েছে, (যেমন) ইহূদীরা (আমাদের) পরের দিন এবং খৃস্টানরা তারও পরের দিন।

وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا

سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله

১৮৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমরা সবশেষে আগত উম্মাত এবং আমরা কিয়ামতের দিন হবো অগ্রবর্তী... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن

أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة.

ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا

فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم

الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى

১৮৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমরা সবশেষে আগত উম্মাত, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা হবো সর্বাগ্রবর্তী, আমরাই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবো। তবে তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে এবং আমাদেরকে তা দেয়া হয়েছে তাদের পরে। তারা বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু তারা যে সত্যকে কেন্দ্র করে বিরোধে লিপ্ত হলো, সে সম্পর্কে আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করেন। তা হলো সেই দিন, যে দিন সম্পর্কে তারা মতভেদ করেছে, আর আল্লাহ আমাদেরকে সেই দিন সম্পর্কে হেদায়াত দান করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমাদের জন্য জুমুআর দিন, ইহূদীদের জন্য পরের দিন এবং খৃস্টানদের জন্য তার পরের দিন।

وحدثنا محمد بن رافع حدثنا

عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة

عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن

الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ

১৮৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমরা সবশেষে আগত উম্মাত কিন্তু কিয়ামতের দিন থাকবো সবার অগ্রবর্তী। তবে তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের আগে এবং আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পরে। এটি তাদের সেই দিন যা তাদের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এই দিনটি সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত হলো। আল্লাহ আমাদেরকে দিনটির ব্যাপারে হেদায়াত দান করেছেন। অতএব, তারা আমাদের পশ্চাদগামী, ইহূদীরা পরের দিন এবং খৃস্টানরা তার পরের দিন।

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضَلَّ اللّٰهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ فَجَاءَ اللّٰهُ بِنَا فَهَدَانَا اللّٰهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَكَذٰلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ وَفِي رِوَايَةِ وَاصِلٍ الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ

১৮৫৯। আবু হুরায়রা, রিবঈ ইবনে হিরাশ ও হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে জুমুআর দিন সম্পর্কে সঠিক পথের সন্ধান দেননি। তাই ইহূদীদের জন্য শনিবার এবং খৃস্টানদের জন্য রোববার। আল্লাহ আমাদেরকে (পৃথিবীতে) আনলেন এবং আমাদেরকে জুমুআর দিনের সঠিক সন্ধান দিলেন। অতএব তিনি জুমুআর দিন, শনিবার ও রোববার এভাবে (বিন্যাস) করলেন, এভাবে তারা কিয়ামতের দিন আমাদের পশ্চাদবর্তী হবে। আমরা পৃথিবীবাসীর মধ্যে শেষে আগমনকারী উম্মাত এবং কিয়ামতের দিন হবো সর্বপ্রথম। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের বিচার অনুষ্ঠিত হবে। অধস্তন রাবী ওয়াসিল (র)-এর বর্ণনায় আছে "সকলের মধ্যে"।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ
أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُدِينَا إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ
ابْنِ فُضَيْلٍ

১৮৬০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমাদেরকে জুমুআর দিন সম্পর্কে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেননি।... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা রাবী ইবনে ফুদাইল (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ
الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُّ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ
مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ
وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي
يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ

১৮৬১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : জুমুআর দিন এলে মসজিদে যতগুলো দরজা আছে তার প্রতিটিতে ফেরেশতারা নিযুক্ত হন এবং তারা আগমনকারীদের নাম ক্রমানুসারে নথিবদ্ধ করেন। ইমাম যখন (মিম্বারে) বসেন তখন তারা নথিপত্র গুটিয়ে নিয়ে আলোচনা শোনার জন্য চলে আসেন। মসজিদে সর্বপ্রথম আগমনকারী মুসল্লী উট কোরবানীকারীর সমতুল্য, তৎপরে আগমনকারী গরু কোরবানীকারীর সমতুল্য, তৎপরে আগমনকারী মেষ কোরবানীকারীর সমতুল্য, তৎপরে আগমনকারী মুরগী কোরবানীকারীর সমতুল্য, তৎপরে আগমনকারী ডিম দানকারীর সমতুল্য।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

১৮৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ يَكْتُبُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، مَثَّلَ الْجَزُورَ ثُمَّ نَزَّلَهُمْ حَتَّى صَغَّرَ إِلَى مَثَلِ الْبَيْضَةِ ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَحَضَرُوا الذِّكْرَ

১৮৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ মসজিদের দরজাগুলোর প্রতিটিতে একজন করে ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন। তিনি আগমনকারীদের নাম (তাদের আগমনের) ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করেন। মসজিদে সর্বপ্রথম আগমনকারী উট কোরবানীকারীর সমতুল্য... এভাবে পর্যায়ক্রমে তুলনা করা হয়েছে, এমনকি একটি ডিমের মত ক্ষুদ্র বস্তু দানের তুলনাও দিয়েছেন। ইমাম যখন (খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বারে) বসেন তখন নথিপত্র গুটিয়ে ফেলা হয় এবং ফেরেশতাগণ খুতবার আলোচনা শুনতে হাজির হন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

জুমুআর নামাযে গুনাহ মাফ হয়।

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

১৮৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি গোসল করে জুমুআর নামাযে আসলো, অতঃপর নির্ধারিত (সুন্নাত) নামায পড়লো, অতঃপর ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকলো, অতঃপর ইমামের সাথে (জুমুআর) নামায পড়লো, এতে তার দুই জুমুআর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

১৮৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর জুমুআর নামাযে এলো, নীরবে মনোযোগ সহকারে খুতবা আলোচনা) শুনলো, তার পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (অহেতুক) কঙ্কর স্পর্শ করলো সে অনর্থক কাজ করলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا قَالَ حَسَنٌ فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ قَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ

১৮৬৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জুমুআর নামায পড়তাম, অতঃপর ফিরে আসতাম এবং আমাদের উষ্ট্রীগুলোকে বিশ্রাম দিতাম। অধস্তন রাবী হাসান (র) বলেন, আমি উর্ধতন রাবী জাফর (র)-কে বললাম, সেটা কোন সময় হতো? তিনি বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার সময়।

وحدثني القاسم بن زكرياء حدثنا خالد بن مخلد ح

وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا يحيى بن حسان قالا جميعا حدثنا سليمان

ابن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها زاد عبد الله في حديثه حين تزول

الشمس يعني النواضح

১৮৬৭। জাফর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন্ মুহূর্তে জুমুআর নামায পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি নামায শেষ করার পর আমরা আমাদের উটের পালের নিকট যেতাম এবং সেগুলোকে বিশ্রাম দিতাম। অধস্তন রাবী আবদুল্লাহ (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ যখন সূর্য ঢলে যেতো, অর্থাৎ পানিবাহী উটগুলো (বিশ্রাম নিত)।

وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن

حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل

قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة «زاد ابن حجر» في عهد رسول الله صلى الله

عليه وسلم

১৮৬৮। সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর নামায পড়ার পরই বিশ্রাম গ্রহণ করতাম এবং দুপুরের আহার করতাম। ইবনে হুজর (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে।

وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحق بن إبراهيم قالا أخبرنا وكيع عن يعلى بن

الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى

الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء

১৮৬৯। আইয়াস ইবনে সালামা ইবনুল আকওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জুমুআর নামায পড়তাম, অতঃপর ছায়া অনুসরণ করতে করতে ফিরে আসতাম।

وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا هشام بن عبد الملك حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به

১৮৭০। আইয়াস ইবনে সালামা ইবনুল আকওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জুমুআর নামায পড়ার পর যখন ফিরে আসতাম তখন আমাদের ছায়া গ্রহণের উপযোগী প্রাচীরের কোন ছায়া পড়তো না (অর্থাৎ সূর্য ঢলে যাওয়ার পরপরই নামায পড়া হতো)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

জুমুআর নামাযের খুতবা (ভাষণ) দেয়ার নিয়ম।

وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم

১৮৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআর দিন দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন, যেমন আজকাল তোমরা করে থাকো।

وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس

১৮৭২। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) দু'টি খুতবা দিতেন, উভয় খুতবার মাঝখানে বসতেন এবং (খুতবায়) কুরআন পড়তেন এবং জনগণকে উপদেশ দিতেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة

১৮৭৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে আবার (দ্বিতীয়) খুতবা দিতেন। যে ব্যক্তি তোমাকে অবহিত করেছে যে, তিনি বসা অবস্থায় খুতবা দিতেন, সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চয়ই তাঁর সাথে দুই হাজারেরও অধিকবার নামায পড়েছি।

حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما

১৮৭৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) দাঁড়ানো অবস্থায় জুমুআর দিন খুতবা দিতেন। একদা জুমুআর নামাযের খুতবা চলাকালে সিরিয়ার একটি বণিকদল এসে পৌঁছলে বারোজন লোক ব্যতীত সকলে তাদের নিকট ছুটে চলে গেল। তখন সূরা জুমুআর এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "যখন তারা দেখলো ব্যবসা ও কৌতুকের বিষয় তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল" (সূরা জুমুআ : ১১)।

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين بهذا الاسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما

১৮৭৫। হুসাইন ইবনে আবদুর রাহমান (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে আছে ঃ "এবং রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা দিচ্ছিলেন"। এতে "দাঁড়ানো অবস্থায়" কথাটুকু উল্লেখ নাই।

وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي حدثنا خالد يعني الطحان عن حصين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس اليها فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما إلى آخر الآية

১৮৭৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর দিন নবী (সা)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় কিছু ছাতুর চালান এসে পৌঁছলো। রাবী বলেন, লোকজন সেদিকে চলে গেল এবং বারোজন ব্যতীত আর কেউ ছিল না। আমি এদের সাথে ছিলাম। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "যখন তারা দেখলো ব্যবসা ও কৌতুকের বিষয়, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল..." আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

وحدثنا إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا حصين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها

১৮৭৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক জুমুআর দিন নবী (সা) দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন (জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন)। এমতাবস্থায় একটি বণিকদল মদীনায় এসে পৌঁছলো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ সেদিকে ছুটে গেলেন। এমনকি বারোজন ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-ও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাবী বলেন, তখন এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "যখন তারা দেখলো ব্যবসা ও কৌতুকের বিষয় তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল" (৬২ : ১১)

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما

১৮৭৮। আবু উবায়দা (রা) থেকে কাব ইবনে উজরা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং তখন আবদুর রাহমান ইবনুল হাকাম বসা অবস্থায় খুতবা দিচ্ছিলেন। কাব (রা) বলেন, তোমরা এই নরাধমের প্রতি লক্ষ্য করো, সে বসে বসে খুতবা দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "এবং যখন তারা দেখলো ব্যবসা ও কৌতুকের বিষয় তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল" (৬২ : ১১)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
জুমুআর নামায ত্যাগকারীর প্রতি সতর্কবাণী।

وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين

১৮৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর মিম্বারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন ঃ যারা জুমুআর নামায ত্যাগ করে তাদেরকে এই অভ্যাস বর্জন করতে হবে। নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে সীল মেরে দিবেন, অতঃপর তারা বিস্মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২
নামায ও খুতবা হবে নাতিদীর্ঘ।

حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن سماك

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

১৮৮০। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নামায পড়তাম। তাঁর নামায ও খুতবা ছিল নাতিদীর্ঘ।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ زَكَرِيَّاءُ عَنْ سِمَاكٍ

১৮৮১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সাথে বহু ওয়াক্ত নামায পড়েছি। তাঁর নামাযও ছিল নাতিদীর্ঘ এবং তাঁর খুতবাও ছিল নাতিদীর্ঘ। অধস্তন রাবী আবু বাক্‌র যাকারিয়ার বর্ণনায় আছে ঃ সিমাক থেকে।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ

১৮৮৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করতো, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রোষ বেড়ে যেতো, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন ঃ তোমরা ভোরেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যায়ই আক্রান্ত

হবে। তিনি আরো বলতেন ঃ আমি ও কিয়ামত এই দু'টির ন্যায় প্রেরিত হয়েছি, তিনি মধ্যমা ও তর্জনী মিলিয়ে দেখাতেন। তিনি আরো বলতেন ঃ অতঃপর, উত্তম বাণী হলো– আল্লাহর কিতাব এবং উত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ (সা) প্রদর্শিত পথ। অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদআত)। প্রতিটি বিদআত ভ্রষ্ট। তিনি আরো বলতেন ঃ আমি প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্য তার নিজের থেকে অধিক উত্তম (কল্যাণকামী)। কোন ব্যক্তি সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিবার-পরিজনের প্রাপ্য। আর কোন ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর দায়িত্ব আমার।

وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذٰلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

১৮৮৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (সা) জুমুআর দিন আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করে তাঁর খুতবা (ভাষণ) শুরু করতেন, অতঃপর প্রয়োজনীয় কথা বলতেন। (ভাষণে) তাঁর কণ্ঠস্বর জোরালো হতো... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ

১৮৮৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের উদ্দেশে প্রদত্ত খুতবায় আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করতেন, অতঃপর বলতেন ঃ আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না এবং তিনি যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না। সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব,... অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা সাকাফী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كِلَاهُمَا

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى وَهُوَ أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هٰذِهِ الرِّيحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ فَقَالَ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هٰذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هٰذِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ اللّٰهَ يَشْفِي عَلَى يَدَيَّ مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ قَالَ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلَاءِ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلَاءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى قَوْمِكَ قَالَ وَعَلَى قَوْمِي قَالَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هٰؤُلَاءِ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً فَقَالَ رُدُّوهَا فَإِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ

১৮৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। দিমাদ মক্কায় আগমন করলেন। তিনি আয্দ শানুআ গোত্রের সদস্য। তিনি বাতাস লাগার ঝাড়ফুঁক করতেন। তিনি মক্কার কতক নির্বোধকে বলতে শুনলেন, মুহাম্মাদ নিশ্চয়ই উন্মাদ। দিমাদ বলেন, আমি যদি লোকটিকে দেখতাম তাহলে আল্লাহ হয়ত আমার হাতে তাকে আরোগ্য দান করতেন। রাবী বলেন, তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি এসব বাতাস লাগার ঝাড়ফুঁক করি। আল্লাহ যাকে চান তাকে আমার হাতে আরোগ্য দান করেন। আপনি কি ঝাড়ফুঁক করাতে চান? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমি তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত

দান করেন, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না এবং তিনি যাকে বিপথগামী করেন, কেউ তাকে হেদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর রাবী বলেন, দিমাদ বললেন, আপনার এই কথাগুলো আমাকে পুনরায় শুনান। অতএব, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই কথাগুলো তাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করে শুনান। রাবী বলেন, দিমাদ বললো, আমি অনেক গণক ও যাদুকরের কথা শুনেছি, কিন্তু আপনার এই কথাগুলোর অনুরূপ কথা আমি শুনিনি। এই কথাগুলো সমুদ্রের গভীরে পৌঁছে গেছে। রাবী বলেন, দিমাদ বললেন, আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমি আপনার নিকট ইসলামের বায়আত গ্রহণ করবো। রাবী বলেন, তিনি তাকে বায়আত করালেন (ইসলাম গ্রহণ করালেন)। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমার সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও কি (বায়আত প্রযোজ্য)? দিমাদ বলেন, আমার সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ক্ষুদ্র সামরিক বাহিনী (সারিয়্যা) প্রেরণ করলে তারা তার সম্প্রদায়ের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করে। তখন বাহিনী প্রধান সৈন্যবাহিনীকে বলেন, তোমরা কি এদের থেকে কিছু গ্রহণ করেছ? দলের একজন বললো, আমি তাদের থেকে একটি পানির পাত্র নিয়েছি। সেনানায়ক বলেন, তোমরা সেটি ফেরত দাও। কারণ তারা দিমাদের সম্প্রদায়।

حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَاأَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

১৮৮৭। ওয়াসিল ইবনে হাইয়্যান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু ওয়াইল (র) বলেছেন, আম্মার (রা) আমাদের উদ্দেশে সংক্ষেপে একটি সারগর্ভ ভাষণ দিলেন। তিনি মিম্বার থেকে নামলে আমরা বললাম, হে আবুল ইয়াকযান! আপনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছেন, তবে যদি তা কিছুটা দীর্ঘ করতেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ তার প্রজ্ঞার পরিচায়ক। অতএব, তোমরা নামাযকে দীর্ঘ এবং ভাষণকে সংক্ষিপ্ত করো। অবশ্যই কোন কোন ভাষণে যাদুকরি প্রভাব থাকে।

حدثنا أبو بكر

ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن

رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم

فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن نمير فقد غوى

১৮৮৮। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর সামনে ভাষণ দিল। সে বললো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে সঠিক পথ পেল। আর যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্যাচরণ করলো, সে পথভ্রষ্ট হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি নিকৃষ্ট বক্তা, তুমি এভাবে বলো, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলো"। ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় আছে, 'ফাকদা গাবিয়া'।

حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال

قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي

صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك

১৮৮৯। সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী (সা) কে মিম্বারের উপর থেকে পাঠ করতে শুনলেন (অনুবাদ) ঃ "তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক" (সূরা যুখরুফ ঃ ৭৭)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

মহানবী (সা) খুতবায় যে সূরা পড়তেন।

وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي

أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن

عن أخت لعمرة قالت أخذت ق والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم

الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة.

১৮৯০। আমরা বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে তার এক বোনের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ থেকে শুনে সূরা কাফ মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুমুআর দিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে এই সূরা পড়তেন।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ

১৮৯১। আবদুর রহমান কন্যা আমরাব এক বোনের সূত্রে বর্ণিত, যিনি তার বয়জ্যেষ্ঠা ছিলেন।... সুলায়মান ইবনে বিলালের হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ

১৮৯২। হারিসা ইবনুন নোমান-কন্যার সূত্রে বর্ণিত। তিনি, বলেন, দেড়-দুই বছর যাবত আযাদের ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একই রান্নাঘর ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ থেকে শুনেই কাফ ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ সূরাটি মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুমুআর দিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশে প্রদত্ত খুতবায় এই সূরাটি পড়তেন।

حدثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا حَفِظْتُ ق إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا

১৮৯২(ক)। নু'মান ইবনুল হারিসের কন্যার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা 'ক্বাফ' মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুমু'আর খুতবায় এই সূরা পড়তেন। রাবী আরো বলেন, আমাদের ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একই রন্ধনশালা ছিল।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ

১৮৯৩। উমারা ইবনে রুআইবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বিশর ইবনে মারওয়ানকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে তার উভয় হাত উত্তোলন করতে দেখে বলেন, আল্লাহ এই হাত দুটিকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা ব্যতিত আর কিছু দেখিনি। রাবী তার তর্জনী দ্বারা ইশারা করলেন।

وحدثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

১৮৯৪। হুসাইন ইবনে আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুমুআর দিন বিশর ইবনে মারওয়ানকে তার দুই হাত উপরে তুলতে দেখলাম। উমারা ইবনে রুয়াইবা বলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায।

وحدثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ

১৮৯৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (সা) জুমুআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উপস্থিত হলে নবী (সা) তাকে বলেন ঃ হে অমুক! তুমি কি নামায পড়েছ? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ উঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়ো (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ حَمَّادٌ وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّكْعَتَيْنِ

১৮৯৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত।... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় দুই রাক্আত নামাযের উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ

১৮৯৭। আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআর দিন জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) নামায পড়েছ? সে বলে, না। তিনি বলেন ঃ ওঠো এবং দুই রাকআত নামায পড়ো। কুতায়বার বর্ণনায় আছে ঃ তিনি বলেন, তুমি দুই রাকআত নামায পড়ো।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ ارْكَعْ

১৮৯৮। আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআর দিন মিম্বারের উপর খুতবা দানরত অবস্থায়

এক ব্যক্তি মসজিদে এসে উপস্থিত হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি দুই রাকআত নামায পড়েছ? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ নামায পড়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১৮৯৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) খুতবা দিলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের কেউ জুমুআর দিন ইমাম খুতবা দিতে বের হওয়ার সময় উপস্থিত হলে সে যেন দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْهُمَا

১৯০০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআর দিন মিম্বারে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় সুলাইক আল-গাতাফানী মসজিদে এসে (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) নামায পড়ার আগেই বসে পড়লো। নবী (সা) তাকে বলেন ঃ তুমি কি দুই রাকআত নামায পড়েছ? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তুমি উঠে দুই রাকআত নামায পড়ো।

وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ

فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

১৯০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর দিন সুলাইক আল-গাতাফানী এসে উপস্থিত হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। সে বসে পড়লে তিনি তাকে বলেন ঃ হে সুলাইক! উঠে সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত নামায পড়ো।

وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا قَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا

১৯০২। হুমাইদ ইবনে হিলাল (র) বলেন, আবু রিফাআ (রা) বললেন, আমি যখন নবী (সা)-এর নিকট পৌঁছলাম, তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক আগন্তুক তার দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছে। সে জানে না তার দীন কি? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা বন্ধ করে আমার দিকে লক্ষ্য করে আমার নিকট এসে পৌঁছলেন। একটি চেয়ার আনা হলো, মনে হয় এর পায়াগুলো ছিল লোহার। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে বসে আল্লাহ তাঁকে যা শিখিয়েছেন তা আমাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন, অতঃপর এসে তাঁর অবশিষ্ট খুতবা শেষ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

জুমুআর নামাযের কিরাআত।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ

قَالَ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

১৯০৩। ইবনে আবু রাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-কে মারওয়ান মদীনার প্রশাসক নিয়োগ করে মক্কায় চলে যান। আবু হুরায়রা (রা) আমাদেরকে নিয়ে জুমুআর নামায পড়েন। তিনি সূরা জুমুআর পর দ্বিতীয় রাক্‌আতে 'ইযা জাআকাল মুনাফিকূন' সূরা পড়েন। (নামায শেষে) আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)ক জুমুআর দিন এই সূরা দুইটি পাঠ করতে শুনেছি।

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ حَاتِمٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ

১৯০৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান আবু হুরায়রা (রা)-কে প্রশাসক নিয়োগ করলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে অধস্তন রাবী হাতিম (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ তিনি প্রথম রাকআতে সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইযা জাআকাল মুনাফিকুন পাঠ করেন। আবদুল আযীয (র)-এর রিওয়ায়াত সুলায়মান ইবনে বিলাল (র)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ

بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاَتَيْنِ

১৯০৫। নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দুই ঈদের নামাযে ও জুমুআর নামাযে সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা ও হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। রাবী বলেন, ঈদ ও জুমুআ একই দিন হলেও তিনি উভয় নামাযে ঐ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন।

وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

১৯০৬। কুতায়বা ইবনে সাঈদ... ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির (র) সনদসূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ أَيَّ شَيْءٍ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ

১৯০৭। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাহ্হাক ইবনে কায়েস (রা) নুমান ইবনে বশীর (রা)-কে জিজ্ঞেস করে চিঠি লিখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআর দিন সূরা জুমুআ ব্যতীত আর কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি হাল আতাকা সূরা পাঠ করতেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ

১৯০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) জুমুআর দিন ফজরের নামাযে আলিফ লাম মীম তানযীলুস সিজদা ও হাল আতা আলাল ইনসানি হীনুম্ মিনাদ্দাহ্‌র সূরাদ্বয় পাঠ করতেন।

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

১৯০৯। ইবনে নুমাইর (র)... সুফিয়ান (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَوَّلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ فِي الصَّلَاتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا كَمَا قَالَ سُفْيَانُ

১৯১০। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার (র)... মুখাওয়াল (র) থেকে এই সনদসূত্রে ঈদ ও জুমুআর নামাযের সূরা সম্পর্কে সুফিয়ান (র)-এর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى

১৯১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) জুমুআর দিন ফজরের নামাযে– 'আলিফ লাম মীম তানযীল ও হাল আতা' সূরাদ্বয় পাঠ করতেন।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالم تَنْزِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا

১৯১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) জুমুআর দিন ফজরের নামাযে প্রথম রাক্আতে 'আলিফ-লাম-মীম তানযীল' এবং দ্বিতীয় রাকআতে 'হাল আতা আলাল ইনসানি হীনুম মিনাদ্দাহ্রি লাম ইয়াকুন শাইয়াম মাযকূরা' সূরাদ্বয় পাঠ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

জুমুআর নামাযের পরের সুন্নাত নামায।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا

১৯১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন জুমুআর নামায পড়ে, তখন সে যেন তার পরে চার রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়ে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا «زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل» فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت

১৯১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা জুমুআর নামাযের পর আরও নামায পড়লে চার রাকআত (সুন্নাত) পড়ো। আমর (র) তার রিওয়ায়াতে আরো বলেন, ইবনে ইদরীস বলেছেন যে, সুহাইল (র) বলেন, তোমার তাড়াহুড়া থাকলে মসজিদে দুই রাকআত এবং (বাড়িতে) ফিরে গিয়ে দুই রাকআত পড়ো।

وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير ح وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا «وليس في حديث جرير منكم»

১৯১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুমুআর নামাযের পর নামায পড়তে চাইলে সে যেন চার রাক্আত পড়ে। জারীর (র)-এর রিওয়ায়াতে 'তোমাদের মধ্যে' কথাটুকু উক্ত হয়নি।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ

১৯১৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জুমুআর নামায পড়ে ফিরে এসে নিজ বাড়িতে দুই রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়তেন। তিনি পুনরায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাই করতেন।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ قَالَ يَحْيَى أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ

১৯১৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নফল নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি জুমুআর নামাযের পর ফিরে না আসা পর্যন্ত নামায পড়তেন না, অতঃপর নিজ বাড়িতে দুই রাকআত নামায পড়তেন। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, মনে হয় আমি পড়েছি, তিনি নামায পড়তেন অথবা অবশ্যই (নামায পড়তেন)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

১৯১৮। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সা) জুমুআর নামাযের পর দুই রাক্আত নামায পড়তেন।

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع ابن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج

১৯১৯। উমার ইবনে আতা ইবনে আবুল খুওয়ার (র) থেকে বর্ণিত। নাফে ইবনে জুবাইর (র) তাকে নিমর-এর ভাগ্নে সাইবের নিকট একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পাঠান যা মুআবিয়া (রা) তার নামাযের ব্যাপারে লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেন, হাঁ, আমি মাকসূরায় দাঁড়িয়ে তার সাথে জুমুআর নামায পড়লাম। ইমামের সালাম ফিরানোর পর আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে (সুন্নাত) নামায পড়লাম। তিনি প্রবেশ করে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, তুমি যা করেছো তার পুনরাবৃত্তি করো না। তুমি জুমুআর নামায পড়ার পর কথা না বলা পর্যন্ত অথবা বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কোনরূপ নামায পড়ো না। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা কথা না বলা অথবা বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত যেন নামায না পড়ি।

وحدثني هرون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الامام

১৯২০। উমার ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। নাফে ইবনে জুবাইর (র) তাকে নিমর-এর ভাগ্নে সাইব ইবনে ইয়াযীদের নিকট পাঠান।... হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। তবে এই সূত্রে আছে ঃ তিনি সালাম ফিরালে আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলাম। এই সূত্রে 'ইমাম' শব্দটি উক্ত হয়নি।

নবম অধ্যায়
ঈদের নামায

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ صَلاَةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ قَالَ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لاَ يَدْرِي حِينَئِذٍ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ

১৯২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এবং আবু বকর, উমার ও উসমানের (রা) সাথে ঈদুল ফিতরের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা সবাই খুতবার আগে নামায আদায় করেছেন এবং পরে খুতবা পাঠ করেছেন। তিনি বলেন, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মিম্বার থেকে) অবতরণ করলেন। যখন তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে লোকদের বসিয়ে দিচ্ছিলেন, তা যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি লোকদের ফাঁক করে সামনে অগ্রসর হয়ে মহিলাদের নিকট আসলেন। এ সময় তাঁর সাথে বিলাল (রা) ছিলেন। এরপর তিনি এ আয়াতটুকু পাঠ করলেন ঃ

"হে নবী! যখন ঈমানদার মহিলারা আপনার নিকট এ কথার উপর বাইয়াত করার উদ্দেশ্যে আগমন করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করবেনা।"

এ আয়াত পাঠ সমাপ্ত করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ তোমরা কি এ কথার উপর অটল আছ? তখন মাত্র একজন মহিলাই উত্তর

করল হাঁ! হে আল্লাহর নবী! সে ব্যতীত তাদের মধ্য থেকে আর কেউ প্রতি উত্তর করেনি। অবশ্য মহিলাটি কে তখন তা জানা যায়নি। রাবী বলেন, এরপর তারা দান-সাদকা করতে লাগল আর বিলাল (রা) তাঁর কাপড় বিছিয়ে দিলেন অতঃপর বললেন, তোমাদের প্রতি আমার মা-বাপ কুরবান হোক! এগিয়ে আস। তখন মহিলারা তাদের ছোট-বড় স্বর্ণের আংটিসমূহ বিলালের কাপড়ের উপর ফেলতে লাগল।

টীকা ঃ হানাফী মাযহাব মতে, ঈদের নামায ওয়াজিব। ইমাম শাফেঈর (র) মতে, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, ঈদের নামায খুতবার পূর্বেই আদায় করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করা জায়েয নয়। কেবল মুয়াবিয়া (রা) ও মারওয়ানের সময় বিশেষ কারণে খুতবার পরে পড়া হয়েছিল। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বা নেতার উচিৎ মহিলাদেরকেও প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়া ও ইসলামের আহকাম শিক্ষা দেয়া। যাতে পর্দার অন্তরালে থেকে তারাও ইসলামের বিধিবিধান শিখতে পারে।

এছাড়া ইসলামের প্রথম যুগে মহিলাদের নামাযের জামাতে ও ঈদের মাঠে হাযির হওয়ার অনুমতি ছিল। বর্তমান যুগেও যদি মহিলাদের পর্দার ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকে তবে নামাযের জামাতে ও ঈদের নামাযে শরীক হওয়া জায়েয আছে। তবে যেহেতু এ যুগে তেমন কোন ব্যবস্থা নেই এবং বিভিন্ন ফিৎনার আশঙ্কা রয়েছে। তাই জমহুর উলামার মতে, এ যুগে মহিলাদের পুরুষের জামাতে হাযির না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মহিলাদের দান সাদকা স্বামীর অনুমতি ছাড়া নিজ মাল থেকে সম্পূর্ণ জায়েয্। স্বামীর মাল থেকে তার অনুমতি ছাড়া জায়েয নয়। তবে যদি স্বামীর তরফ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হয় অথবা যদি স্বামী নারাজ না হয় তবে তাতে কোন বাধা নেই।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ. وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح

১৯২২। আইউব বলেন, আমি আতা' (রা) থেকে শুনেছি, আতা' (রা) বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে (রা) বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ঈদের নামায খুতবার পূর্বেই আদায় করেছেন। নামাযের পর তিনি খুতবা পাঠ করেছেন। তিনি ভাবলেন, মহিলাদের পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতার আওয়াজ পৌঁছায়নি। তাই তিনি মহিলাদের কাছে এসে তাদেরকে বুঝালেন ও উপদেশ দিলেন এবং তাদেরকে দান সাদকার জন্যে আদেশ করলেন। বিলাল (রা) তাঁর কাপড় বিছিয়ে রেখেছিলেন। মহিলাগণ নিজ নিজ আংটি, বালা ও অন্যান্য জিনিস এতে ঢেলে দিতে লাগল।

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

১৯২৩। ইয়াকুব দাওরাকী ও ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম উভয়ে আইউব থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا إِسْحٰقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ وَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلٰكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ قَالَ إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذٰلِكَ

১৯২৪। আতা (রা) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন দাঁড়ালেন, অতঃপর নামায পড়লেন। তিনি খুতবা পাঠের আগে প্রথমে নামায আদায় করেছেন– পরে জনতার উদ্দেশ্যে খুতবা দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা শেষ করে (মিম্বার থেকে) নেমে মহিলাদের কাছে এসে তাদেরকে উপদেশ দিলেন। এ সময় তিনি বিলালের হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বিলাল তাঁর কাপড় প্রসারিত করে রেখে ছিলেন। মহিলারা এতে দান বস্তু ফেলছিল। আমি (ইবনে জুরাইজ) আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাকি ঈদুল ফিতরের যাকাত (সাদকায়ে ফিতর)? আতা বললেন, না, বরং তা সাধারণ সাদকাই ছিল। মহিলারা তাদের মূল্যবান আংটি (দানপাত্রে) ফেলছিল এবং সম্ভব সবকিছু বিলিয়ে দিচ্ছিল। আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম বর্তমানে কি ইমামের জন্য খুতবা সমাপ্ত করার পর মহিলাদের কাছে এসে তাদেরকে উপদেশ শুনানো বিধিসম্মত? আতা বললেন, হাঁ! আমার জীবনের শপথ! এটা ইমামদের উপর অবশ্যকর্তব্য। তারা এ কাজ না করার কি

কারণ থাকতে পারে?

টীকা ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহিলাদের পর্দার সুব্যবস্থা থাকলে এবং কোন ফিৎনার সম্ভাবনা না থাকলে আজকের যুগেও মহিলাদেরকে ওয়ায নসীহত শুনানো যেতে পারে এবং ইমামের উপর তা কর্তব্য।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى
بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ
فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ
سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ قَالَ
فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ

১৯২৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবার আগে প্রথমে নামায আদায় করলেন– আযান একামত ছাড়া। অতঃপর তিনি বিলালের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন এবং খোদাভীতি অর্জন করার আদেশ করলেন ও তাঁর আনুগত্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। তিনি সমবেত জনতাকে উপদেশ দিয়ে বুঝালেন। অতঃপর সামনে এগিয়ে মহিলাদের নিকট আসলেন এবং তাদেরকেও উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন, তোমরা দান-সাদকা কর। কেননা তোমাদের বেশীর ভাগ মহিলাই দোযখের জ্বালানী হবে। (একথা শুনে) মহিলাদের মধ্য থেকে কাল বিকৃত গণ্ডবিশিষ্ট একটি মেয়েলোক দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন হে আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কেননা, তোমরা বেশী অযুহাত ও বাহানা পেশ করে থাক এবং স্বামীর অবাধ্যাচরণ করে থাক। রাবী বলেন, এরপর মহিলাগণ তাদের অলংকারাদি দান করতে শুরু করল। তারা তাদের কানের ঝুমকা, রিং এবং আংটিসমূহ বিলালের কাপড়ে ফেলতে লাগল।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى
ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا أَذَانَ

"صَلاَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْاِمَامُ وَلاَ بَعْدَ مَايَخْرُجُ وَلاَ إِقَامَةَ وَلاَ نِدَاءَ وَلاَ شَيْءَ لاَنِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ إِقَامَةَ

১৯২৬। ইবনে আব্বাস ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, (রাসূলুল্লাহর সময়) ঈদুল ফিতরের দিন এবং ঈদুল আয্হার দিন (ঈদের জন্য) আযান দেয়া হতোনা। ইবনে জুরাইজ বলেন, কিছু সময় পর আমি 'আতাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বলেন, আমাকে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) জানিয়েছেন, ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযের জন্য আযানও নেই ইকামতও নেই। কোন ডাক বা কোন প্রকার ধ্বনিও নেই। ঐদিন ঈদের জন্য কোন আযান ইকামতের নিয়ম নেই। ইমাম (নামাযের উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার সময়ও না আর বের হওয়ার পরেও না।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَابُويِعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلاَ تُؤَذِّنْ لَهَا قَالَ فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَهُ وَأَرْسَلَ اِلَيْهِ مَعَ ذٰلِكَ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَإِنَّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

১৯২৭। ইবনে জুরাইজ বলেন, 'আতা আমাকে জানিয়েছেন যে, ইবনে যুবাইরের নিকট প্রথম লোকেরা কখন বাইয়াত হচ্ছিল– ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর কাছে এ সংবাদ পাঠালেন যে, ঈ'দুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযের জন্য আযান দেয়া হতোনা। অতএব তুমি ঈদের নামাযের জন্য আযানের প্রচলন করবেনা। রাবী বলেন, ইবনে যুবাইর (রা) তাঁর সময় আযানের প্রচলন করেননি। ইবনে আব্বাস (রা) এ কথাটুকুও ইবনে যুবাইরের নিকট বলে পাঠান যে, খুতবা নামাযের পরে হবে, আর এ নিয়ম পালিত হয়ে আসছে। রাবী বলেন, অতএব ইবনে যুবাইর (রা) খুতবার পূর্বে ঈদের নামায সমাপন করেছেন।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

১৯২৮। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একবার দু'বার নয়, অনেকবার দুই ঈদের নামায আযান ইকামত ব্যতীত আদায় করেছি।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

১৯২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমার (রা) ঈদের নামায খুতবার আগে আদায় করতেন।

حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيرُ ابْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ أَيْنَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ قُلْتُ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ « ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ »

১৯৩০। আবু সাঈ'দ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আয্হা ও ঈদুল ফিতরের দিন বের হতেন এবং প্রথমে নামায পড়তেন। যখন

নামায সম্পন্ন করে সালাম ফিরাতেন, দাঁড়িয়ে লোকদের দিকে মুখ ফিরাতেন। তারা নিজ নিজ নামাযের স্থানে বসে থাকত। তারপর যদি কোথাও সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন হতো, তবে তা লোকদের নিকট ব্যক্ত করতেন। অথবা যদি অন্য কোন প্রয়োজন হতো তবে সে সম্পর্কে তাদেরকে নির্দেশ দিতেন। এবং তিনি বলতেন, তোমরা সদকা কর, সদকা কর, সদকা কর। দানে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিল মহিলাগণ। অতঃপর তিনি ঘরে ফিরতেন। পরবর্তীকালে মারওয়ান যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল, তখন একবার আমি তার হাত ধরে চল্‌তে চল্‌তে ঈদগাহে এসে উপনীত হলাম। এসে দেখি, কাসীর ইবনে সাল্‌ত্‌ শক্ত মাটি ও ইট দিয়ে একটা মিম্বার তৈরী করে রেখেছে। মারওয়ান আমার থেকে এমনভাবে তার হাত টেনে ছুটাচ্ছিল; যেন আমাকে মিম্বারের দিকে টানা হেঁচড়া করছে আর আমি তাকে নামাযের দিকে টানা হেঁচড়া করছি। যখন আমি তার এ মনোভাব দেখলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম, প্রথমে নামায পড়ার নিয়ম কি হল? মারওয়ান বলল, না হে আবু সাঈদ! তুমি যে নিয়ম সম্পর্কে অবহিত তা রহিত হয়ে গেছে। আমি বললাম, কখনও না! সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমি যে নিয়ম সম্পর্কে অবহিত এর চেয়ে উত্তম কিছু তোমরা কখনও করতে পারবেনা। একথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। এরপর তিনি চলে আসলেন।

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا
«تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ
وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ

১৯৩১। উম্মু 'আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন, আমরা যেন পরিণত বয়স্কা মেয়েদেরকে ও পর্দানশীন মেয়েলোকদেরকে ঈদের নামাযে বের করে দেই। এবং তিনি ঋতুবতী নারীদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন মুসলমানদের জায়নামায থেকে কিছুটা দূরে থাকে।

টীকা ঃ এ হাদীসে প্রাপ্তবয়স্কা ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশিষ্ট সাহাবী আবু বাক্‌র, আলী, ইবনে উমার (রা) মহিলাদের ঈদের জামায়াতে হাজির হওয়া জায়েয বলেছেন। উরওয়া, কাসেম, ইয়াহইয়া (রা) ইমাম মালিক ও আবু ইউসূফ (রা) নাজায়েয ঘোষণা করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রা) কখনও জায়েয কখনও নাজায়েয বলেছেন।

পরবর্তী অধিকাংশ আলেমদের মতে, আধুনিক যুগে মহিলাদের প্রকাশ্যে পুরুষদের এ ধরনের জামাতে হাযির হওয়া উচিৎ নয়। কেননা বর্তমানে ফিৎনার সম্ভাবনা খুবই বেশী। ইসলামের প্রথম যুগে যেহেতু ফিৎনার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল তাই তখন অনুমতি ছিল। তবে আজকের যুগেও যদি মহিলাদের জন্য এমন আলাদা ব্যবস্থা থাকে যাতে তাদের পর্দা ক্ষুণ্ন না হয় তাহলে অবশ্যই তা জায়েয।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَةُ وَالْبِكْرُ قَالَتِ الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ

১৯৩২। উম্মু আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে (রাসূলুল্লাহর সময়) ঈদের মাঠে বের হওয়ার আদেশ করা হতো এমনকি গৃহবাসিনী পর্দানশীন মহিলাও প্রাপ্তবয়স্কা কুমারীকেও অনুমতি দেয়া হতো। উম্মু 'আতিয়্যাহ বলেন, ঋতুবতী মহিলারাও বের হয়ে আস্ত এবং সবলোকের পিছনে থেকে লোকদের সাথে তকবীর পাঠ করত।

টীকা ঃ ঋতুবতী মহিলাদের সবার পেছনে থেকে শুধু তকবীর পাঠ করা জায়েয। নামায পড়া ও কুরআন পাঠ করা জায়েয নয়।

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

১৯৩৩। উম্মু 'আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন। আমরা যেন মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে বের করে দেন– পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহবাসিনী সবাইকে। তবে ঋতুবতী মহিলারা নামায থেকে বিরত থাকবে। বাকী পুণ্যের কাজে ও মুসলমানদের দু'আয় শরীক হবে। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কারো কারো চাদর বা অবগুণ্ঠন নেই। রাসূলুল্লাহ (রা) বললেন, তার অন্য বোন তাকে নিজ অবগুণ্ঠন পরিয়ে দিবে।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى

رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا . وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ح

১৯৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঈদুল আয্হা বা ঈদুল ফিতরের দিন বের হলেন এবং দু' রাকআত নামায আদায় করলেন। এর পূর্বে ও পরে কোন নামায পড়েননি। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকট আসলেন। এ সময় তাঁর সাথে বিলাল (রা) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে দান সদকা করার আদেশ করলেন। মহিলারা নিজ নিজ কানের রিং ও গলার হার বিলিয়ে দিতে লাগল।

টীকা ঃ ঈদের নামাযের পূর্বে ও পরে কোন সুন্নাত নামায নেই। ইমাম মালিক (র) বলেন, ঈদের নামাযের পূর্বে বা পরে অন্য কোন নামায পড়া মাকরূহ। ইমাম শাফেয়ীর (রা) মতে মাকরূহ নয়। ইমাম আওযাঈ ও ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নামায পড়া মাকরূহ কিন্তু পরে মাকরূহ নয়।

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

১৯৩৫। আবু বকর ইবনে নাফে' ও মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার উভয়ে গুনদার থেকে এবং তাঁরা উভয়ে শু'বা (রা) থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

১৯৩৬। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু ওয়াকিদ লাইসীকে (রা) জিজ্ঞেস করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও আয্হার নামাযে কি কিরাআত পাঠ করতেন? আবু ওয়াকিদ (রা) বল্লেন, তিনি এতে সূরা 'ক্বাফ-ওয়াল কুরআনিল মাজিদ' এবং 'ওয়াক্বতারাবাতিস্ সাআতু-ওয়ানশাক্কাল ক্বামারু' পাঠ করতেন।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ ضَمْرَةَ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ العِيدِ فَقُلْتُ بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَق
وَالقُرْآنِ الْمَجِيدِ

১৯৩৭। আবু ওয়াকিদ লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জিজ্ঞেস করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে কোন্ কিরাআত পড়েছেন? আমি উত্তরে বললাম, তিনি সূরা 'ইকতারাবাতিস্ সাআতু' এবং 'ক্বাফ-ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' পাঠ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ
يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ
قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

১৯৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমার নিকট আসলেন। এ সময় আমার কাছে আনসার সম্প্রদায়ের দু'টি মেয়ে গান (কাওয়ালী) গাচ্ছিল। আনসারগণ বু'আস যুদ্ধের সময় এ গানটি গেয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন, তারা অবশ্য (পেশাগত) গায়িকা ছিলনা। আবু বকর (রা) বললেন, একি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে শয়তানের বাদ্য? আর এটা ছিল ঈদের দিনের ঘটনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির জন্য উৎসবের ব্যবস্থা আছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের উৎসবের দিন।

টীকা ঃ গান সম্পর্কে উলামাদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এক শ্রেণীর মতে মুবাহ বা জায়েয। তারা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ করছেন। আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীদের মতে গান হারাম। ইমাম শাফেঈ' ও মালিকের (র) মতে মাকরূহ। প্রকৃত কথা হচ্ছে, গান বিভিন্ন রকম আছে। অশ্লীল ও যৌন আবেদনমূলক গান এবং শিরক ও ইসলাম বিরোধী গান সবার নিকট হারাম ও নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের গুণগানমূলক নাত ও গজল সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। এছাড়া কারও প্রশংসা, বীরত্ব ও যুদ্ধের গান জায়েয। তবে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সাধারণভাবে জায়েয নয়।

উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) যে গানের অনুমতি প্রদান করেছেন তা ছিল ঐসব বীরত্বগাঁথা যা আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় বীরত্ব প্রকাশের জন্য গেয়েছিল।

وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الاسناد وفيه جاريتان تلعبان بدف

১৯৩৯। আবু মুয়াবিয়া হিশামের সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে– দুটি বালিকা দফ্ বাজিয়ে খেলা করছিল।

حدثني هرون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فانها أيام عيد وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن

১৯৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বকর সিদ্দীক (রা) আইয়্যামে তাশরীকের দিনে আয়েশার (রা) নিকট গিয়ে দেখেন তাঁর কাছে দু'টি বালিকা গান করছে এবং দফ বাজাচ্ছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর দিয়ে মাথা ঢাকা অবস্থায় ছিলেন। আবু বকর (রা) এটা দেখে বালিকাদ্বয়কে খুব শাসালেন বা ধমক দিলেন। তখন রাসূলুল্লহ (সা) চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, হে আবু বকর এদেরকে ছেড়ে দাও। এ দিনগুলো হল ঈদের দিন! আয়েশা (রা) আরও বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। তিনি আমাকে তাঁর চাদর দ্বারা ঢেকে দিচ্ছেন, যখন আমি আবিসিনিয়ার যুবকদের ক্রীড়ানৈপুণ্যের দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। তখন আমি সবেমাত্র বালিকা। অতএব তোমরা অল্পবয়স্কা বালিকাদের সখের মূল্যায়ন কর। অল্পবয়স্কা বালিকারা অনেক্ষণ আমোদ-ফুর্তিতে মেতে থাকে।

টীকা ঃ (ক) আয়েশা (রা) যুবকদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে বরং তাদের নৈপুণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন।

(খ) এটা নিছক ক্রীড়া ও খেল-তামাসা ছিলনা। বরং যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনার একটা দৃশ্য ছিল মাত্র।

(গ) পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে এ ব্যাপারটি ঘটেছিল।

(ঘ) আয়েশা (রা) নাবালেগ ও অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন। তাই তাঁর জন্য এটা জায়েয ছিল। তাছাড়া ছোট বালক-

বালিকাদের নির্মল খেলাধুলা ও আমোদ স্ফূর্তিতে কোন দোষ নেই। এদের জন্য এমন অনেক কিছুই জায়েয যা বড়দের জন্য জায়েয নয়।

وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو

১৯৪১। উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি আমার হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন আর কৃষ্ণাঙ্গ যুবকেরা তাদের বর্শা বল্লম দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নববীতে তাদের যুদ্ধের কলাকৌশল দেখাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তাঁর চাদর দ্বারা আড়াল করে দিচ্ছেন যাতে আমি তাদের খেলা দেখতে পারি। অতঃপর তিনি আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকলেন, যতক্ষণ আমি নিজে ফিরে না এসেছি। অতএব অল্পবয়স্কা বালিকাদের খেল-তামাসার প্রতি যে লোভ রয়েছে তার মূল্যায়ন কর (তার সখ পূর্ণ কর)।

حدثني هرون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهرون قالا حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم

وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي

১৯৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে দেখেন, আমার কাছে দুটি বালিকা জাহেলিয়াত যুগে সংঘটিত বু'আস যুদ্ধের গান গাইছে। তিনি বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। এমন সময় আবু বকর (রা) প্রবেশ করলেন। তিনি (এ দৃশ্য দেখে) আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে শয়তানের বাদ্য চলছে? (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে ফিরে বললেন, হে আবু বকর! এদেরকে ছেড়ে দাও। এরপর তিনি যখন অন্যমনস্ক হলেন, আমি বালিকাদ্বয়কে আস্তে খোচা দিলাম। তারা বের হয়ে চলে গেল। এটা ঈদের দিনের ঘটনা। কৃষ্ণাঙ্গ যুবকেরা ঢাল-বল্লম দ্বারা রণকৌশল প্রদর্শন করছিল। তখন হয়তো আমি রাসূলুল্লাহর কাছে আবেদন করেছি না হয় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন তুমি কি তা দেখতে আগ্রহী? আমি বললাম– জী হ্যাঁ! তিনি আমাকে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে আমার গণ্ডদেশ তাঁর গণ্ডদেশের উপর সংলগ্ন হল। এরপর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বল্লেন, হে বনি আরফাদা! তোমরা তোমাদের খেলা চালিয়ে যাও। অনেকক্ষণ পর আমি যখন একটু বিরক্তিবোধ করলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হয়েছে তো? আমি বললাম, জী হাঁ! তিনি বললেন, তাহলে এবার যাও।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا

جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ

১৯৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিছু সংখ্যক আবিসিনীয় লোক মদীনায় পৌছে ঈদের দিন মসজিদে নব্বীতে (অস্ত্র নিয়ে) খেলা করছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর কাঁধের উপর মাথা রেখে তাদের খেলা দেখতে লাগলাম। অনেকক্ষণ এ দৃশ্য উপভোগ করে শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْمَسْجِدِ

১৯৪৪। ইবনে নুমায়ের ও মুহাম্মাদ ইবনে বিশর থেকে হিশামের এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁরা 'মসজিদে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَاللَّفْظُ لِعُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلَعَّابِينَ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ عَلَى الْبَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ عَطَاءٌ فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ قَالَ وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقٍ بَلْ حَبَشٌ

১৯৪৫। উবায়েদ ইবনে উমায়ের বলেন, আমাকে আয়েশা (রা) জানিয়েছেন, তিনি ক্রীড়া প্রদর্শনকারীদের বলে পাঠালেন যে, তিনি তাদেরকে দেখতে আগ্রহী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমি উভয়ে দরজার উপর দাঁড়ালাম। আমি তাঁর দু'কানের মঝে ও কাঁধ সংলগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলাম, আর তারা মসজিদে (হাতিয়ার নিয়ে) খেলছিল। 'আতা বলেন, তারা পারস্যের অথবা আবিসিনিয়ার অধিবাসী ছিল। ইবনে 'আতীক বলেছেন, বরং আবিসিনিয়ার অধিবাসী।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِرَابِهِمْ إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ

১৯৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আবিসিনীয় লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের সামনে যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে খেলাধুলা করছিলো। এমন সময় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সেখানে আসলেন। তিনি (এ দৃশ্য দেখে) প্রস্তরখণ্ড তুলে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এদেরকে খেল্‌তে দাও হে উমার!

দশম অধ্যায়
ইস্‌তিস্‌কার নামায

وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة

১৯৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আব্বাদ ইবনে তামীমকে বল্‌তে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ মাযেনীকে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের নির্ধারিত স্থানে চলে গেলেন এবং তথায় পৌছে ইস্‌তেস্‌কার নামায পড়লেন। যখন কেবলামুখী হলেন, তিনি তাঁর চাদরটা উল্টিয়ে নিলেন।

টীকা ঃ ইস্‌তিস্‌কা (বৃষ্টির দু'আ) সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত। তবে তজ্জন্য নামায পড়া সুন্নাত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফার মতে, এ নামায সুন্নাত নয়, বরং দু'আই যথেষ্ট। বিপুল সংখ্যক সাহাবী-তাবেঈ' এবং অধিকাংশ উলামার মতে, এ নামাযও সুন্নাত। আবু হানীফা (র) নিজ মতের সপক্ষে ঐসব হাদীস পেশ করেন, যেগুলোতে এ নামাযের কোন উল্লেখ নেই। যেমন উপরোক্ত হাদীস। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ঐসব হাদীসের ভিত্তিতে সুন্নাত প্রমাণ করেন যাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্‌তেস্‌কার জন্যে দুরাকাত নামায পড়েছেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان

ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين

১৯৪৮। আব্বাদ ইবনে তামীম (রা) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে ইস্‌তেস্‌কার দু'আ করলেন এবং কেবলামুখী হয়ে তাঁর চাদরটা উল্টিয়ে দিলেন। অতঃপর দু'রাকাত নামায আদায় করলেন।

وحدثنا يحيى

ابن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو

أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ

১৯৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আনসারী (রা) জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্‌তিস্‌কার উদ্দেশ্যে মাঠের দিকে বের হয়ে গেলেন। যখন তিনি দু'আ করার ইচ্ছা করলেন, কেবলামুখী হলেন এবং নিজের চাদর উল্টিয়ে দিলেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَجَعَلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللهَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

১৯৫০। আব্বাদ ইবনে তামীম মাযেনী থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ইস্তেস্‌কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি লোকদের দিকে পিঠ রেখে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে লাগলেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে তাঁর চাদরটা উল্টিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

১৯৫১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'আ করার সময় উভয় হাত উপরে উঠাতে দেখেছি। এতে তাঁর বগলের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হচ্ছিল।

وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ

১৯৫২। আনাস ইবনে মালিক (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্‌তিস্‌কার দু'আ করেছেন এবং দু'আর সময় তিনি উভয় হাতের পিঠ দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করেছেন।

حدثنا محمد

بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه

১৯৫৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন দু'আয় হাত উঠাতেন না। কেবল ইস্‌তিস্‌কায় হাত উঠাতেন। এমনকি এতে তাঁর বগলের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হতো। তবে আবদুল আ'লা তাঁর বর্ণনায় বলেছেন।

وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

১৯৫৪। কাতাদা থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালিক (রা) তাঁদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت

السَّماءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ فَلَا وَاللّٰهِ مَارَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا اللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِى فِى الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكٌ فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ لَا أَدْرِى

১৯৫৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুম'আর দিন মসজিদে নব্বীতে দারুল কাযার দিকে স্থাপিত দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহর (রা) দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অনাবৃষ্টির ফলে) মালসম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাদেরকে মেঘদান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে মেঘ দিন। (আমাদের ফরিয়াদ শুনুন! আমাদের ফরিয়াদ শুনুন)!"

আনাস (রা) বলেন, খোদার কসম! এ সময় আসমানে কোন মেঘ বা মেঘের চিহ্নও ছিলনা। আর আমাদের ও সালা' পাহাড়ের মাঝে কোন ঘড়-বাড়ী কিছুই ছিলনা। (ক্ষণিকের মধ্যে) তাঁর পেছন থেকে ঢালের ন্যায় একখণ্ড মেঘ উদিত হল। একটু পর তা মাঝ আকাশে এলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং বৃষ্টি শুরু হল। রাবীদ্বয় বলেন, এরপর খোদার কসম, আমরা সপ্তাহকাল যাবৎ আর সূর্যের মুখ দেখিনি। অতঃপর পরবর্তী জুমুআয় আবার একব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাল সম্পদ সব বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের অবস্থা পাল্টে দাও আমাদের উপর এ অবস্থা চাপিয়ে দিওনা। হে আল্লাহ! পাহাড়ী এলাকায়, মালভূমিতে মাঠের অভ্যন্তরে ও গাছপালা গজানোস্থলে তা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" এরপর বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেল। আমরা বের হয়ে সূর্য কিরণে হাঁটাচলা করতে লাগলাম। শরীক বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করলাম এ ব্যক্তি কি প্রথম ব্যক্তি? আনাস বল্লেন, আমার জানা নেই।

وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني إسحق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يارسول الله هلك المال وجاع العيال وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما يشير بيده الى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود

১৯৫৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হল। ঐ সময় একদিন জুম'আর দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে লোকদের সামনে জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনসম্পদ বরবাদ হয়ে গেল, সন্তান সন্ততি ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ছে। অবশিষ্ট হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনায় আরো আছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা-আলাইনা" রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) হাত দিয়ে যেদিকেই ইশারা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেদিক ফর্সা হয়ে গেছে। এমনকি আমি মদীনাকে আয়নার ন্যায় পরিষ্কার দেখতে পেলাম। এদিকে 'কানাত' নামক প্রান্তরে একমাস যাবত পানির ধারা বয়ে গেল। যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ এসেছে সে-ই অতি বৃষ্টির সংবাদ দিয়েছে।

وحدثني عبد الأعلى ابن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا حدثنا معتمر حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام اليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة

فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوَالَيْهَا وَمَا تُمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ

১৯৫৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম'আর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় কিছু লোক দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর নবী; বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেছে। গাছপালা লোহিত বর্ণ ধারণ করেছে। পশুরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এরপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় আব্দুল আ'লা থেকে বর্ণিত হয়েছে 'মেঘ মদীনা থেকে সরে গেছে।' এরপর মদীনার চতুষ্পার্শ্বে বৃষ্টিপাত হতে লাগল, মদীনায় একবিন্দু বৃষ্টিও বর্ষিত হচ্ছে না। আমি মদীনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তা যেন পট্টির ন্যায় চতুর্দিক পরিবেষ্টিত বা মুকুটের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ

১৯৫৮। এ সূত্রেও আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে একথাও আছে যে, আল্লাহ তায়ালা মেঘরাশিকে পুঞ্জীভূত করে দিয়েছেন আর তা আমাদেরকে প্লাবিত করে দিয়েছে। এমনকি দেখলাম বেশ শক্তিশালী ব্যক্তিও তার বাড়িতে ফিরে আসতে চিন্তায় পড়ে গেল।

وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَزَادَ فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَأَنَّهُ الْمُلَاءُ حِينَ تُطْوَى

১৯৫৯। উসামা জানিয়েছেন, হাফস্ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আনাস ইবনে মালিক তাকে শুনিয়েছেন যে তিনি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম'আর দিন মিম্বারে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর নিকট একজন বেদুঈন আসল... বাকী হাদীস পূর্ববৎ বর্ণনা করেন। তবে এ কথাটুকু বাড়িয়ে বলেছেন– আমি দেখলাম মেঘমালা ছড়িয়ে পড়ছে, যেন গোছানো চাদরকে প্রসারিত করা হয়েছে।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ

أَنَسٌ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى

১৯৬০। আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম এমন সময় বৃষ্টি নামল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাপড় খুলে দিলেন। ফলে এতে বৃষ্টির পানি পৌঁছল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ কেন করলেন? তিনি বললেন, কেননা এটা মহান আল্লাহর রহমতের প্রথম নিদর্শন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذٰلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذٰلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ رَحْمَةٌ

১৯৬১। 'আতা ইবনে আবু রিবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশাকে (রা) বল্তে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এরূপ ছিল যে, যখন কোন সময় দমকা হাওয়া ও ঘনঘটা দেখা দিত, তাঁর চেহারায় একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠত এবং তিনি আগে পিছে উদ্বিগ্ন চলাফেরা করতেন। এরপর যখন বৃষ্টি হতো খুশী হয়ে যেতেন, আর তাঁর থেকে এ অস্থিরতা দূর হয়ে যেতো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, আমার উম্মাতের উপর কোন আযাব এসে আপতিত হয় নাকি। তিনি বৃষ্টি দেখলে বলতেন, "তা রহমত"।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَافِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَافِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ

به قَالَتْ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذٰلِكَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يَاعَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا

১৯৬২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বাতাস প্রবল আকার ধারণ করত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দু'আ করতেন। "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এর কল্যাণকারিতা ও এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত আছে এবং যে কল্যাণের সাথে তা প্রেরিত হয়েছে তা প্রার্থনা করি এবং তোমার কাছে এর অকল্যাণ ও এর মধ্যে যে অকল্যাণ নিহিত আছে এবং যে অকল্যাণ নিয়ে এসেছে তা থেকে আশ্রয় চাই।" আয়েশা (রা) বলেন, যখন আসমানে মেঘ বিদ্যুত ছেয়ে যেত তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং তিনি ভিতরে বাইরে আগে পিছে ইতস্ততঃ চলাফেরা শুরু করে দিতেন। এরপর যখন স্বাভাবিক বৃষ্টি হতো তাঁর এ অবস্থা দূর হয়ে যেত। আয়েশা (রা) এ অবস্থা বুঝতে পেরে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতেন। তিনি বলতেন, হে আয়েশা! আমার আশঙ্কা হয় এরূপ হয় নাকি যেরূপ কওমে 'আদ বলেছিল। যেমন, কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে "যখন তারা এটাকে তাদের প্রান্তর অভিমুখে মেঘের আকারে এগিয়ে আসতে দেখল, তারা বলল, এ মেঘ আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষাবে (পক্ষান্তরে তা ছিল আসমানী গজব)।"

وحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَارَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ ذٰلِكَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَرَى النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ مَايُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا

১৯৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ পুরাপুরি হাসতে দেখিনি যাতে করে কণ্ঠনালী সংলগ্ন ক্ষুদ্র জিব্‌টা দেখা যায়। বরং তিনি মুচ্‌কী হাসি হাস্‌তেন। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি যখন, কালমেঘ বা দমকা হাওয়া দেখতেন, তাঁর চেহারায় অস্থির ভাব ফুটে উঠত। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দেখি লোকেরা মেঘ দেখে বেশ খুশী হয়ে যায় এ আশায় যে এতে বৃষ্টি হবে। আর আপনাকে দেখি, আপনি যখন মেঘ দেখেন, আপনার চেহারায় অসন্তোষের ভাব পরিলক্ষিত হয়। উত্তরে তিনি বলেন, হে 'আয়েশা! আমি এ কারণে নিরাপদ ও নিশ্চিন্তবোধ করিনা যে, হতে পারে এর মধ্যে কোন আযাব থাকতে পারে। এক সম্প্রদায়কে দমকা হাওয়ার সাহায্যে আযাব দেয়া হয়েছে। আরেক সম্প্রদায় আসমানী আযাব দেখে বলেছিল— এই যে মেঘ, তা আমাদের উপর বর্ষিত হবে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور

১৯৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে 'সাবা' বা পুবাল হাওয়ার সাহায্যে বিজয়ী করা হয়েছে অথচ 'আদ সম্প্রদায়কে 'দাবুর' বা পশ্চিমের হাওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي حدثنا عبدة يعني ابن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

১৯৬৫। এ সূত্রেও ইবনে আব্বাস (রা) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

সূর্য গ্রহণের বর্ণনা

وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ح

وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة قالت خسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا ياأمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت وفى رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله

১৯৬৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। নামাযের মধ্যে তিনি বেশ দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর রুকু করলেন এবং তা খুব দীর্ঘায়িত করলেন। অতঃপর মাথা উঠালেন এবং বেশ দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। এবং তা প্রথমবারের কিয়াম থেকে একটু কম। অতঃপর আবার রুকু করলেন এবং রুকু বেশ দীর্ঘায়িত করলেন, যা প্রথম রুকু থেকে কিছু কম। অতঃপর সিজদায়

গেলেন। সিজদা থেকে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় কিয়াম করলেন। যা প্রথমবারের কিয়াম অপেক্ষা কিছুটা কম ছিল। অতঃপর রুকুতে গেলেন এবং এতে দীর্ঘ সময় কাটালেন। অবশ্য তা প্রথম রুকু অপেক্ষা কম ছিল। অতঃপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন এবং দাঁড়িয়ে কিয়াম দীর্ঘায়িত করলেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা কম ছিল। অতঃপর আবার রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘ রুকু করলেন। যা প্রথম রুকু অপেক্ষা কম। অতঃপর সিজদা করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করলেন। এতক্ষণে সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি লোকদের সামনে খুতবা দিলেন। খুতবা প্রসঙ্গে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর দু'টি নিদর্শন। আর চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কারো জন্ম ও মৃত্যুর কারণে সংঘটিত হয়না। অতএব তোমরা যখন চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ দেখতে পাও, তখন তাকবীর পড় আর আল্লাহর কাছে দু'আ কর এবং নামায পড় ও সদকা কর। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! মনে রেখ, এমন কেউ নেই যে মহান আল্লাহ থেকে অধিক ঘৃণাপোষণকারী, যখন তার দাস বা দাসী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! খোদার কসম, যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা অবশ্যই অধিক পরিমাণে কান্নাকাটি করতে এবং খুব কম হাসতে। আমি কি আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি? মালিকের রিওয়ায়াতে এ বাক্যটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে–

أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ –

حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ

১৯৬৭। এ সূত্রে হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে হিশাম এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন ঃ "ছুম্মা ক্বালা আম্মা বা'দু ফাইন্নাশ্‌শামছা ওয়াল ক্বামারা আয়াতানি মিন আয়াতিল্লাহি"। এ কথাটুকুও বাড়িয়েছেন : "ছুম্মা রাফায়া ইয়াদাইহি ফা-ক্বালা আল্লাহুম্মা হাল বাল্লাগ্‌তু" অর্থাৎ অতঃপর তিনি উভয় হাত উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি?

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَسَفَتِ

الشَّمْسُ فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِىَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ «وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ ثُمَّ سَجَدَ» ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ وَقَالَ أَيْضًا فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ فِى مَقَامِى هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِى أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِى جَعَلْتُ أُقَدِّمُ «وَقَالَ الْمُرَادِىُّ أَتَقَدَّمُ» وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِى تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَىٍّ وَهُوَ الَّذِى سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِى الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

১৯৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে চলে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে তাকবীর উচ্চারণ করলেন। আর লোকজন তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ কিরআত পাঠ করলেন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকুতে গেলেন এবং লম্বা রুকু করলেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্– রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ" বল্‌লেন। এরপর দাঁড়িয়ে লম্বা কিরাআত পাঠ করলেন যা প্রথম কিরাআত অপেক্ষা ছোট ছিল। এরপর তাকবীর বলে রুকুতে গেলেন এবং লম্বা রুকু করলেন যা প্রথম রুকু অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ছিল। অতঃপর তিনি "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্– রাব্বানা ওয়া লাকালহাম্‌দু" বলে সিজদায়

গেলেন। আবু তাহেরের বর্ণনায় অবশ্য "ছুম্মা ছাজাদা" কথাটি উল্লেখ নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বিতীয় রাকাতেও অনুরূপ করলেন। এভাবে তিনি চারটা রুকু ও চারটা সিজ্‌দা করলেন। (দুই রাকআত নামায পড়লেন)। তিনি নামায শেষ করার আগেই সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। অতঃপর দাঁড়িয়ে লোক সমক্ষে খুতবা পাঠ করলেন। খুতবায় আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। অতঃপর বললেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়না। অতএব যখন তোমরা এ অবস্থা দেখতে পাও দ্রুত নামাযে ধাবিত হও। এরূপও বলেছেন ঃ "এবং নামায পড়তে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের থেকে এ অবস্থার দূরীভূত না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন, আমি আমার এস্থানে দাঁড়িয়ে তোমাদের নিকট ওয়াদাকৃত প্রতিটি বস্তু দেখতে পেলাম। এমনকি আমি নিজেকে যেন দেখতে পেলাম বেহেশতের একছড়া ফল নিতে যাচ্ছি যখন তোমরা আমাকে সামনে অগ্রসর হতে দেখেছ। (মুরাদী أَقَدَّمُ এর পরিবর্তে أَتَقَدَّمُ বলেছেন) আমি অবশ্যই জাহান্নামকে (এরূপ ভয়াবহ অবস্থায়) দেখলাম যে, এর একাংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে, যখন তোমরা আমাকে দেখলে আমি পিছনে সরে যাচ্ছি। আমি জাহান্নামে আমর ইবনে লুহাইকে দেখতে পেলাম। সেই সর্বপ্রথম প্রতিমার উদ্দেশ্যে পশু ছেড়েছিল। আবু তাহেরের হাদীস তাঁর এ কথা পর্যন্ত শেষ হয়েছে "ফাফ্‌যাউ লিস্‌সালাত"। তিনি পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি।

وحدثنا محمد بن مهران الرازى

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَبُو عَمْرٍو وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعُوا وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

১৯৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তিনি এক ব্যক্তিকে এ ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন ঃ "নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে"। (ঘোষণা শুনে) সবাই একত্রিত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) সামনে অগ্রসর হয়ে তাকবীর উচ্চারণ করলেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। দু'রাকাতে চারটা রুকু ও চারটা সিজদা করলেন।

وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه

سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

১৯৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামাযে কিরআত উচ্চস্বরে পাঠ করেছেন এবং দু'রাকাত নামাযে চারটি রুকু চারটি সিজদা করেছেন। যুহরী বলেন, আমাকে কাসির ইবনে আব্বাস, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) চারটি রুকু ও চারটি সিজদাসহ দু'রাকআত নামায আদায় করেছেন।

وحدثنا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ

১৯৭১। যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাসির ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) সূর্যগ্রহণের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে ঠিক ঐরূপ বর্ণনা করেছেন যেরূপ উরওয়া আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ «حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ» أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَانْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَـٰكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذْكُرُوا اللّٰهَ حَتَّى يَنْجَلِيَا

১৯৭২। 'আতা বলেন, আমি উবায়েদ ইবনে 'উমায়েরকে বল্‌তে শুনেছি। তিনি বলেন, আমাকে এমন ব্যক্তি হাদীস শুনিয়েছেন, যাঁকে আমি সত্যবাদী মনে করি, অর্থাৎ আয়েশা (রা)। তিনি জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় সূর্যগ্রহণ লাগলে তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। অতঃপর রুকু করেন। রুকুর পর আবার দাঁড়ালেন আবার রুকু করলেন। আবার দাঁড়ালেন। আবার রুকু করলেন এভাবে দু'রাকআত তিন রুকু ও চার সিজাদায় আদায় করলেন। নামায শেষ হতে হতে সূর্যও পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি রুকুতে যাওয়ার সময় "আল্লাহু আকবার" বলেছেন অতঃপর রুকু করেছেন। রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলেছেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন ঃ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে লাগেনা বরং এ দু'টো আল্লাহর নিদর্শন, যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে সতর্ক করেন। অতএব তোমরা যখন গ্রহণ লাগতে দেখ, আল্লাহর যিকিরে মশ্‌গুল হও যতক্ষণ তা আলোকিত হয়ে না যায়।

وحدثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

১৯৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সূর্য গ্রহণের সময়) ছয় রুকু ও চার সিজদা সহকারে দু'রাকআত নামায আদায় করেছেন।

وحدثنا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِذًا بِاللّٰهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتْ

الشَّمْسُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجْتُ فِى نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَى الْحُجَرِ فِى الْمَسْجِدِ فَأَتَى رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِى كَانَ يُصَلِّى فِيهِ فَقَامَ وَقَامَ
النَّاسُ وَرَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ
قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ ذٰلِكَ الرُّكُوعِ
ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنِّى قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَتْ
عَمْرَةُ فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَتَعَوَّذُ
مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

১৯৭৪। 'আমরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী মহিলা 'আয়েশাকে (রা) কিছু জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট আসল। এসে বলল, আল্লাহ আপনাকে কবর আযাব থেকে রেহাই দিন। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! মানুষকে কবরে কি আযাব দেয়া হবে? 'আমরার বর্ণনা অনুযায়ী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "নাউ'যুবিল্লাহ"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকালবেলা সওয়ারীতে আরোহণ করলেন, তখন সূর্যগ্রহণ লাগছিল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি কতিপয় মেয়েলোকদের সাথে নিয়ে হুজরাগুলোর পিছন দিয়ে বের হলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারী থেকে নেমে নিত্য যেখানে নামায পড়তেন সোজা সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং তথায় দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে লোকজন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। আয়েশা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) লম্বা কিয়াম করলেন। অতঃপর রুকু করলেন এবং রুকুও লম্বা করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে আবার বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যা পূর্বের কিয়াম অপেক্ষা কিছু কম। অতঃপর রুকুতে গেলেন এবং লম্বা রুকু করলেন, অবশ্য তা প্রথম রুকু অপেক্ষা কিছু কম। তারপর মাথা উত্তোলন করলেন। এতক্ষণে সূর্য একেবারে উজ্জ্বল হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমি দেখতে পেলাম তোমরা কবরেও দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। 'আমরা (রা) বলেন, আমি আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছি, এরপর থেকে আমি শুনতে পেতাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের আযাব থেকে ও কবর আযাব থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেতেন।

وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الاسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال

১৯৭৫। এ সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈ'দ থেকে সুলায়মান ইবনে বিলালের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذاك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ثم قال إنه عرض على كل شيء تولجونه فعرضت على الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فاذا خسفا فصلوا حتى تنجلي .

১৯৭৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় ভীষণ গরমের দিনে একবার সূর্যগ্রহণ লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। নামাযে কিয়াম এত দীর্ঘায়িত করলেন যে, লোকেরা পড়ে যেতে লাগল। অতঃপর রুকু করলেন এবং তাও খুব লম্বা করলেন। তারপর মাথা উঠালেন এবং অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবার রুকুতে গেলেন এবং লম্বা রুকু করলেন। তারপর মাথা উঠালেন এবং

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর দু'টি সিজদা করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় আমল করলেন। এতে চারটি রুকু ও চারটি সিজদা হল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমার সামনে সবকিছু উদ্ভাসিত হয়েছে যেখানে তোমরা গিয়ে উপনীত হবে। আমার সামনে বেহেশত তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি আমি যদি উহা থেকে একটা ফলের ছড়া নিতে চাইতাম তবে নিতে পারতাম। তিনি أَخَذْتُهُ বলেছেন, না হয় এরূপ বলেছেন ঃ "তানা ওয়ালতু মিনহা ক্বিতআন"। কিন্তু আমি তা থেকে হাত গুটিয়ে নিলাম। আমার সামনে জাহান্নামও তুলে ধরা হয়েছে। তাতে বনি ইসরাঈলের একটি মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাকে একটা বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, খানাপানি কিছু দেয়নি। আর ছেড়েও দেয়নি যে তা যমীনের পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করত। (এভাবে অনাহারে বিড়ালটি মারা গেল)। এছাড়া (দোযখে) আবু তুমামা 'আমর ইবনে মালিককেও দেখলাম সে তার নাড়ীভুঁড়ি টানাটানি করছে। আরবদের ধারণা ছিল যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যুর কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে। অথচ এ দু'টো আল্লাহর দু'টি নিদর্শন যা আল্লাহ তোমাদেরকে দেখান। অতএব যখন চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ লাগে, তোমরা নামায পড় যে পর্যন্ত তা পরিষ্কার না হয়ে যায়।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً وَلَمْ يَقُلْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

১৯৭৭। এ সূত্রে হিশাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কেবল ব্যতিক্রম এই যে, তিনি বলেন, আমি দোযখের মধ্যে হুমায়ের গোত্রের একটি দীর্ঘকায় কাল মেয়েলোককে দেখতে পেলাম। এতে তিনি বনি ইসরাঈলের কথা উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ «وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ» قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ بَدَأَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ

مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ
انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلاَّ
الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ تَأَخَّرَ وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ
خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا «وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ» ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى
قَامَ فِي مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ «وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
لِمَوْتِ بَشَرٍ» فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ
فِي صَلاَتِي هَذِهِ لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا
وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ
قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا
فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ وَذَلِكُمْ
حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا
لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَفْعَلَ فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ

১৯৭৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় অর্থাৎ যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় পুত্র ইবরাহীম ইনতিকাল করেন, সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। এতে লোকেরা বলতে লাগল ইবরাহীমের ইনতিকালের কারণে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গিয়ে উপস্থিত লোকদের নিয়ে ছয় রুকু ও চার সিজদায় নামায আদায় করলেন। সূচনাতে তাকবীর উচ্চারণ করলেন পরে কিরাআত পাঠ করলেন এবং কিরাআত বেশ লম্বা করলেন। অতঃপর রুকু করলেন। রুকুতে কিয়ামের সমপরিমাণ সময় অবস্থান করলেন। অতঃপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন এবং কিয়ামে প্রথম কিরাআত অপেক্ষা কিছু ছোট কিরাআত পাঠ করলেন। অতঃপর কিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকুতে কাটালেন। তারপর রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে কিরাআত পাঠ করলেন যা দ্বিতীয় কিরাআত

অপেক্ষা ছোট ছিল। অতঃপর রুকুতে গিয়ে কিয়ামের পরিমাণ সময় অতিবাহিত করলেন। এরপর রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সিজদায় গেলেন এবং দুটি সিজ্‌দা করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে আরও তিনটি রুকু করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে আরও তিনটি রুকু করলেন। শেষোক্ত তিন রুকু এরূপ ছিল যে, প্রত্যেক রুকু পূর্ববর্তী রুকু অপেক্ষা ছোট এবং পূর্ববর্তী রুকু পরবর্তী রুকু অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। আর প্রতিটি রুকুর সময় সিজদার সমপরিমাণ ছিল। অতঃপর তিনি একটু পিছনে সরে আসলেন আর তাঁর পিছনের সারিগুলোও পিছনে সরে গেল। শেষ পর্যন্ত আমরা পৌছে (মহিলাদের নিকটে) গেলাম। আবু বকর বলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি মহিলাদের নিকট পৌছে গেলেন। অতঃপর তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর সাথে সব লোক সামনে এগিয়ে গেল। অবশেষে তিনি তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে নামায শেষ করলেন। এদিকে সূর্য তার পূর্বাবস্থায় ফিরে এল। নামায শেষে তিনি উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে লোক সকল, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। আর এ দুটি কোন্ মানুষের মৃত্যুর কারণে গ্রাসপ্রাপ্ত হয়না। আবু বকরের বর্ণনায় "লিমাউতি বাশারিন" উল্লেখ আছে। অতএব, তোমরা যখন এরূপ কিছু ঘটতে দেখ তখন নামায পড় যে পর্যন্ত সূর্য স্পষ্ট হয়ে না যায়। তোমাদের কাছে যে সব বিষয় সম্পর্কে ওয়াদা করা হয়েছে। তার প্রতিটি আমি আমার এ নামাযের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। আমার কাছে দোযখ তুলে ধরা হয়েছে। আর এটা তখন যখন তোমরা আমাকে দেখেছ যে, আমি পিছনে সরে এসেছি এর লেলিহান শিখা আমাকে স্পর্শ করার ভয়ে। অবশেষে আমি দোযখের মধ্যে লাঠিওয়ালাকে (আমর ইবনে মালিক) দেখলাম সে দোযখের মধ্যে নিজের নাড়ীভুঁড়ি টানছে। এব্যক্তি নিজ লাঠি দ্বারা হজ্জযাত্রীদের মালপত্র চুরি করত। এরপর যদি ধরা পড়ে যেত তখন বলত আহ! আমার লাঠির সাথে লেগে গেছে। আর কেউ অসাবধান থাকলে তা নিয়ে যেত। এছাড়া দোযখের মধ্যে ঐ মহিলাকেও দেখতে পেলাম যে, একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল। এরপর এটাকে আহারও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে যমীনের পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারত। শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি ক্ষুধায় ছটফট করে মারা গেল। অতঃপর আমার সামনে বেহেশ্‌ত তুলে ধরা হয়েছে। আর এটা তখন দৃষ্ট হয়েছে, যখন তোমরা আমাকে দেখতে পেয়েছ যে, আমি সামনে এগিয়ে গেছি এবং নিজস্থানে দাঁড়িয়েছি। আমি আমার হাত প্রসারিত করলাম এবং এর ফল তুলে নেবার ইচ্ছা করলাম যাতে তোমরা তা দেখতে পাও। অতঃপর এরূপ না করাই স্থিরকৃত হল। যেসব বিষয় তোমাদের জানানো হয়েছিল তার প্রতিটি বিষয় আমি আমার এ নামাযে থাকাকালীন দেখতে পেয়েছি।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي

فَقُلْتُ مَاشَأْنُ النَّاسِ يُصَلُّونَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ قَالَتْ نَعَمْ فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيَامَ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِى الْغَشْىُ فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِى فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِى أَوْ عَلَى وَجْهِى مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا مِنْ شَىْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِى هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ «لَا أَدْرِى أَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ» فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ «لَا أَدْرِى أَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ» فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا ثَلَاثَ مِرَارٍ فَيُقَالُ لَهُ نَمْ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ فَنَمْ صَالِحًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ «لَا أَدْرِى أَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ» فَيَقُولُ لَا أَدْرِى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ

১৯৭৯। আস্‌মা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় একবার সূর্যগ্রহণ লাগে। তখন আমি 'আয়েশার (রা) নিকট গিয়ে দেখি তিনি নামায পড়ছেন। আমি বললাম কি ব্যাপার! লোকেরা নামায পড়ছে? 'আয়েশা (রা) মাথা নেড়ে আসমানের দিকে ইশারা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম এ কি (কিয়ামতের) নিদর্শন? তিনি বললেন, হাঁ। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত লম্বা কিয়াম করলেন যে, আমার মাথায় চক্কর এসে গেল। তখন আমি আমার পাশে রাখা পানির মশক নিয়ে আমার মাথায় অথবা চেহারায় পানি ঢালতে আরম্ভ করলাম। আস্‌মা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করার সাথে সাথে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। আল্লাহর হাম্‌দ ও না'ত আদায় করার পর তিনি বললেন, আম্মাবাদ, যেসব বস্তু আমি ইতিপূর্বে দেখিনি তা আমি আমার এস্থানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম। এমনকি বেহেশ্‌ত ও দোযখ দেখলাম। আর এ মুহূর্তে আমার নিকট অহী নাযিল করা হয়েছে যে, অচিরেই তোমরা কবরে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।

অথবা এরূপ বলেছেন, মসীহ্ দাজ্জালের ফিৎনার ন্যায় ফিৎনায় পতিত হবে। (ফাতিমা বলেন,) আমার জানা নেই আস্‌মা এর কোন্‌টা বলেছেন। এরপর তোমাদের প্রত্যেককে হাযির করে জিজ্ঞেস করা হবে "এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি জানা আছে?" এ সময় ঈমানদার ব্যক্তি অথবা বলেছেন বিশ্বাসী ব্যক্তি (আমার জানা নেই আস্‌মা এর কোন্‌টা বলেছেন) বলবে ইনি মুহাম্মাদ (সা), ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও হেদায়েতের বিষয়বস্তু নিয়ে এসেছেন। তাই আমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। তিনবার সে একথা উচ্চারণ করবে। তখন তাকে বলা হবে। ঘুমাও, আমরা জান্‌তাম তুমি তাঁর প্রতি ঈমান বজায় রেখেছ। ভালরূপে ঘুমাও। কিন্তু মুনাফিক অথবা সংশয়বাদী (আমার জানা নেই আস্‌মা এর কোন্‌টা বলেছেন।) বল্‌বে, আমি তো কিছু জানিনা। লোকদের কিছু বলাবলি করতে শুনেছি আমিও তা-ই বলেছি।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ وَإِذَا هِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ .

১৯৮০। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশার নিকট এসে দেখলাম লোকেরা নামাযে দাঁড়ানো এবং আয়েশাও (রা) নামায পড়ছেন। আমি বললাম, লোকদের কি অবস্থা? হাদীসটি হিশামের সূত্রে বর্ণিত ইবনে নুমাইরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ لَا تَقُلْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَلَكِنْ قُلْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ

১৯৮১। উরওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কাসাফাতিশ্‌ শামছু" বলবে না, বরং "খাসাফাতিশ্‌ শামছু" বল।

حدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ فَزِعَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا «قَالَتْ تَعْنِي يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ» فَأَخَذَ دِرْعًا حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ فَقَامَ لِلنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى لَمْ يَشْعُرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ مَا حَدَّثَ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ

১৯৮২। আস্‌মা বিন্‌তে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন অর্থাৎ যেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল, এরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হলেন যে, চাদর নিতে গিয়ে ভুলে (মহিলাদের) বড় চাদর উঠিয়ে নিলেন। পরে তাঁর চাদরই তাঁকে পৌছে দেয়া হল। অতঃপর তিনি লোকদের নিয়ে নামায শুরু করে দিলেন এবং বেশ লম্বা কিয়াম করলেন। যদি কোন লোক তাঁর কাছে আসত বুঝতে পারতনা যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করেছেন (রুকুর পর) দীর্ঘ কিয়ামের কারণে। যে পর্যন্ত কেউ প্রকাশ না করে দিত যে তিনি রুকু করেছেন।

وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ قِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَزَادَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي وَإِلَى الْأُخْرَى هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي

১৯৮৩। ইবনে জুরাইজ এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে আস্‌মা বলেছেন, "কিয়ামা ত্বায়িলা ইয়াকুমু ছুম্মা ইয়ারকাউ" অর্থাৎ দীর্ঘ সময় কিয়াম করে পরে রুকু করেছেন। আর এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন "আমি মহিলাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার চেয়ে বয়স্কা মহিলাও আছে আর আমার চেয়ে অধিক রুগ্না মহিলাও রয়েছে।"

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَزِعَ فَأَخْطَأَ بِدِرْعٍ حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ثُمَّ جِئْتُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ فَأَقُولُ هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي

فَأَقُومُ فَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ

১৯৮৪। আস্‌মা বিন্‌তে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় একবার সূর্যগ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘাবড়ে গেলেন। যে কারণে তিনি ভুল করে নিজের চাদর নিতে গিয়ে (মহিলাদের) বড় চাদর নিয়ে গেলেন। অবশ্য পরে তাঁর চাদর পৌঁছিয়ে দেয়া হল। আস্‌মা (রা) বলেন, আমি আমার প্রয়োজন সেরে আসলাম এবং এসে মসজিদে প্রবেশ করলাম। ঢুকে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখলাম দাঁড়িয়ে আছেন। আমিও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ কিয়াম করলেন, এমনকি আমি মনে মনে ভাবছিলাম বসে পড়ব কিনা? অতঃপর তাকিয়ে দেখলাম একটি দুর্বল মহিলা। তখন মনে মনে বললাম, এ মেয়েলোকটি তো আমার চেয়েও দুর্বল। অতএব দাঁড়িয়ে থাকলাম। দীর্ঘসময় পর তিনি রুকুতে গেলেন এবং রুকুও দীর্ঘ করলেন অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন। রুকু থেকে ওঠেও দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এমনকি কোন ব্যক্তি এসে দেখলে মনে করত তিনি রুকুই করেননি।

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَدْرَ نَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ

كَفَفْتَ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِ الْعَشِيرِ وَبِكُفْرِ الْاِحْسَانِ لَوْأَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَارَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

১৯৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় একবার সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাথে লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শুরু করে তিনি লম্বা কিয়াম করলেন প্রায় সূরা বাকারা পড়ার সমপরিমাণ সময়। অতঃপর রুকু করলেন লম্বা রুকু অতঃপর (রুকু থেকে) মাথা উঠালেন। তারপর আবার লম্বা কিয়াম করলেন যা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা কিছু ছোট। অতঃপর লম্বা রুকু করলেন যা প্রথম রুকু অপেক্ষা কিছু কম। অংতপর সিজদা করলেন। সিজদা থেকে উঠে আবার লম্বা কিয়াম করলেন যা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা কম। তারপর আবার লম্বা রুকু করলেন যা প্রথম রুকু অপেক্ষা কিছু কম। তারপর মাথা উঠায়ে দীর্ঘ সময় কিয়াম করলেন যা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা কম। অতঃপর আবার দীর্ঘ রুকু করলেন যা প্রথম রুকু অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। অতঃপর সিজ্‌দা করে নামায সমাপ্ত করলেন। এতক্ষণে সূর্য স্পষ্ট হয়ে গেল। এরপর তিনি বল্‌লেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর দু'টি নিদর্শন। এগুলো কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে গ্রাসপ্রাপ্ত হয়না। অতএব তোমরা যখন এরূপ কিছু দেখ, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর। সাথীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা আপনাকে দেখলাম, আপনি এ স্থানে দাঁড়িয়ে কোনকিছু হাত বাড়িয়ে নিতে যাচ্ছেন। আবার একটু পর দেখলাম হাত ফিরিয়ে নিলেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি বেহেশ্‌ত দেখতে পেলাম। অতএব বেহেশ্‌ত থেকে ফলের একটা ছড়া নিতে যাচ্ছিলাম। যদি তা নিয়ে নিতাম তবে তোমরা তা পৃথিবী কায়েম থাকা পর্যন্ত খেতে পারতে। আমি দোযখও দেখতে পেলাম এবং আজকের ন্যায় এমন ভয়াবহ দৃশ্য আর কখনও দেখিনি। আমি দোযখের অধিবাসীদের মধ্যে বেশীর ভাগ দেখলাম মহিলা। সাথীরা জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁদের অকৃতজ্ঞতার কারণে। তিনি বলেন, তারা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে এবং অনুগ্রহকে অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো সারাজীবনও উপকার কর, অতঃপর যদি কখনও তোমার থেকে কোন ত্রুটি দেখে তখন বলে ফেলে, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও কোন কল্যাণ দেখতে পাইনি।

وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ يَعْنِى ابْنَ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِى

هٰـذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَـكَعْكَعْتَ

১৯৮৬। যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) থেকে এ সূত্রে (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কেবল ব্যতিক্রম এই যে, তিনি বলেছেন ঃ "ছুম্মা রাআইনাকা তাকা'-কা'তা" অর্থাৎ অতঃপর আপনাকে দেখলাম হাত গুটিয়ে নিলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذٰلِكَ

১৯৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় আটটি রুকু ও চারটি সিজদা সহকারে নামায আদায় করেছেন। আলী (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا

১৯৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় নামায শুরু করে প্রথমে কিরাআত পাঠ করেছেন, তারপর রুকু করেছেন। আবার কিরাআত পড়েছেন, আবার রুকু করেছেন। আবার কিরাআত পাঠ করে আরার রুকু করেছেন। আবার কিরাআত পাঠ করে আবারো রুকু করেছেন। অতঃপর সিজদা করেছেন। দ্বিতীয় রাকআতও অনুরূপভাবে আদায় করেছেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ خَبَرِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فَرَكَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ

১৯৮৯। আবু সাল্‌মা ইবনে আবদুর রাহমান (রা) 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনে আসের (রা) বর্ণনা সম্পর্কে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় যখন সূর্যগ্রহণ লাগল, তখন ঘোষণা করা হল "নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে"। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রুকু ও এক সিজদা সহকারে এক রাকআত নামায আদায় করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে আবার দুই রুকু ও এক সিজদাসহ অপর রাকআত আদায় করলেন। অতঃপর সূর্য স্পষ্ট হয়ে গেল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি কখনও এর চেয়ে লম্বা রুকু ও লম্বা সিজদা আদায় করিনি।

وحدثنا يحيى

بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللّٰهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ

১৯৯০। আবু মাসউ'দ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর দুটি নিদর্শন। এগুলো দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের ভীতি প্রদর্শন করেন। আর এ দুটি কোন মানুষের মৃত্যুর জন্যে গ্রাসপ্রাপ্ত হয়না। অতএব তোমরা যখন এরূপ কিছু দেখতে পাও, তখন তোমরা নামায পড় এবং দু'আ করতে থাক যে পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের এ অবস্থা দূর না করেন।

وحدثنا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا

১৯৯১। আবু মাসউ'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ অবশ্যই কোন মানুষের মৃত্যুর কারণে সংঘটিত হয়না। বরং এগুলো আল্লাহর দুটো নিদর্শন। অতএব তোমরা যখন তা (গ্রাস) দেখ তখন উঠে গিয়ে নামায পড়।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح

وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَرْوَانُ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَوَكِيعٍ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ

১৯৯২। ইবনে নুমায়ের ওয়াকী এবং মারওয়ান সবাই এ সূত্রে ইসমাঈল থেকে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান ও ওয়াকীর হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ যেদিন ইবরাহীম (ইবনে মুহাম্মাদ সা.) ইনতিকাল করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন লোকেরা বলতে লাগল, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ লেগেছে।

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْعَلَاءِ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ يُخَوِّفُ عِبَادَهُ

১৯৯৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় একবার সূর্যগ্রহণ লাগল। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়ালেন। (রাবীর ধারণা) তিনি কিয়ামত হওয়ার আশংকা করছিলেন। অবশেষে তিনি মসজিদে এসে নামাযে দাঁড়ালেন এবং সবচেয়ে লম্বা কিয়াম, লম্বা রুকু, লম্বা সিজদা সহকারে নামায পড়তে লাগলেন। আমি কখনও কোন নামায রাসূলুল্লাহকে এত লম্বা করতে দেখিনি। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এসব নিদর্শনাবলী যা যা আল্লাহ জগতে পাঠান। কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা জীবনের কারণেই অবশ্যই তা হয়না। বরং আল্লাহ এগুলো পাঠিয়ে বান্দাহদের সতর্ক করেন। অতএব তোমরা যখন এমন কিছু দেখতে পাও, তখন তোমরা ভীত হয়ে আল্লাহর যিকির, দু'আ ও ইস্তেগফারে মশগুল হও। ইবনে 'আলার বর্ণনায় এরূপ বর্ণিত হয়েছে كَسَفَتْ এবং তিনি يُخَوِّفُ عِبَادَهُ বলেছেন।

وحدثني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ حَتَّى جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

১৯৯৪। আবদুর রাহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমি তীর নিক্ষেপ করছিলাম। এমন সময় সূর্যগ্রহণ লাগল। তখন আমি এগুলো ফেলে রেখে মনে মনে ভাবলাম, আজ সূর্যগ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নতুন কিছু প্রকাশ পায় কিনা তা অবশ্যই দেখব। আমি তাঁর কাছে পৌছে গেলাম। এসময় তিনি দুই হাত উঠিয়ে দু'আ করছিলেন এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ) ও তাহলীলে (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ) মশগুল ছিলেন। অবশেষে সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। এরপর তিনি দুটি সূরা পাঠ করলেন এবং দু'রাকাত নামায পড়লেন।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

১৯৯৫। আবদুর রাহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমি একবার মদীনায় তীর নিক্ষেপ করছিলাম। এমন সময় সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হল। তখন আমি এগুলো ফেলে রেখে মনে মনে বললাম, খোদার কসম! সূর্যগ্রহণ কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা কিছু প্রকাশ পায়, তা অবশ্যই দেখব। আমি রাসূলুল্লাহর নিকট এসে দেখি তিনি নামাযে দণ্ডায়মান এবং দু'হাত উঠিয়ে তাসবীহ, তাহমীদ (সুবহানাল্লাহ, আল্হাম্দুলিল্লাহ), তাহলীল (লাইলাহা ইল্লাল্লাহু), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও দু'আ করছেন, অবশেষে সূর্য গ্রাসমুক্ত হল এবং তিনি দুটি সূরা পাঠ করলেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى بِأَسْهُمٍ لِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا

১৯৯৬। আবদুর রাহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় একবার আমি আমার তীর ছুড়ছিলাম, এমন সময় সূর্যগ্রহণ লাগল। অতঃপর পূর্বোক্ত রাবীদ্বয়ের হাদীসের মতো বর্ণনা করেন।

وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَـٰكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا

১৯৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কারো জীবন ও মৃত্যুর কারণে লাগেনা। বরং এ দুটো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। অতএব তোমরা যখন এ দুটো (গ্রহণ লাগতে) দেখ, তখন নামাযে মশগুল হও।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ

১৯৯৮। যিয়াদ ইবনে 'ইলাকা বলেন, আমি মুগীরা ইবনে শুবাকে বল্‌তে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় অর্থাৎ যেদিন ইবরাহীম ইনতিকাল করেন, সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর দুটি নিদর্শন। এগুলো কারো জীবন ও মরণের কারণে গ্রাসপ্রাপ্ত হয়না। অতএব যখন তোমরা তা দেখতে পাও আল্লাহর কাছে দু'আ কর ও নামায পড়তে থাক যে পর্যন্ত না তা গ্রাসমুক্ত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়
জানাযার বিবরণ

وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر قال أبو كامل حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة بن غزية حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله

১৯৯৯। ইয়াহ্ইয়া ইবনে উ'মারা বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরীকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মুমূর্ষ ব্যক্তিকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তাল্‌কীন দাও (পড়াও)।

وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد

২০০০। এ সূত্রেও রাবীগণ উপরের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ح وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله

২০০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" তাল্‌কীন কর।

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم

سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ فَقَالَ أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ

২০০২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বল্‌তে শুনেছি ঃ কোন মুসলমানের উপর মুসীবত আসলে যদি সে বলে; আল্লাহ যা হুকুম করেছেন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজেউন– (অর্থাৎ আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং তারই কাছে ফিরে যাব) হে আল্লাহ! আমাকে আমার মুসীবতে সওয়াব দান কর এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর" তবে মহান আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করে থাকেন। উম্মু সালামা বলেন, এরপর যখন আবু সালামা ইন্‌তিকাল করেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কোন্ মুসলমান আবু সালামা থেকে উত্তম? তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি হিজরত করে রাসূলুল্লাহর নিকট পৌঁছে গেছেন। এতদসত্ত্বেও আমি এ দু'আ গুলো পাঠ করলাম। এরপর মহান আল্লাহ আবু সালামার স্থলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় স্বামী দান করেছেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের পয়গাম পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে হাতেব ইবনে আবু বাল্‌তায়াকে পাঠালেন। আমি বললাম, আমার একটা কন্যা আছে আর আমার জিদ বেশী। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তার কন্যা সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করব যাতে তিনি তাকে তাঁর কন্যার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন। আর (তার সম্পর্কে) দু'আ করব যেন আল্লাহ তার জিদ দূর করে দেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللّٰهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْلَفَ اللّٰهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২০০৩। উমার ইবনে কাসীর বলেন, আমি ইবনে সাফীনাকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) বল্‌তে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন বান্দাহর উপর মুসীবত আসলে যদি সে বলে, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন" "আল্লাহুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখ্‌লিফ লী খাইরাম মিনহা" (অর্থাৎ আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমাকে এ মুসীবতে বিনিময় দান কর এবং এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর) তবে আল্লাহ তাকে তার মুসীবতের বিনিময় দান করবেন এবং তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করবেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, এরপর যখন আবু সালামা ইন্‌তিকাল করলেন, আমি ঐরূপ দু'আ করলাম যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়েও উত্তম নিয়ামত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বামীরূপে দান করেছেন।

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَزَادَ قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَزَمَ اللّٰهُ لِي فَقُلْتُهَا قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২০০৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,... পরবর্তী বর্ণনা উসামার হাদীস সদৃশ। তবে এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন : উম্মু সালামা (রা) বলেন, এরপর

যখন আবু সালামা (রা) ইন্‌তিকাল করলেন, আমি মনে মনে বললাম : আবু সালামা (রা) থেকে উত্তম মানুষ কে যিনি রাসূলুল্লাহর বিশিষ্ট সাহাবী? অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে সংকল্প দান করলেন এবং আমি ঐরূপ দু'আ করলাম। উম্মু সালামা (রা) বলেন, এরপর আমার বিয়ে হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২০০৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা পীড়িত ব্যক্তি অথবা মৃত ব্যক্তির নিকট হাযির হও তখন তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য কর। কেননা তোমরা যেরূপ বল তার উপর ফেরেশতারা আমীন বলেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, এরপর যখন আবু সালামা ইনতিকাল করলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সালামা (রা) ইন্‌তিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এভাবে দু'আ কর– "হে আল্লাহ! আমাকে ও তাঁকে ক্ষমা কর এবং তাঁর পরে আমাকে উত্তম পরিণাম দান কর।" উম্মু সালামা বলেন, পরবর্তী সময়ে আমি মনে মনে বললাম, মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর পরে এমন এক মহান ব্যক্তির সান্নিধ্য দান করলেন, যিনি তাঁর চেয়ে বহুগুণে উত্তম, অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাম্পত্য সম্পর্ক দান করলেন।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

২০০৬। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু সালামাকে দেখতে এলেন, তখন চোখ খোলা ছিল। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, যখন রূহ কবয্ করা হয়, তখন চোখ তার অনুসরণ করে। আবু সালামার পরিবারের লোকেরা কান্না শুরু করে দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বল্লেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে ভাল কথা ছাড়া কোন খারাপ কিছু বলাবলি করোনা। কেননা, তোমরা যা কিছু বল তার স্বপক্ষে ফেরেশ্তারা 'আমীন' বলে থাকে। এরপর তিনি এভাবে দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা কর এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তাঁর মর্যাদাকে উঁচু করে দাও, তুমি তার বংশধরদের অভিভাবক হয়ে যাও। হে রাব্বুল আলামীন! তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তার কবরকে প্রশস্ত কর এবং তা জ্যোতির্ময় করে দাও।"

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يَقُلْ افْسَحْ لَهُ وَزَادَ قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ وَدَعْوَةٌ أُخْرَى سَابِعَةٌ نَسِيتُهَا

২০০৭। এ সূত্রে খালিদ হাযযা উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ব্যতিক্রম এই যে, এ সূত্রে বলেছেন, "ওয়াখলুফহু ফী তারিকাতিহি" অর্থাৎ "তাঁর পরিবার পরিজনদের অভিভাবক হও"। এছাড়া বলেছেন, "আল্লাহুম্মা আওছি'লাহু ফী ক্বাবরিহি" কিন্তু "আফছিহ্" শব্দটি এ বর্ণনায় নেই। খালিদ হাযযা এ কথাটুকুও বর্ণনা করেছেন, "সপ্তমত অন্য আরেকটি দু'আ আছে যা আমি ভুলে গেছি।"

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا الإِنْسَانَ

إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ قَالُوا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ

২০০৮। আলা ইবনে ইয়া'কুব বলেন, আমাকে আমার পিতা জানিয়েছেন। তিনি আবু হুরায়রাকে (রা) বল্‌তে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কি দেখনা, মানুষ যখন মরে যায় তার চোখ খোলা থেকে যায়? লোকেরা বলল, হ্যাঁ দেখেছি। তিনি বলেন ঃ যখন তার চোখ তার রূহকে অনুসরণ করে তখন এই অবস্থা হয়।

وحدثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

২০০৯। আলা ইবনে ইয়া'কুব থেকে এ সূত্রেও (উপরের হাদীসের অনুরূপ) বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ

২০১০। উম্মু সালামা (রা) বলেন, যখন আবু সালামা (রা) ইন্‌তিকাল করলেন, আমি (আক্ষেপ করে) বললাম, আহ! নির্বাসিত ব্যক্তি! আহ! বিদেশভূমিতে মারা গেল! আমি তাঁর জন্য এমনভাবে (বুক ফাটিয়ে) কান্নাকাটি করব যা মানুষের মাঝে চর্চা হতে থাকবে। আমি কান্নার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এমন সময় একজন মহিলা আমাকে সংগ দেয়ার মনোভাব নিয়ে মদীনার উঁচু এলাকা থেকে আসল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনে এগিয়ে এসে বললেন ঃ আরে! তুমি কি শয়তানকে ঐ ঘরে ঢুকাতে চাচ্ছ যেখান থেকে মহান আল্লাহ তাকে দুইবার তাড়িয়ে দিয়েছেন? (উম্মু সালামা বলেন) একথা শুনামাত্র আমি কান্না বন্ধ করলাম এবং আর কাঁদলাম না।

حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد ابن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.

২০১১। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ছিলাম। এমন সময় তাঁর এক কন্যা তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, তাঁর একটা শিশু অথবা ছেলে মুমূর্ষু অবস্থায় আছে, তিনি যেন এখানে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ বাহককে বললেন, তুমি গিয়ে তাকে বল, আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই আর যা দান করেছেন তাও তাঁরই। আর প্রত্যেক বস্তুর জন্য তাঁর কাছে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। তাঁকে বলে দাও সে যেন সবর করে এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করে। সংবাদদাতা ফিরে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি খোদার দোহাই দিয়ে বলেছেন, যাতে আপনি একটু আসেন। উসামা বলেন, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে রওয়ানা হলেন। সা'দ ইবনে উবাদা (রা) ও মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) তাঁর সাথে গেলেন। আমিও তাঁদের সাথে গেলাম। সেখানে পৌঁছলে শিশুটিকে তাঁর কাছে উঠিয়ে আনা হল। বাচ্চাটির রূহ এমনভাবে ধড়ফড় করছে যেন পুরাতন মশকের মধ্যে ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। এ করুণ অবস্থা দেখে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, একি ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি উত্তরে বললেন, এ হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাহদের অন্তঃকরণে সৃষ্টি করে রেখেছেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে দয়ালু ও স্নেহপরায়ণদের প্রতি দয়া করেন।

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابن فضيل ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ حَمَّادٍ أَتَمُّ وَأَطْوَلُ

২০১২। এ সূত্রে উপরোক্ত রাবীগণ সবাই আসেম আহওয়াল থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে হাম্মাদের বর্ণিত হাদীসটি অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ ও লম্বা।

حدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ فَقَالَ أَقَدْ قَضَى قَالُوا لَا يَارَسُولَ اللّٰهِ فَبَكَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ انَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا «وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ» أَوْ يَرْحَمُ

২০১৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে উবাদা (রা) কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রাহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউ'দকে (রা) সঙ্গে নিয়ে তাকে দেখতে গেলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অবস্থা কি শেষ? লোকেরা বলল, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরা তাঁর কান্না দেখে কাঁদতে শুরু করল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা কি শোননি যে, আল্লাহ তায়ালা চোখের অশ্রুর কারণে ও হৃদয়ের অস্থিরতার জন্যে বান্দাহকে শাস্তি দিবেননা। বরং তিনি এই কারণে আযাব করবেন বা করুণা প্রদর্শন করবেন, তিনি জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ يَعْنِي ابْنَ غَزِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ

قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَخَا الْأَنْصَارِ كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جِئْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ

২০১৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা ছিলাম। এমন সময় আনসারদের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁকে সালাম করল। অতঃপর সে ফিরে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনসারদের ভাই! আমার ভাই সা'দ ইবনে উবাদা কেমন আছে? সে বলল, ভাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে কে তাঁকে দেখতে যাবে? এই বলে তিনি উঠলেন। আমরাও তাঁর সাথে উঠে রওয়ানা হলাম। আমাদের সংখ্যা দশের অধিক ছিল। আমাদের পায়ে জুতা-মোজাও ছিলনা। গায়ে জামাও ছিলনা। মাথায় টুপিও ছিলনা। আমরা পায়ে হেঁটে কংকরময় পথ অতিক্রম করে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। তার পাশে উপস্থিত লোকেরা সরে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথী সাহাবীগণ সাদের কাছে গেলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

২০১৫। সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করা হচ্ছে প্রকৃত সবর।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا

أتقى الله واصبرى فقالت وما تبالى بمصيبتى فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند أول صدمة أو قال عند أول الصدمة

২০১৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তার পুত্রের মৃত্যুশোকে কাঁদছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। স্ত্রীলোকটি বলল, আপনি তো আমার মত মুসীবতে পড়েননি। যখন রাসূলুল্লাহ চলে গেলেন, কেউ তাকে বলল, ইনিতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একথা শুনে মহিলার অবস্থা মৃতবৎ হয়ে গেল। সে রাসূলুল্লাহর দরজায় এসে দেখল তাঁর দরজায় কোন দ্বাররক্ষী নেই। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে চিন্‌তে পারিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রকৃত সবর হচ্ছে প্রথম আঘাতের সময় ধৈর্য ধারণ করা অথবা বলেছেন– "ইনদা আউয়ালিস্ ছাদমাতি"।

وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثى

حدثنا خالد يعنى ابن الحارث ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمى حدثنا عبد الملك بن عمرو ح وحدثنى أحمد بن إبراهيم الدورقى حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته وفى حديث عبد الصمد مر النبى صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر

২০১৭। শু'বা থেকে এ সূত্রে উসমান ইবনে উমারের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবদুস সামাদের হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের নিকট ক্রন্দনরত এক মহিলার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله

أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ مَهْلًا يَابُنَيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِى أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

২০১৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। হাফসা (রা) উমারের জন্য (ঘাতক কর্তৃক আহত হলে) কাঁদছিলেন। তখন উমার (রা) বললেন, হে স্নেহের কন্যা ঃ তুমি কি জান না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার স্বজনদের কান্নাকাট্যির দরুন শাস্তি দেয়া হয়।

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আত্মীয় স্বজনদের কান্নাকাটির দরুন মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়। অথচ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। "ওয়ালা তাযিরু ওয়াযিরাতুন ইযরা উখরা" অর্থাৎ কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবেনা। এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কারও অপরাধের দরুন অপরকে দোষী সাব্যস্ত করা হবেনা ও শাস্তি দেয়া হবেনা। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বজনদের কান্নাকাটির দরুন মৃতব্যক্তির আযাব না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এ কারণে হযরত আয়েশা (রা) উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনাকে অস্বীকার করেছেন।

এ বিষয়ে দুটি কথা প্রণিধানযোগ্য। (১) মৃত ব্যক্তির প্রতি শোক প্রকাশ করে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দেয়া মোটেই নাজায়েয নয়, বরং শোক প্রকাশ করতে গিয়ে অধিক চিৎকার করা, হাত-পা মারা, কপালে ও বুকে হাত মারা, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি কাজ হারাম ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(২) পবিত্র কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আত্মীয় স্বজনের নিছক কান্নাকাটির দরুন মৃত ব্যক্তির আযাব হতে পারেনা ও হবেনা। বরং যদি মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে ওয়াসিয়াত করে, তার আত্মীয় স্বজনরা যেন তার জন্য যেন বিলাপ করে কান্নাকাটি করে তবেই মৃত ব্যক্তির আযাব হবে। অন্যথায় নয়। তৎকালীন আরব দেশে এ ধরনের কু-প্রথা ছিল যে মৃত ব্যক্তির প্রতি কান্নাকাটি করার জন্য দস্তুরমত ওয়াসিয়াত করা হতো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِى قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

২০১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার প্রতি অধিক কান্নাকাটি করার দরুন কবরে আযাব দেয়া হয়।

وَحَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ

أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

২০২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) (আততায়ীর আঘাতে) আহত হন এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। লোকেরা চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করল। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, তিনি বললেন, তোমরা কি জান না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের কান্নার দরুন শাস্তি দেয়া হয়?

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

২০২১। আবু বুরদা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উমার (রা) গুরুতরভাবে আহত হন, সুহাইব (রা) আক্ষেপ করে বল্‌তে লাগলেন, আহ্! ভাই উমার! উমার (রা) তাঁকে বললেন, হে সুহাইব! তোমার কি মনে নেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে জীবিতদের কান্নাকাটির দরুন শাস্তি দেয়া হয়?

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أَبُو يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِي فَقَالَ عُمَرُ عَلَامَ تَبْكِي أَعَلَيَّ تَبْكِي قَالَ إِي وَاللهِ لَعَلَيْكَ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ إِنَّمَا كَانَ أُولَئِكَ الْيَهُودَ

২০২২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উমার (রা) গুরুতরভাবে আহত হন, সুহাইব (রা) তাঁর গৃহ থেকে রওয়ানা হয়ে উমারের কাছে এলেন এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাঁদছ,

আমার জন্য কাঁদছ? তিনি বললেন, কসম আল্লার হে আমীরুল মুমিনীন ! হ্যাঁ আপনার জন্যেই কাঁদছি। উমার (রা) বললেন, খোদার কসম! তুমিতো অবশ্যই জান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার জন্য কান্নাকাটি করা হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আবু মূসা (রা) বলেন, এরপর আমি এ কথাটা মূসা ইবনে তাল্‌হার কাছে বললাম। তিনি বললেন, আয়েশা (রা) বলতেন, যাদের আযাবের কথা বলা হয়েছে, তারা ছিল ইয়াহুদী সম্প্রদায়।

وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ يَاحَفْصَةُ أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ فَقَالَ عُمَرُ يَاصُهَيْبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ

২০২৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যখন আহত হলেন, হাফসা (রা) সশব্দে কাঁদতে লাগলেন। তখন উমার (রা) বললেন, ওগো হাফসা! তুমি কি শুননি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার জন্য উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা হয় তাকে শাস্তি দেয়া হবে? তাঁর প্রতি সুহাইব (রা)-ও কাঁদতে থাকলে উমার (রা) তাকেও বললেন, হে সুহাইব! তুমি কি জান না যার জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটি করা হয় তাকে আযাব দেয়া হবে?

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أُمِّ أَبَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُودُهُ قَائِدٌ فَأُرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ الَى جَنْبِي فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا فَاذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ «كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْرٍو أَنْ يَقُومَ فَيَنْهَاهُمْ» سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ قَالَ فَأَرْسَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ مُرْسَلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنَّا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى اذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَازِلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِي

اذْهَبْ فَاعْلَمْ لِي مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي
أَنْ أَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ قَالَ مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا فَقُلْتُ إِنَّ مَعَهُ أَهْلَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ
أَهْلُهُ وَرُبَّمَا قَالَ أَيُّوبُ مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا لَمْ يَلْبَثْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ فَجَاءَ
صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهْ وَا صَاحِبَاهْ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ أَوَلَمْ تَعْلَمْ أَوَلَمْ
تَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ قَالَ فَأَمَّا
عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ بِبَعْضِ فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَحَدَّثْتُهَا بِمَا قَالَ
ابْنُ عُمَرَ فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ
أَحَدٍ وَلَكِنَّهُ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ اللَّهُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قَالَ أَيُّوبُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ
عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ وَلَكِنَّ
السَّمْعَ يُخْطِئُ

২০২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমারের (রা) পাশে বসা ছিলাম এবং আমরা উসমানের কন্যা উম্মে আবানের জানাযা পড়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আর তাঁর (ইবনে উমার) নিকটেই ছিল আমর ইবনে উসমান (রা)। এমন সময় ইবনে 'আব্বাস (রা) আস্লেন, তাঁকে একজন পথনির্দেশনাকারী হাতে ধরে নিয়ে আসছে। আমার ধারণা, সে তাঁকে ইবনে উমারের উপস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন। আমি উভয়ের মাঝখানে ছিলাম। হঠাৎ ঘর থেকে একটা (কান্নার) আওয়াজ শুনা গেল। তখন ইবনে উমার (রা) বলেন, মনে হয় তিনি 'আমরের প্রতি ইঙ্গিত করছিলেন যেন তিনি উঠে তাদেরকে (কান্না থেকে) বিরত রাখেন– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার পরিজনের কান্নার দরুন শাস্তি দেয়া হয়। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এ কথাটা সাধারণভাবে বলেই ছেড়ে দিলেন। এরপর ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আমরা একবার আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাবের সাথে ছিলাম। যখন আমরা 'বাইদা' নামক স্থানে পৌঁছলাম, হঠাৎ এক

ব্যক্তিকে একটা গাছের ছায়ায় অবস্থানরত দেখলাম। উমার (রা) আমাকে বললেন, এগিয়ে যাও তো! গিয়ে দেখে আমাকে জানাও ঐ ব্যক্তি কে? আমি গিয়ে দেখলাম তিনি সুহাইব (রা)। আমি ফিরে এসে বললাম, আপনি আমাকে আদেশ করেছেন, ঐ ব্যক্তির পরিচয় জেনে আপনাকে জানাতে। তিনি হচ্ছেন, সুহাইব (রা)। পুনরায় তিনি আমাকে বললেন, তাঁকে আমাদের সাথে মিলিত হতে বল। আমি বললাম, তাঁর সাথে তাঁর পরিবারবর্গ রয়েছে। তিনি বললেন, তাঁর সাথে পরিবারবর্গ থাকলে তাতে কি আছে। কখনও আইউব বলেছেন– "মুরহু ফালইয়ালহাক্ব বিনা"।

এরপর যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম, অল্প সময়ের মধ্যেই আমীরুল মুমিনীন উমার (রা) আহত হলেন। সুহাইব (রা) তাঁকে দেখতে এসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, আহ! ভাই উমার! আহ! সঙ্গী উমার! উমার (রা) শুনে বললেন, সুহাইব! তুমি কি অবহিত নও, অথবা শোননি– (আইউব বলেছেন ঃ অথবা বলেছেন "আওয়ালাম তা'লাম আওয়ালাম তাসমা") রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার পরিজনের কান্নার দরুন শাস্তি দেয়া হয়। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তিনি এ কথাটা সধারণভাবে বলে দিলেন। কিন্তু উমার (রা) "কোন কোন লোকের" শব্দ উল্লেখ করেছেন। এরপর আমি উঠে গিয়ে আয়েশার (রা) নিকট গেলাম এবং তাঁকে ইবনে উমারের বর্ণিত উক্তি সম্পর্কে জানালে তিনি বললেন ঃ না, খোদার কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এরূপ বলেননি যে, মৃত ব্যক্তিকে কারো কান্নার দরুন আযাব দেয়া হবে বরং তিনি বলেছেন, কাফির ব্যক্তির আযাব আল্লাহ তায়ালা তাঁর পরিবার পরিজনের কান্নাকাটির দরুন আরও বাড়িয়ে দেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহই হাসান তিনিই কাঁদান। আর "কোন বহনকারীই অন্যের বোঝা বহন করবেনা"।
ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, আমাকে কাসেম ইব্নে মুহাম্মাদ জানিয়েছেন, তিনি বলেন, আমাকে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ জানিয়েছেন, তিনি বলেন, আয়েশার (রা) নিকট যখন উমার (রা) ও ইবনে উমারের বক্তব্য পৌছল তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে এমন দু'ব্যক্তির কথা শুনাচ্ছ, যাঁরা মিথ্যাবাদী নন আর তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নও করা যায়না। তবে কখনও শুন্তে ভুল হয়ে যেতে পারে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ قَالَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا قَالَ فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ وَإِنِّى لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِى فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ

أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هٰؤُلَاءِ الرَّكْبُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَاأَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ لَا وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ وَلٰكِنْ قَالَ إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذٰلِكَ وَاللهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَوَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ

২০২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, মক্কায় উসমান ইবনে আফ্‌ফানের (রা) এক কন্যা ইন্‌তিকাল করলে আমরা তার জানাযায় হাযির হওয়ার জন্য আসলাম। জানাযায় ইবনে উমার (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) উপস্থিত হলেন। রাবী আবদুল্লাহ বলেন, আমি উভয়ের মাঝখানে বসা ছিলাম। অথবা তিনি বলেন, প্রথমে আমি একজনের পাশে বসেছিলাম। অতঃপর অন্যজন এসে আমার পাশে বসে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার তার সামনে বসা আমর ইবনে উসমানকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কান্নাকাটি করা থেকে কেন বারণ করছনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার-পরিজনের কান্নাকাটির দরুন শাস্তি দেয়া হয়। ইবনে আব্বাস (রা) বল্‌লেন, উমার (রা) তো "কোন কোন লোকের" কথা বলতেন। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমি একবার উমারের সাথে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে "বাইদা" নামক সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম। দেখলাম, একটা গাছের ছায়ায় একদল আরোহী। তাদেরকে দেখে তিনি উমার (রা) বললেন, গিয়ে দেখ তো, এরা কারা? আমি গিয়ে দেখলাম তথায় সুহাইব (রা)। রাবী বলেন, আমি এসে তাঁকে (উমার) খবর

দিলাম। তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে ডেকে আন। আদেশ পেয়ে আমি সুহাইবের (রা) নিকট ফিরে এসে বললাম চলুন, আমীরুল মুমিনীনের সাথে সাক্ষাৎ করুন। এরপর যখন উমার (রা) আহত হন, সুহাইব (রা) তাঁকে দেখতে এসে কেঁদে কেঁদে বল্‌ছিলেন, আহ! ভাই উমার! আহ! সঙ্গী উমার! উমার (রা) বললেন, হে সুহাইব! আমার জন্য কাঁদছ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের কান্নাকাটির দরুন আযাব দেয়া হয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা) ইন্‌তিকাল করলে আমি এ হাদীসটা আয়েশার (রা) নিকট ব্যক্ত করলাম। তিনি বল্‌লেন, উমারকে (রা) আল্লাহ রহমত করুন! কখনও না, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এমন হাদীস ব্যক্ত করেননি যে, ঈমানদার ব্যক্তিকে কারো কান্নাকাটির দরুন শাস্তি দেয়া হবে। বরং তিনি বলেছেন ঃ কাফির ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের কান্নাকাটির দরুন আল্লাহ তায়ালা তার আযাবকে আরও বাড়িয়ে দিবেন। এছাড়া আয়েশা (রা) আরও বলেছেন, তোমাদের জন্য আল্লাহর কুরআনই যথেষ্ট। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, "কোন ব্যক্তিই অন্যের গুনাহের বোঝা বহন করবেনা"। রাবী বলেন, এসময় ইবনে আব্বাস (রা) বললেন 'এবং আল্লাহই হাসান– আল্লাহই কাঁদান।' ইবনে আবি মুলাইকা বলেন, খোদার কসম! ইবনে উমার (রা) এর উপর আর কোন কথাই বলেননি।

وحَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ كُنَّا فِي جَنَازَةِ أُمِّ أَبَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَنُصَّ رَفْعَ الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَصَّهُ أَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدِيثُهُمَا أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو

২০২৬। ইবনে আবি মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উম্মু আবান বিন্‌তে উসমানের (রা) জানাযায় উপস্থিত হলাম। অবশিষ্ট বর্ণনা উপরের হাদীসের অনুরূপ। তবে তিনি এ হাদীস ইবনে উমারের সূত্রে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেননি? কিন্তু আইউব ও ইবনে জুরাইজ এটাকে মরফু হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বর্ণনা 'আমরের বর্ণনার চেয়ে পূর্ণাঙ্গ।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

২০২৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার বংশধরের কান্নাকাটির দরুন আযাব দেয়া হয়।

وحدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظْهُ إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْتُمْ تَبْكُونَ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ

২০২৮। হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশার (রা) কাছে ইবনে উমারের বক্তব্য "মৃত ব্যক্তিকে তার স্বজনদের কান্নাকাটির দরুন আযাব দেয়া হয়" উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানের (ইবনে উমার) প্রতি রহমত করুন। তিনি একটা কথা শুনেছেন, তবে স্মরণ রাখতে পারেননি। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে এক ইয়াহুদীর জানাযা যাচ্ছিল। তখন তার আত্মীয় স্বজনরা কাঁদছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কাঁদছ? অথচ তাকে এজন্য আযাব দেয়া হচ্ছে।

حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ وَهَلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ وَقَدْ وَهَلَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ يَقُولُ حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ

২০২৯। হিশাম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশার (রা) নিকট উল্লেখ করা হল, ইবনে উমার (রা) সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, "মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে তার স্বজনদের কান্নাকাটির দরুন শাস্তি দেয়া হয়।" তিনি বললেন, ইবনে উমার (রা) ভুলে গেছেন। আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলেছেন তা হচ্ছে এই ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার পাপের দরুন কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আর তার পরিবার পরিজনেরা তার জন্য কান্নাকাটি করছে। আর এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহর এই কথার অনুরূপ ঃ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের একটা কূপের পাশে দাঁড়িয়ে যাতে বদরের দিন নিহত কাফিরদের লাশ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল– তাদেরকে সম্বোধন করে যেরূপ বলেছিলেন! তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তারা অবশ্যই আমি যা কিছু বলছি শুনতে পাচ্ছে। অথচ বর্ণনাকারী এ কথার অর্থ ভুল বুঝেছে। তিনি যা বলেছেন তার সঠিক তাৎপর্য হচ্ছে এই ঃ আমি যা কিছু তাদেরকে তাদের জীবদ্দশায় বলেছিলাম, তারা এখন ভালভাবে তা অনুধাবন করছে যে, তা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ও সত্য। অতঃপর তিনি (আয়েশা) এ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "আপনি অবশ্যই মৃত ব্যক্তিদেরকে শুনাতে সক্ষম নন"। (সূরা নামল ঃ ৭০, রুম ৫২)। এবং "আপনি কবরের অধিবাসীদেরকেও শুনাতে সক্ষম নন"– (সূরা ফাতির ঃ ২২২)। রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথাটা তখন বলছিলেন যখন তারা জাহান্নামে নিজ ঠিকানায় পৌঁছে গেছে।

وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَحَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ أَتَمُّ

২০৩০। হিশাম ইবনে উরওয়া এ সূত্রেও আবু উসামার হাদীসের সমার্থ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু উসামার বর্ণিত হাদীসই পূর্ণাঙ্গ।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا

২০৩১। আমরা বিন্‌তে আব্দুর রাহমান থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশার কাছে শুনেছেন যখন তাঁর কাছে উল্লেখ করা হল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার বংশধরদের কান্নাকাটির দরুন শাস্তি দেয়া হয়। আয়েশা (রা) বল্‌লেন, আল্লাহ আবু আবদুর রাহমানকে (ইবনে উমার) মাফ করুন, কথাটা ঠিক নয়। তবে তিনি মিথ্যা বলেননি। বরং তিনি (প্রকৃত কথাটা) ভুলে গেছেন অথবা ভুল বুঝেছেন। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে; একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহুদী নারীর কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন তার জন্য কান্নাকাটি করা হচ্ছে। তিনি বল্‌লেন, তারা এর জন্য কান্নাকাটি করছে আর এ নারীকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২০৩২। আলী ইবনে রবী'য়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির প্রতি বিলাপ করা হয়েছে, সে হচ্ছে কূফা নগরীর কারাযা ইবনে কা'ব। মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) বল্‌লেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বল্‌তে শুনেছি ঃ যার জন্য বিলাপ করে কান্না হয়, কিয়ামতের দিন তাকে এর জন্য আযাব দেয়া হবে।

وحدثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الأَسَدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

২০৩৩। মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي

مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الْأَنْسَابِ وَالْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

২০৩৪। আবু মালেক আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে জাহেলী যুগের চারটি কুপ্রথা রয়ে গেছে যা লোকেরা পরিত্যাগ করতে চাইবেনা। (১) বংশের গৌরব (২) অন্যকে বংশের খোঁটা দেয়া (৩) নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা (৪) মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা। তিনি আরও বলেন, বিলাপকারী যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে এভাবে উঠানো হবে যে, তার গায়ে আল্‌কাতরার (চাদর) খসখসে চামড়ার ওড়না থাকবে।

وحدثنا اِبْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ قَالَتْ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ فَأَتَاهُ فَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذْهَبْ فَاحْثُ فِى أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللّٰهُ أَنْفَكَ وَاللّٰهِ مَا تَفْعَلُ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ

২০৩৫। 'আমরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার (রা) শাহাদাতের খবর পৌছল,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিমর্ষ চিত্তে বসে পড়লেন। তাঁর চেহারায় শোকের ছাপ ফুটে উঠলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে তাদের লাশ দেখছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাফরের স্ত্রীগণ অথবা তার পরিবারের মহিলারা) কান্নাকাটি করছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে গিয়ে তাঁদেরকে কাঁদতে নিষেধ করার জন্যে আদেশ করলেন। লোকটি গিয়ে ফিরে এসে জানাল যে, তারা তার কথা শুনছেনা। তখন দ্বিতীয়বার তাকে আদেশ করলেন যেন গিয়ে তাদেরকে নিষেধ করে। লোকটি গিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, খোদার কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। আয়েশা (রা) বলেন, আমার মনে হয় এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এবার গিয়ে তাদের মুখে কিছু মাটি ঢেলে দাও। 'আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহ তোমার নাককে ভূলুণ্ঠিত করুক! খোদার কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে যে আদেশ করেছেন, তা তুমি পালন করছনা বা রাসূলুল্লাহকে বিরক্ত করা থেকেও রেহাই দিচ্ছনা।

وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ح وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعِيِّ

২০৩৬। উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রের রাবীগণ সবাই ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈ'দ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল আজীজ বর্ণিত হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিশ্রান্ত করা থেকে বিরত থাকছনা।

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْبَيْعَةِ أَلَّا نَنُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ إِلَّا خَمْسٌ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوْ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ

২০৩৭। উম্মু 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাইয়াতের সঙ্গে এ ওয়াদাও নিয়েছেন যে, আমরা যেন মৃতের জন্যে

বিলাপ করে কান্নাকাটি না করি। কিন্তু পরে মাত্র পাঁচজন মহিলা ছাড়া আমাদের কোন মহিলাই তা পালন করেনি। তাঁরা হচ্ছেন, উম্মু সুলাইম, উম্মুল 'আলা, আবু সাবুরার কন্যা ও মায়াযের স্ত্রী প্রমুখ।

حدثنا إسحق

ابن إبراهيم أخبرنا أسباط حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم

২০৩৮। উম্মু 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াতের সময় আমাদের নিকট থেকে এ ওয়াদাও নিয়েছেন- যেন আমরা বিলাপ করে কান্নাকাটি না করি। কিন্তু আমাদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা ব্যতিত আর কেউই এ ওয়াদা পালন করতে পারেনি। উম্মু সুলাইম (রা) এঁদের অন্যতম।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة قالت فقلت يارسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان

২০৩৯। উম্মু 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল- "সেই মহিলারা আপনার নিকট এ কথার উপর বাইয়াত করছে যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেনা এবং কোন ভাল কাজে তারা নাফ্রমানী করবেনা"- উম্মু 'আতিয়া বলেন, মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে অমুকের আওলাদ, তারা জাহেলী যুগে আমার সহায়তা করেছিল অতএব আমার উপর তাদের সহায়তা করা জরুরী। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাকে অনুমতি দিয়ে) বললেন, আচ্ছা ! অমুকের আওলাদ ছাড়া।

টীকা ঃ এ হাদীসে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মৃতের প্রতি কান্নাকাটি জায়েয। প্রকৃতপক্ষে বিলাপ করা জায়েয নয়। এতদসত্ত্বেও বিশেষ কারণে উম্মু 'আতিয়াকে অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। তাদের মাঝে পারস্পরিক চুক্তি ও ওয়াদা ছিল। তা রক্ষার্থে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

২০৪০। উম্মু 'আতিয়া (রা) বলেন, আমাদেরকে (মহিলাদেরকে) জানাযার অনুসরণ করতে (পিছনে যেতে) নিষেধ করা হতো। কিন্তু আমাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হতনা।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

২০৪১। উম্মু 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা (যয়নাব)-কে গোসল দেয়ার সময় তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, "তাকে তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে এর চেয়ে অধিকবার বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও এবং শেষে কর্পূর বা কিছুটা কর্পূর দিয়ে দাও। তোমরা গোসল শেষ করলে আমাকে খবর দিও।" আমরা গোসল শেষ করে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি তাঁর নিজ লুঙ্গি আমাদের কাছে দিয়ে বললেন, এ কাপড় তার গায়ে জড়িয়ে দাও।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

২০৪২। উম্মু 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাঁর (যয়নাব) মাথার চুল আঁচড়িয়ে তিনভাগে ভাগ করে দিয়েছি।

টীকা ঃ মৃতের মাথার চুল আঁচড়িয়ে দেয়া ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাকের (র) নিকট মুস্তাহাব। ইমাম আওযাঈ ও আবু হানিফার (র) নিকট মুস্তাহাব নয়। বরং দুইভাগ করে দুই দিকে ছেড়ে দেয়াই উত্তম।

وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ح وحدثنا أبو الربيع الزهرانى وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد ح وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبى صلى الله عليه وسلم وفى حديث ابن علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفى حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية

২০৪৩। উম্মু 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক কন্যা ইন্‌তিকাল করেন। ইবনে উলাইয়ার বর্ণনায় আছে। উম্মু আতিয়া (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাকে গোসল দেয়ার সময় তিনি আমাদের নিকট আসলেন। মালিকের হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহর কন্যা ইন্‌তিকাল করলে তিনি আমাদের কাছে আসলেন, অনুরূপ ইয়াযীদ ইবনে যুরাইয়ের হাদীস যা "আন আইউব আন মুহাম্মাদিন আন উম্মি আতিয়া" সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون

২০৪৪। এ সূত্রেও উম্মু আতিয়াহ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কেবল ব্যতিক্রম এই যে, তিনি (রাসূল) বলেছেন ঃ তিনবার, পাঁচবার, সাতবার বা এর চেয়েও অধিকবার গোসল দেয়া যদি তোমরা প্রয়োজনবোধ কর তাই করবে। এরপর হাফসা (রা) উম্মু 'আতিয়া সূত্রে বলেন, আমরা তার মাথার চুলকে তিন গোছায় ভাগ করে দিয়েছি।

وحدثنى يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون

২০৪৫। হাফসা (রা) উম্মু 'আতিয়ার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাকে (যয়নাবকে) বেজোড় সংখ্যায় গোসল দাও। তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার। আর উম্মু 'আতিয়া (রা) বলেছেন, আমরা তার চুলকে তিন গোছায় বিভক্ত করে আঁচড়ে দিয়েছি।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَأَعْلِمْنَنِي قَالَتْ فَأَعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ

২০৪৬ হাফসা বিন্‌তে সীরীন উম্মু 'আতিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা যয়নাব (রা) যখন ইন্‌তিকাল করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বল্‌লেন, তাকে বেজোড় সংখ্যায় গোসল দাও, তিনবার বা পাঁচবার। আর পঞ্চমবারের সাথে কর্পূর দাও অথবা বলেছেন কিছু কর্পূর দাও। গোসল শেষ করে আমাকে খবর দিও। উম্মু 'আতিয়া (রা) বলেন, গোসল শেষ করে আমরা তাঁকে খবর দিলাম। তিনি আমাদের কাছে তাঁর লুঙ্গি দিয়ে বললেন, এটা কাফনের ভিতরে তার গায়ে জড়িয়ে দাও।

وحدثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ إِحْدَى بَنَاتِهِ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَعَاصِمٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَتْ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا

২০৪৭। উম্মু 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমরা তাঁর এক মৃত কন্যাকে গোসল

দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, তাকে বেজোড় সংখ্যায় পাঁচবার বা তার চেয়ে অধিকবার গোসল দাও। অবশিষ্ট বর্ণনা, আইউব ও 'আসেমের বর্ণনার অনুরূপ। আর হাদীস বর্ণনাকালে উম্মু 'আতিয়া (রা) বললেন, এরপর আমরা তার চুলকে তিন গোছায় ভাগ করে দুই কানের দুই দিকে ও কপালের দিকে ঝুলিয়ে দিলাম।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

২০৪৮। উম্মু 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে তাঁর (রাসূলের) মৃত কন্যাকে গোসল দেয়ার আদেশ করলেন, তাঁকে বললেন, তার ডান দিক থেকে আরম্ভ কর এবং তার ওযুর অংগগুলো আগে ধৌত কর।

حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن علية قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

২০৪৯। উম্মু 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যার গোসল দেয়ার সময় তাদেরকে বলে দিলেন ঃ তোমরা তার ডানদিক থেকে আরম্ভ কর এবং তাঁর ওযুর অংগগুলো আগে ধুয়ে নাও।

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب

ابْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةٌ فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا

২০৫০। খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করলাম। অতএব আল্লাহর কাছে আমাদের পুরস্কার পাওয়াটা অনিবার্য হয়েছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এভাবে দুনিয়া থেকে চলে গেলেন যে, তাঁর পুরস্কারের কোন কিছুই তিনি ভোগ করেননি। মুস'য়াব ইবনে উমাইর (রা) তাদের অন্যতম। তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মত একটি চাদর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। আমরা যখন তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলাম পা বেরিয়ে আসল। আর যখন পায়ের উপর রাখলাম, মাথা বেরিয়ে আসল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা চাদরটা এভাবে পরাও যাতে তা মাথায় জড়িয়ে থাকে আর তাঁর পা 'ইযখির' নামক (এক প্রকার) শুকনো ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও।" এছাড়া আমাদের মধ্যে কারো কারো ফল পেকে গেছে, যা তারা আহরণ করছে।

وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

২০৫১। উপরোক্ত বিবিধ সূত্রের রাবীগণ সবাই ইবনে উয়াইনা থেকে ও তিনি আমাশ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حدثنا يحي

ابْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أَمَّا الْحُلَّةُ

فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي ثُمَّ قَالَ لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا

২০৫২। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সিরিয়ার) সাহুল নগরীর তৈরী সাদা তিন কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হয়। তন্মধ্যে জামা ও পাগড়ী ছিলনা। (তাঁর নিকট সংরক্ষিত) 'জোড়া কাপড়' সম্পর্কে মানুষের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল যে, তা কাফনের উদ্দেশ্যে খরিদ করা হয়েছে কিনা? তাই তা রেখে দেয়া হল এবং সাহুল নগরীর সাদা তিন কাপড়েই কাফন দেয়া হল। এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা) জোড়াটা নিয়ে বল্‌লেন, আমি অবশ্যই তা সংরক্ষণ করব এবং আমি নিজেকে এর দ্বারা কাফন দিব। তিনি পুনরায় বললেন, আল্লাহ যদি এটা তাঁর নবীর জন্য পছন্দ করতেন, তবে অবশ্যই তিনি তা দিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করতেন। অতঃপর তা বিক্রি করে, তিনি তার মূল্য সাদকা করে দিলেন।

টীকা ঃ حُلَّةٌ মানে জোড়া। আরবদের পরিভাষায় একটা লুঙ্গি ও একটা চাদরকে মিলিতভাবে হুল্লাহ্ বা জোড়া বলা হয়।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ

السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ أُكَفَّنُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُكَفَّنُ فِيهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا

২০৫৩। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমে ইয়ামানী জোড়া কাপড়ে রাখা হয়েছিল, যা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকরের। অতঃপর তা তাঁর থেকে খুলে ফেলা হল এবং ইয়েমেন দেশের সাহুলী কাপড়ের তিন কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হলে। এতে পাগড়ী ও কামিজ ছিলনা। অতঃপর আবদুল্লাহ জোড়া চাদরটা তুলে বললেন ঃ এ কাপড়ে আমার কাফন দেয়া হবে। একটু পর আবার বললেন, যে কাপড় দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফন দেয়া হয়নি তা দিয়ে আমার কাফন দেয়া হবে? অতঃপর তিনি তা সদকা করে দিলেন।

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع ح وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الاسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر

২০৫৪। এই সূত্রের রাবীগণ সবাই হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকরের ঘটনা উল্লেখ নাই।

وحدثني ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثة أثواب سحولية

২০৫৫। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী 'আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়টি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, তিন কাপড়ের যা সাহুল অঞ্চলে তৈরী ছিল।

وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة

২০৫৬। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান (রা) তাকে জানিয়েছেন, উম্মুল মুমিনীন 'আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্‌তিকাল করলে তাঁকে ইয়ামেনী চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

وحدثناه إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ح

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً

২০৫৭। যুহরী থেকে এ সূত্রেও একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذٰلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ

২০৫৮। ইবনে জুরাইজ বলেন, আমাকে আবু যুবায়ের জানিয়েছেন যে, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বর্ণনা করতে শুনেছেন, একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে গিয়ে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তির উল্লেখ করলেন। তিনি মারা গেলে তাঁকে অপর্যাপ্ত কাপড়ে কাফন দেয়া হয় এবং তাঁকে রাত্রিবেলা কবর দেয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই বলে তিরস্কার করলেন যে, কেন তাকে রাত্রিবেলা দাফন করা হল। অথচ তিনি তার জানাযা পড়তে পারলেন না? কোন মানুষ নিরুপায় না হলে এরূপ করা ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমাদের কেউ তার মুসলমান ভাইকে কাফন দিবে সে যেন ভাল কাপড় দিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করে।

টীকা ঃ মানুষ জীবিতাবস্থায় যে মানের কাপড় চোপড় পরিধান করে তেমন কাপড় দ্বারা কাফন দেয়াই উত্তম। অনেক বেশী উন্নত অথবা নিকৃষ্ট কাপড় দেয়া উচিৎ নয়। রাত্রিবেলা মৃতকে দাফন কাফন করা কারো কারো মতে মাকরূহ। অধিকাংশের মতে মাকরূহ নয়। এছাড়া নামাযের মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে (উদয়, অস্ত ও দ্বিপ্রহরে) দাফন কাফন ও জানাযার নামায পড়া কারো কারো মতে মাকরূহ। ইমাম আবু হানিফা এ মতের অনুসারী। ইমাম শাফেঈর মতে মাকরূহ নয়।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ «لَعَلَّهُ قَالَ» تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

২০৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা জানাযার নামায যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আদায় কর। যদি নেককার লোকের জানাযা হয়ে থাকে তবে তো মঙ্গল। মঙ্গলের দিকে তাকে আগে বাড়িয়ে দিবে। আর যদি অন্য কিছু হয়, তবে তা অকল্যাণ। এ অকল্যাণ ও অশুভকে তোমাদের গর্দান থেকে জল্‌দী সরিয়ে দিবে।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ

২০৬০। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে মা'মারের হাদীসে উল্লেখ আছে, তিনি বলেন, আমি এ হাদীসটা মরফু' হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানি।

وحدثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ هٰرُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذٰلِكَ كَانَ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

২০৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বল্‌তে শুনেছি ঃ তোমরা জানাযা যথাসম্ভব শীঘ্র আদায় কর। কেননা, যদি তা নেককার লোকের জানাযা হয়ে থাকে, তবে তোমরা তাকে দ্রুত মঙ্গলের

নিকটবর্তী করে দিলে। আর যদি এর বিপরীত হয়, তা হবে অকল্যাণকর, যা তোমরা নিজেদের গর্দান থেকে দ্রুত নামিয়ে রাখলে।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِهَرُونَ وَحَرْمَلَةَ قَالَ هَرُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ انْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ وَزَادَ الآخَرَانِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً

২০৬২। আবদুর রাহমান ইবনে হুরমুয্ জানিয়েছে যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়া পর্যন্ত লাশের সাথে থাকে, তাকে এক কীরাত সওয়াব দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত লাশের সাথে উপস্থিত থাকে, তাকে দুই কীরাত সওয়াব দান করা হবে। কেউ জিজ্ঞেস করল, দুই কীরাত বল্তে কি পরিমাণ বুঝায়? তিনি বললেন, দুটি বিরাট পাহাড় সমতুল্য। আবু তাহির বর্ণিত হাদীস এ পর্যন্ত শেষ হল। বাকী দু'জন রাবী আরো বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে শিহাব বলেন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন এবং ইবনে উমার (রা) জানাযার নামায পড়ে চলে যেতেন। যখন তাঁর নিকট আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস পৌঁছল তখন তিনি বললেন, আমরা তো বহু কীরাত বরবাদ করে দিয়েছি।

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الأَعْلَى حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ

২০৬৩। এ সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা "আলজাবালাইনিল আজীমাইনি" পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। আবদুল আ'লা ও আবদুর রাজ্জাক উভয়ে হাদীসের পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি। আবদুল আ'লার হাদীসে "হাত্তা ইউফরাগা মিনহা" এবং আবদুর রাজ্জাকের হাদীসে "হাত্তা তূ-দা'আ ফিল-লাহদী" বর্ণিত হয়েছে (শাব্দিক পার্থক্য)।

وحدثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي

أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي رِجَالٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ

২০৬৪। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে কতিপয় লোক আবু হুরায়রা (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মা'মারের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় বলেছেন "ওয়ামানিত্তাবা'আহা হাত্তা তুদফানা" অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত জানাযার অনুসরণ করে।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ

قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ

২০৬৫। সুহাইল তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে এবং লাশের অনুসরণ করেনা তাকে এক কীরাত সওয়াব দান করা হবে। আর যে ব্যক্তি লাশের অনুসরণ করে তাকে দুই কীরাত দান করা হবে। কেউ জিজ্ঞেস করল قِيرَاطَان বল্তে কি পরিমাণ বুঝায়? তিনি বললেন, এর ছোটটি উহুদ পাহাড় সমতুল্য।

حدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنِ اتَّبَعَهَا

حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ

২০৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে, তাকে এক কীরাত সওয়াব দান করা হবে, আর যে ব্যক্তি মৃতকে কবরে রাখা পর্যন্ত এর অনুসরণ করে, তাকে দেয়া হবে দুই কীরাত সাওয়াব। আবু হাযেম বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করলাম, কীরাতের পরিমাণ কতটুকু? তিনি বললেন, উহুদ পাহাড় সমতুল্য।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ قِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ

২০৬৭। নাফে' বলেন, ইবনে উমারকে (রা) কেউ বলল, আবু হুরায়রা (রা) বল্ছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বল্তে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জানাযার অনুসরণ করে তাকে এক কীরাত সওয়াব পুরস্কার দেয়া হবে। এটা শুনে ইবনে উমার (রা) বললেন, আবু হুরায়রা আমাদের কাছে অতিরঞ্জিত করেছে। এরপর তিনি 'আয়েশার (র) নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁকে এর সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আয়েশা (রা) আবু হুরায়রা (রা)-র কথাটি সত্যায়িত করলেন। এরপর ইবনে উমার (রা) বললেন, আমরা-তো বহু সংখ্যক কীরাত থেকে বঞ্চিত হলাম।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ

خَبَّاباً إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَاقَالَتْ وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ

২০৬৮। ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁকে দাউদ ইবনে 'আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন; একবার তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) নিকট বসা ছিলেন। এমন সময় খাব্বাব (রা) (মাকসুরা ওয়ালা) এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমার! আপনি কি আবু হুরায়রার কথা শুনছেন না? তিনি বল্ছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বল্তে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সাথে ঘর থেকে বের হয় এবং জানাযার নামায পড়ে, অতঃপর দাফন করা পর্যন্ত জানাযার সাথে থাকে, তাকে দুই কীরাত সওয়াব দান করা হবে। প্রতিটি কীরাত উহুদ পাহাড় সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে ফিরে চলে আসে, সেও উহুদ পাহাড় সমতুল্য সওয়াব লাভ করবে। ইবনে উমার (রা) একথা যাচাই করার জন্য খাব্বাবকে আয়েশার (রা) নিকট পাঠিয়ে দিলেন। খাব্বাব (রা) চলে গেলে ইবনে উমার (রা) মসজিদের কাঁকর থেকে এক মুষ্ঠি কাঁকর হাতে নিলেন এবং খাব্বাব ফিরে আসা পর্যন্ত তা হাতে নিয়ে নড়াচড়া করছিলেন। খাব্বাব ফিরে এসে বললেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা) ঠিকই বলেছেন্। ইবনে উমার (রা) তাঁর হাতের কংকর জমীনের উপর ছুড়ে মেরে বললেন, আমরা অবশ্যই বহু সংখ্যক কীরাত বরবাদ করে দিয়েছি।

وحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ

২০৬৯। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার নামায আদায় করে তাকে এক কীরাত সওয়াব দান করা হয়। আর

সে যদি দাফন কার্যেও শরীক থাকে, তবে দুই কীরাত সওয়াব লাভ করবে। এক কীরাত উহুদ সমতুল্য।

وحدثني ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام

حدثني أبي ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد ح وحدثني زهير

ابن حرب حدثنا عفان حدثنا أبان كلهم عن قتادة بهذا الاسناد مثله وفي حديث سعيد

وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد

২০৭০। উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রের রাবীগণ সবাই কাতাদা থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাঈ'দ ও হিশামের বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কীরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তা উহুদ পাহাড় সমতুল্য।

حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب

عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه

قال فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم

২০৭১। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মৃত ব্যক্তির উপর যখন একদল মুসলমান যাদের সংখ্যা একশ' হবে জানাযার নামায পড়ে এবং সবাই তার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে, তবে তার জন্য এ সুপারিশ কবুল করা হবে। সাল্লাম ইবনে আবু মুতী' রাবী বলেন, আমি এ হাদীসটা শু'য়াইব ইবনে হাবহাবের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমাকে এ হাদীস আনাস ইবনে মালিক (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ জানাযার নামায বেশী সংখ্যক লোক আদায় করে মৃতের জন্য দু'আ করলে তা কবুল হওয়ার একান্ত আশা করা যায়। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা একশ' সীমাবদ্ধ নয় বরং কোন কোন রিওয়ায়াতে চল্লিশও উদ্ধৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সংখ্যা উল্লেখ করে অধিক সংখ্যক লোক জানাযায় উপস্থিত হওয়ার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

حدثنا هرون بن معروف وهرون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني قال
الوليد حدثني وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله
ابن أبي نمر عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد
أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا
له فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا
إلا شفعهم الله فيه وفي رواية ابن معروف عن شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس

২০৭২। ইবনে আব্বাসের (রা) আযাদকৃত গোলাম কুরাইব (রা) থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণিত। 'কাদীদ' অথবা 'উস্ফান' নামক স্থানে তার একটি পুত্র সন্তান মারা গেল। তিনি আমাকে বললেন, হে কুরাইব! দেখ কিছু লোক একত্রিত হয়েছে কিনা? আমি বের হয়ে দেখলাম কিছু লোক একত্রিত হয়েছে। আমি তাকে খবর দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি বল তাদের সংখ্যা কি চল্লিশ হবে? বললাম হাঁ! তিনি বললেন, তাহলে লাশ বের করে নাও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি মারা গেলে, তার জানাযায় যদি এমন চল্লিশজন মানুষ দাঁড়িয়ে যায় যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনা তবে মহান আল্লাহ তার অনুকূলে তাদের প্রার্থনা কবুল করেন।

وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر
السعدي كلهم عن ابن علية واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علية أخبرنا عبد العزيز بن صهيب
عن أنس بن مالك قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت
وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت
وجبت وجبت قال عمر فدى لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت

وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ

২০৭৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি জানাযা বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকেরা প্রশংসা করল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার "ওয়াজাবাত" শব্দ উচ্চারণ করলেন। অর্থাৎ ওয়াজিব হয়ে গেছে। আরেকবার একটা জানাযা বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু লোকেরা তার দুর্নাম করল। নবী (সা) তিনবার তার সম্পর্কে "ওয়াজাবাত" বললেন। অর্থাৎ ওয়াজিব হয়ে গেছে। তখন উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার মা-বাপ উৎসর্গ হোক! একটা জানাযা অতিক্রম করলে তার প্রতি ভাল মন্তব্য করা হলে আপনি তিনবার "ওয়াজাবাত" (অবধারিত) বল্লেন! আরেকটা জানাযা অতিক্রমকালে তার প্রতি খারাপ মন্তব্য করা হলে আপনি তিনবার "ওয়াজাবাত" বললেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ তোমরা যার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করেছ তার জন্য বেহেশ্ত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেছ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা যমীনের বুকে আল্লাহর সাক্ষী, তোমরা যমীনের বুকে আল্লাহর সাক্ষী, তোমরা যমীনের বুকে আল্লাহর সাক্ষী।

টীকা ঃ এ হাদীসে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মৃত্যুর পর লোকেরা মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে যে মন্তব্য করে থাকে তদনুযায়ী তার পরিণাম ফল হয়ে থাকে। ভাল মন্তব্য করলে তার পরিণাম বেহেশ্ত ও খারাপ মন্তব্য করলে দোযখ। আসলে তা নয়। বরং হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নেককার ও পরহেয্গার তাঁর প্রতি সবাই ভাল ধারণা পোষণ করে থাকে। আর কাফির-মুনাফিক ও বদকার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করাই স্বাভাবিক। অতএব বান্দার আমলই তার পরিণাম ফলকে নিশ্চিত করে থাকে। হাদীসে উল্লিখিত দুইটি জানাযা সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কে যে উক্তি করা হয়েছে তার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত জানাযা ছিল একজন নেককার পুণ্যবান ব্যক্তির আর দ্বিতীয়টি ছিল এক বদকারের। তাই তো রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের পরিণাম সম্পর্কে এরূপ উক্তি করেছেন।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَمُّ

২০৭৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে একটা জানাযা অতিক্রম করল। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আনাসের সূত্রে

আবদুল আজীজের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। তবে আবদুল আজীজের হাদীসটা পূর্ণাঙ্গ।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ

২০৭৫। আবু কাতাদা ইবনে রিবঈ' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করতেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে একটা জানাযা বয়ে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি বলেন, "মুসতারীহুন" ও "ওয়ামুসতারাহুম্ মিনহু" অর্থাৎ সেও শান্তি লাভকারী এবং তার প্রস্থানে শান্তি লাভ হয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'মুস্তারীহ্' ও 'মুস্তারাহ্ মিনহু' এর মানে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ঈমানদার বান্দাহ হলে এ ব্যক্তি দুনিয়ার কষ্ট মুসীবত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। আর পাপীষ্ঠ বান্দাহ হলে এ ব্যক্তি থেকে আল্লাহর বান্দারা, অত্র অঞ্চল, বৃক্ষরাজি ও পশুপাখি সবাই পরিত্রাণ লাভ করবে।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ

২০৭৬। এ সূত্রে আবু কাতাদা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈ'দের বর্ণিত হাদীসে আছে, সে ব্যক্তি দুনিয়ার কষ্ট ক্লেশ থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর রহমত লাভ করবে।

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات

২০৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– যেদিন নাজ্জাশীর বাদশাহ ইন্‌তিকাল করেন, লোকদেরকে তার মৃত্যুর সংবাদ শুনালেন। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে তিনি নামাযের স্থানে গিয়ে চারটি তাকবীর উচ্চারণ করলেন (জানাযা পড়লেন)

টীকা ঃ জানাযা ফরজে কিফায়া। তা কমপক্ষে তিনজন অথবা চারজন, কারো মতে, দুজন আবার কারো মতে, মাত্র একজন আদায় করলেই আদায় হয়ে যাবে। সকলের মতেই জানাযার তাকবীর ৪টি। ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও এর অধিক ৫, ৬, ৭, ৮ তাকবীরও দিয়েছেন। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে ৪ তাকবীরই ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফার (র) মতে, জানাযার নামায মসজিদে ঠিক নয় ময়দানে গিয়ে আদায় করা উচিৎ। ইমাম শাফেঈ' ও অধিকাংশের মতে, মসজিদে পড়া জায়েয। তবে মাঠে পড়া উত্তম। মুর্দাকে মসজিদে ঢুকান কারোও নিকটই বাঞ্ছনীয় নয়। কারো কারো মতে, গায়েবানা জানাযা দুরস্ত নেই। কিন্তু অধিকাংশের মতে, জায়েয্। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা পড়েছেন। এটাই জায়েযের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারো উপর জানাযা আদায় না করা হলে অথবা কোথাও উন্মুক্ত জায়গা না পাওয়া গেলে কবরের উপরও জানাযার নামায পড়া দুরস্ত আছে। জানাযার নামাযে তাহরীমা ছাড়া আর কোন তাকবীরে হাত উঠানো ঠিক নয়। কারো মতে, উঠানো জায়েয্। ইমাম শাফেঈ', আহমাদ ও ইসহাক এ মতের অনুসারী। বরং তাঁদের মতে, উঠানোই উত্তম। অধিকাংশের মতে জানাযার নামাযে দুই দিকেই সালাম ফিরাতে হয়। কেউ একদিকে সালাম যথেষ্ট বলেছেন। তাছাড়া হানাফী, শাফেঈ' উভয় মতেই সালাম উচ্চস্বরে পড়তে হবে।

وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب كرواية عقيل بالإسنادين جميعا

২০৭৮। উভয় সূত্রেই ইবনে শিহাব থেকে উকাইলের বর্ণনা সদৃশ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هرون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا

২০৭৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশীর জন্য গায়েবানা জানাযা আদায় করেছেন এবং চার তাকবীর উচ্চারণ করেছেন।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلَّهِ صَالِحٌ أَصْحَمَةُ فَقَامَ فَأَمَّنَا وَصَلَّى عَلَيْهِ

২০৮০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নাজ্জাশী ইনতিকাল করলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ আল্লাহর একজন নেককার বান্দাহ ইন্‌তিকাল করেছেন। এরপর তিনি উঠে গিয়ে আমাদের সামনে ইমাম হয়ে তাঁর জন্য নামায আদায় করলেন।

حدثني مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ

২০৮১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজ্জাশী– ইন্‌তিকাল করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের এক ভাই ইন্‌তিকাল করেছেন। অতএব তোমরা উঠ এবং তাঁর জন্য নামায আদায় কর। জাবির (রা) বলেন, আমরা উঠে গিয়ে দুইটি সারি বাঁধলাম।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ يَعْنِي النَّجَاشِيَّ وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ إِنَّ أَخَاكُمْ

২০৮২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের এক ভাই ইন্‌তিকাল করেছেন। অতএব তোমরা উঠে তাঁর জন্য নামায আদায় কর। ভাই বল্‌তে তিনি নাজ্জাশীকে বুঝাচ্ছিলেন। যুহাইরের বর্ণনায় "ইন্না আখা-কুম" বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا قَالَ الشَّيْبَانِيُّ فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا قَالَ الثِّقَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَسَنٍ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ لِعَامِرٍ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ

২০৮৩। ইমাম শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতকে দাফন করার পর একটা কবরের উপর জানাযার নামায পড়েছেন। এবং চার তাকবীর উচ্চারণ করেছেন। শায়বানী বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা আপনার কাছে কে বর্ণনা করেছে? তিনি বল্‌লেন, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। এ হচ্ছে হাসানের বর্ণিত হাদীসের শব্দসমষ্টি। আর ইবনে নুমাইরের রিওয়ায়াতে তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা তাজা কবরের নিকট পৌঁছে এর উপর নামায আরম্ভ করলে সবাই তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হল। তিনি চার তাকবীর উচ্চারণ করলেন। আমি 'আমেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কাছে কে বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যার কাছে ইবনে আব্বাস (রা) এসেছিলেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

২০৮৪। বিবিধ সূত্রের রাবী যথাক্রমে হাসিম, আবদুল ওয়াহিদ, জারীর, সুফিয়ান মায়ায্ সবাই শায়বানী থেকে, তিনি শা'বী (র) থেকে, তিনি ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাদের কারো হাদীসে একথা উল্লেখ নেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযায় চার তাকবীর উচ্চারণ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ جَمِيعًا عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْقَبْرِ نَحْوَ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

২০৮৫। ইস্‌মাঈল ইবনে আবু খালিদ ও আবু হাসীন উভয়ে শা'বী থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কবরের উপর তাঁর জানাযার নামায সম্পর্কে শায়বানীর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাদের হাদীসে চার তাকবীরের কথা বর্ণিত হয়নি।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ

২০৮৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর জানাযার নামায পড়েছেন।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

২০৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একটি কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা অথবা যুবক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিত। কিছুদিন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না দেখে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবিরা বললেন, সে তো মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা আমাকে খবর দিলেনা কেন? রাবী বলেন, খুব সম্ভব তাঁরা বিষয়টিকে গুরুত্বহীন মনে করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বল্লেন ঃ আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা তাঁকে কবর দেখিয়ে দিলে তিনি তার কবরের উপর জানাযা আদায় করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ এসব কবর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। মহান আল্লাহ আমার নামাযের দরুন তা আলোকিত করে দেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا

২০৮৮। আবদুর রাহমান ইবনে আবু লাইলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ (রা) আমাদের জানাযাসমূহে চারটি তাকবীর উচ্চারণ করতেন। আর তিনি কোন জানাযায় পাঁচ তাকবীরও দিয়েছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ তাকবীর দিতেন।*

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ

২০৮৯। আমের ইবনে রবী'আহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা জানাযা নিয়ে যেতে দেখ তখন দাঁড়িয়ে যাও। যে পর্যন্ত তা তোমাদেরকে পশ্চাতে ফেলে না যায় অথবা তা মাটিতে রেখে দেয়া না হয় (ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক)।

টীকা ঃ জানাযা সামনে আসলে দাঁড়িয়ে যাওয়া কারো কারো মতে, জরুরী। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ' ও মালিকের নিকট জরুরী নয়। বরং এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। আহমাদ ও ইসহাকের মতে, দাঁড়ানো ও বসে থাকা উভয়ই সমান।

وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا
ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث ح وحدثني حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني
يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الاسناد وفي حديث يونس انه سمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول ح

২০৯০। এ সূত্রে লাইস ও ইউনুস উভয়ই ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং ইউনুস বর্ণিত হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث
عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى
أحدكم الجنازة فان لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه

২০৯১। 'আমের ইবনে রবী'আহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ জানাযা দেখতে পায়, যদি সে এর সাথে না হাঁটে তবে তার উচিৎ জানাযা সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে পশ্চাতে ফেলা পর্যন্ত অথবা পশ্চাতে ফেলার আগেই মাটিতে রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা।

وحدثني أبو كامل حدثنا حماد ح وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل جميعا عن
أيوب ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله ح وحدثنا ابن المثنى

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَّى تُخَلِّفَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا

২০৯২। হাম্মাদ, আইউব, উবাইদুল্লাহ ইবনে 'আওন, ইবনে জুরাইজ সবাই নাফে' (রা) থেকে এ সূত্রে লাইস ইবনে সা'দের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ব্যতিক্রম এই যে, ইবনে জুরাইজের হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ জানাযা দেখতে পায়, তখন তার দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিৎ। আর সে যদি জানাযার অনুসরণ না করে তবে তা অগ্রসর হয়ে তাকে পিছনে ফেলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উচিৎ।

حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ

২০৯৩। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা জানাযার পিছনে পিছনে চল, তখন তা মাটিতে রাখা পর্যন্ত বসে যেওনা।

وحدثني سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا

২০৯৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার একটি লাশ নিয়ে যেতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো এক ইয়াহুদী

মেয়েলোকের লাশ। তিনি বল্লেন ঃ মৃত্যু একটা ভয়াবহ জিনিস। অতএব যখন তোমরা জানাযা (লাশ) দেখ, দাঁড়িয়ে যাও।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ

২০৯৫। আবু যুবাইর জানিয়েছেন, তিনি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে একটা জানাযা অতিক্রম করার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তা দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ

২০৯৬। ইবনে জুরাইজ বলেন, আমাকে আবু যুবাইরও জানিয়েছেন যে, তিনি জাবিরকে (রা) বল্তে শুনেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ এক ইয়াহুদীর লাশ যেতে দেখে এবং তা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا .

২০৯৭। 'আমর ইবনে মুররাহ ইবনে আবু লাইলার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, কায়েস ইবনে সা'দ ও সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) কাদেসিয়াতে ছিলেন। তাদের কাছ দিয়ে একটা জানাযা অতিক্রম করলে তাঁরা উভয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদেরকে বলা হল, এটা তো অত্র এলাকার এক অমুসলিমের লাশ! তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলে তিনি দাঁড়িয়ে যান। তখন কেউ তাকে বলল, এটা এক ইয়াহুদীর লাশ। তিনি বললেন ঃ সেকি একটি প্রাণী নয়?

وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ فَقَالَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ

২০৯৮। 'আমর ইবনে মুররাহ থেকে এ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে । অতঃপর তাঁরা বললেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহর সাথে ছিলাম। এমন সময় আমাদের নিকট দিয়ে একটি লাশ অতিক্রম করল।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ قَائِمًا وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ فَقَالَ لِي مَا يُقِيمُكَ فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ نَافِعٌ فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ

২০৯৯। ওয়াকিদ ইবনে 'আমর ইবনে মুয়ায্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক জানাযায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় নাফে' ইবনে যুবায়ের আমাকে দেখতে পেলেন। তিনি তখন লাশ নীচে রাখার জন্য বসে বসে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমি উত্তর দিলাম। লাশটি রাখার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। কেননা আবু সাঈদ খুদরী (রা) এ সম্পর্কে বর্ণনা করছেন। নাফে' (রা) একথা শুনে বললেন, মাসউদ ইবনে হাকাম 'আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) সূত্রে আমাকে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে দাঁড়িয়েছেন পরে বসে গেছেন (এ অভ্যাস পরিত্যাগ করেছেন।)

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ وَإِنَّمَا

حَدَّثَ بِذَلِكَ لأَنَّ نَافِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ

২১০০। মাসউ'দ ইবনে হাকাম আনসারী আলী ইবনে আবু তালিবকে (রা) জানাযার ব্যাপারে বল্‌তে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে দাঁড়াতেন পরে বসে থাকতেন। নাফে ইবনে যুবায়ের কথাটা এজন্য বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ওয়াকিদ ইবনে 'আমরকে (রা) দেখলেন তিনি লাশ নীচে রাখার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ

২১০১। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈ'দ থেকে এ সূত্রেও উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثني زُهَيْرُ

ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْعُودَ ابْنَ الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ

২১০২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জানাযায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়াতে দেখে দাঁড়িয়েছি এবং বস্‌তে দেখে বসে গেছি।

وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ

২১০৩। এ সূত্রেও শু'বা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ

وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ.

২১০৪। যুবায়ের বলেন, আমি 'আওফ ইবনে মালিককে বল্তে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযায় যে দু'আ পড়লেন, আমি তাঁর সে দু'আ মনে রেখেছি। দু'আ-য় তিনি একথাগুলো বলেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও ও তার প্রতি দয়া কর। তাকে নিরাপদ রাখ ও তার ত্রুটি মার্জনা কর। তাকে উত্তম সামগ্রী দান কর ও তার প্রবেশস্থলকে প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও বৃষ্টি দ্বারা ধুয়ে মুছে দাও এবং গুনাহ থেকে এরূপভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দাও যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। তাকে তার ঘরকে উত্তম ঘরে পরিণত কর, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান কর, তার স্ত্রীর তুলনায় উত্তম স্ত্রী দান কর। তাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাও এবং কবর আযাব ও দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও"। রাবী 'আওফ ইবনে মালিক বলেন, তাঁর মূল্যবান দু'আ শুনে আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল, আমি যদি সে মৃত ব্যক্তি হতাম।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ هٰذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا

২১০৫। 'আওফ ইবনে মালিক (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْحِمْصِيِّ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ» يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ

২১০৬। 'আওফ ইবনে মালিক আশজাঈ' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাযার নামাযে এভাবে দু'আ করতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও ও তার প্রতি দয়া কর। তাকে ত্রুটি মার্জনা কর ও তাকে বিপদমুক্ত কর। তার উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর ও তার আশ্রয়স্থলকে প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও বৃষ্টি দিয়ে ধুয়ে মুছে দাও। তাকে পাপরাশি থেকে এভাবে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তাকে তার বর্তমান ঘরের পরিবর্তে আরও উত্তম ঘর দান কর, তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান কর, বর্তমান স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর এবং তাকে কবর আযাব ও দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও।" 'আওফ ইবনে মালিক (রা) বলেন, ঐ মুর্দার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ দোয়া দেখে আমার মনে আকাঙ্খা জাগল যে, আমি যদি এ মুর্দা হতাম।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا

২১০৭। সামুরা ইবনে যুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে জানাযার নামায পড়লাম। তিনি উম্মু কা'বের জানাযা পড়ছিলেন। তিনি নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়া কালে তার লাশের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ

أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُوا أُمَّ كَعْبٍ

২১০৮। ইবনুল মুবারাক, ইয়াযীদ ইবনে হারুন, ও ফযল ইবনে মুসা সবাই হুসাইন থেকে এ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাঁরা উম্মু কা'বের কথা উল্লেখ করেননি।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ أَنَّ هَا هُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُّ مِنِّي وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ وَسَطَهَا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاَةِ وَسَطَهَا

২১০৯। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় তরুণ বালক ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহর কথা মনে রাখতে পারতাম। তবে একমাত্র এ কারণে তা আলোচনা করতে আমার বিবেক আমাকে বাঁধা দিত যে তখন রাসূলুল্লাহর কাছে আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক উপস্থিত থাকতো। আমি তাঁর পিছনে এক মহিলার জানাযা আদায় করলাম। সে নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তার জানাযা আদায়কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দেহের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছেন। ইবনে মুসান্নার রিওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে : আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নামায আদায়কালে তার দেহের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছেন।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ

২১১০। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি রশিবিহীন ঘোড়া হাজির করা হল। তিনি ইবনে দাহ্দাহের জানাযা শেষ করে এর পিঠে আরোহণ করলেন। আর আমরা তাঁর চার পাশে হেঁটে চলছিলাম।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدَلًّى فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ أَوْ قَالَ شُعْبَةُ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ

২১১১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে দাহ্দাহ্ (মারা গেলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযা আদায় করলেন। এরপর তাঁর কাছে একটা লাগামবিহীন ঘোড়া হাজির করা হল। এক ব্যক্তি তা রশি দিয়ে বাঁধল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিঠে আরোহণ করলেন। ঘোড়াটি রাসূলুল্লাহকে নিয়ে লাফিয়ে চল্তে লাগল আর আমরা তাঁর পিছনে দৌড়িয়ে অনুসরণ করলাম। জাবির বলেন, অতঃপর কাফেলার মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বহু সংখ্যক খেজুরের ছড়া ইবনে দাহদাহের জন্য বেহেশ্তে ঝুলে রয়েছে। শু'বার বর্ণনায় 'আবু দাহদাহ' উল্লেখ আছে।

টীকা ঃ ইবনে দাহ্দাহ (রা) একজন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক ইয়াতীম ছেলেকে তাঁর একটা খেজুর বাগান দান করে দিয়েছেন। একটা খেজুর বাগান নিয়ে আবু লুবাবার সাথে ইয়াতীম ছেলেটির বিবাদ হলে আবু লুবাবা তা দিতে অস্বীকার করলেন। ইবনে দাহ্দাহ ইয়াতীম ছেলেটির প্রতি সদয় হয়ে নিজের একটা বাগানের বিনিময়ে খেজুর বাগানটি খরিদ করে তা ইয়াতীম ছেলেকে দান করলেন। ইবনে দাহদাহের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সা) এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, তার জন্য বেহেশ্তে অসংখ্য খেজুরের থোকা ঝুলে রয়েছে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمِسْوَرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ الْحَدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২১১২। 'আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) তাঁর মৃত্যুকালীন পীড়ার সময় বলেছেন, তোমরা আমার জন্য একটা কবর ঠিক করে রাখ এবং আমার কবরের উপর এভাবে ইট স্থাপন কর যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ. قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو جَمْرَةَ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ مَاتَا بِسَرَخْسَ

২১১৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে লাল বর্ণের একটা চাদর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। ইমাম মুসলিম বলেন, আবু জামরার নাম হচ্ছে নদুর ইবনে ইমরান ও আবু তিয়াহের প্রকৃত নাম ইয়াযীদ ইবনে হুমাইদ উভয়ে সারেখ্‌সে ইন্‌তিকাল করেছেন।

টীকা ঃ কবরে কোন রঙ্গীন চাদর অথবা মূল্যবান বিছানা বিছিয়ে দেয়া কাফনের নির্দিষ্ট কাপড় ছাড়া মাকরূহ। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহর এক আযাদকৃত গোলাম শাকরান রাসূলুল্লাহর চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ কারণেই তা করেছেন। তিনি ভেবেছেন, রাসূলুল্লাহর অবর্তমানে তাঁর চাদর ব্যবহার করা কারো পক্ষে শোভনীয় হবেনা। তাই এটাকে অকেজো ফেলে রাখার চেয়ে তাঁর কবরে দেয়াটাই উত্তম।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ وَفِي رِوَايَةِ هَارُونَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا

২১১৪। এখানে দুইটি সূত্র বর্ণিত হয়েছে। আবু তাহেরের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। আবু আলী হামদানী তাঁকে জানিয়েছেন, হারুনের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। সুমামা ইবনে শুফাই তাঁকে জানিয়েছেন ঃ তিনি বলেন, আমরা একবার রোম সাম্রাজ্যের রূদাস উপদ্বীপ ফুজালা ইবনে উবায়েদের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের একজন সঙ্গী মারা গেলে ফুজা তাকে কবরস্থ করতে আদেশ দিলেন। অতঃপর তাঁর কবরকে সমান করে তৈরী করা হ্ল। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি কবরকে সমতল করে তৈরী করতে আদেশ করেছেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ .

২১১৫। আবু হাইয়াজুল আসাদী বলেন, আমাকে আলী (রা) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবনা যে কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হচ্ছে কোন (জীবের) প্রতিকৃতি বা ছবি দেখলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ না করে ছাড়বেনা। আর কোন উঁচু কবর দেখলে তাও সমান না করে ছাড়বেনা।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ وَلاَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا

২১১৬। সুফিয়ান বলেন, আমাকে হাবীব এ সূত্রে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

২১১৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, কবরের উপর বসতে ও কবরের উপর গৃহ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

২১১৮। ইবনে জুরাইজ বলেন, আমাকে আবু যুবায়ের জানিয়েছেন যে, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে বল্‌তে শুনেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি.... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نُهِيَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ

২১১৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

২১২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তোমাদের কারো জ্বলন্ত অংগারের উপর বসে থাকা এবং তাতে তার কাপড় পুড়ে গিয়ে শরীরের চামড়া দগ্ধীভূত হওয়া কবরের উপর বসার চেয়ে উত্তম।

وحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ح وحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

২১২১। সুহাইল থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنى على بن حجر السعدى حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبى مرثد الغنوى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها

২১২২। আবু মারসাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কখনো কবরের উপর বসবেনা। এবং কবরের দিকে মুখ করে নামাযও পড়বেনা।

টীকা ঃ কবরের উপর সিজদা করা ও কবরকে সিজদা করা প্রকাশ্য শিরক। এ শিরক থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর বসতে বা একে সামনে রেখে নামায পড়তে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

وحدثنا حسن بن الربيع البجلى حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبى ادريس الخولانى عن واثلة بن الأسقع عن أبى مرثد الغنوى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها

২১২৩। আবু মারসাদ গানাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কবরের দিকে নামায পড়োনা এবং কবরের উপর বসোনা।

وحدثنى على بن حجر السعدى وإسحق بن إبراهيم الحنظلى واللفظ لاسحق قال على حدثنا وقال إسحق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبى وقاص فى المسجد فتصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ماأسرع مانسى الناس ماصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا فى المسجد

২১২৪। 'আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। 'আয়েশা (রা) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের লাশ মসজিদে নিয়ে আসতে ও মসজিদের ভিতর জানাযার নামায পড়তে নির্দেশ দিলেন। উপস্থিত লোকেরা তাঁর আদেশ পালনে অসম্মতি প্রকাশ করল। তিনি বললেন, লোকেরা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনে বাইদার জানাযার নামায মসজিদেই পড়েছিলেন।

টীকা ঃ ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মতে, জানাযার নামায মসজিদের ভিতরে জায়েয। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের মতে, জায়েয নয়।

وحدثني محمد بن حاتم حدثنا

بهز حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير
يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه
وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين
عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا
ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا
ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد

২১২৫। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ইনতিকাল করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তাঁর লাশ মসজিদে নিয়ে আসার জন্য বলে পাঠালেন যাতে তারাও তার জানাযা পড়তে পারেন। উপস্থিত লোকেরা তাই করল। তাঁকে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের প্রকোষ্ঠের সামনে রাখা হল এবং তারা তার জানাযার নামায আদায় করলেন। অতঃপর তাঁকে বাবুল জানায়েয (জানাযা বের করার দরজা) দিয়ে যা মাকায়েদের দিকে ছিল, বের করা হল। লোকেরা এ খবর জানতে পেয়ে বলল, কি ব্যাপার! জানাযা মসজিদে ঢুকান হয়েছে? এরপর 'আয়েশার (রা) নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, লোকেরা কেন এত শীঘ্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হল যে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই? মসজিদে জানাযা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে লোকেরা সমালোচনা করল, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইল ইবনে বাইদার নামাযে জানাযা মসজিদের ভিতরেই আদায় করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, সুহাইল ইবনে ওয়াদর বাইদার পুত্র। তার মায়ের নাম বাইদা।

وحدثني هرون بن عبد الله ومحمد

ابن رافع واللفظ لابن رافع قالا حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه «قال مسلم» سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء

২১২৬। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত। যখন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ইনতিকাল করলেন 'আয়েশা (রা) বললেন, তোমরা তার লাশ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ কর। আমি তার জানাযা পড়ব। তখন লোকেরা অস্বীকৃতি জানালে তিনি বললেন, খোদার কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইদার দুই ছেলে সুহাইল ও তার ভাইর (সাহলের) জানাযার নামায মসজিদেই আদায় করেছেন।

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد «ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم»

২১২৭। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, যেদিন তার কাছে রাসূলুল্লাহর রাত্রি যাপনের পালা আসত, তিনি শেষ রাত্রে উঠে (জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানে) চলে যেতেন এবং এভাবে দু'আ করতেন ঃ "তোমাদের উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক হে ঈমানদার কবরবাসীগণ। তোমাদের কাছে পরকালে নির্ধারিত যেসব বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তা

তোমাদের নিকট এসে গেছে। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ! বাকী' গারকাদ' কবরবাসীদেরকে ক্ষমা করে দাও"। কুতাইবার বর্ণনায় অবশ্য "ওয়া-আতাকুম" শব্দটি উল্লেখ নাই।

وحدثني هرون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني قلنا بلى ح وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قال قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف ازاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث الا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت ازاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال مالك ياعائش حشيا رابية قالت قلت لا شيء قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يارسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه

اللّٰهُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ

২১২৮। আবদুল্লাহ ইবনে কাসির ইবনে মুত্তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে কায়েসকে (রা) বলতে শুনেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি । তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ও আমার তরফ থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাব না? আমরা বললাম, অবশ্যই! **সূত্র পরিবর্তন** ঃ পরবর্তী সূত্রে ইবনে জুরাইজ বলেন, আমাকে কুরাইশ গোত্রের আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস একদিন বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ও আমার আম্মাজান থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাব? আমরা ধারণা করলাম তিনি তাঁর জননী মাকে বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেন, মা 'আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করে শুনাব? আমরা বললাম, হাঁ, অবশ্যই! তিনি বলেন, যখন ঐ রাত আসত যে রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে থাকতেন। তিনি এসে তাঁর চাদর রেখে দিতেন, জুতা খুলে পায়ের কাছে রাখতেন। পরে নিজ তাহবন্দের (লুঙ্গি) একদিক বিছানায় ছড়িয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়তেন। অতঃপর মাত্র কিছু সময় যতক্ষণে তিনি ধারণা করতেন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। অতঃপর উঠে ধীরে ধীরে নিজ চাদর নিতেন এবং জুতা পরিধান করতেন। পরে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়তেন। অতঃপর কিছু সময় নিজেকে আত্মগোপন করে রাখতেন। একদিন আমি আমার জামা মাথার উপর স্থাপন করে তা দিয়ে মাথাটা ঢেকে তাহবন্দটা পরিধান করে অতঃপর তাঁর পেছনে রওয়ানা হলাম। যেতে যেতে তিনি গিয়ে জান্নাতুল বাকীতে (কবরস্থানে) পৌঁছলেন। তথায় তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিনি তিনবার হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন। এরপর আবার গৃহের দিকে ফিরে রওয়ানা করলে আমিও রওয়ানা হলাম। তিনি দ্রুত রওয়ানা করলে আমিও দ্রুত চলতে লাগলাম। তাঁকে আরও দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে দেখে আমি আরও দ্রুত চল্‌তে লাগলাম। এরপর তিনি দৌড়াতে আরম্ভ করলে আমিও দৌড়ে তাঁর আগেই ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং বিলম্ব না করে শুয়ে পড়লাম। একটু পর তিনি গৃহে প্রবেশ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে

'আয়েশা তোমার কি হল? কেন হাঁপিয়ে পড়েছ? আয়েশা (রা) বলেন, আমি জবাব দিলাম, না, তেমন কিছুনা। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হয় তুমি নিজে আমাকে ব্যাপারটা খুলে বলবে নতুবা লতীফুল খাবীর মহান আল্লাহ আমাকে তা জানিয়ে দিবেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর আমার মাতাপিতা কুরবান হোক! এরপর তাঁকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, তুমিই সেই কালো ছায়াটি যা আমি আমার সামনে দেখছিলাম। আমি বললাম ঃ জী হাঁ! তিনি আমার বুকে একটা থাপ্পড় মারলেন যাতে আমি ব্যথা পেলাম। অতঃপর বললেন, তুমি কি ধারণা করেছ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর অবিচার করবেন? 'আয়েশা (রা) বলেন, যখনই মানুষ কোন কিছু গোপন করে, আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন। হাঁ অবশ্যই জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যখন তুমি আমাকে দেখেছ এ সময় আমার কাছে জিব্রাঈল (রা) এসেছিলেন এবং আমাকে ডাকছিলেন। অবশ্য তা তোমার কাছে গোপন রাখা হয়েছে। আর আমিও তা গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করে তোমার নিকট গোপন রেখেছি। যেহেতু তুমি তোমার কাপড় রেখে দিয়েছ, তাই তোমার কাছে তিনি আসেননি। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই তোমাকে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। আর আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে তুমি ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে। এরপর জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনার প্রভু আপনার প্রতি আদেশ করছেন, জান্নাতুল বাকী'র কবরবাসীদের নিকট গিয়ে তাদের জন্য দু'আ ইস্তেগফার করতে। 'আয়েশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাদের জন্য কী ভাবে দু'আ করব? তিনি বললেন ঃ তুমি বল, "এই বাসস্থানের অধিবাসী ঈমানদার মুসলমানদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্য থেকে যারা আগে বিদায় গ্রহণ করেছে আর যারা পিছনে বিদায় নিয়েছে সবার প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। আল্লাহ চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

২১২৯। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা যখন কবরস্থানে যেতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দু'আ শিখিয়ে দিতেন। অতঃপর তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি (আবু বকরের বর্ণনানুযায়ী) বলত "আসস্‌ালামু আলা আহলিদ্‌-দিয়ারি" আর যুহাইরের বর্ণনায় আছে ঃ "আস্‌সালামু আলাইকুম আহলাদ্‌-দিয়ারি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুস্‌লিমীনা, ওয়া ইন্না ইন্‌শাআল্লাহু বিকুম লা-হিকূন। আস্‌আলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াতা।" অর্থাৎ হে কবরবাসী ঈমানদার মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি সালাম। খোদা চাহেতো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমি আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানাচ্ছি।

حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قالا حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي

২১৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার প্রভুর নিকট আমার মায়ের জন্য ইস্তেগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করার অনুমতি চাইলে আমার প্রভু আমাকে অনুমতি দান করেননি। আর তাঁর কবর যিয়ারত করার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

টীকা ঃ শিরক ও কুফরের অবস্থায় মারা গেলে তার জন্য দু'আ ইস্তেগফার করা কারো মতেই জায়েয নেই। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এ নিষেধাজ্ঞা আসার পূর্বে তিনি ইস্তেগফার করেছেন। তারপর আর কখনও ইস্তেগফার করেননি। তিনি তাঁর মাতা-পিতার জন্য ইস্তেগফারের অনুমতি চাইলে অনুমতিপ্রাপ্ত হননি। কবর যিয়ারতের অনুমতি লাভ করেছেন মাত্র। রাসূলুল্লাহর মাতা-পিতার ঈমান ও কুফর সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, তাঁদের মৃত্যু শিরকের উপর হয়েছিল। কারো কারো মতে, পূর্ববর্তী নবীর উপর তাদের ঈমান ছিল।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت

২১৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করতে গেলেন। তিনি কাঁদলেন এবং আশে পাশের সবাইকে কাঁদালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আমার প্রভুর নিকট মায়ের জন্য ইস্তেগ্ফারের অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলনা। আমি তার কবর যিয়ারত করার জন্য তাঁর কাছে অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হল। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ

২১৩২। ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম। (এখন অনুমতি দিচ্ছি) তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। আমি ইতিপূর্বে তিন দিনের বেশী কুরবানীর গোশ্ত রাখার ব্যাপারে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম। এখন তোমাদের যতদিন ইচ্ছা রাখতে পার। এছাড়া আমি তোমাদেরকে পানির পাত্রে নবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা যে কোন পানির পাত্রে তা তৈরী করতে পার। তবে নেশার বস্তু (মাদক দ্রব্য) পান করোনা।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي خَيْثَمَةَ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ

২১৩৩ বিভিন্ন সূত্রের রাবীগণ সর্বশেষ রাবী আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রা) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে তাঁর পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা সবাই এ হাদীস আবু সিনানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

২১৩৪। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তির লাশ হাযির করা হল। সে চেপ্টা তীরের আঘাতে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তার জানাযা পড়েননি।

টীকা ঃ আত্মহত্যা করা মহাপাপ। অনেকের মতে, তা কুফরী। তাই তাঁদের মতে আত্মহত্যাকারীর উপর জানাযার নামায পড়া জায়েয নয়। যেমন উমার ইবনে আবদুল আযীয্ ও ইমাম আওযাঈ' এ মত পোষণ করেছেন। তাঁরা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। তবে হাসান বসরী, ইবরাহীম নখঈ', কাতাদা, মালিক, আবু হানিফা, শাফেঈ' (র) ও অধিকাংশ আলেমদের মতে, আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া জায়েয। সে ঈমানদার হলে অন্যান্য ঈমানদার মুসলমানের ন্যায় তার জানাযা পড়তে হবে। কেননা অন্য এক হাদীসে আছে। সাহাবীগণ এ ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানাযা পড়ার জন্য আদেশ করেছেন। এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্যে দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি জানাযা পড়েননি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
কিতাবুয যাকাত

অনুচ্ছেদ ঃ ১

যাকাতের বিবরণ।

وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو ابن يحي بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة

২১৩৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণ শস্যের মধ্যে কোন যাকাত নেই, পাঁচ উটের কম সংখ্যায় যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার কমে (রৌপ্য দ্রব্যের জন্য) যাকাত নেই।

টীকা ঃ যাকাত শব্দের অভিধানিক অর্থ– বৃদ্ধি ও পবিত্রতা। যাকাতদানে যাকাতদাতার সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায় এবং তার অন্তর কৃপণতার কলুষ থেকে পবিত্রতা লাভ করে। তাই এর নাম করা হয়েছে (زكوة) যাকাত। ইসলামের পরিভাষায় শরীয়তের নির্দেশ ও নির্ধারণ অনুযায়ী নিজের মালের একটি নির্দিষ্ট অংশের স্বত্বাধিকার কোন অভাবী লোকের প্রতি অর্পণ করাকে যাকাত বলা হয়।

উল্লিখিত দুটি অর্থের প্রেক্ষিতে যাকাত এমন একটি ইবাদতকে বলা হয় যা, প্রত্যেক সাহেবে নিসাব বা যাকাত প্রদানে সমর্থ মুসলমানের ওপর এই উদ্দেশ্যে ফরয করা হয়েছে যে, খোদা ও বান্দার হক আদায় করে তার অর্থ-সম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং তার নিজের আত্মা ও তার সমাজ কৃপণতা, স্বার্থান্ধতা, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবণতা থেকে মুক্ত হবে। অন্য দিকে তার মধ্যে প্রেম ভালবাসা, ঔদার্য, কল্যাণ কামনা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতির গুণাবলী বৃদ্ধি লাভ করবে।

যাকাত ফরয হয় মক্কাতেই কিন্তু তখনও কি কি মালের যাকাত দিতে হবে এবং কি পরিমাণে দিতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ নাযিল হয়নি। অতএব, সাহাবীগণ নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকতো প্রায় তা সবই দান করে দিতেন। (তফসীরে মাজহারী) অতঃপর দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায় এর বিস্তারিত বিবরণ নাযিল হয়। এ কারণে বলা হয় যে, মদীনাতেই যাকাত ফরয হয়েছে।

(ক) পাঁচ ওসাক ঃ এদেশীয় ওজনে প্রায় আটাশ মন। হানাফী মতে পাঁচ ওসাকের কমেও উশর দিতে হবে।

(খ) উকিয়া ঃ পাঁচ উকিয়া হলো তৎকালীন দু'শ' দিরহাম আর বর্তমানে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমান।

وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث ح وحدثني عمرو الناقد حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحي بن سعيد عن عمرو بن يحي بهذا الإسناد مثله

২১৩৬। আমর ইবনে ইয়াহইয়া এ সনদের মাধ্যমে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة

২১৩৭। ইয়াহ্ইয়া ইবনে উমারাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর হাতের পাঁচ আঙ্গুলের সাহায্যে ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি।... উপরে বর্ণিত ইবনে উয়াইনার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة

২১৩৮। ইয়াহইয়া ইবনে উমারাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণে শষ্যের মধ্যে কোন যাকাত ধার্য হয় না। পাঁচ উটের কম সংখ্যক হলে কোন যাকাত ধার্য হয় না এবং পাঁচ উকিয়ার কমে (রৌপ্য দ্রব্যের জন্য) কোন যাকাত নেই।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة

২১৩৯। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খেজুর ও শস্য পাঁচ মনের কম হলে তা যাকাত ধার্য হয় না।

وحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

২১৪০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শস্য ও খেজুর পূর্ণ পাঁচ ওসাক না হলে তাতে কোন যাকাত নেই, উটের সংখ্যা পাঁচের কম হলে তাতে যাকাত নেই এবং পাঁচ উকিয়ার (বা সাড়ে বায়ান্না তোলা রৌপ্যের) কমে কোন যাকাত নেই।

وحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ

২১৪১। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যা থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও ইবনে মাহদীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ التَّمْرِ ثَمَرٍ

২১৪২। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া এ সনদের মাধ্যমে ইবনে মাহদী ও ইয়াহইয়া ইবনে আদমের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'খেজুরের' পরিবর্তে 'ফল' উল্লেখ করেছেন।

وحدثنا هرون بن معروف وهرون ابن سعيد الأيلي قالا حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة .

২১৪৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রৌপ্য পরিমাণে পাঁচ উকিয়ার কম হলে তাতে কোন যাকাত নেই। উটের সংখ্যা পাঁচের কম হলে তাতে কোন যাকাত নেই, আর খেজুর পাঁচ উকিয়ার কম হলে তাতেও কোন যাকাত নেই।

حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهرون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر

২১৪৪। আমর ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত, আবু যুবায়ের তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে আলোচনা করতে শুনেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন "যে জমি নদী-নালা ও বর্ষার পানিতে সিক্ত হয় তাতে উশর (উৎপাদিত শস্যের দশ ভাগের একভাগ যাকাত) ধার্য হয়। আর যে জমিতে উটের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হয় তাতে অর্ধেক উশর (বিশ ভাগের একভাগ যাকাত) ধার্য হবে।

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان

ابْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

২১৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানের ক্রীতদাস ও ঘোড়ার উপর কোন যাকাত নেই।

টীকা ঃ ইমাম নববী বলেন, আলোচ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ব্যবহারিক প্রয়োজনে যেসব আসবাব-পত্র রাখা হয় তার উপর যাকাত ধার্য হয় না। তবে ঘোড়া ও ক্রীতদাস ইত্যাদি যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা হয় তাহলে এর যাকাত দিতে হবে। এটাই অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান ও যুফরের মতে প্রতি ঘোড়ার উপর এক দিনার হিসেবে যাকাত ওয়াজিব। তবে ইচ্ছা করলে মালিক ঘোড়ার মূল্য সাব্যস্ত করে ২.৫০% হিসেবেও যাকাত আদায় করতে পারে। উল্লেখ্য যে, এ অভিমতের পক্ষে কোন দলীল নেই।

وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «قَالَ عَمْرٌو» عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَقَالَ زُهَيْرٌ يَبْلُغُ بِهِ» لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

২১৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান ব্যক্তির ক্রীতদাস ও ঘোড়ার উপর কোন সদকা (যাকাত) ধার্য হয় না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

২১৪৬(ক)। অধস্তন রাবীগণ আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِى الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ

২১৪৭। ইরাক ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (রাসূল সা.) বলেছেন যে, সদকায়ে ফিতর ছাড়া ক্রীতদাসের উপর অন্য কোন সদকা বা যাকাত প্রযোজ্য নয়।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ক্রীতদাস ব্যবসায় জন্য হোক বা খেদমতের জন্য রাখা হোক মালিককে তার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে। এটাই ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও জমহুর আলেমদের মত। কিন্তু কুফার আলেমগণ বলেন, ব্যবসার উদ্দেশ্যে যেসব ক্রীতদাস রাখা হয়, মালিককে তার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর দিতে হবে না। দাউদ যাহেরী ও আবু সাওর (র)-এর মতে ক্রীতদাসের সদকায়ে ফিতর ক্রীতদাস নিজেই তার উপার্জন থেকে মালিকের অনুমতি নিয়ে আদায় করবে। ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলেমের মতে মুকাতির গোলামের উপর সদকায় ফিতর প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আতা, মালিক ও আবু সাওরের মতে মুকাতির গোলামের সদকায়ে ফিতর মালিকের আদায় করা ওয়াজিব।

وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِىَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ

২১৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রা)-কে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠালেন। অতঃপর রাসূল (সা) কে বলা হলো "ইবনে জামিল, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও রাসূল (সা)-এর চাচা আব্বাস (রা) যাকাত দেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ইবনে জামিল এ কারণে যাকাত দিতে অপছন্দ করেছে যে, সে দরিদ্র ছিল আল্লাহ তাকে ধনী করে দিয়েছেন। আর খালিদ ইবনে ওয়ালিদের কাছে যাকাত চেয়ে তোমরা তার উপর অবিচার করেছো। কারণ সে তার বর্ম এবং ধন সম্পদ আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে রেখেছে। আমার চাচা আব্বাস, তার এ বছরের যাকাত ও তার সমপরিমাণ আরো আমার জিম্মায়।

অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে উমার! তুমি কি উপলব্ধি করছ না যে, কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতার সমতুল্য।

টীকা ঃ খালিদ ইবনে ওয়ালিদের যাকাত না দেয়ার কারণ ঃ উমার (রা) ধারণা করেছিলেন যে, তার এসব সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত তাই এর ওপর যাকাত ওয়াজিব। অতঃপর রাসূল (সা) তাকে বুঝিয়ে বললেন, সে তার সম্পদ জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে রেখেছে। এখনো বছর পূর্ণ হয়নি, তাই তার কাছে যাকাত না চাওয়াই শ্রেয় ছিলো।

(খ) 'আমার যিম্মায়'– অর্থাৎ সে এ বছর ও আগামী বছরের অগ্রিম যাকাত আমার কাছে দিয়ে রেখেছে, আমি তা আদায় করবো।

(গ) ইবনে জামিল দরিদ্র ব্যক্তি ছিলো। রাসূল (সা)-এর কাছে এসে সে বারবার দু'আ করার জন্য আবেদন জানাতো, অবশেষে তিনি তার দারিদ্র মোচনের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন এবং আল্লাহ তাকে ধনী করে দিলেন। অতঃপর তার কাছে যাকাত চাওয়া হলে সে যাকাত দিতে অস্বীকার করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

সদকায়ে ফিতর বা ফিতরার বর্ণনা।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

২১৪৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমান দাস-দাসী এবং স্বাধীন পুরুষ ও মহিলা সকলের উপর এক সা' (صاع) হিসেবে খেজুর বা সব রমযান মাসে সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন।

টীকা ঃ ফিতরা মূলতঃ রোযার যাকাত। যাকাত যেমন মালকে পবিত্র করে অনুরূপভাবে ফিতরাও রোযার মধ্যে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে থাকে তা দূরীভূত করে।

'নির্ধারণ করেছেন'-এর মূলে 'ফরয' শব্দ রয়েছে। এর অর্থ– অবশ্য অবশ্যই করণীয় ও পালনীয়। ইমাম শাফেয়ী প্রথম অর্থ এবং ইমাম আবু হনিফা (র) দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে ফিতরার শরয়ী হুকুম সম্বন্ধে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদের মতে ফিতরা ফরয।

ইমাম আবু হানিফার মতে ফিতরা ওয়াজিব। ইমাম মালিক, কোন কোন ইরাকী ও কিছুসংখ্যক শাফেয়ীর মতে সুন্নতে মুআক্কাদা। আলোচ্য হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, রমযান অতিবাহিত হলে ফিতরা ওয়াজিব হয়। তাই ইমাম শাফেয়ী বলেন, রমযানের শেষ দিনের সূর্যাস্তের পর ফিতরা ফরয হয় এবং আবু হানিফা বলেন, ঈদের দিন সূর্যোদয় থেকে ফিতরা ওয়াজিব হয়।

ইমামগণ সদকায়ে ফিতরের জন্য এই পাঁচটি জিনিস নির্ধারণ করেছেন– গম, আটা, বার্লি, খেজুর, কিশমিশ, পনির।

ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমাদের মতে ফিতরার পরিমাণ এক সা' (হিজাজী)। ইমাম আবু হানিফার মতে অর্ধ সা' (ইরাকী) গম অথবা আটা।

ইমাম আবু হানিফার মতে ৮ রতলে এক সা (ইরাকী) যা আমাদের দেশী ওজনে প্রায় ৪ সের। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমাদের মতে ৫$\frac{১}{৩}$ রতলে এক সা' (হিজাজী) আমাদের দেশী ওজনে প্রায় পৌনে তিন সের।

حدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير

২১৫০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক স্বাধীন বা ক্রীতদাস ব্যক্তি চাই সে প্রাপ্তবয়স্ক হোক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সকলের ওপরই এক সা' খেজুর বা যব সাদকায়ে ফিতর নির্ধারণ করেছেন।

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر

২১৫১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযাদ, গোলাম, পুরুষ, স্ত্রী সবার উপর রমযান মাসের ফিতরা ফরয (ধার্য) করে দিয়েছেন, তিনি মাথাপিছু এর পরিমাণ ধার্য করেছেন এক সা' খেজুর অথবা এক সা' বার্লি। রাবী বলেন, লোকেরা এর বিনিময় ধার্য করেছে অর্ধ সা' গম বা আটা।

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة

২১৫২। নাফে' থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা' খেজুর বা বার্লি দিয়ে সদকায় ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর লোকেরা স্থির করলো যে, দু'মুদ্দ গমের মূল্য) এক সা খেজুর বা যবের সমান হয়।

وحدثنا محمد بن

رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

২১৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলমানের উপর এক সা' খেজুর বা যব রমযানের পরে সদকায়ে ফিতর ধার্য্য করেছেন। চাই সে (মুসলমান) স্বাধীন হোক বা ক্রীতদাস, পুরুষ বা মহিলা ছোট বা বড় (অর্থাৎ সকলকেই ফিতরা দিতে হবে)।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ

قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

২১৫৪। আইয়ায ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবু সারহ থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমরা এক সা খাদ্য অর্থাৎ গম, অথবা এক সা' যব এক সা' খেজুর বা এক সা' পনির বা এক সা' শুষ্ক আঙ্গুল সদকায় ফিতর হিসেবে বের করতাম।

حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا

دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ

فِينَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ

২১৫৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমরা ছোট, বড়, স্বাধীন, ক্রীতদাস, প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা' খাদ্য (অর্থাৎ গম) বা এক সা' পনির, বা এক সা' যব বা এক সা' খেজুর বা এক সা' শুষ্ক আঙ্গুর ফিতরা হিসেবে বের করতাম। আমরা এভাবেই ফিতরা আদায় করে আসছিলাম। শেষ পর্যন্ত যখন মুআবিয়া (রা) হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে আমাদের মাঝে আগমন করলেন, তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে ওয়ায করলেন এবং বললেন : আমি জানি যে, সিরিয়ার দু'মুদ্দ লাল গম এক সা' খেজুরের সমান। সুতরাং লোকেরা তাঁর এ অভিমত গ্রহণ করলো। আবু সাঈদ বলেন, কিন্তু আমি যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন পূর্বের ন্যায় যে পরিমাণে ও যে নিয়মে দিচ্ছিলাম সেভাবেই দিতে থাকবো।

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَنْكَرَ ذٰلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لَا أُخْرِجُ فِيهَا إِلَّا الَّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ

২১৫৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রা) এক সা' খেজুরের পরিবর্তে অর্ধ সা' গম (ফিতরার জন্য) নির্ধারণ করলে আবু সাঈদ (রা)-এর বিরোধিতা করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় যেভাবে এক সা' খেজুর বা শুকনা আঙ্গুর বা যব বা পনির দিতাম এখনো আমি সে পরিমাণেই দিবো।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ

২১৫৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বর্তমান থাকা অবস্থায় আমরা ছোট-বড়, আযাদ-গোলাম প্রত্যেকের পক্ষ থেকে তিন ধরনের জিনিস যথা– এক সা' খেজুর, অথবা এক সা' পনির, অথবা এক সা' বার্লি দিয়ে ফিতরা আদায় করতাম। আমরা এভাবেই ফিতরা আদায় করে আসছিলাম। অতঃপর মুআবিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে রায় দিলেন যে, দুই মুদ্দ গম এক সা' খেজুরের সমান (বিনিময়ের দিক থেকে)। আবু সাঈদ (রা) বলেন, কিন্তু আমি পূর্বের নিয়মেই ফিতরা আদায় করে আসছি।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَصْنَافٍ الأَقِطِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ

২১৫৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তিন প্রকারের জিনিস যথা পনির, খেজুর এবং বার্লি দিয়ে ফিতরা আদায় করতাম।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

২১৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে (ঈদের) নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

২১৬০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই সদকায় ফিতর পরিশোধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

যাকাত আদায় না করার অপরাধ।

وحدثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ فَالإِبِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ

تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلاَ رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِي الْحُمُرِ شَىْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

২১৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সোনা-রূপার অধিকারী যেসব লোক এর হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ সোনা-রূপা দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত তৈরী করা হবে, অতঃপর তা দোযখের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তার ললাট, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। যখনই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। আর তার সাথে এরূপ করা হবে এমন একদিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর তাদের কেউ পথ ধরবে হয় বেহেশতের দিকে আর কেউ দোযখের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! উটের (মালিকদের) কি অবস্থা হবে? তিনি

বললেন, "যে উটের মালিক তার উটের হক আদায় করবে না আর উটের হকগুলোর মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করে অন্যদেরকে দান করাও একটি হক, যখন কিয়ামতের দিন আসবে তাকে এক সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে। অতঃপর তার উটগুলো মোটাতাজা হয়ে আসবে। এর বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে। এগুলো আপন আপন খুর দ্বারা তাকে মাড়াই করতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখন একটি পশু তাকে অতিক্রম করবে অপরটি অগ্রসর হবে। সারাদিন তাকে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে। তাদের কেউ বেহেশতে আর কেউ দোযখের দিকে পথ ধরবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! গরু, ছাগলের (মালিকদের) কি অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ যেসব গরু ছাগলের মালিক এর হক আদায় করবে না কিয়ামতের দিন তাকে এক সমতল ভূমিতে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে। আর তার সেসব গরু ছাগল তাকে শিং দিয়ে আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে। সেদিন তার একটি গরু বা ছাগলেরও শিং বাঁকা বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং তাকে মাড়ানোর ব্যাপারে একটিও বাদ থাকবে না। যখন এদের প্রথমটি অতিক্রম করবে দ্বিতীয়টা এর পিছে পিছে এসে যাবে। সারাদিন তাকে এভাবে পিষা হবে। এই দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে এবং তাদের কেউ বেহেশতের দিকে আর কেউ দোযখের দিকে পথ ধরবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়ার (মালিকের) কি অবস্থা হবে? তিনি (উত্তরে) বললেন, ঘোড়া তিন প্রকারের (ক) যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য গুনাহর কারণ হয় (খ) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে আবরণ স্বরূপ এবং (গ) যে ঘোড়া মালিকের জন্য সওয়াবের কারণ স্বরূপ। বস্তুতঃ সেই ঘোড়াই তার মালিকের জন্য বোঝা বা গুনাহর কারণ হবে, যা সে লোক দেখানোর জন্য অহংকার প্রকাশের জন্য এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার উদ্দেশ্যে পোষে। আর যে ব্যক্তি তার ঘোড়াকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য পোষে এবং এর পিঠে সওয়ার হওয়া এবং খাবার ও ঘাস দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর হক ভুলেনা এ ঘোড়া তার দোষত্রুটি গোপন রাখার জন্য আবরণ হবে।

আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আল্লার রাস্তায় ঘোড়া পোষে এবং কোন চারণভূমি বা ঘাসের বাগানে লালন পালন করে তার এ ঘোড়া তার জন্য সওয়াবের কারণ হবে। তার সে ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানে যা কিছু খাবে তার সমপরিমাণ তার জন্য সওয়াব লেখা হবে। এমনকি এর গোবর ও প্রস্রাবেও সওয়াব লেখা হবে। আর যদি তা রশি ছিঁড়ে একটি বা দুটি মাঠও বিচরণ করে তাহলে তার পদচিহ্ন ও গোবরের সমপরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে। এছাড়া মালিক যদি একে কোন নদীর তীরে নিয়ে যায়– আর সে নদী থেকে পানি পান করে অথচ তাকে পানি পান করানোর ইচ্ছা

মালিকের ছিল না তথাপি পানির পরিমাণ তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! গাধা সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন ঃ এই অতুলনীয় ও পরিপূর্ণ আয়াত আমার ওপর নাযিল হয়েছে– যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তার শুভ প্রতিফল পাবে আর যে এক অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তার মন্দফল ভোগ করবে। এছাড়া গাধার ব্যাপারে আমার ওপর কিছুই নাযিল হয়নি। (অর্থাৎ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে গাধার যাকাত দিলে তারও সওয়াব পাওয়া যাবে।)

وحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا حَقَّهَا وَذَكَرَ فِيهِ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا وَقَالَ يُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ

২১৬২। যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত। তিনি এ সূত্রে হাফস ইবনে মাইসারা কর্তৃক বর্ণিত (উপরের) হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তার বর্ণনায় 'মিনহা হাক্কাহা' বাক্যাংশের পরিবর্তে শুধু "হাক্কাহা" উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরো আছে "উটের দুধ ছাড়ানো একটি বাচ্চাও যাকাতের হিসাব থেকে বাদ যাবে না।" এ সূত্রে আরো আছে, সঞ্চিত সোনা-রূপা গরম করে তা দিয়ে তার উভয় পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا

رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى
سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ
قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا
مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قَالَ سُهَيْلٌ فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ
الْبَقَرَ أَمْ لاَ قَالُوا فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا «أَوْ قَالَ» الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا
«قَالَ سُهَيْلٌ أَنَا أَشُكُّ» الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ
وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلاَ تُغَيِّبُ شَيْئًا
فِي بُطُونِهَا إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَجْرًا وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا
أَجْرًا وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ «حَتَّى ذَكَرَ الأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا
وَأَرْوَاثِهَا» وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ
سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلاً وَلاَ يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا
وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ
وِزْرٌ قَالُوا فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ هٰذِهِ الآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ فَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

২১৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেসব ধনাঢ্য ব্যক্তি নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন তাদের এ সম্পদ দোযখের আগুনে গরম করে পাত তৈরী করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের দেহের উভয় পার্শ্ব ও ললাটে দাগ দেয়া হবে। তার শাস্তি বান্দাদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ সময়কার একটি দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ

হাজার বছরের সমান। অতঃপর কেউ তার পথ ধরবে বেহেশতের দিকে আর কেউ দোযখের দিকে। আর যেসব উটের মালিকেরা যাকাত আদায় করবে না তাদেরকে একটি সমতল মাঠে উপুড় করে শুইয়ে রাখা হবে এবং ঐসব উট স্থুল দেহ নিয়ে আসবে যেমনটি তারা পৃথিবীতে ছিল এবং এগুলো তাদেরকে পা দিয়ে মাড়াতে মাড়াতে অগ্রসর হবে। এভাবে যখনই এর শেষ দলটি অতিক্রম করবে পুনরায় এর প্রথম দল এসে পৌঁছবে। এগুলো এভাবে তাদেরকে মাড়াতে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের বিচার শেষ না করবেন। আর এ কাজ এমন এক দিনে করা হবে যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। অতঃপর কেউ তার পথ ধরবে– হয় বেহেশতের দিকে না হয় দোযখের দিকে। আর যেসব ছাগলের মালিকরা তার যাকাত আদায় করবে না তাদেরকে একটি সমতল মাঠে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে এবং তার সে ছাগলগুলো মোটাতাজা অবস্থায় যেমনটি পৃথিবীতে ছিলো– এসে তাদের খুর দিয়ে মাড়াবে এবং শিং মারতে মারতে অগ্রসর হবে। অথচ সেদিন কোন একটি ছাগলই শিং বাঁকা, শিংহীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না। যখন এদের শেষ দল অতিক্রম করবে পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে। আর এভাবে আযাব চলতে থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের বিচার সমাপ্ত করেন। এ শাস্তি এমন এক দিনে হবে যার পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাবানুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর কেউ তার পথ ধরবে বেহেশতের দিকে আর কেউ দোযখের দিকে। বর্ণনাকারী সুহায়েল বলেন, তিনি গরুর কথা বলেছেন কি না তা আমি জানি না। এবার সাহবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়া সম্পর্কে কি হবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ রয়েছে। বর্ণনাকারী সুহায়েল বলেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে তিনি হয়ত বলেছেন ঃ ঘোড়ার মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ থাকবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ ঘোড়া তিন প্রকার। ঘোড়া কারো জন্য গুনাহের কারণ, কারো জন্য আবরণ আবার কারো জন্য সওয়াবের বিষয়। (ক) ঘোড়া সওয়াবের কারণ হবে সেই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে তা পোষে এবং এজন্য প্রস্তুত রাখে। এ ঘোড়া যাকিছু খাবে বা পান করবে তা তার মালিকের জন্য সওয়াবের কারণ হবে। যদি সে এটাকে কোন মাঠে চড়ায় তাহলে এ ঘোড়া যা খাবে তা তার আমলনামায় সওয়াব হিসেবে লেখা হবে। আর যদি কোন জলাশয়ে এ ঘোড়া পানি পান করে তবে এর প্রতি ফোঁটা পানির বিনিময়ে তার জন্য সওয়াব লেখা হবে। এমনকি এর প্রস্রাব ও পায়খানার পরিবর্তেও মালিক সওয়াব পাবে বলে উল্লেখ করেছেন। আর যদি এটা দু'-একটি টিলা অতিক্রম করে তাহলে প্রত্যেক পা পথ অতিক্রমের বিনিময়েও সওয়াব লেখা হবে। আর ঘোড়া মালিকের জন্য আবরণ স্বরূপ যা সে অপরের উপকার করার জন্য এবং নিজের সৌন্দর্যের জন্য লালন পালন করেছে এবং সে সকল সময়ই এর পেট ও পিঠের হক আদায় করেছে (অর্থাৎ ঘোড়ার পানাহারের প্রতি যত্নবান ছিলো এবং বন্ধু ও গরীবদেরকে মাঝে মাঝে চড়তে ও ব্যবহার করতে দিয়েছে)। আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য গুনাহের কারণ হবে তা হলো– যে ব্যক্তি একে লোক দেখানো, গর্ব এবং

অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য লালন পালন করেছে। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গাধা সম্পর্কে কি হবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ গাধা সম্পর্কে আমার ওপর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। তবে এই অতুলনীয় ও ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতটি নাযিল হয়েছে, "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তার প্রতিদান পাবে, আর যে ব্যক্তি এক অণুপরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেও তার প্রতিফল ভোগ করবে।"

وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

২১৬৪। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَدَلَ عَقْصَاءُ عَضْبَاءُ وَقَالَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ جَبِينُهُ

২১৬৫। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য আছে।

وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَقَّ اللَّهِ أَوِ الصَّدَقَةَ فِي إِبِلِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ

২১৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার আল্লাহর হক অথবা তার উটের সদকা (যাকাত) করবে না... অবশিষ্ট বর্ণনা সুহায়েল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

২১৬৭। জাবির ইবেন আবদুল্লাহ অনসারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ উটের যে কোন মালিক এর হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন সে উপস্থিত হবে এবং তার উটগুলোও কয়েকগুণ বড় হয়ে আসবে। অতঃপর তাকে এক সমতল মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে। এসব পশু নিজ নিজ পা ও খুর দিয়ে তাকে মাড়াতে থাকবে। আর যেসব গরুর মালিক এর হক (যাকাত) আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন ঐ গরুগুলো অনেক মোটাতাজা হয়ে আসবে। তাকে এক সমতল মাঠে ফেলে এগুলো তাকে শিং মারবে এবং পা দিয়ে মাড়াবে। আর যেসব ছাগলের মালিক এর হক আদায় করবে না কিয়ামতের দিন এগুলো অনেক অনেকগুণ বড় দেহ নিয়ে এসে তাকে এক সমতল ময়দানে ফেলে শিং মারতে থাকবে এবং পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে আর এগুলোর কোন একটিও শিংহীন বা শিং ভাঙ্গা

হবে না। যেসব ধনাগারের মালিক এর হক আদায় করবে না কিয়ামতের দিন তার এ গচ্ছিত সম্পদ একটি টাক মাথার বিষধর অগজর সাপ হয়ে মুখ হাঁ করে তার পিছু ধাওয়া করবে। মালিক পালাবার জন্য দৌড়াতে থাকবে আর পিছন থেকে ঐ সাপ তাকে ডেকে ডেকে বলতে থাকবে তোমার গচ্ছিত সম্পদ নিয়ে নাও। কারণ এগুলো আমার প্রয়োজন নেই। অতঃপর যখন সে (মালিক) দেখবে এ সাপ তাকে ছাড়ছে না তখন সে এর মুখে নিজের হাত ঢুকিয়ে দেবে। সাপ তার হাত উটের মত চিবাতে থাকবে। আবু যুবাইর (রা) বলেন, আমি উবায়দুল্লাহ ইবনে উমাইরকেও এই একই কথা বলতে শুনেছি। অতঃপর আমরা জাবের ইবনে আবুদল্লাহকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও উবাইদের অনুরূপ কথা বললেন। আবু যুবাইর বলেন, আমি উবাইদ ইবনে উমাইরকে বলতে শুনেছি– এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! উটের হক কি? তিনি বললেন ঃ পানির কাছে বসে দুধ দোহন করা, তার পানির বালতি ধার দেয়া, আর প্রয়োজনের জন্য উট চাইলে তাও ধার দেয়া, এর বীর্য দেয়া, এবং আল্লাহর পথে এর পিঠে অপর লোকদেরকে (জিহাদের জন্য) আরোহণ করতে দেয়া।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَيُقَالُ هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

২১৬৮। জাবির ইবেন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেসব উট, গরু ও ছাগলের মালিক এর হক আদায় করবে না কিয়ামতের দিন তাকে এক সমতল মাঠে উপুড় করে ফেলে রাখা হবে; অতঃপর খুর বিশিষ্ট জন্তু তাকে তার খুর দিয়ে দলিত মথিত করবে, এবং শিং বিশিষ্ট জন্তু তাকে শিং দিয়ে আঘাত করবে। আর সেদিন এর কোন একটি জন্তুই শিংবিহীন বা শিং ভাঙ্গা হবে

না। আমরা (সাহাবীগণ) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এদের হকে কি? তিনি বললেন ঃ এদের নরগুলোকে (মাদীগুলোর জন্য) বীর্য গ্রহণের জন্য দেয়া, পানি পানের জন্য বালতি চাইলে দেয়া, দুধ পান করতে চাইলে পান করানো, পানি পান করার সময় দুধ দোহন করা এবং গরীব মিসকিনকে দেয়া, আর আল্লাহর পথে পিঠে অপরকে আরোহণ করানো এবং যোদ্ধা বহনের জন্য চাইলে দেয়া। আর যেসব সম্পদের মালিক তার মালের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার এ মাল সম্পদকে একটি টাকপড়া বিষধর অজগর সাপে রূপান্তরিত করা হবে এবং সে তার মালিকের পিছু ধাওয়া করবে। মালিক পালানোর উদ্দেশ্যে যেখানে যাবে এটাও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে। তাকে বলা হবে, এ হলো তোমার সেই সম্পদ যাতে তুমি কৃপণতার আশ্রয় নিয়েছিলে এবং যাকাত দেয়া থেকে বিরত ছিলে। অতঃপর যখন সে দেখবে যে সাপের কবল থেকে আর পালানোর কোন উপায় নেই তখন সে তার মুখে হাত ঢুকিয়ে দেবে এবং এটা তার হাত উটের মত চিবাতে থাকবে।

حدثنا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ

২১৬৯। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন গ্রাম্য লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলেন যে, কোন কোন যাকাত আদায়কারী আমাদের কাছে গিয়ে আমাদের ওপর যুল্ম করে। (অর্থাৎ ভাল ভাল জন্তু ও মালামাল যাকাত হিসেবে নিয়ে আসে অথচ শরীয়তের বিধানানুযায়ী মধ্যম ধরনের বস্তু যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।) বর্ণনাকারী বলেন– অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমরা যাকাত আদায়কারীদের সন্তুষ্ট করে দেবে (যদিও তারা বাড়াবাড়ি করে)।" জারীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একথা শুনার পর যখনই কোন যাকাত আদায়কারী আমার কাছে আসত আমি তাকে সন্তুষ্ট না করে ছাড়তাম না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

যাকাত আদায়কারীকে সন্তুষ্ট করা।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ح وحدثنا محمد ابن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا إسحق أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه

২১৭০। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

যারা যাকাত আদায় করবে না তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া।

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا « من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله » وقليل ما هم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس

২১৭১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার ছায়ায় বসা ছিলেন। এমন সময় আমি গিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন ঃ কা'বার প্রভুর শপথ! তারা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি গিয়ে তাঁর কাছে বসলাম কিন্তু বসে থাকতে পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, সেই ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা কারা?" তিনি বললেন ঃ এরা হলো এমন সব ধনাঢ্য ব্যক্তি যারা এখানে সেখানে ইচ্ছেমত খরচ করে এবং সামনে থেকে, পিছন

থেকে, ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে অকাতরে (অপ্রয়োজনে ও অপাত্রে) খরচ করে। আর তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছে যারা জিহাদ ও দ্বীনের সাহায্যের জন্য খোদা ও তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে। আর যেসব উট, গরু ও ছাগলের মালিক এর যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন এসব জন্তু পৃথিবীতে যেভাবে ছিলো তার চেয়ে অনেকগুণ মোটাতাজা ও চর্বিযুক্ত হয়ে এসে তাকে (মালিককে) পা দিয়ে দলিত মথিত করবে এবং শিং দিয়ে আঘাত করবে। এর শেষ পশুটি অতিক্রম করলে প্রথমটি পুনরায় এসে ঐরূপ করতে আরম্ভ করবে। আর এভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না বান্দাদের বিচার শেষ হয়।

وحدثناه

أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا

২১৭২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের ছায়ায় বসে ছিলেন। এমন সময় আমি তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। হাদীসটির বাকি অংশ বর্ণনাকারী ওয়াকী-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তিনি বলেছেন ঃ "সেই মহান প্রভুর শপথ যার হাতে আমার জীবন! যেসব লোক যাকাত আদায় না করে উট, গরু ও ছাগল রেখে মারা যায় এবং যাকাত আদায় করেনি...।

حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ

২১৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি ওহুদ পাহাড় আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত হয় এবং তিন দিনের বেশী আমার কাছে এক দীনারও অবশিষ্ট থাকুক– এটা আমি চাই না। তবে আমার উপর যে ঋণ রয়েছে তা পরিশোধ করার পরিমাণ অর্থ আমার কাছে থাকুক।

وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

২১৭৪। এ সূত্রেও আবু হুরায়রা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثا بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى قال ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك قال فانطلق حتى توارى عني قال سمعت لغطا وسمعت صوتا قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له قال فهممت أن أتبعه قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت قال فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق

২১৭৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুপুরের পর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার কংকরময় মাঠ দিয়ে চলছিলাম এবং

আমরা উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ "যদি এ ওহুদ পাহাড় আমার জন্যে স্বর্ণে পরিণত হয় তাহলে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঋণ পরিশোধ করার পরিমাণ অর্থ ছাড়া অতিরিক্ত একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাক তা আমি পছন্দ করি না। বরং তা আমার হস্তগত হলে আমি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এভাবে বন্টন করে দিব। তিনি সামনের দিকে, ডানে এবং বায়ে হাতের ইঙ্গিতে এক এক ভরা মুঠ দেখালেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা আবার অগ্রসর হলাম। তিনি আবার বললেন ঃ হে আবু যার! আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাযির আছি। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন অঢেল সম্পদের মালিকেরা কম সওয়াব লাভ করবে। তবে যারা সৎপাত্রে যথোচিতভাবে এভাবে এভাবে দান করবে তাদের সওয়াব কোন অংশেই কম হবে না। তিনি মুষ্ঠিভরে পূর্বের ন্যায় ইঙ্গিত করে দেখালেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা চলতে থাকলাম। কিছুদূর অগ্রসর হলে তিনি বললেন ঃ হে আবু যার! তুমি এখানে অপেক্ষা কর এবং আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন এবং আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন। তারপর আমি কিছু গোলমাল ও শব্দ শুনতে পেয়ে মনে করলাম, বোধ হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। আমি তাঁকে খোঁজার জন্য মনস্থ করলাম। কিন্তু সাথে সাথে এ স্থান ত্যাগ না করার জন্য তাঁর নির্দেশ আমার মনে পড়ে গেলো। তাই আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম।

অতঃপর তিনি ফিরে আসলে আমি যা কিছু শুনেছিলাম তা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ তুমি যার শব্দ শুনেছো তিনি ছিলেন জিবরাঈল। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন এবং আমাকে বলেছেন, "আপনার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন প্রকার শিরক না করা অবস্থায় মারা যাবে সে বেহেশতে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে (তবুও কি) তিনি বললেন, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে তবুও।

টীকা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানদার ব্যক্তি তার অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করার পর বা ক্ষমা লাভের মাধ্যমে বেহেশতে যাবে। যদিও সে যিনা অথবা চুরির ন্যায় জঘন্য অপরাধেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَبُو ذَرٍّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَالَهْ قَالَ

فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللّٰهُ خَيْرًا فَنَفَحَ
فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ اجْلِسْ هٰهُنَا
قَالَ فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي اجْلِسْ هٰهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ
حَتَّى لَا أَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللَّبْثَ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى
قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ جَعَلَنِي اللّٰهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ
أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ
مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ قَالَ
قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ

২১৭৬। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি বাইরে বের হলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাকী চলতে দেখলাম, তাঁর সাথে অন্য কোন লোক ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি ধারণা করলাম তিনি বোধ হয় কাউকে সাথী করতে চাচ্ছেন না তাই এভাবে একাকী চলছেন (অন্যথায় সাহাবীগণ তো কোন সময়ই তাঁকে একাকী বেরুতে দিতেন না)। বর্ণনাকারী বলেন, তাই আমি চাঁদের আলোক বা ছায়ায় চলতে থাকলাম (যাতে তিনি আমাকে দেখতে না পান)। তিনি পিছনের দিকে ফিরে আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে? আমি বললাম, "আবু যার! আল্লাহ আমাকে আপনার খেদমতে উৎসর্গকারী হিসেবে কবুল করুন।" তিনি বললেন, হে আবু যার! আমার সাথে এসো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর কিছু সময় তাঁর সাথে চলার পর তিনি বললেন, যারা এ পার্থিব জীবনে অগাধ সম্পদের মালিক তারা কিয়ামতের দিন খুব কম মর্যাদা লাভ করবেন। তবে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দানের পর তারা নিজেদের সম্পদ ডানে, বামে, সামনে পিছনে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিবে এবং এর দ্বারা বিভিন্নমুখী কল্যাণমূলক কাজ করবে তারা এর ব্যতিক্রম। (অর্থাৎ এরা ধনী হলেও পরকালে মর্যাদার দিক থেকে কোন প্রকার পিছিয়ে থাকবে না)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁর সাথে কিছু সময় হাঁটার পর তিনি আমাকে বললেন ঃ এখানে তুমি বসে থাকো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে এমন একটি পরিষ্কার স্থানে বসালেন যার চতুষ্পার্শ্বে পাথর ছিল। তিনি আমাকে বললেন ঃ আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে বসে থাকবেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, অতঃপর তিনি পাথুরে মাঠের মধ্যে চলে গেলেন এবং এতদূরে গেলেন যে আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সেখানে তিনি দীর্ঘ সময়

পর্যন্ত অবস্থান করলেন। তারপর আমি তাঁকে আসতে আসতে এ কথা বলতে শুনলাম "যদিও চুরি করে, যদিও যিনা করে"। তিনি যখন ফিরে আসলেন, আমি আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না। তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গকৃত হিসেবে কবুল করুন, ঐ পাথুরে স্থানে আপনি কার সাথে আলাপ করছিলেন? আমি তো আপনার কথার জবাব দানকারী কাউকে দেখতে পাইনি! তিনি বললেন, জিব্রাঈল (আ)। পাথুরে স্থানে আমার আগেই তিনি এসেছিলেন এবং আমাকে বলেছেন, "আপনি আপনার উম্মাতকে সুসংবাদ দিন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক না করা অবস্থায় মারা যাবে সে বেহেশতে যাবে"। অতঃপর আমি বললাম ঃ হে জিব্রাঈল! যদি আমার সে উম্মাত চুরি করে এবং যিনা করে? তিনি বললেন ঃ তবুও। নবী (সা) বলেন, আমি পুনরায় বললাম, যদিও সে চুরি এবং যিনা করে? তিনি এবারও বললেন, তবুও। তিনি বলেন, পুনরায় আমি বললাম ঃ যদিও সে চুরি করে এবং যিনায় লিপ্ত হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি সে শরাবও (মাদক দ্রব্য) পান করে।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ أَخْشَنُ الْجَسَدِ أَخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ قَالَ فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَأَدْبَرَ وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ إِلَّا كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَتَرَى أُحُدًا فَنَظَرْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْسِ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبْعَثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ أَرَاهُ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ثُمَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ مَا لَكَ وَلِإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لَا تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ قَالَ لَا وَرَبِّكَ لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ

২১৭৭। আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসার পর একদা কুরাইশদের এক সমাবেশে বসা ছিলাম। সেখানে তাদের (গোত্রীয় নেতা) দলপতিও উপস্থিত ছিলো। এমন সময় মোটা কাপড় পরিহিত সুঠাম দেহের অধিকারী ও রুক্ষ চেহারার এক ব্যক্তি আসল। সে দাঁড়িয়ে বলল, সম্পদ কুক্ষিগতকারীদের সুসংবাদ দাও যে, একটি পাথর জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে, তাদের কারো বুকের মাঝখানে রাখা হবে। এমনকি তা তার কাঁধের হাড় ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং কাঁদের হাড়ের ওপর রাখা হলে তা স্তনের বোঁটা ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং পাথরটি (আগুনের উত্তাপের ফলে) কাঁপতে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, উপস্থিত লোকেরা সকলেই মাথানত করে থাকল এবং তার বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে কাউকে কিছু বলতে দেখলাম না। অতঃপর সে পিছনের দিকে ফিরে এসে একটি খুঁটির কাছে বসে পড়লে আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। অর্থাৎ তার কাছে এসে বসলাম। তারপর আমি বললাম যে, এরাতো তোমার কথায় অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি। তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ এরা (দ্বীন সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না বা জ্ঞান রাখে না। আমার বন্ধুবর আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে ডাকলেন এবং আমি উপস্থিত হলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ "তুমি কি উহুদ পাহাড় দেখতে পাচ্ছ? আমি তখন সূর্যের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম এবং ধারণা করলাম হয়ত তিনি আমাকে তাঁর কোন কাজে পাঠাবেন। আমি বললাম, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এটা চাই না যে, এই পাহাড় পরিমাণ সোনা হোক (অর্থাৎ বিরাট ধনী হওয়ার সাধ আমার নেই)। আর যদি এত অঢেল সম্পদের মালিক আমি হয়েও যাই তা'হলে (ঋণ পরিশোধের জন্য) শুধু তিন দীনার রেখে বাকি সব খরচ করে দেবো। অতঃপর এরা শুধু দুনিয়া সঞ্চয় করছে, আর কিছুই বুঝছে না।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে বললাম, তুমি ও তোমার কুরাইশ গোত্রীয় ভাইদের কি হয়েছে; তুমি তাদের কাছে প্রয়োজনে কেন যাওনা আর কেন বা কোন কিছু গ্রহণ করো না? উত্তরে সে বলল, তোমার প্রভুর শপথ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত) তাদের কাছে পার্থিব কোন কিছু চাই না এবং দ্বীন সম্পর্কেও কোন কিছু জিজ্ঞেস করবো না।

وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ
ابْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ
فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ
وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا هٰذَا
أَبُو ذَرٍّ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ

مِنْ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ مَاتَقُولُ فِى هٰذَا الْعَطَاءِ قَالَ خُذْهُ فَاِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً فَاِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ

২১৭৮। আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি কুরাইশ গোত্রের কতিপয় লোকের সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় আবু যার (রা) সেখানে এসে বলতে লাগলেন, অগাধ সম্পদ পুনিঞ্জভূতকারীদেরকে এমন এক দাগের সুসংবাদ দাও যা পিঠে লাগানো হবে এবং পার্শ্বদেশ ভেদ করে বেরুবে। আর ঘাড়ে লাগানো হবে এবং তা কপাল ভেদকরে বেরুবে। অতঃপর তিনি একপাশে গিয়ে বসলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তারা (উত্তরে) বলল, ইনি হলেন আবু যার (রা)। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, একটু আগে আপনাকে যে কথাটি বলতে শুনলাম তা কি কথা ছিলো? তিনি (আবু যার) বললেন, আমি তো সে কথাই বলছিলাম যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি। রাবী বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, এসব দান (অর্থাৎ আমীরগণ গণীমতের মালের যে অংশ মুসলমানদের দিচ্ছে) এ সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বললেন, তোমরা তা গ্রহণ করতে থাক কেননা ব্যয়ভার বহনের জন্য এরদ্বারা এখন সাহায্য হচ্ছে। কিন্তু যখন এ দান বা গনীমত তোমার দ্বীনের বিনিময় মূল্যের রূপ নেবে তখন তা আর গ্রহণ করবে না (অর্থাৎ দাতা যখন দানের বিনিময়ে তোমাকে দ্বীনের পরিপন্থী কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করবে তখন এ দান গ্রহণ করা মানে হলো দ্বীন ও ঈমান বিক্রি করা)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

দানশীলতার ফযীলত।

حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَاابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللّٰهِ مَلْأَى «وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْآنُ» سَحَّاءُ لَا يَغِيضُهَا شَىْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

২১৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ 'হে আদম সন্তানেরা! তোমরা অকাতরে দান করতে থাকো, আমিও তোমাদের উপর ব্যয় করবো, নবী (সাঃ) আরো বলেন, আল্লাহর হাত প্রাচুর্যেপরিপূর্ণ। রাত দিন অনবরত ব্যয় করলেও তা মোটেই কমছে না।

وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفق أنفق عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض

২১৮০। আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার একটি নিম্নরূপ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, 'খরচ কর, তোমার উপরও খরচ করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালার হাত প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। রাত দিন ব্যয় করা সত্ত্বেও তা মোটেই কমছে না। একটু ভেবে দেখো! আসমান যমীন সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত যে বিপুল পরিমাণ ব্যয় করেছেন এতে তাঁর হাত একটুও খালি হয়নি। তিনি বলেন, তাঁর (আল্লাহর) আরশ পানির উপর এবং তাঁর অপর হাতে রয়েছে মৃত্যু। যাকে ইচ্ছা করেন উপরে উঠান ও উন্নত করেন। আর যাকে চান নীচু করেন, অবনত করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

পরিবার পরিজন ও অধীনস্থের ভরণ-পোষণের ফযীলত এবং তা না করার অপরাধ।

حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة وبدأ بالعيال

ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ

২১৮১। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেসব দীনার (বা স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয় করে থাকে এর মধ্যে ঐ দীনারটি উত্তম যা সে তার পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে খরচ করে। অনুরূপভাবে আল্লাহর পথে (অর্থাৎ জিহাদের উদ্দেশ্যে) তার আরোহণের জন্য জন্তুর পিছনে সে যে দীনার ব্যয় করে তা উত্তম এবং আল্লাহর পথে তার সাথীদের জন্য সে যে দীনার ব্যয় করে তা উত্তম। আবু কিলাবা বলেন, তিনি পরিবারের লোকজন দিয়ে শুরু করেছেন। অতঃপর আবু কিলাবা আরো বলেন, ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর কে বেশী সওয়াবের অধিকারী যে তার ছোট ছোট সন্তানদের জন্য খরচ করে। এবং আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে তাদেরকে উপকৃত করেন এবং সম্পদশালী করেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

২১৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একটি দীনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করলে, একটি দীনার গোলাম আযাদ করার জন্য এবং একটি দীনার মিসকীনদেরকে দান করলে এবং আর একটি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করলে। এর মধ্যে (সওয়াবের দিক থেকে) ঐ দীনারটিই উত্তম যা তুমি তোমার পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করলে।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

২১৮৩। খাইসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমরের (রা) সাথে বসা ছিলাম, এমন সময় তার কোষাধ্যক্ষ আসলেন। তিনি বললেন, তুমি কি গোলামদের খাবারের ব্যবস্থা করেছো? তিনি বললেন, না! অতঃপর তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তাদের খাবার দিয়ে আস। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাদের ভরণ-পোষণ করা, ব্যয়ভার বহন করা কর্তব্য তা না করাই কোন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

সর্বপ্রথম নিজের জন্য অতঃপর ঘরের লোকদের জন্য অতঃপর আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় করা।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

২১৮৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বনু উযারাহ গোত্রের এক ব্যক্তি তার এক গোলামকে তার মৃত্যুর পর মুক্ত হওয়ার কথা দিলেন। অতঃপর এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, এ ছাড়া তোমার কাছে কি আর কোন সম্পদ আছে? তিনি বললেন, না। নবী (সা) বললেন, এমন কে আছো যে আমার কাছ থেকে এই গোলামটিকে ক্রয় করবে? নু'আইম ইবনে আবদুল্লাহ আদাবী (রা) তাকে আটশ' দিরহামে ক্রয় করলেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ দিরহামগুলো নিয়ে আসলেন। তিনি তা গোলামের মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, "এ অর্থ তুমি প্রথমে তোমার নিজের জন্য ব্যয় করো। তারপর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে তোমার পরিবারের লোকদের জন্য তা ব্যয় কর, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর এরপরও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে তা এদিকে সেদিকে ব্যয় কর"। এ বলে তিনি সামনে, ডানে ও বামে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন।

وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ

২১৮৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। আবু মাযকুর নামে আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি ছিলো। তার মৃত্যুর পর তার গোলাম আযাদ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তার নাম ছিল ইয়াকুব। হাদীসের অবশিষ্ট অংশ লাইস বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করার ফযীলত– যদিও তারা মুশরিক হয়।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَى وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَى وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَارَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

২১৮৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে আবু তালহা (রা) প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন। তাঁর সকল সম্পদের

মধ্যে "বীরে হা" নামক বাগানটি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ ছিল। এটি মসজিদে নববীর সামনেই অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাগানে যেতেন এবং এর মিষ্টি পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন এ আয়াত– "তোমরা যতক্ষণ নিজেদের প্রিয় জিনিস (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করবে– ততক্ষণ কিছুতেই তোমরা প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না"। অবতীর্ণ হলো, আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে বলেন, "তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে।" আর আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো "বীরে হা" নামক বাগানটি আমি তা আল্লাহর পথে সদকা (দান) করলাম। আমি এর থেকে কল্যাণ পেতে চাই এবং আল্লাহর কাছে এর সওয়াব জমা হওয়ার আশা রাখি। কাজেই 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার ইচ্ছামত তা ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অত্যন্ত ভাল কথা; এটা তো খুব লাভজনক সম্পদ। এটাতো খুব লাভজনক সম্পদ। এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য আমি শুনেছি, এবং আমি মনে করি দান করে না দিয়ে তুমি তোমার প্রিয়জন ও নিকটবর্তী আত্মীয়দের মধ্যে তা বন্টন করে দাও। অতঃপর আবু তালহা (রা) এটা তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও তার চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحَا لِلّٰهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ قَالَ فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

২১৮৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না', এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো আবু তালহা (রা) বলেন, এই তো মহাসুযোগ। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা নিজেই আমাদের মাল থেকে চাচ্ছেন। তাই হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে আমার "বীরে হা" নামক বাগানটি আল্লাহর জন্য দান করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি তোমার এ বাগান তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আনাস (রা) বলেন, তিনি এটা হাস্‌সান বিন সাবিত ও উবাই ইবনে কা'বের (রা) মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

حَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ

২১৮৮। মাইমুনা বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় একটি দাসী আযাদ করে দেন। তারপর আমি একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ "যদি তুমি এ দাসীটি তোমার মামাদের দান করতে তাহলে অনেক বেশী সওয়াব পেতে।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

২১৮৯। আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা দান-সদকা করো যদিও তা তোমাদের গহনাপত্রের মাধ্যমে হয়। যয়নাব (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমি গিয়ে আমার স্বামী আবদুল্লাহকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান সদকা করতে বলেছেন। আর তুমি তো গরীব অভাবী মানুষ। তাই রাসূলুল্লাহর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তোমাকে দান করলে তা দান হিসাবে গণ্য হবে কিনা? তা না হলে অপর কাউকে দান করব। রাবী বলেন, আমার স্বামী আবদুল্লাহ আমাকে বললেন, বরং তুমিই যাও। অতঃপর আমিই গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় আনসার সম্প্রদায়ের অপর এক মহিলাকে একই উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো দেখলাম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও প্রভাবশালী লোক। অতঃপর বিলাল (রা) বের হয়ে আসলে আমরা তাকে বললাম, আপনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলুন, দু'জন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে - যদি তারা তাদের সদকা নিজ স্বামীকে দান করে এবং তাদের ঘরেই প্রতিপালিত ইয়াতীমদেরকে দান করে তাহলে কি তা আদায় হবে? আর অনুরোধ হলো আমাদের পরিচয় তাঁকে জানাবেন না। রাবী বলেন, অতঃপর বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাদ্বয় কে কে? তিনি বললেন, একজন আনসার গোত্রের এবং অপরজন যয়নাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন–কোন্ যয়নাব? তিনি বললেন, আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব। অতঃপর তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা উভয়ই তাদের দানের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। এক. আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদব্যবহারের জন্য; দুই. সদকা করার জন্য।

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَ قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ

২১৯০। আবদুল্লাহর (রা) স্ত্রী যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত।... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আছে– যয়নাব (রা) বলেন, আমি মসজিদের ভিতরে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বললেন। "সদকা দাও যদিও তা তোমার গহনাপত্রের মাধ্যমে হয়।"

حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم

২১৯১। যয়নাব বিনেত আবু সালামা (রা) থকে উম্মু সালামার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আবু সালামার সন্তানদের জন্য আমি যা খরচ করি তার বিনিময়ে আমি কি সওয়াব পাবো? আর আমি চাই না যে তারা আমার হাতছাড়া হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ুক। কেননা তারা তো আমারই সন্তান। অতঃপর তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ হ্যাঁ, তাদেরকে তুমি যা দান করবে তার সওয়াবও পাবে।

وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر ح وحدثناه إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة في هذا الإسناد بمثله

২১৯২। হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة

২১৯৩। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলমান ব্যক্তি সওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করবে তা সবই তার জন্য সদকা অর্থাৎ দান হিসেবে গণ্য হবে।

وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ

২১৯৪। শো'বা থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ

২১৯৫। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার আম্মা এসেছেন। তবে তিনি আমাদের দ্বীনের অনুসারী নন, এখন আমি কি তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবো? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ

২১৯৬। আবু বকরের কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার আম্মা এসেছেন' যে সময় তিনি কুরাইশদের সাথে সন্ধি করেছিলেন তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। আমি এ ব্যাপারে তাঁর কাছে ফতোয়া চাইলাম। আমি বললাম, আমার মা আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু তিনি মুশরিক অবস্থায় রয়ে গেছেন। আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবো? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি তোমার আম্মার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ কর।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান করে তার জন্য সওয়াব পৌছানো।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .

২১৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ করে মারা গেছেন এবং কোন অসিয়াত করতে পারেনি। আমার মনে হয় তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তাহলে অসিয়ত করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদকা দানকরি তাহলে কি তিনি এর সওয়াব পাবেন? উত্তরে তিনি বললে ঃ হ্যাঁ।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ

ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحٰقَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ تُوصِ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ وَلَمْ يَقُلْ ذٰلِكَ الْبَاقُونَ

২১৯৮। বর্ণনাকারী হিশাম এই সনদের মাধ্যমে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আবু উসামার হাদীসে "তিনি অসিয়াত করেননি" বলা হয়েছে যেমনটি ইবনে বিশর এর বর্ণনায় রয়েছে। কিন্তু বাকী রাবীগণ একথা বর্ণনা করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

সকল প্রকার সৎকাজই সদকা।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

২১৯৯। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "প্রতিটি ভাল কাজই সদকা অর্থাৎ দান হিসাবে গণ্য"।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

২২০০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী তাঁর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধন সম্পদের মালিকেরা তো সব সওয়াব লুটে নিয়ে গেছে। কেন না আমরা যেভাবে নামায পড়ি তারাও পড়ে। আমরা যেভাবে রোযা রাখি তারাও রাখে। কিন্তু তারা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে সওয়াব লাভ করছে অথচ আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি নবী (স) বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদের এমন অনেক কিছু দান করেননি! যা সদকা করে তোমরা সওয়াব পেতে পারো? আর তা হলো প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) একটি সদকা, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) একটি সদকা, প্রত্যেক আলহামদুলিল্লাহ বলা একটি সদকা, প্রত্যেক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা একটি সদকা, প্রত্যেক ভাল কাজের আদেশ ও উপদেশ দেয়া একটি সদকা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ও বাধা দেয়া একটি সদকা। এমনকি তোমাদের শরীরের অংশে অংশে সদকা রয়েছে। অর্থাৎ আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদকা। সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে আর এতেও তার সওয়াব হবে? তিনি বললেন, তোমরা বলো দেখি, যদি তোমাদের কেউ তা হারাম কাজে (যিনা) ব্যবহার করতো

তাহলে কি তার গুনাহ হতো না? অনুরূপভাবে যখন সে তা হালালভাবে ব্যবহার করবে তাতে তার সওয়াব হবে।

حدثنا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاَثِمِائَةِ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلاَثِمِائَةِ السُّلاَمَى فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ قَالَ أَبُو تَوْبَةَ وَرُبَّمَا قَالَ يُمْسِي

২২০১। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক আদম সন্তানকেই তিনশ' ষাটটি (৩৬০) গ্রন্থি সহকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, যে ঐ তিনশ' ষাট সংখ্যা পরিমাণ আল্লাহ আকবর। আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ বললো, ও মানুষের চলার পথ থেকে একটি পাথর বা একটি কাঁটা বা একটি হাড় সরালো অথবা কাউকে কোন ভাল কাজের উপদেশ দিলো অথবা কোন খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করলো, ঐ দিন সে নিজেকে ৩৬০ সংখ্যা পরিমাণ দোযখ থেকে দূরে রাখলো অর্থাৎ বেঁচে রইলো। আবু তওবা তার বর্ণনায় একথাও উল্লেখ করেছেন যে, "সে এই অবস্থায় সন্ধ্যা করে।"

وحدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي أَخِي زَيْدٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَقَالَ فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ

২২০২। মু'আবিয়া থেকে এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমার ভাই সা'দ এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এখানে 'ওয়া আমরু বিল মারূফ' এর স্থলে 'আও আমরু বিল মারূফ' উল্লেখ করেছেন এবং তিনি আরো বলেছেন যে– "সে ঐ দিন (ঐ অবস্থায়) সন্ধ্যা করে"।

وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدٍ وَقَالَ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ

২২০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "প্রত্যেক মানুষকে তৈরী করা হয়েছে.... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ

২২০৪। আবু সাঈদ ইবনে আবু বুরদা থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর সদকা আছে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ যদি তা করার সামর্থ তার না থাকে তাহলে সে কি করবে? তিনি বললেন ঃ তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করবে এবং এ দিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটাবে আর সদকাও দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো–যদি এতেও সক্ষম না হয় তাহলে কি করবে? তিনি বললেন, যেসব মুখাপেক্ষী ও ঠেকায় পড়া মানুষ অনুশোচনা করছে তাদের সাহায্য করবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি এটাও করতে না পারে তাহলে? তিনি বললেন ঃ সে ভাল কাজের আদেশ করবে। পুনরায় বললেন, যদি এও না করতে পারে? তিনি বললেন ঃ তা'হলে সে নিজে অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। কেননা এটাও সদকা হিসাবে গণ্য হবে।

وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ابْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامَى
مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ
فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ
تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

২২০৫। আবু হুরায়রা (রা) আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করলেন। এর মধ্যে একটি হলো– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরের প্রত্যেকটি গ্রন্থির ওপর প্রতিদিনের জন্য সদকা ধার্য রয়েছে। দুই ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ করে দেয়া ও একটি সদকা। কোন ব্যক্তিকে সাওয়ারীর উপর আরোহণে সাহায্য করা অথবা তার মালামাল সাওয়ারীর উপরে তুলে দেয়াও একটি সদকা। তিনি আরো বলেন ঃ সকল প্রকার ভাল কথাই এক একটি সদকা, নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যেতে যতটি পদক্ষেপ ফেলা হয় তার প্রতিটিই এক একটি সদকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও একটি সদকা।

وحدّثني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا
وَيَقُولُ الْآخَرُ اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

২২০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যহ বান্দাহ যখন সকালে ওঠে দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, "হে আল্লাহ! খরচকারীর ধন আরো বাড়িয়ে দাও" এবং দ্বিতীয় জন বলেন, "হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দাও।"

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي أُعْطِيَهَا لَوْ جِئْتَنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا فَأَمَّا الآنَ فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا

২২০৭। হারিসাহ্ ইবনে ওহাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "তোমরা সদকা দাও, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ তার সদকা নিয়ে যাকে দিতে যাবে সে বলবে যদি তুমি গতকাল আসতে তাহলে আমি এটা গ্রহণ করতাম। এখন আমার আর প্রয়োজন নেই। অতঃপর সে সদকা নেয়ার মত কোন লোক পাবে না।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَرَّادٍ وَتَرَى الرَّجُلَ

২২০৮। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের ওপর এমন এক যুগ আসবে যখন কোন লোক তার স্বর্ণের সদকা নিয়ে ঘুরতে থাকবে কিন্তু নেয়ার মত লোক পাবে না। আর এক একজন পুরুষের পিছনে চল্লিশ জন করে নারীকে অনুসরণ করতে দেখা যাবে। পুরুষের সংখ্যা কম এবং স্ত্রী লোকের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণে তারা এদের কাছে আশ্রয় নেবে। আর ইবনে তারবাদের বর্ণনায় বলা হয়েছে– 'তুমি দেখতে পাবে কোন ব্যক্তিকে'।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا

২২০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যে পর্যন্ত সম্পদের প্রাচুর্য না আসবে। এমনকি কোন বক্তি তার সম্পদের যাকাত নিয়ে ঘুরবে কিন্তু নেয়ার মত লোক পাবে না। আরবের মাঠ ঘাট তখন চারণভূমি ও নদী-নালায় পরিণত হবে।

وحدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه

২২১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে এর প্লাবন সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর তখন মানুষের প্রাচুর্য এমন চরমরূপ লাভ করবে যে, ধন-সম্পদের মালিকেরা এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বে যে, তার যাকাত কে গ্রহণ করবে ও এমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে। সদকা গ্রহণের জন্য কাউকে ডাকা হলে সে বলবে আমার এর প্রয়োজন নেই।

وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال

الأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هٰذَا قَتَلْتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هٰذَا قَطَعْتُ رَحِمِي وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هٰذَا قُطِعَتْ يَدِي ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا

২২১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যমীন তার সোনা রূপার বড় বড় আমের ন্যায় কলিজার টুকরাসমূহ বমি করে দেবে। অতঃপর হত্যাকারী এসে বলবে, আমি তো এর জন্যেই খুন করেছিলাম। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এসে বলবে, এর জন্যেই তো আমি আত্মীয়তা ছিন্ন করেছিলাম এবং তাদের হক নষ্ট করেছিলাম। চোর এসে বলবে, এসবের জন্যেই তো আমার হাত কাটা গেছে। তারপর সকলেই একে ছেড়ে দেবে এবং কেউই এ থেকে কিছুই নিবে না।

টীকা ঃ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময় যমীন তার বুকের লুপ্ত সম্পদ বের করে দেবে এবং অর্থের প্রাচুর্য থাকবে কিন্তু নেয়ার মত লোক থাকবে না।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمٰنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمٰنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ

২২১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি পবিত্র অর্থাৎ হালাল মাল দ্বারা সদকা দেয় আর আল্লাহ পবিত্র বা হালাল মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না– করুণাময় আল্লাহ তার সদকা ডান হাতে গ্রহণ করেন, যদিও তা একটি খেজুর হয়। অতঃপর এই সদকা দয়াময় আল্লাহর হাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তা পাহাড়ের চেয়েও অনেক বড় হয়ে যায়– যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বা উটের বাচ্চাকে লালন পালন করে এবং সে দিন দিন বড় হতে থাকে।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ

২২১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার হালাল ও পবিত্র উপার্জিত একটি খেজুর দান করলে আল্লাহ তা'আলা ডান হাতে তা গ্রহণ করেন এবং তোমাদের কেউ যে ভাবে যুবক উট বা ঘোড়া লালন পালন করে বড় করে থাকে, তিনিও সেভাবে এটা বাড়াতে থাকেন। অবশেষে তা পাহাড় অথবা এর চেয়েও অনেক বড় হয়।

وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ رَوْحٍ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ فَيَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا.

২২১৪। সুহাইল থেকে এই সনদের মাধ্যমে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে রাবীদের বর্ণনায় কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ عَنْ سُهَيْلٍ

২২১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

২২১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত রাসূলদের যে হুকুম দিয়েছেন মুমীনদেরকেও সেই একই হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র ও হালাল জিনিস খাও এবং ভাল কাজ কর। আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত" (সূরা মুমিনূন ঃ ৫১)।

তিনি (আল্লাহ) আরো বলেছেন, "তোমরা যারা ঈমান এনেছো শোনো! আমি তোমাদের যেসব পবিত্র জিনিস রিযিক হিসাবে দিয়েছি তা খাও"। (সূরা বাকারা ঃ ১৭২)। অতঃপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধূলি ধূসরিত রুক্ষ্ম কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে : 'হে আমার প্রতিপালক!' অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্যও হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দোয়া তিনি কি করে কবুল করতে পারেন?

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা বা ভাল কথা বলার মাহাত্ম্য।

حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ

২২১৭। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দোযখের আগুন থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ রাখে সে যেন এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও তাই করে। (অর্থাৎ দান যতই ক্ষুদ্র হোক তাকে খাট করে দেখা যাবে না। সামান্য দানও কবুল হলে নাজাতের উসিলা হতে পারে)।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحٰقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَاقَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَاقَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ زَادَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَقَالَ إِسْحٰقُ قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ

২২১৮। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলতে হবে। তা এমনভাবে যে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। সে ডান দিকে তাকালে তাঁর পৃথিবীতে করা যাবতীয় কাজ দেখতে পাবে। আর বাম দিকে তাকালেও সে তার কৃতকর্ম দেখতে পাবে। আর সামনের দিকে তাকালে সে দোযখের আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। যা তার মুখের কাছেই থাকবে। সুতরাং এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলেও দোযখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি লাভ কর। ইবনে হুজ্‌রের বর্ণনায় আরো আছে "একটি পবিত্র এবং ভাল কথার মাধ্যমে হলেও।"।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو كُرَيْبٍ كَأَنَّمَا وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ

২২১৯। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের শাস্তির কথা উল্লেখ করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এবং চরম

অস্বস্তির ভাব প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি বললেন, "তোমরা দোযখের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর তিনি পুণরায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন ও এমন ভাব প্রকাশ করলেন যাতে আমাদের মনে হচ্ছিল যে, তিনি তা দেখছেন। অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা দোযখের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর যদি তা এক টুকরা খেজুরের বিনিময়েও হয়। আর যার এ সামর্থটুকুও নেই সে যেন ভাল কথার মাধ্যমে তা করে।" বর্ণনাকারী আবু কুরাইবের বর্ণনায় 'যেন' শব্দটির উল্লেখ নেই। তিনি বলেন, আবু মুয়াবিয়া আমার কাছে বলেন এবং আ'মাশ তার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

২২২০। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোযখের কথা উল্লেখ করে (আল্লাহর কাছে) এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং তিনবার মুখ ফিরিয়ে অস্বস্তির ভাব প্রকাশ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা দোযখের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর যদি তা এক টুকরো খেজুরের মাধ্যমেও হয়। আর যদি তোমরা এতটুকু দান করতেও সমর্থ না হও তাহলে ভাল কথার মাধ্যমে দোযখ থেকে বাঁচো।

حدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ

اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَاقَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ
ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ
كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ
حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ
بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

২২২১। মুনযির ইবনে জারীর থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা ভোরের দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে পাদুকাবিহীন, বস্ত্রহীন, গলায় চামড়ার আবা পরিহিত এবং নিজেদের তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল লোক আসল। এদের অধিকাংশ সদস্য কিংবা সকলেই মুদার গোত্রের লোক ছিলো। অভাব অনটনে তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল পরিবর্তিত ও বিষণ্ন হয়ে গেল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বেরিয়ে আসলেন। তিনি বিলালকে (রা) আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রা) আযান ও ইকামত দিলেন। নামায শেষ করে তিনি উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "হে মানব জাতি! তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে (আদম আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন।... নিশ্চিয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী" (সূরা নিসা ঃ ১)। অতঃপর তিনি সূরা হাশরের শেষের দিকের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ভবিষ্যতের জন্য কি সঞ্চয় করেছে সেদিকে লক্ষ্য করে।" অতঃপর উপস্থিত লোকদের কেউ তার দীনার, কেউ দিরহাম, কেউ কাপড়, কেউ এক সা' আটা ও কেউ এক সা' খেজুর দান করল। অবশেষে তিনি বললেন ঃ অন্ততঃ এক টুকরো খেজুর হলেও নিয়ে আসো। বর্ণনাকারী বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একটি বিরাট থলি নিয়ে আসলেন। এর ভারে তার হাত অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল কিংবা অবশ হয়ে গেল। রাবী আরো বলেন, অতঃপর লোকেরা সারিবদ্ধভাবে একের পর এক দান করতে থাকলো। ফলে খাদ্য ও কাপড়ের দুটো স্তূপ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

চেহারা মুবারক খাঁটি সোনার ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে হাসতে লাগলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করে সে তার এ কাজের সওয়াব পাবে। এবং তার পরে যারা তার এ কাজ দেখে তা করবে সে এর বিনিময়েও সাওয়াব পাবে। তবে এতে তাদের সওয়াব কোন অংশে কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে (ইসলামের পরিপন্থি) কোন খারাপ প্রথা বা কাজের প্রচলন করবে, তাকে তার এ কাজের বোঝা (গুনাহ এবং শাস্তি) বহন করতে হবে। তারপর যারা তাকে অনুসরণ ক'রে এ কাজ করবে তাদের সমপরিমাণ বোঝাও তাকে বইতে হবে। তবে এতে তাদের অপরাধ ও শাস্তি কোন অংশেই কমবে না।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَ النَّهَارِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ

২২২২। মুনযির ইবনে জারীর থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম... ইবনে জাফরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। আর মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আরো আছে ঃ "অতঃপর তিনি (নবী সা.) যোহরের নামায পড়লেন, এবং ভাষণ দিলেন।"

حدثني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الْآيَةَ

২২২৩। মুনযির ইবনে জারীর থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এ সময় চামড়ার আবা পরিহিত একদল লোক আসলেন... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো আছে– অতঃপর তিনি যোহরের নামায পড়লেন। অতঃপর ছোট একটি মিম্বারে উঠে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করলেন। অতঃপর বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন– "হে মানব গোষ্ঠি তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর।"

وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير ابن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فذكر بمعنى حديثهم

২২২৪। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশমী কাপড় পরিহিত অবস্থায় গ্রাম থেকে কয়েক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল। তিনি তাদের দুরবস্থা দেখলেন। তারা অভাব অনটনে নিমজ্জিত আছে। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বের হাদীসসমূহের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

খেটে খাওয়া লোকদেরও দান খয়রাত করা উচিত। দান পরিমাণে কম হলে খোঁটা দেয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

حدثني يحيى بن معين حدثنا غندر حدثنا شعبة ح وحدثنيه بشر بن خالد واللفظ له أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ولم يلفظ بشر بالمطوعين

২২২৫। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বোঝা বহনকারী শ্রমিক ছিলাম, আমাদেরকে দান-খয়রাত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। অতঃপর আবু আকীল অর্ধ সা' সদকা করলো এবং আরেক ব্যক্তি এর চেয়ে কিছু বেশী নিয়ে আসলো। মুনাফিকরা বলতে লাগলো আল্লাহর কাছে সামান্য দানের কোন মূল্য নেই এবং তিনি এর মুখাপেক্ষীও নন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি (আবু আকীল) শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই দান করেছে। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "যারা বিদ্রূপ করে স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা প্রদানকারী মুমিনদেরকে, আর তাদেরকে যাদের পারিশ্রমিক ছাড়া অন্য কোন আয় বা সামর্থ নেই" (সূরা তওবা ঃ ৭৯)। বিশরের বর্ণনায় مُطَّوِّعِيْنَ শব্দটি নেই।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ح وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا

২২২৬। শোবা থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সাঈদ ইবনে রাবীর বর্ণনায় আছে ঃ আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমরা পিঠে করে বোঝা বহন করতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

দুগ্ধবতী জন্তু বিনামূল্যে দান করার ফযীলত।

حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ وَتَرُوحُ بِعُسٍّ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ

২২২৭। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন পরিবারকে এমন একটি উষ্ট্রী দান করে যা সকাল ও সন্ধ্যা বড় একটি পাত্র ভর্তি দুধ দেয়, এর বিনিময়ে তার অনেক সওয়াব হয়।

حدثني مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالًا وَقَالَ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا

২২২৮। আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ তিনি কিছু সংখ্যক কাজ ও অভ্যাস পরিত্যাগের নির্দেশ দান করলেন। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি মানীহা (অর্থাৎ দুগ্ধবতী জন্তু বিনামূল্যে দুধ পানের জন্য) দান করে, সকাল সন্ধ্যায় যখনই এর দুধ পান করা হয় তখনই সে একটি করে সদকার সওয়াব লাভ করে।

টীকা ঃ আরবের পরিভাষায় দুগ্ধবতী জন্তুকে কিছু দিনের জন্য দুধ পানের উদ্দেশ্য দিয়ে আবার ফেরত আনা বা একেবারে দিয়ে দেয়াকে মানীহা বলা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫
দানশীল ব্যক্তি ও কৃপণ ব্যক্তির উদাহরণ।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّتَانِ. أَوْ جُنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَاِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ «وَقَالَ الآخَرُ فَاِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ» أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ

২২২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খরচকারী ও দান-খয়রাতকারীর (এখানে বর্ণনাকারীর ভুল হয়ে গেছে। সঠিক কথা হলো– কৃপণ ও সদকাকারীর) উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার পরনে দুটো জামা অথবা দুটো বর্ম রয়েছে (ধর্ম সম্পর্কে বর্ণনাকারীর সন্দেহ)। তা বুক থেকে গলা পর্যন্ত বিস্তৃত। অতঃপর যখন ব্যয়কারী, ইচ্ছে করে, (অন্য বর্ণনকারী বলেন, যখন সদকাকারী সদকা দিতে ইচ্ছে করে) তখন ঐ বর্ম প্রশস্ত হয়ে যায় এবং তার সমস্ত শরীরে ছেয়ে যায়। আর যখন কৃপণ ব্যক্তি ব্যয় করতে চায় তখন ঐ বর্ম তার জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে যায় এবং বর্মের পরিধি স্ব-স্ব স্থানে কমে যায়। এমনকি তার সব গ্রন্থিগুলো আবৃত করে ফেলে এবং তার পায়ের চিহ্নগুলোও মুছিয়ে ফেলে। বর্ণনাকারী বলেন, আবু হুরায়রা (রা) তার বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, “অতঃপর নবী (সা) বলেন, সে তা প্রশস্ত করতে চায় কিন্তু প্রশস্ত হয় না।

টীকা ঃ এমনকি তার সব গ্রন্থিগুলো আবৃত করে ফেলে এবং তার পায়ের চিহ্নগুলো মাটি থেকে মুছে ফেলে। এটা দানশীলের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বর্ণনাকারী ভুলক্রমে কৃপণের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তী হাদীসও একথাই প্রমাণ করে।

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلاَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تُغَشِّيَ أَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَوَسَّعُ

২২৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃপণ ও দাতার উদাহরণ দিতে গিয়ে এমন দু' ব্যক্তির উল্লেখ করেন যাদের গায়ে রয়েছে দু'টো লৌহবর্ম। এর কারণে তাদের দু'হাত তাদের বুকের ও গলার হাঁসুলির সাথে লেগে গেছে। অতঃপর দাতা যখন দান করতে চায় ঐ বর্ম প্রশস্ত হয়ে যায় এবং তার গ্রন্থিগুলো আবৃত করে ফেলে। এমনকি তার পদচিহ্নকেও মুছে দেয়, আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে চায় তখন তার বর্ম সংকুচিত হয়ে কষে যায় এবং এর প্রতিটি কড়া নিজ নিজ স্থানে ফেঁসে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর হাত দিয়ে জামার কলারের দিকে ইঙ্গিত করতে দেখেছি। আর যদি তোমরা তাকে দেখতে তাহলে সে বলত, প্রশস্ত করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ঐ বর্ম প্রশস্ত হচ্ছিল না।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ إِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّيَ أَثَرَهُ وَإِذَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ

إِلَى تَرَاقِيهِ وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ يَسْتَطِيعُ

২২৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কৃপণ ও দানশীলদের উদাহরণ হচ্ছে এমন দু'ব্যক্তির মত যাদের পরনে দু'টো লৌহবর্ম রয়েছে। অতঃপর দানশীল ব্যক্তি যখন দান করার ইচ্ছা করলো তার বর্ম প্রশস্ত হয়ে গেলো এমনকি তার পায়ের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলতে লাগলো। কিন্তু যখন কৃপণ ব্যক্তি দানের ইচ্ছা করলো তখন তা সঙ্কীর্ণ হয়ে গেলো এবং তার হাত গলার সাথে আটকে পড়লো আর প্রতিটি গ্রন্থি অপরটির সাথে কষে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তারপর সে তা প্রশস্ত করার চেষ্টা করে কিন্তু তা করতে সক্ষম হয় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

সদকা যদি কোন ফাসিক বা অনুরূপ কোন অসৎ ব্যক্তির হাতে পড়ে তাহলেও দাতা এর সওয়াব পাবে।

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ

২২৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক ব্যক্তি বললো, আমি আজ রাতে কিছু দান-খয়রাত করব। অতঃপর সে তার সদকা

নিয়ে বের হয়ে এক যিনাকারিণীর হাতে অর্পণ করলো। ভোরে লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, আজ রাতে এক ব্যক্তি যিনাকারিকে দান-খয়রাত করেছে। অতঃপর সে ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য। আমার প্রদত্ত সদকাতো যিনাকারিণীর হাতে গিয়ে পড়েছে। এরপর সে (আবার) বললো, আজ আমি আরো কিছু সদকা করবো। অতঃপর সে তা নিয়ে বের হয়ে এক ধনী লোকের হাতে অর্পণ করলো। লোকজন ভোরে আলাপ করতে লাগলো যে, আজ রাতে কে যেন এক ধনী লোককে সদকা দিয়ে গেছে। সে বললো হে আল্লাহ! সকাল প্রশংসা তোমার জন্য। আমার সদকা তো ধনীর হাতে গিয়ে পড়েছে। তারপর সে পুনরায় বললো, আমি আজ রাতে কিছু সদকা দেবো। সদকা নিয়ে বের হয়ে সে এক চোরের হাতে অর্পণ করলো। অতঃপর সকালে লোকজন বলাবলি করতে লাগলো– আজ রাতে কে যেন চোরকে সদকা দিয়েছে। সে বললো, "হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমারই। আমার প্রদত্ত সদকা যিনাকারিণী, ধনী ও চোরের হাতে পড়ে গেছে। অতঃপর এক ব্যক্তি (ফেরেশতা বা সে যুগের কোন নবী) এসে তাকে বললো, তোমার প্রদত্ত সকল সদকাই কবুল হয়েছে। যিনাকারীকে দেয়া সদকা কবুল হওয়ার কারণ হলো– সম্ভবতঃ সে ঐ রাতে যিনা থেকে বিরত ছিল। (কেননা সে পেটের জ্বালায় এ কাজ করতো) ধনী ব্যক্তিকে যে সদকা দেওয়া হয়েছিলো তা কবুল হওয়ার কারণ হলো ধনী ব্যক্তি এতে লজ্জিত হয়ে হয়ত উপদেশ গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ থেকে সেও দান করবে সংকল্প করেছে। আর চোরকে দেয়া সদকা কবুল হওয়ার কারণ হলো সম্ভবতঃ সে ঐ রাতে চুরি থেকে বিরত ছিলো। কেননা সেও পেটের তাগিদে চুরি করতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

আমানতদার কোষাধ্যক্ষ ও স্ত্রী লোকের সদকায় সওয়াব হওয়া সম্পর্কে। স্ত্রী স্বামীর প্রকাশ্য অনুমতি সাপেক্ষে অথবা প্রচলিত প্রথামত স্বামীর সম্পদ থেকে দান করলে সে তার সওয়াব পাবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ «وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي» مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ

২২৩৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে মুসলমান আমানতদার কোষাধ্যক্ষ নির্দেশ মুতাবিক যথাযথভাবে হুকুম পালন করে বা

দান করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপককে পূর্ণমাত্রায় প্রদান করে, সেও একজন দাতা হিসাবে গণ্য অর্থাৎ সেও মূল মালিকের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

২২৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন স্ত্রীলোক ক্ষতির মনোভাব না নিয়ে স্বামীর ঘরের খাদ্যদ্রব্য দান করে, সে তার দানের সওয়াব পাবে এবং তার স্বামীও তার উপার্জনের সওয়াব পাবে। অনুরূপভাবে এই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারীও মালিকের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। এতে একজনের দ্বারা অপরজনের প্রাপ্য সওয়াব মোটেও কমবে না।

وحدثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا

২২৩৫। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে "তার ঘরের খাদ্যশস্যের" পরিবর্তে তার "স্বামীর খাদ্যশস্যের" কথা উল্লেখ আছে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

২২৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোনরূপ ক্ষতির মনোভাব ছাড়া স্ত্রী যখন তার স্বামীর ঘর থেকে খরচ করে, স্বামী স্ত্রী উভয়ই এর সমান সমান সওয়াব লাভ করে। স্বামী সওয়াব পায়

তার উপার্জনের জন্য এবং স্ত্রী সওয়াব পায় তার দানের জন্য। অনুরূপভাবে কোষাধ্যক্ষও সওয়াব পাবে। তবে এদের সওয়াব লাভের কারণে পরস্পরের সওয়াবে কোন কমতি হবে না।

وحدثناه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ

২২৩৭। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ

২২৩৮। আবুল লাহমের (আবদুল্লাহ রা.) আযাদকৃত গোলাম উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছিলাম ক্রীতদাস। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আমার মালিকের সম্পদ থেকে কিছু দান করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আর তোমরা দু'জনেই এর অর্ধেক অর্ধেক সওয়াব পাবে।

وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذٰلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ فَقَالَ الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا

২২৩৯। আবু লাহমের (রা) মুক্ত গোলাম উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মালিক আমাকে গোশত শুকানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। আমার কাছে একজন মিসকীন আসলো। আমি তাকে এ থেকে খাওয়ার জন্য দিলাম। এটা টের পেয়ে আমার মালিক আমাকে মারধর করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। তিনি তাঁকে ডেকে এনে বললেন, তুমি একে

মারলে কেন? আমার মালিক বললেন, আমার খাদ্যদ্রব্য আমার অনুমতি ছাড়াই সে দান করে। তিনি বললেন ঃ তোমরা দুজনেই এর সমান সওয়াব পাবে।

টীকা ঃ স্বামী বা মালিকের অনুমতি ছাড়া দান করা জায়েয নেই। অনুমতি দু' প্রকার (১) সরাসরি স্ত্রী বা দাসদাসীকে দানের জন্য নির্দেশ দেয়া (২) স্বামী বা মালিকের অভ্যাস দ্বারা প্রমাণিত হওয়া যে, দান করলে সে সাধারণত অসন্তুষ্ট হয় না। একেও অনুমতি বলে গণ্য করা হয়। অথবা এভাবে দান করার প্রথা সাধারণভাবে প্রচলিত থাকলেও স্বামী বা মালিকের বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ থেকে দান করা জায়েয।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

২২৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তার একটি এই যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী যেন (নফল) রোযা না রাখে। তার উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া সে যেন তার ঘরে প্রবেশ করার জন্য অন্য কাউকে অনুমতি না দেয়। তার (স্বামীর) নির্দেশ ছাড়া সে তার উপার্জিত সম্পদ থেকে যা কিছু দান করবে তাতে ও সে (স্বামী) অর্ধেক সওয়াব পাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

দান খয়রাতের সাথে অন্যান্য সওয়াবের কাজও করা।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ

ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

২২৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় জোড়ায় জোড়ায় খরচ করে বেহেশতে তাকে এই বলে ডাকা হবে যে, ওহে আল্লাহর বান্দা এখানে আস, এখানে তোমার জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে। যে ব্যক্তি নামাযী তাকে নামাযের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, যে ব্যক্তি মুজাহিদ তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে। সদকা দানকারীকে সদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে এবং রোযাদারকে রোযার দরজা রাইয়্যান দিয়ে ডাকা হবে। আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। কোন ব্যক্তিকে সবগুলো দরজা দিয়ে ডাকা হবে কি? অর্থাৎ এমন কোন ব্যক্তি হবে কি যাকে সবগুলো দরজা দিয়েই ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, আর আমি আশা করি তুমিই হবে তাদের সেই ব্যক্তি।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ

২২৪২। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ أَيْ فُلُ هَلُمَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ذٰلِكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

২২৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জোড়ায় জোড়ায় খরচ করবে বেহেশতের দরজাগুলোর প্রত্যেক খাজাঞ্চি তাকে ডেকে বলবে, হে অমুক! এখানে আসো, এখানে আসো। আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। যাকে এভাবে সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে সে অসুবিধায় পড়ে যাবে না তো? তার কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই তো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি নিশ্চিতই আশা করি তুমিই হবে তাদের সেই ব্যক্তি।

حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

২২৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযা রেখেছে? আবু বকর (রা) বললেন, আমি। তিনি বললেন ঃ আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাযার সাথে গেছে? আবু বকর (রা) বললেন, আমি। তিনি বললেন ঃ আজ তোমাদের মধ্যে কে মিসকীনকে খাবার দিয়েছে? আবু বকর (রা) বললেন, আমি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের মধ্য কে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেছে? আবু বকর (রা) বললেন, আমি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে এসব কাজের সমাবেশ ঘটে সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

দান-খয়রাত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা; দান-খয়রাত করে তা গুণে গুণে রাখার কুফল।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ

بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي أَوِ انْضَحِي أَوْ انْفَحِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ

২২৪৫। আবু বকরের কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ খরচ করো তবে কত খরচ করলে তা গুণে রেখো না। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাকে গুণে গুণে দিবেন (অর্থাৎ কম দিবেন)।

وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْفَحِي أَوِ انْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ

২২৪৬। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খরচ করো আর কত খরচ করলে তার হিসাব রেখো না। আর যদি তাই কর তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের গুণে গুণে দিবেন। আর জমা করে রেখো না তাহলে আল্লাহও জমা করে রাখবেন (অর্থাৎ আল্লাহও তোমাকে দিবেন না।)

وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبَّادِ ابْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

২২৪৭। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي

ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ فَقَالَ ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ

২২৪৮। আবু বকরের কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যুবাইর আমাকে যা কিছু দেয়, এ ছাড়া আমার কাছে আর কোন মালামাল নেই। আমি যদি এ থেকে দান করি তাহলে আমার কি গুনাহ হবে? তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার সামর্থ অনুযায়ী দান কর; কিন্তু পুঞ্জিভূত করে রেখো না। যদি জমা করে রাখো তাহলে আল্লাহও জমা করে রাখবেন, তোমাকে দিবেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

দান-খয়রাত পরিমাণে যতই কম হোক না কেন তা অবজ্ঞা করা যাবে না।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

২২৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমাদের কোন প্রতিবেশী যদি ছাগলের খুরও উপহার দেয় তবুও তা তুচ্ছজ্ঞান করবে না। (অর্থাৎ দাতা যেন লজ্জার বশীভূত হয়ে দান থেকে বিরত না থাকে এবং গ্রহীতাও যেন অল্প বলে অবজ্ঞা না করে।)

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

গোপনে দান-খয়রাত করার ফযীলত।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ

الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَتَعْلَمَ يَمِينُهُ مَاتُنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

২২৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। **নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা এমন একদিন (কিয়ামতের দিন) তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া অবশিষ্ট থাকবে না।** (১) ন্যায়পরায়ণ ইমাম (জনগণের নেতা), (২) ঐ যুবক যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থেকে বড় হয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে (অর্থাৎ জামাআতের সাথে নামায আদায়ে যত্নবান) (৪) সেই দু'ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে ও পরস্পর মিলিত হয় এবং এজন্যেই (পরস্পর) বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) যে ব্যক্তিকে কোন অভিজাত এবং সুন্দরী রমণী (ব্যাভিচারের জন্য) আহ্বান জানায় আর তার জবাবে, সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি; (৬) যে ব্যক্তি এতটা গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করে তা তার বাম হাত টের পায় না এবং (৭) যে ব্যক্তি একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার চোখ দু'টো (আল্লাহর ভয় বা ভালবাসায়) অশ্রুপাত করে।

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَوْعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ

২২৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... উবায়দুল্লার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। সেখানে একথা রয়েছে যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে পুনরায় এখানে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে।

অনুচ্ছেদ ৪ ২২

সুস্থ ও স্বাবলম্বী অবস্থায় দান করার ফযীলত।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ

২২৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ধরনের সদকা বা দান সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, তুমি এমন অবস্থায় দান করবে, যখন তুমি সুস্থ-সবল, আশাবাদী, দারিদ্রকে ভয়কারী এবং ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষাকারী। আর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বিলম্ব করে প্রাণ কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে গেলে তখন তুমি বলবে এটা অমুকের ওটা অমুকের– এরূপ ঠিক নয়। তখন তো এগুলো অমুকের হয়েই যাচ্ছে। (অর্থাৎ তোমার মরার সাথে সাথে উত্তরাধিকারীগণ নিয়ে নেবে)।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا فَقَالَ أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ

২২৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ধরনের দানে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়? তিনি বললেন ঃ জেনে রাখ, তোমার পিতার শপথ! (আমি অবশ্যি তোমাকে জানাচ্ছি) তুমি সুস্থ, সবল ও অনুরুক্ত অবস্থায় দান করবে যে তুমি দারিদ্রকে ভয় করো এবং ধনী হওয়ার বাসনা রাখো। আর দানের ব্যপারে জীবনবায়ু কণ্ঠনালী আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো না যে, তখন বলতে থাকবে– অমুকের জন্য এটা, অমুকের জন্য ওটা। বরং তখন তো এসব অমুকের হয়েই যাবে। (অর্থাৎ তোমার আর দান করার প্রয়োজন হবে না বরং তোমার মৃত্যুর পর এসব উত্তরাধিকারীগণ নিয়ে নেবে)।

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

২২৫৩ (ক)। এ সূত্রেও জারীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে বলা হয়েছে : 'কোন্ ধরনের দান-খয়রাত সর্বোত্তম'?

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। উপরের হাত অর্থে দানকারী এবং নীচের হাত অর্থে দান গ্রহণকারীকে বুঝানো হয়েছে।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ
عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ

২২৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ 'উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম'। উপরের হাত হলো দানকারী। আর নীচের হাত হলো দান গ্রহণকারী।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ
بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ
حِزَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ
غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

২২৫৫। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করা হয় সেটাই উত্তম দান। উপরের হাত (বা দাতা) নীচের হাতের (বা ভিক্ষাকারী) চেয়ে উত্তম। নিজের নিকটাত্মীয়দের থেকে দান-খয়রাত শুরু কর।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

২২৫৬। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমাকে কিছু দেয়ার জন্যে আবেদন করলাম। তিনি আমাকে দিলেন! আমি আবার আবেদন করলাম। তিনি আবারও দিলেন। আমি পুনরায় আবেদন করলে তিনি এবারও আমাকে দিলেন এবং বললেন ঃ “এ সম্পদ টাটকা এবং মিষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি না চেয়ে এবং দাতার স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান হিসাবে এ মাল লাভ করল তাকে এর মধ্যে বরকত দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কাকুতি মিনতি করে নিজেকে হীন ও অপমানিত ক'রে তা লাভ করল তাকে এই মালের মধ্যে বরকত দেয়া হয় না। তার অবস্থাটা ঐ ব্যক্তির মত যে খায় অথচ তুষ্ট হয় না। আর উপরের হাত (বা দাতা) নীচের হাতের (গ্রহণকারী) চেয়ে উত্তম।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

২২৫৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ “হে আদম সন্তান! তোমার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে মালামাল রয়েছে তা খরচ করতে থাকো; এটা তোমার জন্য উত্তম। আর যদি তুমি তা দান না করে কুক্ষিগত করে রাখো তাহলে এটা তোমার জন্য অমঙ্গল বয়ে আনবে। তবে প্রয়োজন পরিমাণ রাখায় কোন দোষ নেই। এজন্য তোমাকে ভর্ৎসনাও করা হবে না।

যাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব তোমার উপর রয়েছে তাদেরকে দিয়েই দান শুরু করো। উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

অন্যের কাছে হাত পাতার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصُبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ

২২৫৮। মু'আবিয়া (রা) বলেন, তোমরা হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে সতর্ক থাকো। কেবলমাত্র সেই সকল হাদীস বর্ণনা করতে পার যা উমারের (রা) সময় ছিলো। কেননা উমার (রা) লোকদের মনে খোদার ভয় বদ্ধমূল করার প্রয়াস পেতেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন।" মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো বলতে শুনেছি ঃ "আমি তো শুধুমাত্র একজন খাজাঞ্চি। যাকে আমি স্বতঃস্ফুর্তভাবে দান করি, তাতে তার বরকত হয়। আর যাকে আমি তার সনির্বন্ধ মিনতি ও উত্যক্ত করার পর দেই তার অবস্থা এমন ব্যক্তির মত যে খায় অথচ পরিতৃপ্ত হতে পারে না।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ هَمَّامٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ

২২৫৯। মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন কিছু চাওয়ার ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত কাকুতি মিনতির আশ্রয় নিও না। কেননা, খোদার শপথ, যে ব্যক্তি আমার কাছে কোন কিছু চায়, আর তার মিনতিপূর্ণ আকুল প্রার্থনাই আমাকে দানে বাধ্য করে অথচ আমি তা অপছন্দ করি, তাহলে এতে কি করে বরকত হবে?

حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ فَأَطْعَمَنِي مِنْ جَوْزَةٍ فِي دَارِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

২২৬০। আমর ইবনে দীনার থেকে ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সানা' নামক স্থানে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে আখরোট দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। তাঁর (ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহ) ভাই বর্ণনা করেন, আমি আবু সুফিয়ানের (রা) পুত্র মু'আবিয়াকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।"

وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا

ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ

২২৬১। মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খুতবা দেয়ার সময় বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ ও মঙ্গল চান তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আমি একজন বন্টনকারী আর দান করার মালিক আল্লাহ এবং তিনিই দিয়ে থাকেন।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهٰذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

২২৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যারা মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায় এবং দু'এক গ্রাস খাবার বা দু'একটা খেজুর ভিক্ষা নিয়ে ফিরে যায় তারা (প্রকৃত) মিসকীন নয়"। একথা শুনে সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে মিসকীন কে? তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ মানবীয় মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর মত সামর্থ্য যার নেই আর সমাজের মানুষও তাকে অভাবী বলে জানে না যাতে তাকে দান করতে পারে এবং সে নিজেও (মুখ খুলে) কারো কাছে কিছু চায় না।" (এ ব্যক্তি হলো প্রকৃত মিসকীন অর্থাৎ আর্থিক অনটনভুক্ত গরীব ভদ্রলোক)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى

ابْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا.

২২৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দু'একটি খেজুর বা দু'এক গ্রাস খাবার ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায় এবং এ নিয়ে চলে যায় সে মিসকীন নয়। বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যে মানুষের কাছে হাত পাতে না। প্রকৃত মিসকীনের স্বরূপ জানতে চাইলে এ আয়াত পাঠ করো– "তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতির সাথে হাত পাতে না" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ

২২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... এ সূত্রেও ইসমাঈল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

২২৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ কেউ মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইতে চাইতে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে তার মুখমণ্ডলে গোশতের কোন টুকরা অবশিষ্ট থাকবে না।

وحدثني عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَخِي الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُزْعَةُ

২২৬৬। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে "টুকরা" শব্দটির উল্লেখ নেই।

حدثني أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

২২৬৭। হামযাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে (আবদুল্লাহ) বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অনবরত লোকের কাছে হাত পেতে প্রার্থনা (ভিক্ষা) করতে থাকবে। পরিণামে কিয়ামতের দিন যখন সে উপস্থিত হবে তার মুখমণ্ডলে গোশ্তের কোন টুকরা থাকবে না।

حدثنا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

২২৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি (অভাবের তাড়না ছাড়াই) নিজের সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের কাছে সম্পদ ভিক্ষা করে বেড়ায় বস্তুতঃ সে আগুনের ফুলকি ভিক্ষা করছে। কাজেই এখন তার ভেবে দেখা উচিত সে বেশী নেবে না কম নেবে।"

حدثني هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا

أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

২২৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "কোন ব্যক্তি সকালে উঠে গিয়ে লাকড়ি সংগ্রহ করে তা নিজের পিঠে বহন করে এনে অপরকে দান করে এবং এ দিয়ে অপরের দ্বারাস্থ হাওয়া থেকে মুক্ত থাকে। তার এ কাজ মানুষের দরজায় দরজায় চেয়ে বেড়ানোর চেয়ে উত্তম চাই তারা কিছু দিক বা না দিক। কেননা উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত তাদের দিয়েই দান শুরু করো"।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ

إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَيَانٍ

২২৭০। কায়েস ইবনে আবু হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রার (রা) কাছে আসলাম। তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "খোদার শপথ! যদি তোমাদের কোন ব্যক্তি সকালে গিয়ে এক বোঝা কাঠ সংগ্রহ করে তা পিঠে করে নিয়ে এসে বিক্রি করে"... হাদীসের বাকি অংশ বাইয়ান বর্ণিত (উপরের) হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ

২২৭১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজের পিঠে করে লাকড়ির বোঝা বয়ে এনে তা বিক্রি করে তবে এটা তার জন্য কোন লোকের কাছে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ানো থেকে উত্তম। কেননা তার জানা নেই যে সে ব্যক্তি তাকে দিবে না বিমুখ করবে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ سَلَمَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ أَمَّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَيَّ وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّٰهِ، وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّٰهِ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ قَالَ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَتُطِيعُوا «وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً» وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ

২২৭২। আবু ইদ্রিস খাওলানী থেকে আবু মুসলিম খাওলানীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু মুসলিম) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমার এক বন্ধু ও আমানতদার (অর্থাৎ যাকে আমি আমার বন্ধু ও আমানতদার বলে বিশ্বাস করি) আওফ ইবনে মালিক আশজাঈ (রা) বলেছেন, আমাদের সাত বা আট বা নয় জন লোকের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'তোমরা কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত করছ না?' অথচ আমরা ইতিপূর্বে বাইয়াত গ্রহণের সময় তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেছি। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আপনার কাছে বাইআত গ্রহণ করেছি। তিনি আবার বললেন ঃ 'তোমরা কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত হচ্ছ না?' আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ইতিপূর্বে বাইআত হয়েছি। তিনি পুনরায় বললেন ঃ 'তোমরা কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত হচ্ছ না?' বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো ইতিপূর্বেই আপনার কাছে বাইআত গ্রহণ করেছি। এখন আবার আপনার কাছে কিসের বাইআত করবো? তিনি বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর এবং আল্লাহর আনুগত্য কর। তিনি আর একটি কথা বললেন চুপে চুপে, তা হলো– লোকের কাছে কোন কিছুর জন্য হাত পাতবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি দেখেছি, সেই বাইআত গ্রহণকারী দলের কারো কারো উটের পিঠে থাকা অবস্থায় হাত থেকে চাবুক পরে গেছে কিন্তু সে কাউকে তা তুলে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেনি বরং নিজেই নীচে নেমে তুলে নিয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

ভিক্ষা করা কার জন্য জায়েয?

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ

ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَاقَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

২২৭৩। কাবীসা ইবনে মুখারিক আল্ হিলালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি (দেনার যামীন হয়ে) বিরাট অংকের ঋণী হয়ে পড়লাম। অতঃপর তা পরিশোধের ব্যাপারে কিছু চাওয়ার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ "যাকাত বা সদকার মাল আসা পর্যন্ত আমার কাছে অপেক্ষা করো। তা এসে গেলে আমি তোমাকে তা থেকে দিতে নির্দেশ দিবো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে কাবীসা! মনে রেখো, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্যে হাত পাতা বা সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল নয় (১) যে ব্যক্তি (কোন ভাল কাজ করতে গিয়ে বা দেনার যামীন হয়ে) ঋণী হয়ে পড়েছে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা তার জন্য হালাল। যখন দেনা পরিশোধ হয়ে যাবে সে এ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে (২) যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়েছে এবং এতে তার যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। তার জন্য ও সাহায্য চাওয়া হালাল যতক্ষণ না তার নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। রাবীর সন্দেহ– তিনি কি 'কিওয়াম' শব্দ বলেছেন না 'সিদাদ' শব্দ বলেছেন? (উভয় শব্দের অর্থ একই)। (৩) যে ব্যক্তি এমন অভাবগ্রস্ত হয়েছে যে, তার গোত্রের তিনজন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক সাক্ষ্য দেয় যে "সত্যিই অমুকে অভাবে পড়েছে" তার জন্য জীবিক নির্বাহের পরিমাণ সম্পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল। হে কাবীসা! এই তিন প্রকার লোক ছাড়া আর সকলের জন্যই সাহায্য চাওয়া হারাম। অতএব এই তিন প্রকার লোক ছাড়া যেসব লোক সাহায্য চেয়ে বেড়ায় তারা হারাম খায়।

টীকা ঃ এ ব্যাপারে হাদীসসমূহ আলোচনা করে ফকীহগণ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা নিম্নরূপ : (ক) যার কাছে এক দীনার খোরাকী আছে বা যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনে সক্ষম তার জন্য অপরের কাছে কিছু (ভিক্ষা) চাওয়া হারাম। (খ) বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ভিক্ষা করা কারো মতে হারাম আর কারো মতে মাকরূহ। কিন্তু নিজের হীনতা প্রকাশ করে বা দাতাকে মনক্ষুণ্ন করে বা অধিক পীড়াপীড়ি করে ভিক্ষা চাওয়া সকলের মতেই হারাম। (গ) মিথ্যা প্রয়োজন দেখিয়ে অথবা আলিম বা দ্বীনদার না হয়েও আলিম বা দ্বীনদারের বেশ ধরে কিছু লাভ করলে সে এর মালিক হবে না বরং এ অর্থ তার জন্য হারাম এবং তা মালিককে ফেরত দেয়া কর্তব্য। হযরত ইবনে মুবারক বলেন, "কেউ যদি আল্লাহর নাম নিয়ে ভিক্ষা করে তাকে কিছু না দেয়াই আমার মতে শ্রেয়। কেননা এতে আল্লাহর নামের অবমাননা হয়।" যারা কুরআনের আয়াত পড়ে বা কোন দীনের কথা শুনিয়ে ভিক্ষা চায় তাদেরকেও কিছু না দেয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ এতেও দীনের অবমাননা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

চাওয়া অথবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই যদি পাওয়া যায় তবে তা গ্রহণ করা জায়েয।

وحدثنا هرون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب ح وحدثني حرملة بن يحيي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر اليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر اليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك

২২৭৪। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু কিছু উপঢৌকন দিতেন এবং আমি বলতাম, এটা আমাকে না দিয়ে যে আমার চেয়ে বেশী অভাবী তাকে দিন। এমনকি একবার তিনি আমাকে কিছু মাল দিলেন। আমি বললাম, আমার তুলনায় যার প্রয়োজন বেশী এটা তাকে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা গ্রহণ করো এবং এছাড়া ঐ সব মালও গ্রহণ করো যা কোন প্রকার লালসা ও প্রার্থনা ব্যতীতই তোমার কাছে এসে যায়। আর যা এভাবে না আসে তা পাওয়ার ইচ্ছাও রেখো না।

টীকা ঃ কামনা ও প্রার্থনা ছাড়া উপহার হিসাবে কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ বা বর্জন করা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিম্নরূপ ঃ (১) বাদশা বা সরকার ছাড়া অন্যদের দান গ্রহণ করা মুস্তাহাব (২) বাদশাহ বা সরকারের দেয়া দান গ্রহণ করাকে কেউ হারাম বলেছেন আবার কেউ বলেছেন হালাল। তবে সঠিক কথা হলো– অনৈসলামিক সরকারের সম্পদে হারাম মাল থাকাই স্বাভাবিক। তাই যদি মনে হয় যে এ উপহার বৈধ সম্পদ থেকে দেয়া হয়নি তাহলে এটা গ্রহণ করা নাজায়েয। আর যদি হারামের সম্ভাবনা না থাকে তবে গ্রহণ করা মুবাহ। (৩) যদি হালাল মাল এমন ব্যক্তিকে দেয়া হয় যে তা পাওয়ার যোগ্য নয় তার জন্য এটা নেয়া জায়েয, যদি তার ব্যাপারে শরীয়তের কোন নিশেষজ্ঞা না থাকে (৪) আবার কেউ কেউ বলেছেন, বাদশার বা সরকারের দেয়া বৈধ উপহার গ্রহণ করা ওয়াজিব।

وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن

الحارث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر أعطه يارسول الله أفقر إليه

مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا

المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك قال سالم فمن أجل ذلك

كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه

২২৭৫। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) কখনো কখনো কিছু মাল দান করতেন। উমার (রা) তাঁকে বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ মালের প্রয়োজন নেই। আমার চেয়ে যার প্রয়োজন ও অভাব বেশী তাকে দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ "এই মাল লও এবং নিজের কাছে রেখে দাও অথবা সদকা করে দাও। তোমার কামনা ও প্রার্থনা ছাড়াই যে মাল তোমার কাছে এসে যায় তা রেখে দিও। আর যা এভাবে না আসে তার জন্য অন্তরে আশা পোষণ করো না। বর্ণনাকারী সালিম (রা) বলেন, এ কারণে ইবনে উমার (রা) কারো কাছে কিছু চাইতেন না এবং কেউ যদি (না চাওয়া সত্ত্বেও) তাকে কিছু দিতেন তাহলে তিনি এটা ফেরতও দিতেন না।

وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب

قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

২২৭৬। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا قتيبة

ابن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال

اُسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا اِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ وَأَجْرِي عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

২২৭৭। ইবনে সাঈদী আল মালিকী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করলেন। অতঃপর আমি যখন এ কাজ সমাধা করলাম এবং আদায়কৃত সম্পদ তাঁর কাছে দিলাম– তিনি আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আমি এ কাজ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছি। সুতরাং আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর কাছেই পাওয়ার আশা করি। তিনি (উমার) বললেন, আমি যা দিচ্ছি, নিয়ে নাও। আমিও একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এ কাজ করেছি। তিনি আমাকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু দিয়ে দিলেন। তখন আমিও তাঁকে তোমার মত একই কথা বলেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলে ছিলেন ঃ "যদি তোমার আবেদন ছাড়াই কেউ কিছু দান করে তুমি তা গ্রহণ করবে এবং অপরকেও দান করবে।

وحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ

الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ

২২৭৮। ইবনে সা'দী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যাকাত আদায় করার জন্য আমাকে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করলেন... অবশিষ্ট অংশ লাইস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

পার্থিব লোভ লালসার প্রতি অনীহা ও ঘৃণা পোষণ করা।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ

২২৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জীবন ও সম্পদ– এ দুটোর ভালবাসার ক্ষেত্রে বৃদ্ধের অন্তর চির যৌবনের অধিকারী।

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولُ الْحَيَاةِ وَحُبُّ الْمَالِ

২২৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুটি জিনিসের ভালবাসায় বৃদ্ধের অন্তর চির যৌবনের অধিকারী– দীর্ঘ জীবন এবং ধন-সম্পদের মোহ।

وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ

২২৮১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, কিন্তু দুটি ব্যাপারে তার আকাঙ্ক্ষা যৌবনে বিরাজ করে– সম্পদের লালসা এবং বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা।

وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ

২২৮২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

২২৮৩। এ সূত্রেও রাবীগণ আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب

২২৮৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান যদি দু'টি মাঠ ভর্তি সম্পদের অধিকারী হয়ে যায় তাহলে সে তৃতীয় মাঠ ভর্তি সম্পদ খুঁজে বেড়াবে। আদম সন্তানের পেট– মাটি ছাড়া কোন কিছুই পেট ভরতে পারে না। যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله بمثل حديث أبي عوانة

২২৮৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ রাবী বলেন, তবে আমি সঠিক বলতে পারি না যে, তাঁর ওপর এ কথাগুলো অবতীর্ণ হয়েছিলো না তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলছিলেন। এই সূত্রে বর্ণিত হাদীস উপরোল্লিখিত আবু আওয়ানার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وحدثني حرملة بن

يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْكَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ وَاللّٰهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ

২২৮৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি কোন আদম সন্তান একটি স্বর্ণের উপত্যকার মালিক হয়ে যায় তাহলে সে এরূপ আরো একটি উপত্যকা পেতে আকাঙ্ক্ষা করে মাটি ছাড়া আর কোন কিছুই তার পেট ভরতে পারে না। আর যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেন।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالاً لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلاَ يَمْلأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَاللّٰهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلاَ أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لاَ وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ

২২৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি কোন আদম সন্তানের পূর্ণ এক উদ্যান সম্পদ থাকে তাহলে সে অনুরূপ আরো সম্পদ পেতে চাইবে। মাটি ছাড়া কোন কিছুতেই আদম সন্তানের পেট ভরে না। যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটা কুরআনের আয়াত কিনা তা আমি জানি না। যুহায়েরের বর্ণনায় আছে– এটা কুরআনের আয়াত কিনা তা আমি জানি না। এখানে তিনি ইবনে আব্বারে নাম উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلاَثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ فَاتْلُوهُ وَلاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ

فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِى الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّى قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْكَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّى حَفِظْتُ مِنْهَا يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالاَ تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِى أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২২৮৮। আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা আশ'আরী (রা) একবার বসরার কারীদেরকে (আলেমদের) ডেকে পাঠালেন। অতঃপর সেখানকার তিনশ' কারী তাঁর কাছে আসলেন এবং কুরআন পাঠ করলেন। তিনি (তাদের উদ্দেশে) বললেন, আপনারা বসরার মধ্যে উত্তম লোক এবং সেখানকার কারী। সুতরাং আপনারা অনবরত কুরআন পাঠ করতে থাকুন। অলসতায় দীর্ঘ সময় যেন কেটে না যায়। তাহলে আপনাদের অন্তর কঠিন হয়ে যেতে পারে যেমন আপনাদের পূর্ববর্তী একদল লোকের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আমরা একটি সূরা পাঠ করতাম যা দৈর্ঘে এবং কঠোর ভীতি প্রদর্শনের দিক থেকে সূরা বারাআতের সমতুল্য। পরে তা আমি ভুলে গেছি। তবে আর তার এতটুকু মনে রেখেছি– "যদি কোন আদম সন্তান দুই উপত্যকা ভর্তি সম্পদের মালিক হয়ে যায় তাহলে সে তৃতীয় আর একটি উপত্যকা ভর্তি সম্পদ পেতে চাইবে। মাটি ছাড়া আর কোন কিছুতেই আদম সন্তানের পেট ভরে না"। আমি আরো একটি সূরা পাঠ করতাম যা মুসাবিবহাত (গুণগানপূর্ণ) সূরাগুলোর সমতুল্য। তাও আমি ভুলে গেছি, শুধু তা থেকে এ আয়াতটি মনে আছে "হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন এমন কথা বলো যা করো না।" আর যে কথা তোমরা শুধু মুখে আওড়াও অথচ করো না তা তোমাদের ঘাড়ে সাক্ষী হিসেবে লিখে রাখা হয়। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

টীকা ঃ মুসাব্বিহাত সূরা বলতে সূরা সাফ, জুমুআ ও অনুরূপ সূরাকে বুঝানো হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

কানা'আত বা অল্পে পরিতুষ্ট থাকার ফযীলত এবং এজন্য উৎসাহ প্রদান করা।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ

الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

২২৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধন-সম্পদ ও পার্থিব সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য ও আধিক্য প্রকৃত ঐশ্বর্য নয়, বরং মনের ঐশ্বর্যই বড় ঐশ্বর্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

পার্থিব প্রাচুর্য, সৌন্দর্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়ে অহংকারে লিপ্ত হয়োনা।

وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ، قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ أَوَخَيْرٌ هُوَ إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ ثَلَطَتْ أَوْ بَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ فَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ

২২৯০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন অতঃপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন

ঃ হে লোক সকল! না, আল্লাহর শপথ! তোমাদের ব্যাপারে আমার কোন কিছুর আশংকা নেই। তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পার্থিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, এ সম্পর্কে তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা রয়েছে। এক ব্যক্তি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণের পরিণামে কি অকল্যাণও হয়ে থাকে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি বলেছিলে? সে বলল, আমি বলেছিলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণের সাথে কি অকল্যাণ আসবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ কল্যাণ তো অকল্যাণ বয়ে আনে। তবে কথা হলো, বসন্তকালে যেসব তৃণলতা ও সবুজ ঘাস উৎপন্ন হয় এটা কোন পশুকে ডায়রিয়ার প্রকোপে ফেলে মারে না বা মৃত্যুর কাছাকাছিও নিয়ে যায় না। কিন্তু চারণভূমিতে বিচরণকারী পশুরা এগুলো খেয়ে পেট ফুলিয়ে ফেলে। অতঃপর সূর্যের দিকে তাকিয়ে পায়খানা-পেশাব করতে থাকে, অতঃপর জাবর কাটতে থাকে। এগুলো পুনরায় চারণভূমিতে যায় এবং এভাবে অত্যধিক খেতে খেতে একদিন মৃত্যুর শিকার হয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সৎপন্থায় সম্পদ উপার্জন করে তাকে এর মধ্যে বরকত দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি অসৎ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে– সে অনেক খাচ্ছে কিন্তু পরিতৃপ্ত হতে পারছে না।

حدثنى أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا قالوا وما زهرة الدنيا يا رسول الله قال بركات الأرض قالوا يا رسول الله وهل يأتى الخير بالشر قال لا يأتى الخير إلا بالخير لا يأتى الخير إلا بالخير لا يأتى الخير إلا بالخير إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه فى حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذى يأكل ولا يشبع

২২৯১। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে যেসব জিনিসের আশংকা করছি এর মধ্যে অন্যতম হলো পার্থিব চাকচিক্য ও শোভা সৌন্দর্য যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত

করবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পার্থিব চাকচিক্য ও শোভা বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন ঃ পার্থিব চাকচিক্য ও শোভা হলো দুনিয়ায় সম্পদের প্রাচুর্য। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণ কি অকল্যাণ বয়ে আনবে? তিনি বললেন ঃ কল্যাণ তো কল্যাণই বয়ে আনে, কল্যাণ তো কল্যাণই বয়ে আনে কল্যাণ তো কল্যাণই বয়ে আনে। তবে কথা হলো বসন্তকালে যেসব গাছপালা, তরুলতা ও সবুজ ঘাস জন্মায় কোন পুশ সেগুলো অতিরিক্ত খেলে কলেরা হয়ে মারা যায় বা মরার নিকটবর্তী হয়। এসব তৃণভোজী পশু অতিরিক্ত খেয়ে পেট ফুলিয়ে ফেলে অতঃপর রোদে দাঁড়িয়ে জাবর কাটে ও মলমূত্র ত্যাগ করে। এরপর আবার চারণভূমিতে গিয়ে অতিরিক্ত খেতে থাকে। (এই অতিভোজের কারণে এক সময় পেট খারাপ হয়ে মারা পড়ে) এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ তিক্ত ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা সৎপন্থায় উপার্জন করল সে সৎ পথেই থাকল। সে কতই না সাহায্য সহযোগিতার সুযোগ লাভ করে। আর যে ব্যক্তি তা অসৎ পন্থায় উপার্জন করল তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে– এক ব্যক্তি খাচ্ছে অথচ পরিতৃপ্ত হতে পারছে না।

حدثني علي

ابن حجر أخبرنا اسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير
عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال جلس رسول الله
صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل أو يأتي الخير بالشر يارسول الله قال فسكت
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا يكلمك قال ورئينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال إن هذا السائل
«وكأنه حمده» فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة
الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم
رتعت وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم
وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي

يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২২৯২। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপরে বসলেন এবং আমরা তাঁর চারিদিকে বসে পড়লাম। অতঃপর তিনি (আমাদেরকে উদ্দেশ করে) বললেন ঃ "আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে আমি যেসব জিনিসের আশংকা করছি তার মধ্যে অন্যতম হলো– পার্থিব চাকচিক্য ও শোভা সৌন্দর্য যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য বের করবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণ কি অকল্যাণ নিয়ে আসবে? বর্ণনাকারী বলেন, (লোকটির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে) নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে থাকলেন। এতে (উপস্থিত লোকদের মধ্যে) কেউ কেউ তাকে বলল, কি দুর্ভাগা তুমি! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলছো অথচ তিনি তোমার সাথে কথা বলছেন না। রাবী আরো বলেন, আমাদের মনে হলো, তাঁর ওপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। অতঃপর তিনি তাঁর (মুখমণ্ডল থেকে) ঘাম মুছে জিজ্ঞেস করলেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়? তিনি মনে হল তার প্রশংসাই করলেন। তিনি বললেন ঃ কল্যাণ মূলত অকল্যাণ বয়ে আনে না। তবে কথা হলো– বসন্তকালে যেসব সবুজ লতাপাতা ও তৃণরাজির আর্বিভাব ঘটে এগুলো অতিভোজনে মৃত্যু ঘটনায় বা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেয় কতিপয় তৃণভোজী পশু তা খেয়ে পেট ফুলিয়ে ফেলে অতপর রোদের দিকে তাকিয়ে মলমূত্র ত্যাগ করে এবং জাবর কাটতে থাকে। অতঃপর তা চারণভূমিতে ছুটে চলে এবং বেশী করে খায় (এভাবে অতিভোজের কারণে অজীর্ণ হয়ে মারা পড়ে)। এই দুনিয়ায় ধন সম্পদ তিক্ত এবং সুমিষ্ট।

এই ধন কোন মুসলমানের কতই উত্তম বন্ধু যা থেকে সে নিঃস্ব, অনাথ, এতিম ও অসহায় এবং প্রবাসী পথিককে দান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি না-হকভাবে এ ধন সম্পদ উপার্জন করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে– কোন ব্যক্তি আহার করে অথচ তৃপ্ত হয় না। আর ঐ সম্পদ কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

ধৈর্য, উদারতা ও অল্পে পরিতুষ্ট হওয়ার ফযীলাত এবং এজন্য উৎসাহ প্রদান।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ
ابْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ

أُدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

২২৯৩। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সাহায্য চাইল। তিনি তাদেরকে দান করলেন। তাঁরা আবারও চাইল, তিনি আবারও দিলেন। এমনকি তাঁর কাছে যে সম্পদ ছিলো তাও ফুরিয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ "আমার কাছে যখন কোন মালামাল থাকে তা তোমাদের দিতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করি না। আর যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বেঁচে থাকতে চায় আল্লাহ তাকে (পরের কাছে হাত পাতার অভিশাপ থেকে) বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে ব্যক্তি স্বনির্ভর হতে চায় আল্লাহ তাকে বেপরোয়া ও স্বনির্ভর করে দেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যের পথে অগ্রসর হয় আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান করেন। বস্তুতঃ খোদার দেয়া অবদানগুলোর মধ্যে ধৈর্য শক্তির চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত অবদান আর কিছ নেই।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

২২৯৪। যুহরী থেকে বর্ণিত।... এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ وَهُوَ ابْنُ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ

২২৯৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'যে ব্যক্তির ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য হয়েছে, যাকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন এর উপর পরিতৃপ্ত হওয়ারও শক্তি দিয়েছেন, সে-ই (জীবনে) সফলতা লাভ করেছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا

২২৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের রিযিক (বা পানাহারের ব্যবস্থা) প্রয়োজন পরিমাণ রাখুন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

কোন ব্যক্তিকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য অথবা যে ব্যক্তিকে কিছু দান না করলে সে তার ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে অথবা কোন ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ অশোভনভাবে কিছু প্রার্থনা করার আশংকা থাকলে এদেরকে দান করা। খারেজীদের বর্ণনা এবং এদের সম্পর্কে নির্দেশ।

حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ إِسْحٰقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرُ هٰؤُلَاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِي فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ

২২৯৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু যাকাতের মাল বন্টন করলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যাদেরকে দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে এরা পাওয়ার যোগ্য নয়। বরং পাওয়ার যোগ্য হলো অন্য লোক। উত্তরে তিনি বললেন ঃ তারা আমাকে এমনভাবে বাধ্য করেছে যে, আমি যদি তাদেরকে না দিতাম তাহলে তারা আমার কছে নির্লজ্জভাবে সাওয়াল করতো অথবা আমাকে কৃপণ বলে আখ্যায়িত করতো। সুতরাং আমি কৃপণতার আশ্রয় গ্রহণকারী নই।

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا ح وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحٰقَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ

২২৯৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পথ চলছিলাম, তাঁর পরনে ছিল নাজরানের তৈরী মোটা আঁচল বিশিষ্ট চাদর। এক বেদুইন তাঁর কাছে আসল। সে তাঁর চাদর ধরে তাঁকে সাজোরে টান দিল। আমি দেখলাম এর ফলে তাঁর ঘাড়ে দাগ পড়ে গেল। সজোরে তার এই টানের কারণে চাদরের আঁচলও পড়ে গেল। সে (বেদুইন) বললো, হে মুহাম্মাদ (সা)! আল্লাহর দেয়া যেসব মাল তোমার কাছে আছে এ থেকে আমাকে কিছু দেয়ার জন্য নির্দেশ দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন এবং তাকে কিছু মাল দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ جَبَذَهُ إِلَيْهِ جَبْذَةً رَجَعَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِيِّ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ فَجَاذَبَهُ حَتَّى انْشَقَّ الْبُرْدُ وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২২৯৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আম্মারের বর্ণিত হাদীসে আরো আছে ঃ "অরপর সে (বেদুইন) এমন জোরে চাদর ধরে টান দিল যে, আল্লাহর নবীর ঘাড় বেদুইনের ঘাড়ের সাথে লেগে গেল। আর হাম্মামের বর্ণনায় আছে ঃ এমন জোরে তাঁর চাদর ধরে টান দিল যে, তা ফেটে গেল এবং এর আঁচল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘাড়ে থেকে গেল।

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ

২৩০০। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুসংখ্যক কাবা (শেরওয়ানী) বন্টন করলেন। কিন্তু (আমার পিতা) মাখরামাকে একটিও দিলেন না। মাখরামা বললেন, বৎস! আমার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলো। আমি তার সাথে গেলাম। তিনি বললেন, তুমি ঘরের ভিতরে গিয়ে তাঁকে (রাসূলকে) ডাক। আমি তাঁকে ডাকলাম। তিনি যখন বেরিয়ে আসলেন, ঐ কাবাগুলোর একটি তাঁর পরনে ছিলো। তিনি বললেন ঃ 'এটা আমি তোমার জন্যেই রেখেছিলাম।' বর্ণনাকারী বলেন, তিনি মাখরামার দিকে তাকালেন এবং বললেন, "মাখরামা সন্তুষ্ট হয়েছে।"

حدثنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ

২৩০১। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছুসংখ্যক কাবা (পোষাক-পরিচ্ছদের উপরে পরিধানের জন্য জামা বিশেষ) আসল। আমার পিতা মাখরামা আমাকে বললেন, "আমার সাথে তাঁর (নবী সা.) কাছে চলো, হয়তো তিনি আমাদেরকে তা থেকে দু'একটা দিতে পারেন।" বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা গিয়ে তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বললেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কণ্ঠস্বর বুঝতে পারলেন। তিনি একটি কাবা সাথে করে তার কারুকার্য ও সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বের হলেন এবং বলতে থাকলেন : "আমি এটি তোমার জন্য উঠিয়ে রেখেছিলাম; আমি এটি তোমার জন্য উঠিয়ে রেখেছিলাম।"

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ وَفِي حَدِيثِ الْحُلْوَانِيِّ تَكْرَارُ الْقَوْلِ مَرَّتَيْنِ

২৩০২। সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপস্থিতিতে কতিপয় লোককে কিছু দান করলেন। আমিও তখন তাদের মধ্যে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে দেয়া থেকে বিরত থাকলেন। সে আমার দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লোক ছিলো। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুক ব্যক্তিকে দেননি কেন? আল্লাহর শপথ! আমি জানি সে মুমিন লোক। তিনি বললেন : বরং সে মুসলিম। অতঃপর আমি সামান্য সময় চুপ করে থাকলাম। কিন্তু তার সদগুণাবলী ও ঈমানী চরিত্র সম্পর্কে

আমার অবগতি আমাকে প্রভাবিত করায় পুনরায় বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুক ব্যক্তিকে কেন দেননি? আল্লাহর শপথ আমি জানি সে মু'মিন লোক। তিনি (এবারও) বললেন বরং সে মুসলিম। আমি আবার কিছু সময় চুপ থাকলাম। কিন্তু তার সম্পর্কে আমার অবগতি পুনরায় আমাকে প্রভাবিত করলো। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুক ব্যক্তিকে কিছু দেননি কেন? আল্লাহর শপথ! আমি ভাল করেই জানি সে মু'মিন। তিনি বললেন ঃ বরং সে মুসলিম। তৃতীয়বার তিনি বললেন ঃ আমি অধিকাংশ সময় কোন ব্যক্তিকে দেই কিন্তু অপর ব্যক্তি আমার কাছে তার তুলনায় অধিক প্রিয়। এর কারণ হচ্ছে– যদি তাদেরকে না দেই তাহলে হয়ত তাদেরকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। হুলওয়ানীর বর্ণনায় দুইবারের উল্লেখ আছে।

حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

২৩০৩। এ সূত্রেও রাবীগণ যুহরী থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ অর্থাৎ দুর্বল ঈমানদারদের যদি না দেই তাহলে তারা ঈমান হারিয়ে মুরতাদ হয়ে দোযখে যাওয়ার আশংকা আছে। কিন্তু পূর্ণ ঈমানদারগণকে কোন বাঁধা বা ঝুঁকিও ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তাদেরকে না দিলেও এ ধরনের কোন আশংকা নেই। দুর্বল ঈমানদারদের আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে ইসলামের অনুগত রাখা, প্রভাবশালী লোকদের অর্থের বিনিময়ে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধিতা থেকে বিরত রাখা এবং ইসলামের অক্ষতিকর শত্রুতে পরিণত করাকে ইসলামের পরিভাষায় 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব' বলে।

حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ أَقِتَالاً أَىْ سَعْدُ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ

২৩০৪। মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও যুহরী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনায় আরো আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্নেহ ভরে) আমার ঘাড় ও কাঁধের মাঝে হাত মেরে বললেন ঃ হে সা'দ! তুমি কি আমার সাথে লড়তে চাও। নিশ্চয়ই আমি কোন ব্যক্তিকে দিয়ে থাকি।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الإِبِلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَحُدِّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الأَنْصَارِ أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ قَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ أَفَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا قَالَ فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ قَالُوا سَنَصْبِرُ

২৩০৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। হুনাইনের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বিনা যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের ধন সম্পদ থেকে যা (গনীমত হিসেবে) দান করেছিলেন এ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের কয়েকজন লোককে একশ' উট প্রদান করলেন। আনসারদের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি বলল, "আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদের না দিয়ে কুরাইশদের দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন,

এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছলে তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন। তিনি একটি চামড়ার তাঁবুতে তাদের একত্রিত করলেন। তারা জড়ো হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন ঃ তোমাদের পক্ষ থেকে আমার কাছে যে কথা পৌছেছে তার মানে কি? আনসারদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ তারা তো কিছুই বলেনি। তবে আমাদের মধ্যে যারা কম বয়সী তারা বলেছে– আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে (সা) ক্ষমা করুন, তিনি আমাদের না দিয়ে কুরাইশদের দিচ্ছেন। অথচ এখনো আমাদের তরবারি থেকে তাদের রক্ত টপকে পড়ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "আমি এমন লোকদের দিয়ে থাকি যারা সেদিনও কাফির ছিলো যাতে তাদের মন সন্তুষ্ট (ও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট) থাকে। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে তারা (গনীমতের) মাল নিয়ে তাদের ঘরে চলে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে ঘরে যাবে? খোদার শপথ! ওরা যা নিয়ে ঘরে ফিরবে তার চেয়ে উত্তম হচ্ছে তোমরা যা নিয়ে ঘরে ফিরবে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা নিচ্ছি তাই উত্তম এবং আমরা এতে সন্তুষ্ট আছি। পুনরায় তিনি বললেন ঃ ভবিষ্যতেও এভাবে তোমাদের উপর অন্যদের (দানের ব্যাপারে) প্রাধান্য দেয়া হবে। তখন তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে এবং আমি হাওযে কাওসারের কাছে থাকবো। তারা বললেন, এখন থেকে আমরা ধৈর্য ধারণ করবো।

حدثنا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ وَقَالَ فَأَمَّا أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ

২৩০৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে এ সূত্রেও হাওয়াযিন গোত্র থেকে বিনা যুদ্ধে সম্পদ লাভ ও বন্টন সম্পর্কিত উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে আরো আছে ঃ "আনাস (রা) বলেছেন, আমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারিনি। এবং 'আমাদের কিছু লোক' এর স্থলে শুধু 'কিছু লোক' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ قَالُوا نَصْبِرُ كَرِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

২৩০৭। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

টীকা ঃ নবী (সা) কি কুরাইশের লোকদের গণীমতের এক পঞ্চমাংশ থেকে দিয়েছেন না সম্পূর্ণ গনীমত ভাগ করার আগেই তা থেকে দিয়েছেন এ কথা হাদীসে উল্লেখ নেই। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর জন্য নির্ধারিত বিশেষ অংশ থেকে তাদেরকে দিয়েছেন। আর ইমামের জন্য নির্ধারিত বিশেষ অংশ থেকে নিজের ইচ্ছা মত যাকে ইচ্ছা দেয়া যেতে পারে।

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ فَقَالَ أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ فَقَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ

২৩০৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের এক স্থানে সমবেত করে বললেন ঃ তোমরা অর্থাৎ আনসারগণ ছাড়া অন্য কেউ এখানে আছে কি? তারা (আনসারগণ) বললেন, না। তবে আমাদের এ ভাগ্নে এখানে উপস্থিত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বোনের ছেলে বা ভাগ্নে (মাতুল) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বললেন ঃ কুরাইশরা কেবলমাত্র জাহেলিয়াত পরিত্যাগ করেছে এবং সবেমাত্র বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাই আমি চাচ্ছি যে তাদের অভাব-অভিযোগ মোচন করতে চাচ্ছি এবং তাদের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে চাচ্ছি। তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, মানুষ দুনিয়া নিয়ে ফিরে যাক, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন করো? তোমাদের সাথে আমার ভালবাসা ও হৃদ্যতার স্বরূপ এই যে, দুনিয়ার সব লোক যদি কোন উপত্যকার দিকে ছুটে আর আনসারগণ যদি কোন গিরিপথে যায় তাহলে আমি আনসারদের গিরিপথেই যাবো (তাদের সাথেই থাকব)।

حدثنا مُحَمَّدُ ابْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ الْغَنَائِمَ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا

تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ فَقَالَ مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ قَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللّٰهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ

২৩০৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর গনীমতের মাল কুরাইশদের মধ্যে বন্টন করা হলে আনসারগণ বললেন, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যে, আমাদের তরবারি দিয়ে এখনো তাদের রক্ত ঝরছে আর আমাদের গনীমত তারাই লুটে নিচ্ছে। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে সমবেত করে বললেন ঃ এ কেমন কথা যা তোমাদের পক্ষ থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ এ ধরনের কথা হয়েছে। তারা কখনো মিথ্যা বলেন না। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকেরা দুনিয়া নিয়ে ঘরে ফিরুক আর তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাও? অন্যান্য লোকেরা যদি কোন উপত্যকা বা গিরিপথে চলে এবং আনসারগণ যদি অপর কোন উপত্যকা বা গিরিপথ ধরে চলে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথেই চলবো (আমি আনসারদের সাথেই থাকবো)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِذَرَارِيِّهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ آلَافٍ وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ قَالَ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ

فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتِ الشِّدَّةُ فَنَحْنُ نُدْعَى وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَاحَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى يَارَسُولَ اللّٰهِ رَضِينَا قَالَ فَقَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ قَالَ هِشَامٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ

২৩১০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে হাওয়াযিন, গাতফান ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তাদের সন্তান সন্ততি ও গবাদি পশু নিয়ে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ হাজারের এক বিরাট বাহিনী এবং মক্কার তুলাকাদের নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তুমুল যুদ্ধের মুখে এরা সবাই পিছে হটে গেলো এবং নবী (সা.) একা যুদ্ধ ক্ষেত্রে রয়ে গেলেন। সেদিন তিনি দু'টি ডাক দিলেন কিন্তু এর মাঝখানে কোন কথা বলেননি। প্রথমে তিনি ডান দিকে ফিরে ডাক দিয়ে বললেন ঃ "হে আনসার সম্প্রদায়"! তারা ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার সাথেই আছি– আপনি এই সুসংবাদ গ্রহণ করুন। অতঃপর তিনি বাম দিকে ফিরে পুনরায় ডেকে বললেন ঃ হে আনসার সম্প্রদায়! উত্তরে তাঁরা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার সাথেই আছি, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় তিনি (নবী সা.) সাদা বর্ণের একটি খচ্চরের পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর তিনি নীচে নেমে এসে বললেন ঃ "আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল! মুশরিকরা পরাজিত হলো এবং গনীমতের অনেক মাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্তগত হলো। তিনি এসব মাল মুহাজির ও তুলাকাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। তিনি আনসারদের এ থেকে কিছুই দিলেন না। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে আনসারগণ বললেন, "বিপদের সময় আমাদের ডাকা হয়, আর গনীমত বন্টনের সময় মজা লুটে অন্যরা। তাঁদের এ উক্তি তাঁর কানে গিয়ে পৌছল। তিনি তাদেরকে একটি তাঁবুর নীচে একত্র করে বললেন ঃ হে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের পক্ষ থেকে কি কথা আমার কাছে পৌছেছে? তাঁরা সবাই নীরব হয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি এতে খুশি নও যে, আন্যান্য লোক দুনিয়া নিয়ে ঘরে ফিরবে আর তোমরা মুহাম্মাদকে (সা) সংগে নিয়ে ঘরে ফিরবে? তারা (উত্তরে) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

আমরা এতে খুশী আছি। রাবী বলেন, অতঃপর নবী (সা) বললেন ঃ "যদি অন্য লোকেরা এক গিরিপথের দিকে যায় আর আনসারগণ অন্য গিরিপথে চলে তাহলে আমি আনসারদের পথই অনুসরণ করব। বর্ণনাকারী হিশাম বলেন, আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম হে আবু হামযা! আপনি কি তখন উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, আমি তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাব?

টীকা ঃ মক্কা বিজয়ের দিক যেসব লোকের ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না– তাদেরকে হাদীস ও ইতিহাসের পরিভাষায় 'তুলাকা' বলা হয়।

حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي السُّمَيْطُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ افْتَتَحْنَا مَكَّةَ ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ قَالَ فَصُفَّتِ الْخَيْلُ ثُمَّ صُفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ ثُمَّ صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ ثُمَّ صُفَّتِ النَّعَمُ قَالَ وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلَافٍ وَعَلَى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا فَلَمْ نَلْبَثْ أَنِ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا وَفَرَّتِ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَنَادَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَالَ الْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ قَالَ يَالَ الْأَنْصَارِ يَالَ الْأَنْصَارِ قَالَ قَالَ أَنَسٌ هَذَا حَدِيثُ عِمِّيَّةٍ قَالَ قُلْنَا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَايْمُ اللهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمُ اللهُ قَالَ فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلْنَا قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ قَتَادَةَ وَأَبِي التَّيَّاحِ وَهِشَامِ بْنِ زَيْدٍ

২৩১১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মক্কা বিজয় করার পর হুনাইনের যুদ্ধ করলাম। আমি দেখেছি এ যুদ্ধে মুশরিকরা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্তভাবে কাতারবন্দী হয়ে ছিলো। এদের প্রথম সারিতে অশ্বারোহীগণ, তারপর

পদাতিকগণ, এদের পিছনে স্ত্রী লোকেরা এরপর যথাক্রমে বকরী ও অন্যান্য গবাদি পশুগলো সারিবদ্ধ হয়েছিলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সংখ্যায় অনেক লোক ছিলাম। আমাদের সংখ্যা প্রায় ছয় হাজারে পৌঁছেছিলো। আমাদের এক দিকে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) আমাদের অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আমাদের ঘোড়া পিছু হটতে লাগলো। এমনকি আমরা টিকে থাকতে পারছিলাম না। বেদুইনরা পালাতে শুরু করলো। আমার জানামতে আরো কিছু লোক পালিয়ে গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম মুহাজিরদের ধমক দিয়ে ডাকলেন ঃ হে মুহাজিরগণ! হে মুহাজিরগণ! অতঃপর আনসারদের ধমক দিয়ে ডেকে বললেন ঃ হে আনসারগণ, হে আনসারগণ! আনাস (রা) বলেন, এ হাদীস আমার নিকট এক দল লোক বর্ণনা করেছেন, অথবা তিনি বলেছেন, আমার চাচা বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার সাথেই আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হলেন। আনাস (রা) আরো বলেন, আল্লাহর শপথ! আমাদের পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদের পরাজিত করলেন এবং আমরা তাদের সকল প্রকার মাল হস্তগত করলাম। তারপর আমরা তায়েফে গেলাম। তায়েফের অধিবাসীদের চল্লিশ দিন যাবত অবরোধ করে রাখলাম। অতঃপর আমরা মক্কায় ফিরে আসলাম এবং অভিযান সমাপ্ত করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে একশোটি করে উট দিলেন।... অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ কাতাদাহ, আবু তাইয়াহ ও হিশাম ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ فَقَالَ عَبَّاسُ ابْنُ مِرْدَاسٍ

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ

فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ

وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ

قَالَ فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً

২৩১২। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, সাফওয়ান ইবনে উম্মিয়া, উয়াইনা ইবনে হিসন ও আকরা' ইবনে হাবিসকে একশ'টি করে উট দিলেন এবং আব্বাস ইবনে মিরদাসকে এদের চেয়ে কিছু কম দিলেন। তখন মিরদাস এই কবিতা পাঠ করলেন ঃ

আপনি কি আমার ও আমার 'উবায়েদ' নামক ঘোড়াটির অংশ
উয়াইনা ও আকরাকে প্রদত্ত অংশের মাঝামাঝি নির্ধারণ করছেন ?
বস্তুতঃ উয়াইনা এবং আকরা' উভয়ই সমাজ ও সমাবেশে মিরদাসের চেয়ে
অধিক অগ্রসর হতে বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না।
আর প্রতিযোগিতায় আমি তাদের দু'জনের তুলনায় পিছিয়ে নেই।
আজ যে অনগ্রসর ও হীন বলে গণ্য হবে সে আর উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, এই কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উটের সংখ্যাও একশ' পূর্ণ করে দিলেন।

وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ مِائَةً

২৩১৩। উমার ইবনে সাঈদ ইবনে মাসরুক থেকে এই সনদে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মাল বন্টন করলেন এবং আবু সুফিয়ানকে একশ' উট দিলেন।... অবশিষ্ট অংশ উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে– তিনি আলকামা ইবনে উলাসাকেও একশ' উট দিলেন।

وحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ وَلَا صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الشِّعْرَ فِي حَدِيثِهِ

২৩১৪। উমার ইবনে সাঈদ থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে আলকামা ইবনে উলাসাহ এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার নাম উল্লেখ নেই। তাছাড়া হাদীসে কবিতারও উল্লেখ নেই।

حدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الْغَنَائِمَ فَأَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي وَمُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي وَيَقُولُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ فَقَالَ أَلَا تُجِيبُونِي فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذَا وَكَذَا وَكَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَكَذَا لِأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا زَعَمَ عَمْرٌو أَنْ لَا يَحْفَظُهَا فَقَالَ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْإِبِلِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

২৩১৫। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। হুনাইনের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের মাল 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব'দের মধ্যে বন্টন করলেন। অতঃপর তিনি জানতে পারলেন যে, অন্যান্য লোকেরা যেভাবে গনীমতের মাল পেয়েছে আনসারগণও অনুরূপ পেতে চায়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশে খুতবা দান করলেন। খুতবার শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন ঃ "হে আনসার সম্প্রদায়! আমি কি তোমাদের পথভ্রষ্ট, দরিদ্র ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন পাইনি? তারপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, দারিদ্রের অভিশাপমুক্ত করে ধনী করেছেন এবং ঐক্যবদ্ধ করেছেন। আর তাঁরা বলতেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অত্যন্ত আমানতদার। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা আমার কথার জবাব দিচ্ছো না কেন? তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অত্যন্ত আমানতদার। (অর্থাৎ আপনি যা করেছেন ঠিক করেছেন এবং এতে আমরা রাযী আছি)। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা এভাবে ও এভাবে

বলতে চাও আর বাস্তবে কাজ এরূপ ও এরূপ হয়। আমর (রা) বলেন, এই বলে তিনি কতগুলো জিনিষের কথা উল্লেখ করলেন যা আমি মনে রাখতে পারিনি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকেরা ছাগল ও উট নিয়ে ঘরে ফিরে যাক আর তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাও? তিনি আরো বললেন ঃ আনসারগণ হচ্ছে আচ্ছাদন (শরীরের সাথে লেগে থাকা আবরণ) আর অন্য লোকেরা বহিরাবরণ। যদি হিজরত না হতো তাহলে আমি আনসারদেরই অন্তর্ভুক্ত হতাম। যদি অন্য লোকেরা একটি মাঠ ও গিরিপথে যায় তাহলে আমি আনসারদের মাঠ ও গিরিপথেই যাব। আমার পরে তোমাদেরকে (দেয়ার ব্যাপারে) পিছনে ফেলে রাখা হবে। তখন তোমরা আমার সাথে হাউজের কাছে সাক্ষাত করা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ اللّٰهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ قَالَ قُلْتُ لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا

২৩১৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমাতের মাল দেয়ার ব্যাপারে কতক লোককে প্রাধান্য দিলেন অর্থাৎ কতক লোককে বেশী দিলেন। সুতরাং তিনি আকরা' ইবনে হাবিসকে একশো উট দিলেন, উয়াইনাকেও অনুরূপ সংখ্যক উট দান করলেন এবং আরবের নেতৃস্থানীয় কিছু লোককেও অগ্রাধিকার দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর শপথ! এ বন্টন ইনসাফ ভিত্তিক হয়নি এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন মনে মনে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি এ

কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছাব। রাবী বলেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে লোকটির উক্তি তাঁকে শুনালাম। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই যদি সুবিচার না করেন তাহলে কে আর ইনসাফ করবে? তিনি পুনরায় বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসার (আ) উপর রহমত করুন, তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম আজ থেকে আর কখনো এ ধরনের কোন ব্যাপার তাঁকে জানাবো না। (কেন না এতে তাঁর কষ্ট হয়)।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ مِنْ ذٰلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ

২৩১৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমতের কিছু মাল বন্টন করলেন। এক ব্যক্তি বলল এ বন্টনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে একথা তাঁকে চুপে চুপে অবহিত করলাম। এতে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। ফলে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেলো। এমনকি আমি তখন মনে মনে ভাবছিলাম যদি আমি তাঁর কাছে একথা উল্লেখ না করতাম! রাবী বলেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ মূসা আলাইহিস সালামকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعْنِي يَارَسُولَ اللّٰهِ فَأَقْتُلَ هٰذَا الْمُنَافِقَ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هٰذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

২৩১৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি-ইর্‌রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। বিলালের (রা) কাপড়ে কিছু রৌপ্য ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুঠি ভরে তা লোকদেরকে দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো– "হে মুহাম্মাদ! ইনসাফ কর"। তিনি বললেন, হতভাগা, আমিই যদি ইনসাফ না করি তাহলে কে ইনসাফ করবে? আর আমি যদি সুবিচার না করি তাহলে তুমি তো হতভাগ্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। একথা শুনে উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি এ মুনাফিকটাকে হত্যা করি। তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি। তাহলে লোকে বলবে, আমি আমার সংগী সাথীদের হত্যা করি। আর এ ব্যক্তি ও তার সাথীরা কুরআন পাঠ করবে– কিন্তু তাদের এ পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। (অর্থাৎ দীলে কোন প্রকার আবেদন সৃষ্টি করবে না)। তারা কুরআন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

২৩১৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমাতের মাল বন্টন করছিলেন... পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعِ

بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلاَبٍ وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا أَيُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لأَتَأَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ ‏‏يُرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ‏‏فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ‏.‏

২৩২০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আলী (রা) ইয়ামন থেকে কিছু অপরিশোধিত স্বর্ণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা চার ব্যক্তি যথা (১) আকরা' ইবনে হাবিস আল্ হানযালী (২) উয়াইনা ইবনে বদর আল ফাযারী (৩) আলকামা ইবনে উলাসা আল্ আমিরী ও (৪) বনী কিলাব গোত্রীয় এক ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করলেন এবং এরপর তায়ী গোত্রীয় যায়েদ আল খায়ের ও বনী বাহনান গোত্রের এক ব্যক্তিকে এ থেকে দান করলেন। এতে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা ক্ষেপে গিয়ে বললেন "আপনি কেবল নজদের নেতৃস্থানীয় লোকদের দান করছেন আর আমাদের বাদ দিচ্ছেন, এটা কেমন ব্যাপার?" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তাদের শুধু চিত্তার্কষণ অর্থাৎ তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ সৃষ্টির জন্য দিচ্ছি। এমন সময় ঘন দাড়ি, স্ফীত গাল, গর্তে ঢোকা চোখ, উঁচু ললাট ও নেড়া মাথা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় কর।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমিই যদি আল্লাহর অবাধ্য হই, তাহলে কে তাঁর বাধ্য ও অনুগত হবে? আল্লাহ আমাকে দুনিয়াবাসীদের জন্য আমানতদার হিসেবে পাঠিয়েছেন আর তুমি আমাকে আমানতদার মনে করছো না। এরপর লোকটি ফিরে চলে গেলো। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল। লোকদের ধারণা, হত্যার অনুমতিপ্রার্থী ছিলেন খালিদ ইবনে

ওয়ালিদ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এর মূলে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে যারা কুরআন পাঠ করে অথচ তাদের এ পাঠ কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না (অর্থাৎ হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করে না)। এরা ইসলামের অনুসারীদের হত্যা করে এবং মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দেয়। তীর যেভাবে শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায় তারাও অনুরূপভাবে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। যদি আমি তাদেরকে পেতাম তাহলে তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করতাম যেভাবে আদ সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা করা হয়েছে (অর্থাৎ সমূলে নিপাত করতাম)।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهٰذَا مِنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ فَقَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللّٰهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي قَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ

২৩২১। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আলী (রা) ইমামন থেকে বাবুল গাছের ছাল দিয়ে রঙীন করা একটি চামড়ার থলিতে করে কিছু অপরিশোধিত স্বর্ণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করলেন। তারা হল ঃ উয়াইনা ইবনে বদর, আকরা ইবনে হাবিস, যায়েদ আল খাইল এবং চতুর্থ ব্যক্তি হয় আল্‌কামা ইবনে উলাসা অথবা আমের ইবনে তুফায়েল। তাঁর সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলল, তাদের তুলনায় আমরা এর হকদার ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ "আসমানের অধিবাসীদের কাছে আমি আমানতদানবলে গণ্য অথচ তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে করছো না? আমার কাছে সকাল-সন্ধ্যায় আসমানের খবর আসছে। অতঃপর গর্তে ঢোকা চোখ, স্ফীত গাল, উঁচু কপাল, ঘন দাড়ি নেড়া মাথা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি নিজের পরনের কাপড় সাপটে ধরে অপবাদের সুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহকে ভয় করুন'। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করার অধিকারী নই? রাবী বলেন, এরপর লোকটি উঠে চলে গেল। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি তার ঘাড়ে আঘাত হানব না (হত্যা করব না)? তিনি বললেন ঃ না, কারণ হয়তো সে নামাযী হতে পারে। খালিদ (রা) বললেন, অনেক নামাযী আছে যে মুখে এমন কথা বলে যা তার অন্তরের বিপরীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মানুষের অন্তর বা পেট চিরে দেখার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখতে পেলেন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন ঃ এর মূল থেকে এমনসব লোকের আবির্ভাব হবে যারা সহজেই আল্লাহর কিতাব (কুরআন) পড়তে পারবে। কিন্তু এ পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন ঃ যদি আমি তাদেরকে পাই তাহলে সামুদ জাতির ন্যায় তাদেরকে হত্যা করবো।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ وَقَالَ نَاتِئُ الْجَبْهَةِ وَلَمْ يَقُلْ نَاشِزُ وَزَادَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ سَيْفُ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا فَقَالَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَٰذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ لَيِّنًا رَطْبًا وَقَالَ قَالَ

عُمَارَةُ حَسِبْتُهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ

২৩২২। উমারা ইবনুল কা'কা'আ থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রে আলকামা ইবনে উলাসার নাম উল্লেখ আছে, আমের ইবনে তুফাইলের নাম উল্লেখ নাই। এ বর্ণনায় 'স্ফীত কপাল' উল্লেখ আছে এবং 'নাশেযু' শব্দের উল্লেখ নাই। এতে আরো আছে ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তার ঘাড়ে আঘাত হানবনা? তিনি বললেন ঃ না। তিনি আরো বললেন ঃ অচিরেই এদের বংশ থেকে এমন একটি দলের আবির্ভাব হবে যারা সুমিষ্ট সুরে সহজে কুরআন পাঠ করবে। উমারা বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন ঃ আমি যদি তাদের সাক্ষাত পেতাম তাহলে সামুদ জাতির মত তাদেরকে হত্যা করতাম।

وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ زَيْدُ الْخَيْرِ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ أَوْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ وَقَالَ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَرِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ

২৩২৩। উমারা ইবনুল কা'কা'আ থেকে বর্ণিত। কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا قَالَ لَا أَدْرِي مَنِ الْحَرُورِيَّةُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ «وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا» قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ فَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ

إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ

২৩২৪। আবু সালামা ও আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবু সাঈদ খুদরীর (রা) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারুরিয়া সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, "হারুরিয়া কে তা আমি জানি না, তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "এই উম্মাতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে (কিন্তু তিনি তখনকার উম্মাতকে নির্দিষ্ট করে বলেননি) যাদের নামাযের তুলনায় তোমরা নিজেদের নামাযকে নিম্নমানের মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে অথচ এ পাঠ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে– তীর ছুড়লে যেভাবে বেরিয়ে যায়। অতঃপর শিকারী তার ধুনক, তীরের ফলা এবং এর পালকের দিকে লক্ষ্য করে। সে এর লক্ষ্যবস্তুর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে চিন্তা করে তীরের কোন অংশ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে কিনা (অর্থাৎ তাদের মধ্যে ইসলামের নামগন্ধ এবং সামান্যতম চিহ্নও থাকবে না)।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفِهْرِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالضَّحَّاكُ الْهَمْدَانِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ

فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ
فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، وَهُوَ الْقِدْحُ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ
آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ
عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ
فَوُجِدَ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَ

২৩২৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম এবং তিনি কিছু জিনিস বন্টন করছিলেন। এমন সময় বনী তামীম গোত্রের যুল-খুওয়াই সিরাও নামক এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হতভাগা, তোমার জন্য আফসোস্। আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে কে ইনসাফ করবে? আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে তুমি তো ক্ষতিগ্রস্ত ও বিফল হয়ে যাবে। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে তার শিরোচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও, কেননা তার এমন কিছু সঙ্গী-সাথী রয়েছে যাদের নামায-রোযার তুলনায় তোমাদের নামায-রোযা নিম্নমানের বলে মনে হয়। তারা কুরআন পাঠ করবে অথচ তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেভাবে শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তারাও সেভাবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। অতঃপর সে (ধুনকধারী) তীরের ফলা পরীক্ষা করে দেখে এতে কিছু আছে কিনা। কিন্তু সে তাতে কোন চিহ্নই দেখতে পায় না। তারপর সে তীরের ফলার মূলভাগ পরীক্ষা করে দেখে। এতেও সে কিছুই দেখতে পায় না, তারপর সে তীর পরীক্ষা করে দেখে এতেও সে কিছু দেখে না। অবশেষে সে তীরের পালক পরীক্ষা করে দেখে এতেও সে কিছু পায় না, তীর এত দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায় যে রক্ত বা মলের দাগ এতে লাগতে পারে না। এ সম্প্রদায়কে চেনার উপায় হলো, এদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যার এক বাহুর ওপর মহিলাদের স্তনের ন্যায় একটি অতিরিক্ত মাংশপেশী থাকবে এবং তা থলথল করতে থাকবে। এদের আবির্ভাব এমন সময় হবে যখন মানুষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একথা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী ইবনে

আবু তালিব (রা) তাদের সাথে যখন যুদ্ধ করেছিলেন, আমি স্বয়ং তার সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি উল্লেখিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাদের খুঁজে পাওয়া গেলো এবং আলীর সামনে উপস্থিত করা হলো। আমি তাকে প্রত্যক্ষ করে দেখলাম তার মধ্যে সব চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্বন্ধে বলেছেন।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْخَلْقِ يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ قَالَ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَثَلًا أَوْ قَالَ قَوْلًا الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ أَوْ قَالَ الْغَرَضَ فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي الْفُوقِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ

২৩২৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করলেন যারা তার কাওমের মধ্যে আবির্ভূত হবে। সমাজে যখন বিভেদ-বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে এ সময় আত্মপ্রকাশ করবে। আর তাদেরকে চিনবার উপায় হলো– তারা নেড়া মাথা বিশিষ্ট হবে। তিনি আরো বলেছেন, এরা হবে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। তাদেরকে দুই দলের মধ্যে এমন দলটি হত্যা করবে যারা হবে হকের নিকটতর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য একটি উদাহরণ অথবা একটি কথা বললেন। তা হলো– কোন ব্যক্তি শিকারের দিকে অথবা লক্ষ্যবস্তুর দিকে তীর নিক্ষেপ করল। অতঃপর সে তীরের ফলার দিকে লক্ষ্য করল। কিন্তু সে কোন চিহ্ন দেখতে পায় না, সে তীরের দিকে তাকিয়ে দেখে– তাতেও কোন চিহ্ন দেখতে পায় না। তারপর ফাওক (তীরের তুড়ি) এর দিকে তাকিয়ে কোন চিহ্ন দেখতে পায় না। আবু সাঈদ (রা) বলেন, হে ইরাকের অধিবাসীগণ! তোমরাই তাদেরকে [আলীর (রা) সাথে মিলে] হত্যা করেছো।

حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ

২৩২৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মুসলমানদের মধ্যে কলহ ও মতভেদ সৃষ্টি হবে তখন একদল লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এই দুই দলের মধ্যে যেটি হকের অধিকতর নিকটবর্তী হবে সেটিই ঐ সম্প্রদায়কে হত্যা করবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ

২৩২৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার উম্মাত দুই দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এর মধ্যে যে দলটি হকের অধিক বিকটতর হবে সেটিই অপরটিকে হত্যা করবে।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ

২৩২৯। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের মধ্যে যখন কলহ ও বিবাদের সৃষ্টি হবে তখন একদল লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যে দল হকের অধিকতর নিকটবর্তী হবে তারা তাদেরকে হত্যা করবে।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ

২৩৩০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) অপর এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ যখন বিভিন্ন প্রকার কলহের আবির্ভাব হবে তখন একটি দল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং দু' দলের মধ্যে যেটি সত্যের অধিক নিকটতর সেটি তাদেরকে হত্যা করবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৩৩১। সুওয়ায়েদ ইবনে গাফলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, যখন আমি তোমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস বর্ণনা করি তখন তাঁর নামে এমন কোন কথা বানিয়ে বালার চেয়ে– যা তিনি বলেননি– আমার আকাশ থেকে পড়ে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করি। আর যখন আমি আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপার নিয়ে কথা বলি তখন মনে রাখবে যে, যুদ্ধে কৌশল ও চাতুরতার আশ্রয় নেয়া বৈধ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শেষ যুগে (অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে) এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা অল্প বয়স্ক ও স্বল্প বুদ্ধি-সম্পন্ন হবে। তারা সৃষ্টি জগতের সকলের চেয়ে ভাল ভাল কথা বলবে, তারা কুরআন শরীফ পাঠ করবে কিন্তু এটা তাদের গলার নীচে যাবে না। তীর যেভাবে শিকার থেকে বেরিয়ে যায় তারাও অনুরূপভাবে বেরিয়ে যাবে। অতএব তোমরা তোদের সাথে মুখোমুখি হলে তাদের হত্যা করে ফেলবে। কেননা তাদেরকে যারা হত্যা করবে তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সওয়াব ও পুরস্কার পাবে।

حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله

২৩৩২। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

২৩৩৩। 'আমাশ থেকে অপর এক সনদে উপরে বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে– "তীর যেভাবে শিকার থেকে বেরিয়ে যায় তারা অনুরূপভাবে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে" কথাটির উল্লেখ নেই।

وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا ابن علية وحماد بن زيد ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد ابن زيد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لهما، قالا حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال قلت آنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة

২৩৩৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি থাকবে যার হাত খাটো বা মহিলাদের স্তনের ন্যায় হবে।

তোমরা যদি অহংকারে লিপ্ত না হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পার তাহলে আমি তোমাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আলাপ করবো যা তিনি তাদের হত্যাকারীদের সম্পর্কে করেছেন। রাবী (আবিদাহ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সরাসরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এ কথা শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, কাবার প্রভুর শপথ! হাঁ কাবার প্রভুর শপথ! হাঁ কাবার প্রভুর শপথ!

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فَذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ مَرْفُوعًا حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا حَتَّى قَالَ مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

وَهْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ فَرَجَعُوا فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَسَلُّوا السُّيُوفَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ رَجُلاَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ أَخِّرُوهُمْ فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ

২৩৩৫। যায়েদ ইবনে ওয়াহব আল জুহানী থেকে বর্ণিত। যে সৈন্যদল আলীর (রা) সাথে খারেজীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল– তিনি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। আলী (রা) বললেন, হে লোক সকল! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পাঠ করবে। তোমাদের পাঠ তাদের পাঠের তুলনায় নিম্নমানের মনে হবে। অনুরূপভাবে তাদের নামায ও রোযার তুলনায় তোমাদের নমায-রোযা সামান্য বলে মনে হবে। কুরআন পাঠ করে তারা ধারণা করবে এতে তাদের খুব লাভ হচ্ছে। অথচ এটা তাদের জন্য ক্ষতির কারণই হবে। তাদের নামায তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনটি তীর বেরিয়ে যায় শিকার থেকে। আর যে সৈন্যদল তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে তারা যদি তাদের নবীর মাধ্যমে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে জানতে পারত তাহলে তারা এ কাজের (পুরস্কারের) উপরই ভরসা করে বসে থাকবে। সেই দলের চিহ্ন হল– তাদের মধ্যে এমন এক লোক থাকবে যার বাহুর অগ্রভাবে স্ত্রীলোকের স্তনের বোটার ন্যায় একটি মাংসপেশী থাকবে। এর উপর সাদা পশম থাকবে। আলী (রা) বলেন, অতএব, তোমরা মুআবিয়া ও সিরিয়ার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাচ্ছো। অপরদিকে তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের পিছনে এদেরকে (খারেজী) রেখে যাচ্ছো। খোদার শপথ! আমার বিশ্বাস এরাই হচ্ছে সেই সম্প্রদায় (যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্য তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে)। কেননা এরা অবৈধভাবে রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং মানুষের গবাদি পশু লুট করেছে।

সুতরাং আল্লাহর নাম নিয়ে যাত্রা শুরু কর। সালামা ইবনে কুহায়েল বলেন, অতঃপর যায়েদ ইবনে ওয়াহব (রা) প্রতিটি মঞ্জিলের বর্ণনাই আমাকে দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, “আমরা একটি পুলের উপর দিয়ে অতিক্রম করে খারেজীদের মুখোমুখী হলাম। এই দিন আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহব রাসেবী খারেজীদের সেনাপতি ছিলো। সে তাদেরকে বললো, তোমরা বল্লম ফেলে দিয়ে খাপ থেকে তরবারি বের করো। কেননা আমার আশংকা হচ্ছে, তারা হারুরার দিনের ন্যায় আজও তোমাদের উপর চরম আঘাত হানবে। সুতরাং তারা ফিরে গিয়ে বল্লম ফেলে দিয়ে তরবারি খাপ থেকে বের করে নিল। লোকজন বল্লম নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হল। তারা একের পর এক নিহত হতে থাকল। সেদিন আলীর (রা) দল থেকে মাত্র দুইজন লোক নিহত হল। অতঃপর আলী (রা) বললেন, তোমরা এদের মধ্য থেকে সেই বিকলাংগ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করো। অতঃপর তারা তাকে খুঁজে পেল না। তখন আলী (রা) নিজেই উঠে দাঁড়ালেন এবং নিহতদের কাছে গিয়ে লাশগুলো সরাবার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাকে জমিনের উপর পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেয়ে– “আল্লাহু আকবর” বলে উঠলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় বললেন, “আল্লাহ তাআলা সত্য কথাই বলেছেন এবং তাঁর রাসূল সঠিক সংবাদই পৌঁছিয়েছেন।” রাবী বলেন, এরপর আবিদাহ সালমানী তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই মহান আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই! আপনি কি এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন? তিনি (আলী রা.) বললেন, হাঁ সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই! আমিও এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি। এভাবে তিনি (আলী) তিনবার শপথ করে আবিদাহ সালমানীকে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ قَالَ عَلِيٌّ كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَجُوزُ هَذَا مِنْهُمْ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسْوَدُ

إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيٍ فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْظُرُوا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا فَقَالَ ارْجِعُوا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِيٍّ فِيهِمْ زَادَ يُونُسُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْأَسْوَدَ

২৩৩৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত গোলাম উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। যখন হারুরিয়া বের হলো এবং যখন সে আলীর (রা) সাথে ছিলো তখন বললো, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম দেয়ার অধিকার নেই।" আলী (রা) বললেন, "এ কথাটি সত্য কিন্তু এর পিছনে তাদের হীন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন, আমি তাদের মধ্যে সে চিহ্নগুলো ভালভাবেই লক্ষ্য করছি। তারা মুখে সত্য কথা বলে কিন্তু তা তাদের এটা থেকে অতিক্রম করে না। এই বলে তিনি (উবায়দুল্লাহ) তার কণ্ঠনালীর দিকে ইঙ্গিত করলেন। (অর্থাৎ সত্য কথা গলার নীচে যায় না)। আল্লাহর সৃষ্টি জগতে এরা তাঁর চরম শত্রু। তাদের মধ্যে কালো বর্ণের এক ব্যক্তি রয়েছে যার একটি হাত বকরীর স্তন বা স্তনের বোটার মত। অতঃপর আলী (রা) তাদেরকে হত্যা করার পর বললেন, তোমরা তাকে খুঁজে বের কর। কিন্তু তারা তাকে খুঁজে পেল না। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা গিয়ে আবার খোঁজ করো, খোদার শপথ! আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমার কাছেও মিথ্যা বলা হয়নি। (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে মিথ্যা বলেননি এবং আমিও তোমাদের কাছে মিথ্যা বলছিলা)। এ কথাটি তিনি দুই অথবা তিনবার বললেন। তারা তাকে ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে পেয়ে গেল এবং নিয়ে এসে তাঁর সামনে রাখল। উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, তাদের এই তৎপরতার সময় এবং আলী (রা) খারেজীদের সম্বন্ধে এ উক্তিটি করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ইউনুসের বর্ণনায় আরো আছে ঃ বুকাইর বলেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি ইবনে হুনাইনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সেই কালো লোকটিকে আমি দেখেছি।"

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا

يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ فَقَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ أَخَا الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ قُلْتُ مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرٍّ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৩৩৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে আমার উম্মাতের মধ্যে বা অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে– তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না, তীর যেভাবে শিকার ভেদ করে চলে যায় তারাও তেমনিভাবে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে, আর ফিরে আসবে না। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তারা নিকৃষ্ট ও অধম। ইবনে সামিত (রা) বলেন, আমি হাকাম গিফারীর ভাই রাফি' ইবনে আমর গিফারীর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমি আবু যার (রা) থেকে এই এই ধরনের যে হাদীস শুনেছি এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তার সামনে এ হাদীসটিও উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আমিও এ হাদীসটি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

২৩৩৮। সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি ঃ এরা এমন এক সম্প্রদায় যে, তারা কুরআন পড়ে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَخْرُجُ مِنْهُ أَقْوَامٌ

২৩৩৯। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُءُوسُهُمْ

২৩৪০। সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "মাথা নেড়া এক সম্প্রদায় (খারেজী) পূর্ব দিক থেকে বেরুবে"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

নবী (সা) ও তাঁর বংশ পরিবারের জন্য সদকা যাকাত খাওয়া হারাম। এরা হচ্ছে বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব। এরা ছাড়া অন্য কারো জন্য যাকাত-সদকা খাওয়া হারাম নয়।

حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

২৩৪১। মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, 'একবার হাসান ইবনে আলী (রা) যাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর তুলে মুখে দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি থু থু করে এটা ফেলে দাও। তুমি কি জান না আমরা সদকা বা যাকাত খাই না।"

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, যেসব কাজ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অবৈধ তা থেকে অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরও ফিরিয়ে রাখা অভিভাবকদের কর্তব্য।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

২৩৪২। শো'বা থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আছে ঃ "আমাদের জন্য সদকা-যাকাতের মাল হালাল নয়।"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

২৩৪৩। শো'বা থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও ইবনে মুআয বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ "আমরা যাকাত-সদকা ইত্যাদি খাই না।"

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا

২৩৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি ঘরে ফিরে গিয়ে (কোন কোন সময়) আমার বিছানার উপর খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। আমি তা খাওয়ার জন্য তুলে নেই। কিন্তু পরক্ষনেই সদকার খেজুর হতে পারে এই আশংকায় তা ফেলে দেই (এবং খাওয়া থেকে বিরত থাকি)।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأُلْقِيهَا

২৩৪৫। আবু হুরায়রা (রা) আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন। তার মধ্যে একটি হাদীস নিম্নরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "খোদার শপথ! আমি ঘরে ফিরে আমার বিছানায় অথবা (তিনি বলেছেন) আমার ঘরের মধ্যে খেজুর পড়ে থাকতে দেখতে পাই। আমি তা খাওয়ার জন্য তা হাতে তুলে নেই। পরক্ষণেই আমার সন্দেহ হয়, এটা সদকার খেজুর হতে পারে। তাই আমি তা না খেয়ে ফেলে দেই।"

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

২৩৪৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় একটি খেজুর পেয়ে বললেন ঃ যদি এটা সদকার খেজুর হওয়ার সম্ভাবনা না থাকতো তাহলে আমি এটা খেয়ে নিতাম।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, একটি খেজুর বা এ ধরনের সামান্য জিনিস পড়ে থাকতে দেখলে তা তুলে নিয়ে ব্যবহার করা জায়েয। কেননা এসব সামান্য বস্তু মালিকরা সাধারণত খোঁজ করে না এবং এজন্য চিন্তাগ্রস্তও হয় না।

وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ لَوْ لَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

২৩৪৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় একটি খেজুর দেখতে পেলেন। তিনি বলেন ঃ এটি যদি সদকার খেজুর হওয়ার সম্ভাবনা না থাকতো তাহলে আমি এটা তুলে খেয়ে নিতাম (নষ্ট হতে দিতামনা)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا

২৩৪৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর দেখতে পেয়ে বললেন ঃ এটা যদি সদকার খেজুর হওয়ার সম্ভাবনা না থাকত তাহলে আমি এটা তুলে খেয়ে নিতাম (এভাবে নষ্ট হতে দিতামনা)।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ ابْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَا وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ ، قَالَا لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَاهُ فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ قَالَ

فَبَيْنَمَاهُمَا فِى ذٰلِكَ جَاءَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ لَا تَفْعَلَا فَوَاللّٰهِ مَاهُوَ بِفَاعِلٍ فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَاتَصْنَعُ هٰذَا اِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا فَوَاللّٰهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ قَالَ عَلِىٌّ أَرْسِلُوهُمَا فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ عَلِىٌّ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ اِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتّٰى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا ثُمَّ قَالَ أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّىَ اِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّى النَّاسُ وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ قَالَ فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتّٰى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ قَالَ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِى لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِىَ أَوْسَاخُ النَّاسِ أُدْعُوَا لِى مَحْمِيَةَ «وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ» وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَجَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ أَنْكِحْ هٰذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ «لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ» فَأَنْكَحَهُ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْكِحْ هٰذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ «لِى» فَأَنْكَحَنِى وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا قَالَ الزُّهْرِىُّ وَلَمْ يُسَمِّهِ لِى

২৩৪৯। আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আ ইবনে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাবী'আ ইবনে হারিস ও আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) সম্মিলিতভাবে বললেন, খোদার শপথ! আমরা এ ছেলে দু'টিকে অর্থাৎ আমি ও ফযল ইবনে আব্বাসকে– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যদি পাঠিয়ে দিতাম এবং তারা উভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাদেরকে যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন করত। অতঃপর তারা অন্যান্য আদায়কারীদের ন্যায় যাকাত আদায় করে এনে

দেবে এবং অন্যান্যরা যেভাবে পারিশ্রমিক পায় তারাও সেভাবে পারিশ্রমিক পেত। রাবী বলেন, তাঁরা উভয়ে এ ব্যাপার নিয়ে আলাপ করছিলেন, এমন সময় আলী ইবনে আবু তালিব (রা) এসে তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তারা এ প্রস্তাবটি তাঁর কাছে উত্থাপন করলেন। আলী (রা) বললেন, তোমরা এ কাজ করো না। খোদার শপথ! তিনি এটা করবেন না (কারণ আমাদের জন্য যাকাত হারাম)। তখন রাবী'আ ইবনে হারিস (রা) তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, খোদার শপথ! তুমি শুধু বিদ্বেষের বশীভূত হয়েই আমাদের সাথে এরূপ করছো। অথচ তুমি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছো, এজন্যে তো তোমার প্রতি আমরা কোন প্রকার বিদ্বেষ পোষণ করছিলা! তখন আলী (রা) বললেন, এদের দু'জনকে পাঠিয়ে দাও। অতঃপর তারা উভয়ে চলে গেল এবং আলী (রা) বিছানায় শুয়ে থাকলেন। আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবীআহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায আদায় করলেন। আমরা তাড়াতাড়ি করে তাঁর প্রত্যাবর্তন করার পূর্বেই তাঁর কামরার কাছে গিয়ে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি এসে আমাদের দু'জনের কান ধরে (স্নেহসিক্ত কণ্ঠে) বললেন, "কোন মতলবে এসেছো! আসল কথাটা সাহস করে বলে ফেলো।" তারপর তিনি ও আমরা হুজরার মধ্যে প্রবেশ করলাম। এ সময় তিনি যয়নাব বিনতে জাহশের (রা) ঘরে অবস্থান করছিলেন। রাবী বলেন, এবার আমরা পরস্পরকে কথাটি তোলার জন্য বলছিলাম। অবশেষে আমাদের একজনে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! "আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহণকারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আমাদের এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, অথচ আমরা বেকার। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, অন্যান্য যাকাত আদায়কারীদের মত আপনি আমাদেরকেও যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করুন; অন্যান্যরা যেভাবে যাকাত আদায় করে এনে দেয় আমরা তাই করব এবং তাদের মত আমরাও কিছু পারিশ্রমিক পাবো। এ কথার পর তিনি দীর্ঘ সময় ধরে চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা পুনর্বার আমাদের কথা বলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। পর্দার আড়াল থেকে যয়নব (রা) কথা না বলার জন্য আমাদেরকে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ মুহাম্মাদের (সা) পরিবার-পরিজন তথা বংশ ধরদের জন্য 'যাকাত' গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কেননা যাকাত হলো মানুষের (সম্পদের) ময়লা। বরং তোমরা গিয়ে খুমুসের কোষাধ্যক্ষ মাহমীয়াহ এবং নাওফাল ইবনে হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে আমার কাছে ডেকে আনো। রাবী বলেন, তারা দু'জনে এসে উপস্থিত হলে প্রথমে তিনি (নবী সা.) মাহমীয়াকে বললেন ঃ "তুমি তোমার কন্যাকে এই ছেলে অর্থাৎ ফযল ইবনে আব্বাসের সাথে বিয়ে দাও। তিনি তাই করলেন। অতঃপর তিনি নাওফাল ইবনে হারিসকে বললেন ঃ তুমি এই ছেলের (অর্থাৎ আমার সাথে তোমার কন্যা বিয়ে দাও। তিনি আমাকেও বিয়ে করিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি মাহমীয়াকে বললেন ঃ এই দুইজনের পক্ষ থেকে এতো-এতো পরিমাণ মোহরোনা খুমুসের তহবিল থেকে আদায় করে দাও। যুহরী বলেন, আমার শায়েখ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আমার কাছে মোহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ উল্লেখ করেননি।

حدثنا هرون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس

২৩৫০। আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে নাওফাল থেকে বর্ণিত। আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আ ইবনে হারিস ও আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তাবিল উভয়ে নিজ নিজ পুত্র আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আহ ও ফযল ইবনে আব্বাসকে বললেন, তোমরা দু'জনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। হাদীসের বাকী অংশ মালিক কর্তৃক বর্ণিত (উপরের) হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে– তারপর আলী (রা) নিজের চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং বললেন, "আমি হাসানের পিতা এবং সাইয়েদ। খোদার শপথ! তোমরা যে কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তোমার ছেলেদের পাঠিয়েছো তারা তার জবাব নিয়ে না আসা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়বো না। এ হাদীসে আরো আছে ঃ তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "যাকাতের এ অর্থ হলো মানুষের (সম্পদের) আবর্জনা। তাই এ অর্থ মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর বংশধরদের জন্য হালাল নয়।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মাহমীয়া ইবনে জায'-কে আমার কাছে ডেকে আনো। তিনি বনী আসাদ গোত্রের লোক ছিলেন। নবী (সা) তাকে খুমুসের কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

নবী (সা) ও বনী হাশিমের জন্য হাদীয়া উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا

২৩৫১। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। উবাইদ ইবনে সাব্বাক বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী জুয়াইরিয়া (রা) তাকে এই হাদীস অবহিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে এসে বললেন ঃ খাওয়ার কিছু আছে কি? তিনি (উত্তরে) বললেন, খোদার শপথ, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কাছে খাওয়ার কিছু নেই। তবে বকরীর কয়েকটি হাড় আছে। এটা আমার মুক্ত দাসীকে সদকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তা আমার কাছে নিয়ে এসো, কেননা সদকা তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেছে।

টীকা ঃ সদকা প্রাপকের হস্তগত হওয়ার পর সে যদি অন্য কাউকে তা পুনরায় দান করে দেয় বা উপঢৌকন হিসাবে দেয় তখন এটা আর সদকা হিসাবে গণ্য হয় না। যাদের জন্য সদকা গ্রহণ নিষিদ্ধ তারাও এটা গ্রহণ করতে পারে। হাত বদল হওয়ার সাথে সাথে জিনিসের বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তন হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

২৩৫২। যুহরী থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

২৩৫৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু গোশত উপহার দিলেন। এটা তাকে সদকা হিসেবে দেয়া হয়েছিলো। নবী (সা) বললেন ঃ এ গোশত তার (বারীরার) জন্য সদকা কিন্তু আমাদের জন্য হাদীয়া বা উপঢৌকন হিসেবে গণ্য।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى» قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيلَ هٰذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

২৩৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু গরুর গোশত আনা হলো। অতঃপর বলা হলো, এই গোশত বারীরাকে সদকা হিসেবে দান করা হয়েছে। তখন নবী (সা) বললেন, "এটা তার জন্য সদকা কিন্তু আমাদের জন্য হাদীয়া বা উপঢৌকন।"

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ

ابْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ

২৩৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার (রা) মোকদ্দমার প্রেক্ষিতে শরীয়াতের তিনটি হুকুম প্রবর্তিত হয়। লোকজন তাকে সদকা দিত এবং তিনি তা আমাদেরকে উপহার হিসেবে দান করতেন। এই ব্যাপারটি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ "এটা তার জন্য সদকা এবং তোমাদের জন্য হাদীয়া। সুতরাং তোমরা তা খাও।"

টীকা ঃ এই হাদীসে শুধু একটি হুকুমের কথা উল্লেখ আছে। বাকি দু'টি হলো– (ক) দাস-দাসীর মুক্তকারীই তার অভিভাবক ও উত্তরাধিকারী হবে (খ) দাসী মুক্ত হওয়ার পর তার স্বামীর কাছে থাকা ও না থাকার ব্যাপারে স্বাধীনতা পাবে।

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك .

২৩৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير أنه قال وهو لنا منها هدية

২৩৫৭। আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে– "এ তো আমাদের জন্য তার পক্ষ থেকে হাদীয়া।"

حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية قالت بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت الى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء قالت لا الا أن نسيبة بعثت الينا من الشاة التي بعثتم بها اليها قال انها قد بلغت محلها

২৩৫৮। উম্মু 'আতিয়্যাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য সদকার একটি বকরী পাঠালেন। অতঃপর আমি এ থেকে কিছু গোশত আয়েশার (রা) জন্যে পাঠালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশার (রা) কাছে এসে বললেন ঃ তোমাদের কাছে খাওয়ার কিছু আছে কি? তিনি (উত্তরে) বললেন, না তবে আপনি নুসাইবার (উম্মু আতিয়্যাহ) কাছে (সদকার) বকরী পাঠিয়েছিলেন, এ থেকে সে আমার জন্য কিছু গোশত পাঠিয়েছে। তিনি বললেন, এই (সদকা) তো তার যথাযথ স্থানে পৌছে গেছে (অর্থাৎ উম্মু আতিয়ার জন্য সদকা ছিলো। সে তা হস্তগত করার পর এখন তোমার জন্য এটা হাদীয়া। কাজেই তুমি খাও, আমাকেও দাও)।

حدثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا

২৩৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য আসলে তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নিতেন। যদি বলা হতো, এটা হাদীয়া হিসেবে দেয়া হয়েছে, তাহলে তিনি এটা খেতেন। আর যদি বলা হতো এটা সদকা তাহলে তিনি তা খেতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

সদকা প্রদানকারীর জন্যে দু'আ করার বর্ণনা।

حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

২৩৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন গোত্র সদকা নিয়ে আসলে তিনি তাদের

জন্য দু'আ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি তাদের ওপর সদয় হোন।" একবার আমার পিতা আবু আওফা তার সদকা নিয়ে তাঁর কাছে আসলে তিনি দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করুন।"

وحدثناه ابن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة بهذا الاسناد غير أنه قال صل عليهم

২৩৬১। এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণনায় আছে ঃ (হে আল্লাহ)! তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

যাকাত আদায়কারীর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করার বর্ণনা।

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص ابن غياث وأبو خالد الأحمر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض

২৩৬২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে যাকাত আদায়কারী আসলে তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার কর যাতে সে তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।

টীকা ঃ যেহেতু যাকাত আদায়কারীগণ ইমাম বা আমীরের প্রতিনিধি, তাই তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা উচিত। আমীরের অনুসরণ ও তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করার মধ্যেই ইসলামী উম্মাহর ঐক্য ও মধুর সম্পর্ক নির্ভরশীল। কিন্তু যাকাত আদায়কারী যদি অন্যায় ও অবৈধভাবে যাকাত দাবী করে বা অবৈধ কোন নির্দেশ দেয় তখন আর তার আনুগত্য করা জায়েয নেই।

Avgvi wcq I¥qemvBU

সহীহ মুসলিম

তৃতীয় খন্ড

সমাপ্ত